

## অষ্টম উল্লাসঃ ।

অথ বৃন্দাটবী-দেবী তদ্বৃন্দেষু পুরস্কৃতা ।  
 অনুষ্টুবাদিচ্ছন্দঃসু গায়ত্রীব ব্যরোচত ॥ ১ ॥  
 মদাঘূর্ণৈরপি তদা তেষাং নেত্রমধুব্রতৈঃ ।  
 সম্পন্নধুভরঃ পাতুমৈষি তস্ত্রাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥  
 অংশুরংশুকমেতস্ত্রাঃ ক্লিন্নমাগ্নি লীনয়ন্ ।  
 স্বয়ং দৃশা ছুপ্রবেশঃ শাটী-পাটবমীয়িবান্ ॥ ৩ ॥  
 তদাঙ্গমার্জনাবর্য্য-পরিকর্ষণি কর্ষণি ।  
 ইষ্টমুনিবরাদিষ্টমীহামূহে সখীজনঃ ॥ ৪ ॥

### রূপাকণিকা :

অথ বেশ-বিত্রাসাদিকং বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমত স্ত্রীশ্রী শোভাবিশেষমাহ—  
 অথ বৃন্দাটব্যাঃ দেবী কৃতাভিষেকা প্রেমসী পুরস্কৃতা পূজিতা সতী তস্ত্রাঃ  
 বৃন্দেষু গণেষু ব্যরোচত ব্যরাজত । তত্র দৃষ্টান্তঃ—অনুষ্টুবাদিচ্ছন্দঃসু  
 মধ্যে গায়ত্রী ইব । ‘গায়ত্রীচ্ছন্দসামহ’মিতি শ্রীভগবদগীতোক্তিতঃ সা  
 যথা ছন্দসাং মুখ্যা, শ্রীরাধাপি গণাধ্যক্ষা সতী অশোভততরামিত্যর্থঃ ।  
 ইতঃপ্রভৃতি অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ॥ ১ ॥ তদা তেষাং মদেন আ সম্যক্ ঘূর্ণায়ুক্তৈঃ  
 অপি নেত্রাণি এব মধুব্রতা ভ্রমরা স্তৈ তস্ত্রাঃ রাধায়াঃ সম্পৎ গুণোৎকর্ষ  
 এব মধু তস্ত্রাভর অতিশয়ঃ পাতুং ঐষি ঐষ্যত [ ইষ ইচ্ছায়াং কর্ষণি  
 লুঙি রূপং ] ॥ ২ ॥ এতস্ত্রাঃ অংশুঃ অঙ্গপ্রভা ক্লিন্নঃ আদ্রঃ অংশুকং  
 বস্ত্রং আগ্নি লীনং শ্লিষ্টং কুর্কন্ অথচ স্বয়মাগ্নি দৃশা নয়নেন ছুপ্রবেশঃ  
 ছল্লক্ষ্যঃ অপি পট্যাঃ বস্ত্রশ্র যবনিকায়া বা পাঠান্তরে শাট্যাঃ পাটবং পটুতাং  
 ঈয়িবান্ প্রাপ্তবান্ । অঙ্গলাবগ্যমেব তাং বস্ত্রবৎ আচ্ছাদয়ামাসেতি  
 ভাবঃ ॥ ৩ ॥ তৎপ্রসাধনকর্ম সবিস্তারং বর্ণয়তি—তদা অঙ্গমার্জনা চ  
 বর্য্যং শ্রেষ্ঠং পরিকর্ষ্য প্রসাধনং চ তস্মিন্ কর্ষণি সখীজনঃ ইষ্টায়াঃ অভীষ্ট-  
 দেব্যাঃ মুনিবরায়াঃ পৌর্ণমাস্ত্রাঃ আদিষ্টং আদেশং ঈহাং বাজ্ঞাং উহে  
 অকরোং । [ বহ প্রাপণে আগ্নেপদে লিটি, দ্বিকর্ষকত্বং ] ॥ ৪ ॥



ততা কাণ্ডপটী তাভিঃ সমন্তাদপি সূত্রবঃ ।  
 অদীব্যং পরিবেষশ্রীরম্যতাংগু-তনোরিব ॥ ৫ ॥  
 যয়ো নিমেষঃ কল্পায় কল্পতে ব্যতিলোকনে ।  
 তাবন্তরা জবনিকা লোকালোকায়েতে ন কিং ॥ ৬ ॥  
 বিশ্লেষণং দয়িতৌ লকৌ তৌ তিরস্করিণী-কৃতং ।  
 প্রেমা কিল মিথঃ প্রেমা সাক্ষাদঙ্কোরপুষ্কুরং ॥ ৭ ॥  
 রুদ্ধা দৃষ্টিচকোরীণাং তৃপ্তিং কৰ্ত্তু মিবাণিভিঃ ।  
 চন্দ্রাননেয়ং তন্মধ্যে স্কুলে (সঙ্কুলে) রাবতাংগুভিঃ ॥ ৮ ॥  
 গুরুণাং ব্যবধাকারং প্রতীসারন্তমন্তরা ।  
 অথ রাধাহি নোদালীঃ শৈবরশ্ময়-সমীক্ষয়া ॥ ৯ ॥

তাভিঃ সখীভিঃ সূত্রবঃ রাধিকায়াঃ সমন্তাদপি চতুর্দিকু ততা বিস্তারিতা  
 কাণ্ডপটী অন্তঃপটঃ তদা অমৃতাংশোঃ চন্দ্রশ্চ তনোঃ মূর্ত্তেঃ পরিবেষশ্চ  
 মণ্ডলশ্চ শ্রীঃ শোভা ইব অদীব্যং ব্যরাজত, তদুক্তং—বাতেন মণ্ডলীভূতাঃ  
 সূর্য্যচন্দ্রমসোঃ করাঃ । মালাভা ব্যোম্নি তনুতে পরিবেষঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫ ॥  
 কিশোরয়ো দর্শনাভাবেন মহাভুঃখমাহ—যয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ ব্যতিলোকনে  
 মিথো দর্শনে নিমেষঃ অপি কল্পায় কল্পতে কল্পবৎ সূদীর্ঘতমো ভবেৎ ;  
 অত্র রূঢ়তাবস্থানুভাব-রূপং নিমেষাসহস্রং ক্ষণকল্পত্বঞ্চ বিরহাবসরে  
 প্রদর্শিতং । তৌ অন্তরা মধ্যদেশে জবনিকা তিরস্করিণী লোকালোক-  
 পৰ্ব্বতঃ ইব আচরতি ন কিং ? আচরত্যেব । অন্তলোক্যতে সূর্য্যরশ্মিভিঃ  
 স্পৃশ্যমানত্বাদিতি লোকঃ । তথা বহিঃ সূর্য্যকিরণাস্পর্শাৎ ন লোক্যতে  
 ইতি অলোকঃ । লোকুঞ্ ঈক্ষে কর্মণি ঘঞ্ । লোকশ্চেতি অলোক-  
 শ্চেতি লোকালোকঃ । লুপ্তোপমা ॥ ৬ ॥ তয়োঃ বিপ্রলন্তেহপি প্রেম-  
 কৃত-বিস্মৃতিমাহ—প্রেমা কত্র তিরস্করিণ্যা যবনিকয়া কৃতং বিশ্লেষণং বিয়োগং  
 লকৌ প্রাপ্তৌ তৌ দয়িতৌ ( কৰ্ম্মণি প্রথমা ) পুনঃ প্রেমা এব অঙ্কোঃ  
 সাক্ষাদপি মিথঃ পরস্পরং অপুষ্কুরং স্মৃতিং কারিতবান্ । [ স্মৃ-  
 গিচি + লুঙি ] । বিপ্রলন্তেহপি বিস্মৃতিরিয়ং সাক্ষাদদর্শনাকারৈব, স্মৃতি-  
 সামান্যশ্চ রত্যাদাবপি দৃষ্টেঃ । তদেবোক্তং অঙ্কোঃ সাক্ষাদিত্যেনে ॥ ৭ ॥  
 দৃষ্টিঃ নয়নমেব চকোরী তাসাং তৃপ্তিং কৰ্ত্তু মিবা আণিভিঃ সখীভিঃ ইয়ং  
 চন্দ্রাননা তন্মধ্যে যবনিকা-মধ্যে সঙ্কুলেঃ সৰ্ব্বত্র স্বাসাং প্রসূতৈঃ অংগুভিঃ



তাভিরুদগমনীয়ং সা রমণীয়ং সমর্পিতং ।

॥ ১০ ॥ বিদলদল-নীলাজলোচনশ্রীরশিশ্রিয়ং ॥ ১০ ॥

যদেতদ্ বসিতং দেব্যা বস্ত্রমুদ্বাপনে তনোঃ ।

১০২ বিভ্রংশাদিব তদ্বীতং সিধেদ স্নানবার্মিষাং ॥ ১১ ॥

অথ শুষ্কেণ বস্ত্রেণ মৃষ্টং কুন্তল-মণ্ডলং ।

১০৩ মল্লীবলয়িধম্মিল্লমস্ত্রামাল্যো বিনির্মমুঃ ॥ ১২ ॥

১০৪ রাধা তত্রাভিষেকান্তে কান্তি-সাম্রাজ্যমাশ্রয়নঃ ।

১০৫ দ্রষ্টুং কিল পরিষ্কারমবাতীতরদালিভিঃ ॥ ১৩ ॥

১০৬ অবস্ত বস্ত্রং সা হংসৈ যৈ বিচিত্রিতমত্র তান্ ।

১০৭ কাঞ্চিবল্ল্যা নাদয়ন্তী শ্রুতজীবানিবাকৃত ॥ ১৪ ॥

কিরণপটলেঃ আবৃত্তা সতী রুদ্ধা অবরুদ্ধা ॥ ৮ ॥ অথ তত্রত্য-সেবামাহ—  
গুরুণাং ব্যবধাকারং ব্যবধানকারকং তং প্রতীসারং [ প্রতীসরঃ এব  
স্বার্থে ষঃ ] মণ্ডলং অন্তরা মধ্যে অথ রাধা স্মেরং যথেষ্টং যথা শ্রাতৃথা যা  
স্মেরা ঈষদ্ধাশ্রযুক্তা সমীক্ষা সন্দর্শনং তয়া আলীঃ সখীঃ অধিনোৎ  
অগ্রীণাং ॥ ৯ ॥ বস্ত্র-পরিধানমাহ—তাভিঃ সখীভিঃ সমর্পিতং রমণীয়ং  
উদগমনীয়ং ধৌতবস্ত্র-যুগলং সা অশিশ্রিয়ং অগৃহ্মাং । [ শ্রিঞ্ সেবায়াং  
লুঙি রূপং ] । তাং বিশিনষ্টি—বিদলন্তি প্রক্ষুটন্তি দলানি যশ্র তথাবিধং  
যং নীলাজং নীলপদ্মং তদিব লোচনশ্রীঃ যশ্রাঃ তথাবিধা দরবিকসিত-  
নীলনয়না রাধা বস্ত্রং পরিদধাতি স্ম ॥ ১০ ॥ তনোঃ উদ্বাপনে উন্মুক্তী-  
করণে যদ্ এতদ্ বস্ত্রং দেব্যা বৃন্দাবনেশ্বর্যা বসিতং পরিহিতমাসীৎ, তদ্  
বিভ্রংশাং অঙ্গবিচ্যুতেঃ ভীতং সদিব স্নানশ্র বাঃ জলং তশ্র মিষাং ছলেন  
সিধেদ ঘর্মাক্তমভূৎ ॥ ১১ ॥ কেশ-সংস্কারাদিকমাহ—অথ শুষ্কেণ বস্ত্রেণ  
অশ্রাং মৃষ্টং জলনির্মুক্তং কুন্তলানাং কেশানাং মণ্ডলং মল্লীভিঃ বলয়িতং  
বেষ্টিতং ধম্মিল্লং কবরীমিত্যর্থঃ আল্যঃ সখ্যঃ বিনির্মমুঃ বিরচিতবত্যঃ ॥ ১২ ॥  
তত্র অভিষেকশ্র অন্তে রাধা আশ্রয়নঃ কান্তি-সাম্রাজ্যং রূপরাশিং দ্রষ্টুং  
আলিভিঃ পরিষ্কারং ভূষণাবলিং অবাতীতরং উত্তারয়তিস্ম । [ ত প্লবন-  
তরণয়োঃ গিচি লুঙি রূপং ] ; কিলেতি সস্তাবনায়াং ॥ ১৩ ॥ পরিহিত-  
বস্ত্রশ্র বৈশিষ্ট্যমাহ—যৈঃ হংসৈঃ বিচিত্রিতং চিহ্নিতং বস্ত্রং সা অবস্ত



রক্তা মৃগমদৈ শ্চোলী চিত্র-সৌরভ-বাসিতা ।

তয়া পরিহিতা সূক্ষ্মা ভিন্নাসীনাঙ্গরাগতঃ ॥ ১৫ ॥

শ্যামশ্চ তশ্চ চোলশ্চ রক্তকং বহিরুদ্বভৌ ।

কৃষ্ণে রাগাবৃতং কিস্বা তশ্চা হৃদয়মভ্যাগাৎ ॥ ১৬ ॥

অরিত্ততার্থমেবাদৌ পুষ্পৈরেষা পরিস্কৃতা ।

কৃষ্ণশ্চ তদ্বনশ্চী বা রেজে পুষ্পেষু-কান্তিদা ॥ ১৭ ॥

ভিন্না বৃতিকয়া কান্ত্যা ধিবতী সা বহিঃস্থিতান্ ।

আকৃষ্টেহন্তঃপটে সূষ্ঠু সন্নটীব বিদিত্যুতে ॥ ১৮ ॥

পরিহিতবতী তান্ কাঞ্চিলতয়া নাদয়ন্তী কলং কারয়ন্তী শ্রুতজীবান্ শ্রুত-  
জীবান্ ইবাকৃত অকার্ষীৎ । উৎপ্রেক্ষ্যং । ( ব ) পুস্তকে পাঠান্তরং—  
অবস্ত বস্ত্রং সা হংসৈ র্যৈ বিচিত্রতমেষু তু । কাঞ্চিবল্যা শব্দবৎসু প্রাণ-  
ত্বাসমিবাকৃতেন্তি । অর্থস্ত সমান এব ॥ ১৪ ॥ কঞ্চুলিকাধারণমাহ—  
মৃগমদৈঃ কস্ত রিকান্তিঃ রক্তা রঞ্জিতা অতঃ বিচিত্রৈঃ অপূর্কৈঃ সৌরভৈঃ  
সুগন্ধৈঃ বাসিতা সুরভীকৃতা তথা সূক্ষ্মা শ্লক্ষ্মা চোলী কঞ্চুলিকা তয়া রাধয়া  
পরিহিতা—সা অঙ্গরাগতঃ বিলেপনাদিতঃ ন ভিন্না আসীৎ, সমানবর্ণা  
এবাসীদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তদবৈশিষ্ট্যমপ্যাহ—তশ্চ শ্যামবর্ণশ্চ চোলশ্চ বহিঃ  
রক্তকং রক্তবর্ণং উদ্বভৌ প্রাকাশত । তত্রোৎপ্রেক্ষা—কৃষ্ণঃ তশ্চা  
রাধায়াঃ অনুরাগেণাবৃতং আচ্ছাদিতং হৃদয়ং বক্ষোদেশং অভ্যাগাৎ  
অভিসসার বা ইব কিং ? ১৬ ॥ অরিত্ততার্থং দেহশ্চ নিরাভরণহানয়ে  
আদৌ এব সা পুষ্পৈঃ পরিস্কৃতা ভূষিতাসীৎ । তত্রোৎপ্রেক্ষা—কৃষ্ণশ্চ  
তশ্চ বৃন্দাবনশ্চ শ্রীরিব সা পুষ্পেষু কান্তিং জ্যোতিঃ দদাতীতি বা দ্যতি  
অবথগুয়তীতি বা কান্তিদা সতী রেজে ব্যরাজত । যদ্বা পুষ্পেষুঃ কামঃ  
তশ্চাপি কান্তিনাশিকা যদ্বা পুষ্পেষুঃ মূর্ত্তমহাশৃঙ্গারঃ কৃষ্ণঃ তশ্চাপি কান্তিঃ  
কামনাং দদাতি গুতীতি বা । প্রথমপক্ষে স্বাভিলাষং জনয়তি, অন্তে  
তু যথেষ্টভোগসামগ্রীং সংপ্রদায় বাসনা-পরিপূরিকेत্যর্থঃ ‘সর্বকান্তি’-  
রিত্যুক্তেঃ ॥ ১৭ ॥ বৃতিকয়া যবনিকয়া ভিন্না পৃথক্কৃতাপি সা কান্ত্যা  
অঙ্গজ্যোতিষা বহিঃস্থিতান্ সর্বান্ ধিবতী প্রীণয়ন্তী সতী তথা অন্তঃপটে  
যবনিকায়াং আকৃষ্টে অপস্থতে চ সন্নটী উত্তমা নর্ত্তনকারিণী ইব সূষ্ঠু  
যথা শ্রান্তথা বিদিত্যুতে প্রাকাশত । ( ব ) পুস্তকে দ্বিতীয়াক্ষমেবং—



রাধা-মাধবয়ো দ্বন্দ্বং রূপং মুহুরপীক্ষিতং ।

মেনে তদা যদাশ্চর্যং তদাশ্চর্যমপীদৃশি ॥ ১৯ ॥

তদা তাং স্তোতুমারন্ধা বিধুধাদি-বধূজনাঃ ।

উত্তীং রবিমূর্ত্তিষা প্রাতঃ সন্ধ্যাভিবন্দকাঃ ॥ ২০ ॥

তস্তা নিমগ্নেনে চন্দ্র স্তপঃক্ষীণ ইতীব তে ।

অনানীয় তমাগ্নীয়-চিন্তারত্নেন তদ্যধুঃ ॥ ২১ ॥

সার্কিং পরাধ্বমগিতি শ্চক্ষুর্ভি ভ্রমিতৈরমী ।

প্রেন্না নিমগ্ননাক্ষ্ম স্বেরপি স্ফুটমাচরন্ ॥ ২২ ॥

বৃন্দাবন-মহারাজ্ঞী স্নান-সিংহাসনাং পরম্ ।

অরুচৎ পীঠরত্নং নখরত্নৈঃ পদাজয়োঃ ॥ ২৩ ॥

অথ হৈয়ঙ্গবীনে সা মুখমালোকয়নুদা ।

স্বজনস্নেহ-সন্দোহে নিমগ্নমিব চাক্ষুষে ॥ ২৪ ॥

কৃষ্টাবৃতিকয়া সৃষ্টু নাট্যকর্ত্রীব দিহ্যতে । অর্থস্ত সমঃ ॥ ১৮ ॥ মিথঃ শোভাসন্দর্শনমাহ—রাধা-মাধবয়োঃ দ্বন্দ্বং যুগলং মিথঃ রূপং মুহুরপীক্ষিতং অপি তদা যৎ আশ্চর্য্যং অপরিকলিতপূর্ব্বং মেনে, তৎ পীদৃশি একাত্মনি নৈব আশ্চর্য্যং বিস্ময়করং । অপি নির্দ্বারে । অনাশ্চর্য্যত্বে হেতুঃ খলু তয়োরনুরাগ এব, ‘সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়’মিত্যাহ্যক্তেঃ । বিরোধ-শ্লেষয়োঃ সংসৃষ্টিঃ ॥ ১৯ ॥ দেবীগণকৃতস্তোত্রাদিকমাহ—তদা তাং রাধাং বিবুধাদীনাং বধূজনাঃ কামিত্যঃ স্তোতুং প্রারভন্ত । তত্র দৃষ্টান্তঃ—বা ইবার্থে । প্রাতঃ সন্ধ্যাভিবন্দকাঃ উপাসনাক্রতো যথা উত্তীং উদীয়মানাং সূর্য্যমূর্ত্তিঃ স্তবন্তি ॥ ২০ ॥ তাসাং নিমগ্নন-সাধনমাহ—তস্তা নিমগ্নেনে নীরাজনে চন্দ্রঃ তপসা ভাগ্যেন তপশ্রয়া ধর্ম্মেণ বা ক্ষীণঃ শূত্রঃ ইতি কৃত্বা ইব তে বধূজনাঃ তং চন্দ্রং ন অনীয় আগ্নীয়ানাং চিন্তারত্নেন তৎ নিমগ্ননং ব্যধুঃ অকুর্বন্ ॥ ২১ ॥ পরাধ্বসংখ্যৈঃ মগিতিঃ সার্কিং স্বেঃ স্বকীরৈঃ ভ্রমিতৈঃ সূর্ণিতৈঃ চক্ষুর্ভিরপি অমী প্রেন্না তস্তাঃ নিমগ্ননাক্ষ্ম নীরাজনং স্ফুটং ব্যক্তং যথা শ্রাতৃথা আচরন্ অকুর্বন্ ॥ ২২ ॥ স্নান-সিংহাসনাদত্তত্র বিজয়ং বর্ণয়তি—বৃন্দাবনশ্চ অধীশ্বরী স্নানসিংহাসনাং পরং অগ্রং পীঠরত্নং আসনবর্ষ্যং পদাজয়োঃ নখরত্নৈঃ অরুচৎ



সা রাজপদবীং যাতা দানং দিৎসুরিবাভিতঃ ।

প্রসাদকর-বিক্ষেপাদাজহে সর্বহৃদয়ানীন্ ॥ ২৫ ॥

লিখিত-স্বাহবয়ং বৃন্দাটব্যাঃ পল্লব-সম্পূটং ।

দানারন্তে সুনপূর্ণং মুনীশামনু সাহদিশং ॥ ২৬ ॥

সা সদা তান্ স্নেহদানৈ ব্রহ্মডিস্তান্ প্রধিষতী ।

তদক্ষিণা বহব্যতরন্তেভ্য স্তানি ধনানি তু ॥ ২৭ ॥

যেষেকমেকং রত্নেষু পরা শ্রাদ্ গুরুদক্ষিণা ।

স্নাতকেভ্যো দদৌ তানি যাবদুৎ ক্ষিতীশ্বরী ॥ ২৮ ॥

শোভয়াঞ্চকার । [ রুচ্ দীপ্তৌ গিচি লুঙি রূপম্ ] ॥ ২৩ ॥ সত্থোঘতে মুখাবলোকনমাহ—অথাসৌ মূদানন্দেন হৈয়ঙ্গবীনে সত্থোঘতে মুখং আলোকয়ৎ অপশ্যৎ । তত্রোৎপ্রেক্ষা—স্বজনানাম্ চাক্ষুষে নয়নসমুদ্ভূতে স্নেহসন্দোহে স্নেহরাসৌ নিমজ্জিতমিবাসীৎ । স্বতস্নেহোদাহরণমেতৎ, আত্যন্তিকাদরময়ত্বাৎ, ভাবান্তরায়িতত্বাৎ, তথা নিসর্গাতিশীতলত্বেন ঘনীভাবাচ্ছেতি ; সাদৃশ্যে খলু উক্তিরিয়ং, নতু তাত্ত্বিকত্বেনোৎপ্রেক্ষা-সূচকত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

তত্র দান-বিনোদং বর্ণয়তি—সা রাজপদবীং অধীশ্বরীত্বং পক্ষে চন্দ্র-সাদৃশ্যং [ ‘রাজা মৃগাক্ষে ক্ষত্রিয়ে নৃপে’ ইত্যমরঃ ] যাতা প্রাপ্তা সতী অভিতঃ সমস্তাং দানং দেবব্রাহ্মণাদিভ্যোহভীষ্টং পক্ষে স্বসুখাং দিৎসুঃ দাতুমিচ্ছুঃ প্রসাদঃ প্রসন্নতা এব করঃ কিরণং তশ্চ বিক্ষেপাৎ ইতস্ততো বিকিরণাৎ সর্বশ্চ লোকশ্চ হৃদেব মণিঃ স্তান্ আজহে জহারঃ ; চন্দ্রকিরণৈঃ তন্নামকমণিঃ দ্রুতীভবতীতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ, তদ্বদত্রাপি রাজরাজেশ্বরী অভীষ্টবরসমর্পিকা সতী প্রসন্নদৃশা সর্বহৃদয়ং দ্রাবয়ামাস ॥ ২৫ ॥ শ্রীগুরবে প্রথমদানমাহ—বৃন্দাটব্যাঃ পল্লবৈঃ বিরচিতং তত্রাপি লিখিতং স্বাহবয়ং পৌর্ণমাসীতি নাম যত্র তথাবিধং সম্পূটং সমুদগকং সূনৈঃ কুসুমৈঃ পূর্ণং কৃত্বা সা দানারন্তে মুনীশামনু পৌর্ণমাশ্চ অদিশং অদদাৎ ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্ম-চারিভ্যো দানমাহ—সা সদা তান্ পূর্বোদ্দিষ্টান্ ব্রহ্মডিস্তান্ ব্রাহ্মণ-বালকান্ স্নেহশ্চ দানৈঃ প্রধিষতী প্রকৃষ্টং প্রীণয়ন্তী তু তেষাং স্নেহদানানাং বহ্বীঃ দক্ষিণাঃ অনল্পদক্ষিণাস্বরূপতয়া তানি প্রসিদ্ধানি ধনানি রত্নানি অতরং অদদাৎ ॥ ২৭ ॥ তদেব বিশদীকরোতি—যেষু রত্নেষু একং একমেব



বিহাপয়ন্ত্যা রত্নানি তস্তা ব্যঞ্জিত-সৌহদা ।

‘দন্তশ্রীঃ প্রসূতা’ \* তেষামনুব্রজ্যামিবাকরোং ॥ ২৯ ॥

তস্তা বিনয়-সম্পত্তি তৃপ্তিকর্ত্রী যথাজনি ।

নাশ্বেষাং স্থূললক্ষণাং তদ্বদংহতি-সংহতো ॥ ৩০ ॥

বিতীর্ণং ব্রহ্মপূজায়াং তয়াপাঙ্গমণিং গতে ।

গোপালে ব্রহ্মতাপ্যক্কা সিদ্ধাভূদ্ ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৩১ ॥

মধুমঙ্গলনামাথ কৃষ্ণবন্ধু বিদূষকঃ ।

মণিকন্দুকমাসাথ স্বাভ্যমোদকবদ্ ব্যধাং ॥ ৩২ ॥

তস্তা মধ্বিতি নাম প্রাক্ পদেনাহুয় কাপি তং ।

জহাস কিঞ্চিদ্দিশতী রসনাসর-বিপ্রঃ ॥ ৩৩ ॥

পরা অত্যুত্তমা গুরুদক্ষিণা শ্রাং, ক্ষিতীশ্বরী রাধা তু তানি রত্নানি যাবদুৎ  
বহনশক্তিং অভিব্যাপ্য স্নাতকেভ্যঃ ব্রহ্মচারিভ্যো দদৌ ॥ ২৮ ॥ রত্নানি  
বিহাপয়ন্ত্যাঃ দদত্যা স্তস্তাঃ ব্যঞ্জিতং স্ফুটীকৃতং সৌহদং সখ্যং যত্র তথাভূতা  
দন্তশ্রীঃ হাশ্রচ্ছটা, [ পাঠান্তরে দন্তশ্র দানশ্র শ্রীঃ সুষমা ] প্রসূতা উদ্গতা  
প্রাভূত্বা সতী তেষাং স্নাতকানাং অনুব্রজ্যাং অনুগমনমিবাকরোং ॥ ২৯ ॥  
তস্তা রাধায়া বিনয়ঃ এব সম্পত্তিঃ যথা তেষাং তৃপ্তিকর্ত্রী সন্তোষ-দায়িকা  
অজনি অভূং, স্থূললক্ষণাং বদাত্মনাং অশ্বেষাং অংহতীনাং দানানাং  
সংহতো সমূহে অপি তদ্বৎ তৃপ্তিঃ নাভবদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ তয়া রাধয়া  
ব্রহ্মপূজায়াং বিতীর্ণং দত্তং অপাঙ্গমণিং গোপালে কৃষ্ণে গতে প্রাপ্তে সতি  
ব্রহ্মবাদিনাং অদ্বৈতব্রহ্মচিন্তকানাং ব্রহ্মতা ব্রহ্মস্বরূপতা-প্রাপ্তিঃ অপি  
অক্কা তত্ত্বতঃ সিদ্ধা অভূং । শ্রীরাধয়া সম্প্রদানকালে অপাঙ্গ-বিক্ষেপেণ তং  
গোপালমেব নিরীক্ষমাণা সতী তেভ্যো ব্রহ্মচারিভ্যঃ তশ্চেব সমর্পণেন  
তেষাং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মাবাপ্তিঃ সূচিতেনিতি । ‘ব্রহ্ম গোপালবেশ’মিত্যাছ্যাক্তি-  
নিচয়াং ॥ ৩১ ॥ মধুমঙ্গলে দান-বৈশিষ্ট্যমাহ—অথ মধুমঙ্গলনামা কৃষ্ণশ্র  
বন্ধুঃ বিদূষকঃ মণিময়ং কন্দুকং গোপুকং আসাথ প্রাপ্য স্বাভ্যং ভোজ্যং  
মোদকমিব ব্যধাং অকরোং অলিঙ্গং । বিদূষকলক্ষণমুজ্জ্বলে—‘বসন্তাথ-  
ভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ । বিকৃতাস্রবচোবেশে হাশ্রকারী



বৃগীধ্বমিষ্টং ভূদেবা ইত্যালিঙ্গার-তদিগরি ।

৩৪ ॥ দেহি হৃদিষ্টমিত্যুচে সাঞ্জলি মধুমঙ্গলঃ ॥ ৩৪ ॥

স্মেরে সখীজনে রাধা কৃতসন্ধা তথাকৃত ।

৩৫ ॥ ভ্রগতিং স যথা মোহান্তমালম্বত মাধবঃ ॥ ৩৫ ॥

মাল্যং দিশন্তী সাভিপ্রেন্নদিষ্টং নয়তাদিতি ।

৩৬ ॥ স্বস্তীতু্যক্ত্বা স জগ্রাহ মাধবং মধুমঙ্গলঃ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ স্বকণ্ঠে তং সত্ত্বং কৃত্বা স চ বিদূষকঃ ।

৩৭ ॥ তথানন্তীদনেনাপি যথানন্তীব সংসদি ॥ ৩৭ ॥

কটাক্ষেণাথ গোবিন্দ-মিত্রাণ্যালিততি মিথঃ ।

৩৮ ॥ দৃষ্ট্বা জহাস কুরলদাকৃষ্ট-পটসংবৃতং ॥ ৩৮ ॥

স্বস্থে সখ্যো তমাচখ্যো সম্বৃত্য স্মিতমুজ্জলঃ ।

অনাসীন শিচরং ক্লীণঃ স্বং শ্রমং বেৎসি বা ন বা ॥ ৩৯ ॥

বিদূষকঃ । বিদগ্ধমাধবে খ্যাতো যথাসৌ মধুমঙ্গলঃ ॥ ৩২ ॥ কাপি গোপী  
তস্ত 'মধুমঙ্গল' ইত্যেতন্মায়ঃ প্রাক্ 'মধু' ইতি পদেন তং আহুয় রসনায়ৈ  
রসনাপ্রিয়ঃ বা সরঃ দধিছন্ধাদিকাগ্রং মধু বা তস্ত বিপ্রঃ বিন্দুং কিঞ্চিৎ  
অল্পমাত্রং দিশতি দদানা জহাস ॥ ৩৩ ॥ 'হে ভূদেবাঃ ব্রাহ্মণাঃ ! যুয়ং  
ইষ্টং অভিলষিতং বস্তু বৃগীধ্বং যাচত' ইতি আলি-দ্বারেণ সখীমুখেন তস্তাঃ  
গিরি বাক্যে মধুমঙ্গলঃ সাঞ্জলিঃ কৃতাজলিঃ সন্ উবাচ 'তব ইষ্টং কৃষ্ণং  
দেহি' ইতি ॥ ৩৪ ॥ স্মেরে মধুমঙ্গলপ্রার্থনামাকর্ষ্য হান্ত-পরায়ণে সখীজনে  
( ভাবে সপ্তমী ) রাধা কৃত্য সন্ধা প্রতিজ্ঞা যয়া তথাভূতা সতী ভ্রগতিং  
ভ্রমণং তথা অকৃত, যথা স মাধবঃ মোহাৎ তং মধুমঙ্গলং আলম্বত  
আশ্রয়ত ॥ ৩৫ ॥ সা রাধা মাল্যং দিশন্তী দদতী 'মম ইষ্টং কৃষ্ণং নয়তাং  
গৃহাণ' ইতি অভিপ্রেৎ ঐচ্ছৎ [ অভি—প্র+ইন্ গতো লঙি রূপং ] ।  
মধুমঙ্গলঃ 'স্বস্তি' ইতি উক্ত্বা মাধবং জগ্রাহ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ স চ বিদূষকঃ  
তং কৃষ্ণং স্বস্ত কণ্ঠে সত্ত্বং আলিঙ্গিতং কৃত্বা তথা অনন্তীং অনটং, যথা  
অনেন কৃষ্ণেণ সংসদি সভায়াং অনন্তি নৃত্যতে স্ম ॥ ৩৭ ॥ অথ আলিততিঃ  
সখীগণঃ কুরলাং চূর্ণকুন্তলাং আকৃষ্টং পটস্ত বস্ত্রস্ত সংবৃতং আবরণং যত্র তদ্  
যথা শ্রাতৃতা কটাক্ষেণ নয়ন-প্রান্তভাগেন গোবিন্দস্ত মিত্রাণি সখীন্ দৃষ্ট্বা



অদীব্যদেবমেতেষাং বৈদগ্ধীদিগ্ধ-চেতসাং ।

‘সভায়াং সমভাবানাং’ † নিহুতি নর্শকর্মণি ॥ ৪০ ॥

রাধে নিত্যং সখীনেত্র-কৈরবশ্রীবিকাসিনি ।

॥ ৪১ ॥ সেব্যা পূর্ণিময়া বৃন্দারণ্য-সাম্রাজ্যমাশ্রয় ॥ ৪১ ॥

এবমাশীশিষং পৌর্ণমাসী-মুখগুরুস্ত্রিয়ঃ ।

॥ ৪২ ॥ বিবর্দ্ধিষ্ণুশ্রিয়া জাতা স্তয়া তু ফলিতাশিষঃ ॥ ৪২ ॥

। ৪৩ ॥ ততঃ ৩৩ ॥ [ যুগাকম্ ]

তস্তা রাজ্যাভিষেকান্তে লন্ধে বন্ধ-বিমোচনে ।

চিত্রং বন্ধমভূদ্ ভূরি তেনাজিতমনঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

জহাস ॥ ৩৮ ॥ উজ্জলঃ সখা স্মিতং সংবৃত্য আচ্ছাদ্য নিবার্য বা সখ্যো  
কৃষ্ণে স্বস্থে প্রকৃতিস্থে সতি তং কৃষ্ণং আচখ্যো অবদৎ—‘চিরং বহুক্ষণং  
যাবৎ অনাসীনঃ দণ্ডায়মানঃ অতঃ ক্লীণঃ সন্ স্বং স্বকীয়ং শ্রমং বেৎসি  
জানাসি ন বা ? ‘অতঃ ইদানীং উপবিশ ॥ ৩৯ ॥ এবং সমভাবানাং  
বৈদগ্ধ্যা চাতুর্যা দিগ্ধং লিপ্তং সমাযুক্তমিতি যাবৎ চেতঃ মনো যেষাং তথা-  
বিধানাং এতেষাং সখীনাং সভায়াং নর্শকর্মণি পরীহাসেহপি নিহুতিঃ  
গোপনং চৌর্যং বা অদীব্যং বিরাজতি স্ম ॥ ৪০ ॥

অথ পৌর্ণমাসী-দ্বারা পুরন্ধ্রীণামাশীর্বাদমাহ—‘নিত্যং সখীনাং নেত্রে  
এব কৈরবে পদে তয়োঃ শ্রিয়াং সৌন্দর্যাণাং বিকাশকারিণি, রাধে !  
এতেন রাধায়াং চন্দ্রত্বমারোপ্যতে ; পূর্ণিময়া মুনিবরয়া পক্ষে তিথ্যা সেব্যা  
সতী বৃন্দারণ্যস্ত সাম্রাজ্যং আধিনায়কং আশ্রয় গৃহাণ । গগনচন্দ্রমা অপি  
অরণ্যে রাজত্বং করোতীতি ‘ওষধীশ’ ‘ওষধীপতী’ত্যাди নামনিরুক্তেঃ ॥’  
পৌর্ণমাসী প্রযোজিকা মুখং প্রধানা গুরুস্ত্রিয়ঃ এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ তাং  
আশীশিষং আশিষমকারয়ৎ ॥ [ আঙ্শিষ্ণু বিশেষণে গিচি + লুঙি  
রূপং ] । তয়া রাধয়া তু তাঃ এব স্ত্রিয়ঃ বিবর্দ্ধিষ্ণুঃ ক্রমবৃদ্ধিশীলা যা শ্রীঃ  
শোভা সমৃদ্ধিঃ তয়া করণভূতয়া ফলিতাশিষঃ ফলিতা পরিণতা আশীঃ  
মঙ্গলাকাজ্জা যাসাং তথাভূতা জাতাঃ সমভবন্ ॥ আশীর্বচন-দানসমকাল  
এব তস্তাং শ্রীবন্ধেঃ দর্শনেন তাসামপি পরিফুল্লতাভূদিত্যর্থঃ ॥ ৪১-৪২ ॥  
তস্তা রাজ্যে অভিষেকস্তান্তে অবসানে বন্ধানাং বিমোচনে বিমুক্তীকরণে



তস্তাঃ প্রেমা সিতাঃ সৰ্বা মুক্তিদানাখ্য-পৰ্বণি ।

৪৪ ॥ অকম্পন্ত তদাদেশান্নিজত্যাগ-ভয়াদিব ॥ ৪৪ ॥

অসত্ত্বাদন্তবন্দীনাং ক্রীড়াপত্রিমৃগাঃ পরং ।

৪৫ ॥ তয়াভুবন্ বহিমুক্তা নান্তঃ স্বপ্রেম-বন্ধনাং ॥ ৪৫ ॥

যদা তত্রাভিষেকান্তে ত্যক্তহিংসে জগত্যপি ।

৪৬ ॥ বৃন্দাবনে সদা শান্তে সা নাশিষদবধ্যতাং ॥ ৪৬ ॥

আদ্যুন-ধনিকস্বৈরতর্পণে চিন্তিতে তয়া ।

৪৭ ॥ নূনং নানারসানুহ ন'ত্বে রত্নানি পর্বতাঃ ॥ ৪৭ ॥

ধূর্যাণাং ধূবিমোকে তু লন্ধে বীক্ষিতমন্তথা ।

৪৮ ॥ মধুপুষ্পধুরাং ভূরি স্বতঃস্তুকা নগা দধুঃ ॥ ৪৮ ॥

লন্ধে শাসনে প্রাপ্তে সতি চিত্রং অভূতং অভূৎ, যৎ তেন অজিতশ্চ কৃষ্ণশ্চ  
মনঃ সদানুভূতমপি পুনঃ ভূরি প্রচুরং যথা শ্রান্তথা বন্ধং জাতং ॥ ৪৩ ॥ কিঞ্চ,  
তস্তা রাধায়াঃ প্রেমা সিতা বন্ধাঃ সৰ্বাঃ সখ্য ইতি শেষঃ, মুক্তিদান-সংজ্ঞকে  
উৎসবে তস্তা আদেশাৎ নিজত্যাগভয়াৎ ইব অকম্পন্ত । ইবেতি কম্পশ্চ  
স্বাত্মিক-বিকারহেতুকত্বং গময়তি ॥ ৪৪ ॥ অত্রেষাং বন্দীনাং প্রগ্রহাণাং  
অসত্ত্বাৎ অভাবাৎ ক্রীড়ায়ৈ যে পত্রিণঃ পক্ষিণঃ মৃগাঃ পশবশ্চ আসন্, তে  
তয়া রাধয়া বহি মুক্তাঃ উন্মোচিতাঃ অভবন্ ন অন্তঃ, তত্র হেতুমাহ—  
স্বপ্রেমবন্ধনাদিতি ॥ ৪৫ ॥ তত্র বৃন্দাবনে অভিষেকান্তে যদা জগতি অপি  
ত্যক্তহিংসে হিংসারহিতে অতঃ সদা শান্তে চ সতী সা অবধ্যতাং অবধ্যানাং  
মারণানর্হাণাং সমূহং ন আশিষৎ 'সমূহে খণ্ড-কাণ্ড-তলঃ' ইতি । যদা  
অবধ্যানাং অনর্থকবাক্যানাং সমূহং ন আশিষৎ আদিশৎ ॥ ৪৬ ॥ আদ্যুনা  
ঔদরিকাশ্চ ধনিকাঃ সাধবঃ, সাধুনার্য্যঃ, যুবত্যা বা, তেষাং তাসাঞ্চ  
স্বৈরং যথেষ্টং যথা শ্রান্তথা তর্পণে সন্তোষ-বিষয়ে তয়া চিন্তিতে নতঃ  
মুহু বারং বারং নানারসানু তথা পর্বতাঃ রত্নানি নূনং নিশ্চিতমূহঃ উদগ-  
ময়ন্ । ধনিকা সাধু নার্য্যাং না ধন্যাকে ত্রিষু সাধুধনিনোশ্চেতি মেদিনী ।  
ধূর্যাণাং ভারবাহিনাং ধুরঃ ভারশ্চ বিমোকে বিমোচনে তু লন্ধে শাসনে  
প্রাপ্তে অন্তথা শাসনবৈপরীত্যং বীক্ষিতং দৃষ্টং । স্বতঃ স্বভাবত এব  
স্তুকা জড়া নগা বৃক্ষাঃ অপি মধুনাং চ পুষ্পাণাঞ্চ ধুরাং ভারাণাং ভূরি



অদোহানাং তথোশ্রাণাং প্রস্রবা প্লাবকা ভুবাং ।

রাজ্যাদশ্রাঃ স্বয়ভূষণৌ শশ্রে বৃষ্টিযশো যযুঃ ॥ ৪৯ ॥

[ কলাপকম্ ]

গোবিন্দশ্রাভিষেকেণ পুরা যদপি তদ্বিধং ।

বৃন্দাবনমথাপ্যশ্রাঃ স এবাদীব্যদদ্ভুতং ॥ ৫০ ॥

সা স্ববেশায় পূর্মধ্যং পূর্ণিমানুসৃত্য বিশং ।

‘তারাঃ পরিচিকীৰ্ষু বী পুরোহদ্রিঃ শশিন স্তনুঃ’\* ॥ ৫১ ॥

সা কৃষ্ণং পূর্ণিমা দেবী রগ্নেকৃত্বা তদাম্পদং ।

দিব্যালিবন্দিতৈঃ পুষ্পৈঃ সিন্ধাগাদ্ বিশ্ববন্দিতা ॥ ৫২ ॥

তদগৌরীমণ্ডলং কান্ত্যা জিত-কুঙ্কুম-কন্দলং ।

কৃষ্ণাগ্রং সংব্রজদ্ ভ্রজে নিজবক্ষোজ-সন্মিতং ॥ ৫৩ ॥†

প্রাচুর্যং দধুঃ ধৃতবন্তঃ । তথা অশ্রা রাজ্যাং রাজ্যলাভাদবধি অদোহানাং  
 ছন্ধরহিতানাং উশ্রাণাং ধেনুনাং ভুবাং পৃথিবীনাং প্লাবকাঃ প্রস্রবাঃ ছন্ধ-  
 ক্ষরণানি তথা স্বয়ং ভূষণৌ ভবনশীলে শশ্রে বৃষ্টেঃ বর্ষায়াঃ বশঃ যযুঃ  
 অগচ্ছন্ ॥ ৪৮-৪৯ ॥ পুরা যদপি গোবিন্দশ্রা অভিষেকেণ তদ্বিধং বৃন্দাবন-  
 মাসীৎ, তথাপি অশ্রাঃ স এবাভিষেকঃ অদ্ভুতং বিস্ময়করং অপরিকলিত-  
 পূর্কং বা যথা শ্রান্তথা অদীব্যং অশোভত । ততোহপি আশ্চর্য্যকরং  
 সঞ্জাতমিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥ ভূষারৈ পুরমধ্য-গমনমাহ—স্ববেশায় সা রাধা  
 পূর্মধ্যং অন্তঃপুরে পূর্ণিমাং অনুসৃত্য অনুগতা সতী অবিশং । তত্র দৃষ্টান্তঃ  
 —শশিনঃ স্তনুঃ চন্দ্রমূর্তিঃ তারাঃ পরিচিকীৰ্ষুঃ ভূষয়িতুমিচ্ছুঃ পুরোহদ্রিঃ  
 পূর্বাচলং বা ইব । স যথা তত্র উদেতি, তথেষমপি পুরীমধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১  
 বিশ্ববন্দিতা সা পূর্ণিমা কৃষ্ণং দেবীশ্চ অগ্নেকৃত্বা দিব্যৈঃ মনোরমৈঃ অলিভিঃ  
 ভ্রমরৈঃ বন্দিতৈঃ স্তুতৈঃ পুষ্পৈঃ সিন্ধা অভিষিক্তা সতী তদাম্পদং স্থানং  
 অগাং অগমং ॥ ৫২ ॥ তত্রত্য-শোভাবিশেষমাহ—কান্ত্যা স্বাক্ষভাসা  
 জিতং ধিক্কৃতং কুঙ্কুমশ্চ কন্দলং সমূহো যেন তদ্ গৌরীণাং মণ্ডলং সমবায়ঃ  
 কৃষ্ণশ্চ অগ্রদেশং সংব্রজং গচ্ছং নিজবক্ষোজয়োঃ কুচয়োঃ সন্মিতং তুল্যং

\* তত্ত্ব তেন পুরৈবাসীং প্রবেশেন স্ববেশতাং ( ব, রা )

† শ্লোকোৎসবং ( ব, রা ) পুস্তকয়ো ন দৃশ্যতে ॥



ঘনাগ্রা চন্দ্রলেখা চেন্মধ্যে ভানাং বিরাজতে ।  
 কৃষ্ণ-পশ্চাদালিবৃতা রাধা তর্হ্যুপমীয়তে ॥ ৫৪ ॥  
 মধ্যেকক্ষন্তথা রাধামধিমাধবিকা-গৃহং ।  
 পরিবার্য্যানয়ন্ সখ্যা বৃন্দয়াদিষ্টবত্ননা ॥ ৫৫ ॥  
 তদা তদ্ ভাসয়ামাস বাসন্তী-সদনান্তরং ।  
 বৃন্দারণ্যধরাধীশা মধুশ্রীরিব দেহিনী ॥ ৫৬ ॥  
 বিষ্ণোঃ পূজামসৌ তত্র ব্যদধাদ্ বিধিগোচরং ।  
 যত্র দেবীগণে স্মেরে সলজ্জং সিস্মিয়ে হরিঃ ॥ ৫৭ ॥  
 দন্তিদন্তাসনে দেবীং তুলিকাদি-কৃতশ্রিয়ি ।  
 নিবিষ্টামভিতোহভীষ্টা যথাযথমথাসত ॥ ৫৮ ॥  
 পূর্ণিমা তন্মুখস্থাগ্রে মধুপর্কমথার্পয়ং ।  
 সসর্পিঃ পায়সেনাপি সুধাংশো স্তপ্পণং মতং ॥ ৫৯ ॥

ত্রেজে বিরাজিতাভূৎ । স্তনাগ্রভাগস্থ শ্রামলিমা খলু প্রসিদ্ধ এব ॥ ৫৩ ॥  
 কৃষ্ণ, ভানাং নক্ষত্রাণাং মধ্যে যদি ঘনঃ মেঘঃ অগ্রভাগে যন্তাঃ তথাবিধা  
 চন্দ্রলেখা বিরাজতে, তদা আলিভিঃ সখীভিঃ বৃতা পরিবেষ্টিতা কৃষ্ণা  
 পশ্চাৎ রাধা উপমীয়তে ॥ তৃতীয়াতিশয়োক্তিরিয়ং ॥ ৫৪ ॥ অধিমাধবিকা-  
 গৃহং মাধবীগৃহে মধ্যেকক্ষং কক্ষমধ্যে রাধাং পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য সখ্যঃ ইতঃ  
 অস্মাৎ স্থানাৎ বৃন্দয়া আদিষ্টং নির্দিষ্টং যৎ বত্নং পত্না স্তেন আনয়ন্ ॥ ৫৫ ॥  
 তদা বৃন্দাবনেশ্বরী তদ্ বাসন্তিকা-গৃহমধ্যং ভাসয়ামাস উজ্জলীচকার ।  
 তত্র দৃষ্টান্তঃ—দেহিনী মূর্তিমতী মধুশ্রীঃ বাসন্তীলক্ষ্মীরিব ॥ ৫৬ ॥ তত্র  
 বাসন্তীগৃহে অসৌ রাধা বিধিগোচরং যথাবিধি বিষ্ণোঃ পূজাং ব্যদধাৎ  
 অকরোৎ । যত্র দেবীগণে স্মেরে ঈষদ্ধাস্তপরায়েণ সতি হরিঃ লজ্জয়া সহ  
 বর্তমানং যথা স্তাভূত্যা সিস্মিয়ে ঈষদ্ধাসমরোৎ ॥ ৫৭ ॥ দন্তিনঃ হস্তিনঃ  
 দন্তনির্মিতাসনে তথা তুলিকাদিভিঃ কৃত্য সম্বর্ধিতা শ্রীঃ শোভা যন্ত  
 তথাবিধে নিবিষ্টাঃ উপবিষ্টাঃ দেবীং পটুমহারাজ্ঞীং রাধা মভিতঃ অথ  
 অভীষ্টাঃ প্রিয়তমাঃ সখ্যঃ যথাযথং যোগ্যতানুসারেণ আসত উপাবিশন্ ॥ ৫৮ ॥  
 অথ পূর্ণিমা তন্তাঃ মুখস্থাগ্রে সন্মুখং মধুপর্কং আর্পয়ং নিহিতবতী ।  
 মধুপর্ক-লক্ষণং—‘দধি সর্পি জলং ক্ষৌদ্রং সিতৈতাভিস্ত পঞ্চভিঃ ।



অথ সা পূজয়ামাস মুনীশাং গুরুমাত্মনঃ ।  
 সংজ্ঞাচ্ছায়ে অপি তদা সৰ্বগ্রহবিদাং গুরু ॥ ৬০ ॥  
 যৎকান্তি-কীর্তিত জ্ঞাসাদকীর্তিঃ সৰ্বতো দ্রুতা ।  
 স্পর্দ্ধিনং চন্দ্রমবদ্ধা সম্বদ্ধা লাঞ্ছনায়তে ॥ ৬১ ॥  
 যস্তা গীতাং সদাজস্রং শুশ্রুষুরিব চারুতাং ।  
 স্মরে নানুমৃতিং ভেজে রতিঃ স্মরহরোষিতে ॥ ৬২ ॥  
 যস্তাঃ সেবোচিতং ন স্তাং পুংদেহমিতি কিং স্মরঃ ।  
 রুদ্রাং ক্রোধাগ্নিমুৎপাত্ত প্লুষ্টঃ প্রাগাদনঙ্গতাং ॥ ৬৩ ॥

প্রোচ্যতে মধুপৰ্কন্তু সৰ্বদেবৌষ-তুষ্টয়ে ।’ তত্র হেতুমাং—সর্পিষা ঘৃতেন  
 সহ পায়সেনাপি স্নধাংশো শ্চন্দ্রশ্চ তর্পণং তৃপ্তিঃ স্তাদিতি মতং জ্যোতি-  
 বিদামিতি শেষঃ । তদ্বক্তং গ্রহযোগে সূর্য্যায় শুভৌদনং, সোমায় ঘৃত  
 পায়সমিত্যাदिনা ; অয়ং ভাবঃ—যথা চন্দ্রযোগে ঘৃতপায়সং প্রীতিকরং, তথা  
 শ্রীচন্দ্রমুখ্যে মধুপৰ্কমপি রোচত ইতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥ অথ সা আত্মনঃ  
 গুরুং মুনীশাং পৌর্ণমাসীং পূজয়ামাস । তদা সৰ্বেষাং গ্রহবিদাং গুরু  
 সংজ্ঞাচ্ছায়ে অপি অপূজয়ৎ ॥ ৬০ ॥

অথ তামেব বিশিনষ্টি পঞ্চদশতিঃ শ্লোকৈঃ—যস্তা রাধায়াঃ কান্তেঃ  
 আভায়াঃ কীর্তিতঃ যশঃ শ্রুত্বা অকীর্তিঃ সৰ্বতঃ সমন্তাং দ্রুতা পলায়িতা  
 [ তদ্বক্তং—ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যক্ষুরদজ্বিনখাঞ্চলে ইতি ] তথা স্পর্দ্ধিনং  
 প্রতিপক্ষিণং চন্দ্রমনু লক্ষ্যীকৃত্য অন্ধা সাক্ষাৎ সংবদ্ধা সতী তত্র লাঞ্ছনমিব  
 কলঙ্কবৎ আচরতি । অত্র প্রতীপালঙ্কারঃ—‘উপমানশ্চ ধিক্কার উপমেয়-  
 স্তুতৌ যদি । প্রতীপমুপমানশ্চ ধিক্ৰুতৌ চোপমেয়তা ।’ অত্রোপমেয়শ্চ  
 রাধাকান্তেঃ শুভ্রতয়া উপমানশ্চ চন্দ্রশ্চ ধিক্কারঃ, অতঃ প্রতীপম্ ॥ ৬১ ॥  
 সদা অজস্রং অনবরতং গীতাং প্রস্তুতাং যস্তাঃ চারুতাং মাধুর্য্যং যদ্বা গীতাং  
 সংস্তুতাং চারুতাং সদা অজস্রং শুশ্রুষুঃ শ্রোতুমিচ্ছুঃ সতী রতিঃ কামপত্নী  
 স্মরহরেণ শিবেন স্মরে কামে উষিতে দন্ধেহপি ( উষ দাহে ভৌবাদিকঃ  
 নিষ্ঠারাং ) অনুমৃতিং সহমরণং ন ভেজে প্রাপ্তবতী । ইবেতু্যৎপ্রেক্ষা-  
 ত্র্যোতকম্ ॥ ৬২ ॥ ‘যস্তাঃ সেবোচিতং পুংদেহং ন স্তাং’—ইতি মত্বা স্মরঃ  
 কামদেবঃ রুদ্রাং শিবাং ক্রোধাগ্নিং উৎপাত্ত জনয়িত্বা প্লুষ্টঃ দন্ধঃ সন্  
 অনঙ্গতাং দেহহীনত্বং মনোজয়মিতি যাবৎ প্রকৃষ্টরূপেণাগাং প্রাপ্নোৎ



ফুল্লতাং কুব্বতী শশ্বৎ কৃষ্ণাঙ্গদ্যুতিবারিধেঃ ।  
 উদয়ন্তী তনু যন্তা ধত্তে বিধুতনো স্তুলাং ॥ ৬৪ ॥  
 অঙ্গরাগ-শ্রিয়া যন্তা দুর্বর্ণানি সুবর্ণতাং ।  
 রজতানি পুলিন্দানাং কলত্রানি চ বিভ্রতি ॥ ৬৫ ॥  
 অলঙ্কারৈ রলং ন স্তে স্বয়ন্ত বয়মিত্যদঃ ।  
 যন্তা স্তদ্বিশ্বদন্তেন ব্যজ্যতে স্মাঙ্গপঙ্ক্তিভিঃ ॥ ৬৬ ॥

কিম্? উৎপ্রেক্ষা ॥ ৬৩ ॥ যন্তা রাধায়াঃ তনুঃ কৃষ্ণাঙ্গ অঙ্গানাং যো  
 দ্যুতিবারিধিঃ কান্তি-সমুদ্র স্তস্ত শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ ফুল্লতাং বিবৃদ্ধিং কুব্বতী  
 উদয়ন্তী সমুদয়ং প্রাপ্নুবতী সতী বিধুতনোঃ চন্দ্রমূর্ত্তেঃ তুলাং সাদৃশ্যং  
 ধত্তে বিভর্ত্তি । সোহপি বারিধে রুদগতঃ ‘সিন্ধুজন্মেতি’ ‘সমুদ্রনবনীতেতি’  
 ‘ক্ষীরোদনন্দনে’তি তন্ত নাম-নিরুক্তেঃ ॥ ৬৪ ॥ যন্তা অঙ্গরাগস্তা লাবণ্যস্তা  
 শ্রিয়া সম্পত্ত্যা দুর্বর্ণানি রজতানি শ্লেষণে মন্দবর্ণানি অপি সুবর্ণতাং  
 স্বর্ণত্বং পক্ষে সুন্দরবর্ণং যাতি প্রাপ্নোতি । পুলিন্দানাং কলত্রাণি কামিত্যশ্চ  
 যন্তাঃ অঙ্গরাগঃ অঙ্গবিশেষাণাং কুঙ্কুমচন্দনাди-বিলেপণং তদেব শ্রীঃ  
 মহাসম্পত্তি স্তয়া রজতানি হারান্ বিভ্রতি পরিদধতি । তদ্বক্তং শ্রীদশমে  
 ( ২১।১৭ ) পূর্ণাঃ পুলিন্দা উরুগায়-পদাঙ্গরাগশ্রীকুঙ্কুমেণ দয়িতা-স্তন-  
 মণ্ডিতেন । তদর্শনস্বররুজ-স্বর্ণরুষিতেন লিম্পন্ত্য আনন-কুচেষু জহ-  
 স্তদাধিমিতি । এতৎপদ্যস্ত ব্যাখ্যাবিশেষশ্চ শ্রীসনাতন-গোস্বামি-চরণ-  
 কমলেভ্যো জ্ঞাতব্যঃ আশ্বাদনীয়শ্চ [ ব, ভা, ২।৭।১১৯ ] । শ্লেষণবর্ত্তা  
 তুল্যযোগিতেয়ং ॥ ৬৫ ॥ যন্তাঃ অঙ্গপঙ্ক্তিভিঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গৈঃ তৎ প্রসিদ্ধং  
 বিশ্বং প্রতিবিশ্বং তন্ত দন্তেন ছলাং অদঃ ইদং ব্যজ্যতে স্ফুটীকরিতে স্ম ।  
 ‘কিং তদিত্যত আহ—“অলঙ্কারৈঃ নঃ অস্মাকং অলং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ ।  
 ‘অলং ভূষণ-পর্যাপ্তি-বারণেষু নিরর্থকে’ ইতি মেদিনী । তু বৈশিষ্ট্য-  
 ত্বোতনে, তে অলঙ্কারান্ত স্বয়ং বয়মেব ।” পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গ-  
 মি’ত্ব্যক্তেঃ । ‘সর্বসৌন্দর্য্যমর্যাদানীরাজ্যপদনীরজো’ ইতি চ কার্পণ্য-  
 পঞ্জিকায়াং । বিচ্ছিত্তিরিয়ং—যদ্বক্তমুজ্জ্বলে—“আকল্পকল্পনান্নাপি বিচ্ছিত্তিঃ  
 কান্তিপোষকুদিতি’ । যদ্বা রূপমিদং, তত্রৈবোক্তং—“অঙ্গানুভূষিতাত্তেব  
 কেনচিদ ভূষণাদিনা । যেন ভূষিতবদ্ভাস্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে” ॥ ৬৬ ॥



যশ্চাঃ সুবলিতাঙ্গানি প্রেক্ষ্যাবয়বরাজয়ঃ ।  
 হরেঃ স্থিতিশ্চ গুণিষু গুণবান্বেব মেততি ॥ ৬৭ ॥  
 সৰ্ব্বাঙ্গ-সুষ্ঠুতালক্ষ্মী যশ্চাঃ শ্রীকৃষ্ণচেতসি ।  
 ধৈর্য্যাণাং চৌর্য্যকর্ত্রী চ শ্লাঘ্যতে মুনিভিঃ সদা ॥ ৬৮ ॥ \*  
 যশ্চা বিলাস-মাধুর্য্যামতৃপ্তিরিব মাধবী ।  
 মাধবশ্চাদধাৎ পুষ্পলক্ষ্যেণাক্ষীণি লক্ষণঃ ॥ ৬৯ ॥  
 যশ্চা লক্সাসনাং কুঞ্জাদঙ্গসা সহ সৌরভৈঃ ।  
 নিষ্কম্যাবিভ্রমন্ ভৃঙ্গান্ স্বর্ণজাতীসমা রুচঃ ॥ ৭০ ॥

যশ্চাঃ সুবলিতানি সুঘটিতানি অঙ্গানি প্রেক্ষ্য হরেঃ অবয়বরাজয়ঃ অঙ্গানি  
 স্থিতিশ্চ প্রস্বেদমুদগময়ন্তি । অর্থান্তরত্বাসেন তদেব দ্রুতয়তি—গুণিষু  
 গুণবান্বেব মেততি স্নিহতি [ ঐঃ মিদা স্নেহনে দৈবাদিকঃ ] । সৌন্দর্য্যং  
 নাম উদীপনমিদং । তদুক্তমুজ্জ্বলে—“অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো  
 যথোচিতং । সুশ্লিষ্টঃ সন্ধিবন্ধঃ স্রাত্তং সৌন্দর্য্যমিতীৰ্য্যতে ॥” ৬৭ ॥  
 তদেব পুনঃ বিশদীকরোতি—যশ্চাঃ সৰ্ব্বাঙ্গানাং সুষ্ঠুতায়ঃ লক্ষ্মীঃ সুষমা  
 শ্রীকৃষ্ণা চ তসি স্থিতানাং ধৈর্য্যাণাং চৌর্য্যকর্ত্রী অপহারিণীতি চ  
 মুনিভিঃ ভরতাত্মৈঃ সদা শ্লাঘ্যতে প্রশস্ততে ॥ ৬৮ ॥ যশ্চাঃ বিলাসাঃ  
 প্রিয়সঙ্গজানি তাৎকালিকানি বৈশিষ্ট্যাदीনি তেষাং মাধুর্য্যাং চারুতায়ঃ  
 অতৃপ্তিঃ ন নাস্তি তৃপ্তিঃ তোষঃ যশ্চ যশ্চা বা সৈব মাধবী লক্ষ্মীঃ শ্লেষণ  
 বাসন্তীলতা মাধবঃ কৃষ্ণঃ, নারায়ণো বা, শ্লেষণ বসন্তঃ ঋতুশ্চ পুষ্পাণাং  
 লক্ষ্যেণ ব্যাজাৎ লক্ষণঃ অক্ষীণি চক্ষুংষি অদধাৎ অধারয়ৎ । বিলাস-  
 লক্ষণং যথোজ্জ্বলে—গতিস্থানাসনাदीনাং মুখনেত্রাদি-কৰ্ম্মণাং । তাৎ-  
 কালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজমিতি ॥ ৬৯ ॥ যশ্চাঃ লক্সং গৃহীত-  
 মাসনং পীঠং স্থিতি বা যত্র তস্মাৎ কুঞ্জাৎ অঙ্গসা দ্রুতং সৌরভৈঃ সুগন্ধৈঃ  
 সহ স্বর্ণজাতীনাং স্বর্ণবর্ণমালতীকুসুমানাং সমাঃ সদৃশাঃ রুচঃ কান্তরঃ  
 নিষ্কম্য উদগত্য ভৃঙ্গান্ ভ্রমরান্ পক্ষে ষিড়্গ-নায়কং কৃষ্ণং ( গৌরবে

\* ইতঃপরং ( গো ) পুস্তকে বধিকোহয়ঃ—

গুণোত্তরাপি রূপশ্রী যশ্চা গোবিন্দ-মোহিনী ।

অশুণীভূতভাবেন কৃৎস্নে জগতি খেলতি ॥



সৌরীমানসগঙ্গাভ্যাং চারুচামর-বীজনাং ।

যস্তা বিসার্যমাণেব রেজে বিস্মর৷ রুচিঃ ॥ ৭১ ॥

অধঃস্থেনাপি যেনাসীং পূর্ণিমেন্দোরধঃকৃতিঃ ।

উর্দ্ধস্থেনামুনা ছত্রেণাভূদ্ যস্তাঃ সমুন্নতিঃ ॥ ৭২ ॥

অনিমেষবধুভিশ্চ বন্দ্যা যস্তা দিদ্ক্ষয়া ।

অনিমেষদশাং লব্ধুং সখ্য স্তৃষণামকুর্বত ॥ ৭৩ ॥

কৃষ্ণাঢ়া বামপুরতঃ পুরতঃ পূর্ণিমা দয়ঃ ।

যস্তাঃ সব্যপুরো দেব্য শ্চক্ষুঃ পূর্ণামৃতং ব্যধুঃ ॥ ৭৪ ॥

তস্তা বৃন্দাবনেশ্বর্যা ভূষাং কর্তু মথাগতাঃ ।

তদ্রূপ-বৈভবেনাল্যঃ স্বয়মাসন্ বিভূষিতাঃ ॥ ৭৫ ॥

[ পঞ্চদশভিঃ কুলকং ]

বহুবচনং, যদ্বা তস্তা বহুবিধনারকগুণানবেক্ষ্য তথোক্তিঃ ) অবিলম্বম্  
বিলম্বং অকুর্বন্ । দ্বিতীয়পক্ষে ‘গন্ধোন্মাদিতমাধবেতি’ প্রসিদ্ধমেব ।  
শ্লেষো ভ্রান্তিমাংশ্চ ॥ ৭০ ॥ অথ চামরান্দোলন-প্রভাবং বর্ণয়তি—যস্তা  
রুচিঃ কান্তিঃ সৌরী যমুনা চ মানসগঙ্গা চ তাভ্যাং চারুচামরয়োঃ বীজনাং  
বিসার্যমাণা সর্বতঃ প্রসারিতা ইব বিস্মর৷ বিসরণশীলা সতী রেজে  
ব্যরাজত । উৎপ্রেক্ষা ॥ ৭১ ॥ শ্বেতচ্ছত্র-শোভামাহ—অধঃস্থেনাপি যেন  
ছত্রেণ করণেন পূর্ণিমায়াঃ ইন্দোশ্চন্দ্রস্ত অধঃকৃতিঃ শ্বেতিয়া দিক্কার আসীং,  
অমুনা উর্দ্ধগামিনা ছত্রেণ যস্তাঃ রাধায়াঃ সমুন্নতিঃ উচ্ছায়ঃ সমুচ্চতা  
অভূৎ ॥ ৭২ ॥ যস্তা রাধায়া দিদ্ক্ষয়া দর্শনলিপ্সয়া অনিমেষাণাং দেবানাং  
বধুভিশ্চ বন্দ্যাঃ স্তৃত্যাঃ সখ্যঃ অনিমেষদশাং নিমেষ-রাহিত্যং লব্ধুং প্রাপ্তুং  
তৃষণাং লালসামুৎকণ্ঠাং বা অকুর্বত অকুর্বন্ ॥ ৭৩ ॥ যস্তাঃ বাম-পুরতঃ  
কৃষ্ণাঢ়াঃ গোপালাঃ, পুরতঃ সম্মুখং পূর্ণিমা দয়ঃ গুরুজনাঃ সব্যপুরঃ  
দক্ষিণশ্চাং সম্মুখং চ দেব্যঃ চক্ষুষাং পূর্ণামৃতং মহারসায়নত্বং ব্যধুঃ  
প্রাপ্তু বনিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ অথ তস্তা বৃন্দাবনেশ্বর্যা রাধায়াঃ ভূষাং কর্তু মা-  
গতাঃ আল্যঃ সখ্যঃ তস্তাঃ তৎ প্রসিদ্ধং বা যৎরূপং সৌন্দর্য্যং [ তদ্বজ্রং—  
‘অঙ্গাগ্রভূষিতাত্ত্বেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা । যেন ভূষিতবদভ্যন্তি তদ্রূপ-  
মিতি কথ্যতে’ উজ্জ্বলে ] তস্তা বৈভবেন সম্পদা, এতদ্রূপলক্ষিতেন অত্বেহপি



আকল্পারম্ভে তস্মিৎ স্তম্ভাং প্রত্যফলং প্রভোঃ ।  
 মুখশ্রীঃ কাপি তদ্যুক্তং সৈব তৎ প্রতিকৰ্ম্ম যৎ ॥ ৭৬ ॥  
 প্রসাধনায় রাধায়া দৃষ্ট্বা দেবীঃ সমুৎসুকাঃ ।  
 সখ্যঃ প্রোচুরিমাং স্পৃষ্ট্বা প্রাগাশিষয়ত স্বয়ম্ ॥ ৭৭ ॥  
 তৎ কেশবেশকৰ্ম্মাসীৎ প্রস্মৃতি বিশ্বকৰ্ম্মণঃ ।  
 তস্মাজ্জন্মগুণ স্তম্ভা যস্মিন্ দ্বিগুণিতামগাং ॥ ৭৮ ॥  
 ততা কাণ্ডপটী তাভিঃ পুনঃ কাণ্ডমবাপ্যসৌ ।  
 যা দৃষ্টিকাপ্তাভেতাপি ধ্যানভেত্যা হরেরভূৎ ॥ ৭৯ ॥

কারিকা গুণা গ্রাহাঃ । তে যথোজ্জ্বলে—‘তে বরোরূপলাবণ্যে সৌন্দর্য্য-  
 মভিরূপতা । মাধুর্য্যং মাদ্ধবাশ্চ কারিকাঃ কথিতা গুণা’ ইতি ।  
 এতেষাং লক্ষণানি চ তত্রৈব মৃগ্যানি । স্বয়ং বিভূষিতা আসন্ । যদুক্তং  
 [ ব, ম, ২৮৬ ] শ্রীরাধাপাদপদ্মচ্ছবিমধুরতরপ্রেমচিজ্জ্যোতিরেকান্তোদে-  
 রুদ্ভুতফেনস্তবকময়তনুরিত্যাদিনা । [ এবঞ্চ ৯৫৫, ১৪৩৪ শ্লোকং  
 দৃষ্টব্যং ] ॥ ৭৫ ॥

অথাকল্পরচনা-বৈচিত্রীং বর্ণয়তি—তস্মিন্ আকল্পস্ত বৈশস্য আরম্ভে  
 সতি তস্মাৎ রাধায়াং প্রভোঃ কৃষ্ণস্ত কাপি অনিবাচ্যা মুখশ্রীঃ প্রতিবিস্তী-  
 ভূৎ । তচ্চ প্রতিফলনং যুক্তং ত্রাঘ্যমেব । যদ্যস্মাৎ সৈব কৃষ্ণমুখশ্রীঃ  
 তৎ সুবিলক্ষণং তস্মাৎ রাধায়া বা প্রতিকৰ্ম্ম প্রসাধনং ॥ ৭৬ ॥ রাধায়াঃ  
 প্রসাধনায় শৃঙ্গারায় দেবীঃ সম্যকরূপেণ উৎকৃষ্টা দৃষ্ট্বা সখ্যঃ প্রোচুঃ—  
 ‘প্রাক্ প্রথমতঃ যুগং ইমাং স্পৃষ্ট্বা স্বয়মাত্মনৈব আশিষয়ত আশীৰ্ব্বাদং  
 কুরুধ্বমিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ বিশ্বকৰ্ম্মণঃ প্রস্মৃতিঃ কত্যা সংজ্ঞা তস্মাৎ কেশানাং  
 বৈশকৰ্ম্মা বৈশরচনায়ৈ প্রবৃত্তা আসীৎ । তস্মাদেব হেতোঃ তস্মাৎ যস্মিন্  
 বিশ্বকৰ্ম্মণি জন্মনঃ গুণঃ উৎকৰ্ষঃ দ্বিগুণিতাং প্রাপ্নোৎ । বিশ্বকৰ্ম্মণঃ  
 অসাধ্যোহপি তৎপরিকৰ্ম্মণি তৎকত্বকায়াঃ নিয়োগাৎ ত্রাঘ্যমেব তস্মা  
 স্তস্মাদপি গুণভূয়ত্ত্বমিতি দিক্ ॥ ৭৮ ॥ পুনঃ যবনিকা-মধ্যং তস্মা গমনং  
 বর্ণয়তি—তাভিঃ সখীভিঃ পুনঃ কাণ্ডপটী তিরস্করিণী ততা বিস্তুতা ।  
 কাণ্ডং নৈজ নস্থানমবাপি প্রাপ্যতে স্ম চ । যা অসৌ রাধা হরেঃ দৃষ্টিঃ নয়নং  
 কটাক্ষঃ ইতি যাবৎ সৈব কাণ্ডঃ শরঃ তেন অভেত্যা ভূভেতাপি ধ্যানভেত্যা  
 ধ্যানগম্যা আসীৎ । নয়নাগোচরাপি সা তস্মা মনসি নিতরাং অপুঙ্কুর-



আয়ত্যাঞ্চ বিতত্যাঞ্চ নিতম্বঃ কেবল স্তদা ।  
 অস্তম্ভ কচহস্তম্ভ মর্যাদাং পর্য্যাবিন্দত ॥ ৮০ ॥ \*  
 ব্যঞ্জতা-মঞ্জুলং ভব্যাং নেপথ্যারম্ভ-সম্ভূতং ।  
 মুক্তেন কেশ-মেঘেন বরুষে পুষ্প-সংহতিঃ ॥ ৮১ ॥  
 কেশপাশঃ স জেতা চ নীলনীরমুচাং রুচা ।  
 কৃষ্ণাপূর ইবাশ্রোত্রং সংমর্দাদিব ভঙ্গবান্ ॥ ৮২ ॥  
 যদা তস্মাঃ কেশমেঘা বরষুঃ সৌরভামৃতং ।  
 বিজহুঃ স্তর্হি কৃষ্ণম্ভ শ্বাস-প্রশ্বাস-চাতকাঃ ॥ ৮৩ ॥  
 রুক্মিতত্ত্বেহপি যে স্নিগ্ধা বিযুতত্ত্বেহপি যে যুতাঃ ।  
 কেশা স্তেষু বৃথৈবাসীদস্ত্র-কঙ্কতি-মার্জনং ॥ ৮৪ ॥ †

দিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ তদা অস্তাঃ কেবলঃ কুৎসঃ নিতম্বঃ আয়ত্যাং দৈর্ঘ্যে চ  
 বিতত্যাং বিস্তারে চ অস্তম্ভ উন্মুক্তম্ভ কেশপাশম্ভ মর্যাদাং সীমাং পরিকৃষ্ট-  
 রূপেণ অবিন্দত প্রাপ্নোৎ, অতিবিস্তারী পৃথুলশ্চাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥  
 নেপথ্যম্ভ শৃঙ্গারম্ভ আরম্ভঃ প্রক্রমঃ তম্ভ ভব্যাং যোগ্যাং যৎ সম্ভূতং সামগ্রী-  
 জাতং ব্যঞ্জতয়া প্রকাশমানতয়া মঞ্জুলং মনোজ্ঞং আসীৎ । [ বি অঞ্জু ব্যক্তি-  
 ব্রক্ষণকান্তিগতিষু পচাচ্চ ব্যঞ্জঃ প্রকাশমানঃ তম্ভ ভাবঃ ব্যঞ্জতা দীপ্তিঃ ] ।  
 মুক্তেন উন্মুক্তেন কেশ এব মেঘ স্তেন পুষ্পাণাং সংহতিঃ সমূহঃ বরুষে  
 অবৃষ্যত । গর্ভকাং বিচ্যুতানি কুসুমাসীতি ভাবঃ ॥ ৮১ ॥ স চ কেশ-  
 পাশঃ রুচা কাস্ত্যা নীলানাং নীরমুচাং মেঘানাং জেতা । কৃষ্ণায়াঃ বমুনায়াঃ  
 পূরঃ জনপ্রবাহ ইব অশ্রোত্রং মিথঃ সংমর্দাৎ ভঙ্গঃ তরঙ্গঃ পক্ষে কোটীল্যং  
 তদ্যুক্তঃ ইবাসীৎ । প্রথমতঃ ইবেতি সাদৃশ্যে, দ্বিতীয়ম্ভ উৎপ্রেক্ষায়াং ॥  
 ৮২ ॥ যদা তস্মাঃ কেশা এব মেঘাঃ সৌরভং সদগন্ধ এব অমৃতং সুধাঃ  
 বরষুঃ অসিঞ্চন্, তর্হি তদা কৃষ্ণম্ভ শ্বাস-প্রশ্বাসা এব চাতকাঃ বিজহুঃ বিহারং  
 কৃতবন্তঃ । মেঘদর্শনে খলু চাতকানাং আনন্দাতিরেকো জায়ত ইতি  
 প্রসিদ্ধমেব ॥ ৮৩ ॥ কেশানাং স্বতঃ সৌন্দর্য্যমাহ—রুক্মিতত্ত্বে তৈনাশ্র-  
 ভাবেনাচিক্ষণত্বে অপি যে কেশাঃ স্নিগ্ধাঃ মসৃণা আসন্, তথা বিযুতত্বে

\* 'বৃ' পুস্তকে পরবর্ত্তিনা শ্লোকেনাস্ত স্থান-বিনিময়ো দৃশ্যতে ।

† শ্লোকোৎসং ( গো ) পুস্তকে নাস্তি ।



মৃষ্টং তনুপটেনাসৌ রাধায়া শ্চারু কৈশিকং ।  
 মণি-কঙ্কতিকাগ্রেণ প্রতিস্বং সংব্যয়ীৰবৎ ॥ ৮৫ ॥  
 ভৃশং ভ্রমতি চেদন্তে চিরশ্রীরচিরপ্রভা ।  
 তদোপমীয়তে রাধাকেশে রত্ন-প্রসাধনী ॥ ৮৬ ॥  
 পরিতোহথ পরিস্কৃত্য করাভ্যাং কচ-সঞ্চয়ং ।  
 সীমন্তং রচয়াক্ষত্রে সীমান্তমিব তৎশ্রিয়াঃ ॥ ৮৭ ॥  
 সাহথ বৃন্দাবনেশ্বর্যা বেগ্যা বন্ধনমাতনোৎ ।  
 বাঢ়মাসীনুকুন্দস্ত মঙ্ক্ষু শৃঙ্খলিতং মনঃ ॥ ৮৮ ॥  
 প্রসূনমণিফুল্লশ্রী স্তস্তা বেগীব যা লতা ।  
 তদূর্দ্ধং লোলভৃঙ্গাণাং লীলামাপুঃ সখীদৃশঃ ॥ ৮৯ ॥

পৃথগ্-ভূতে অপি যুতা দীপ্তিযুক্তাঃ আসন্ তেষু বস্ত্রেণ কঙ্কতিকয়া চ মার্জ'নং  
 শোধনং বৃথৈবাসীৎ । স্বতঃসমুৎপাদাঃ দীপ্তিময়াশ্চ তৎকেশা ইত্যর্থঃ ।  
 বিরোধাত্মানলঙ্কারঃ, যথাশ্রুতার্থে বিরোধঃ, তৎপরিহারপক্ষেহত্র ব্যাখ্যাতঃ ॥  
 [ যুত ভাসনে + ক ইণ্ডপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক ইতি যুতঃ দীপ্তঃ ] ॥ ৮৪ ॥ বিশ্ব-  
 কৰ্ম্মতনয়াকৃত-কেশবিজ্ঞানসমাহ—অসৌ কত্ৰকা সংজ্ঞা তনুপটেন সূক্ষ্মবস্ত্র-  
 খণ্ডেন মৃষ্টং শোধিতং জলবিমুক্তং রাধায়াঃ চারু মনোজ্ঞং কৈশিকং কেশ-  
 কলাপং [ কেশানাং সমূহঃ ইত্যর্থঃ কেশ + ষিক্ ] মণিময়কঙ্কতিকায়াঃ অগ্রেণ  
 অগ্রভাগেন প্রতিস্বং সংব্যয়ীৰবৎ পৃথগকার্ষীৎ [ সং—বি + যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ  
 গিচি লুঙি রূপং ] ॥ ৮৫ ॥ চেদ্ যদি চিরশ্রীঃ বহুক্ষণস্থায়িসুখমাবিশিষ্টা  
 অচিরপ্রভা বিহ্যৎ অন্নে মেঘে ভৃশং অত্যর্থং ভ্রমতি, তদা রাধায়াঃ কেশে  
 রত্নময়ী প্রসাধনী কঙ্কতিকা উপমীয়তে । তৃতীয়াতিশয়োক্তিরিয়ং ॥ ৮৬ ॥  
 অথ করাভ্যাং কচসঞ্চয়ং কেশকলাপং পরিতঃ পরিস্কৃত্য সীমন্তং রচয়ামাস ।  
 তত্রোৎপ্রেক্ষা শ্রিয়াঃ সৌন্দর্য্যস্য সীমান্তং পরাকাষ্ঠা ইব তৎ সীমন্ত-  
 রচনং বভূব ॥ ৮৭ ॥ অথ সা বৃন্দাবনেশ্বর্যা বেগ্যা বন্ধনমাতনোৎ  
 অকরোৎ । তেন চ যুকুন্দস্ত মনঃ বাঢ়ং অত্যর্থঃ তত্রাপি মঙ্ক্ষু শীঘ্রং  
 শৃঙ্খলিতং বদ্ধমাসীৎ । তস্ত মনোমোহনং তৎসৌন্দর্য্যমাসীদিত্যর্থঃ ।  
 অসঙ্গতিরলঙ্কারঃ, তদুক্তং—অত্যন্তভিন্নাধারত্বে যুগপদভাসনং যদি । ধর্ম্ময়ো  
 হেতুফলয়ো স্তদা সা শ্রাদসঙ্গতিরিতি ॥ ৮৮ ॥ বেগীশোভাং বর্ণয়তি—



প্রবেণী-শিখরে তস্তা ত্রস্তং চন্দ্রকি-চন্দ্রকং ।

তত্র বন্ধে কৃষ্ণচিত্তে কামমুদ্রেব রাজতে ॥ ৯০ ॥

রেজে পুষ্পেষুতুণ্যেব বেণ্যা পুষ্পিতয়া তয়া ।

সা গতা কাণ্ডপৃষ্ঠত্বং নির্জেতুমজিতং যয়া ॥ ৯১ ॥

সংজ্ঞাত্বেন যথাত্মানং তথাচ্ছায়ামনন্দয়ং ।

ছায়াত্বং বা সখীত্বং বা তদ্বৈতুঃ কিমুত দ্বয়ং ॥ ৯২ ॥

রাধা-মূৰ্দ্ধাণমাত্মায় সংজ্ঞয়া চাপচক্রমে ॥

প্রসাধয়িতুস্তাং ছায়া বাজ্জয়া চোপচক্রমে ॥ ৯৩ ॥

প্রস্থনৈঃ পুষ্পৈঃ মণিভিষ্চ ফুল্লা বন্ধিতা শ্রীঃ সুষমা যস্তাঃ তাদৃশী বা তস্তাঃ  
রাধায়া বেণী ইব লতা বিরাজতি স্ম, তস্তা উদ্ধং সখীনাং দৃশঃ নয়নানি  
লোলানাং চঞ্চলানাং ভৃঙ্গাণাং ভ্রমরাণাং লীলাং বিনোদমাপুঃ । তদবেণী  
গ্রন্থনং সখীনাং নয়নরসায়নত্বং গতমিতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥ তস্তাঃ প্রবেণ্যাঃ  
শিখরে অগ্রভাগে ত্রস্তং চন্দ্রকিণঃ ময়ূরস্ত চন্দ্রকং পিঞ্জং তত্র বেণীশিখরে  
বন্ধে সংসত্তে কৃষ্ণচিত্তে কামমুদ্রা ইব রাজতে । মুদ্রা হি প্রত্যয়কারিণী,  
তয়া চিহ্নিতং বস্তু নাপরস্ত গ্রাহং শ্রাৎ, কেবলং স্বামিনা নির্দিষ্টলোক  
এব তদুদ্ঘটনায়াং ভবেৎ, তথা কামদেবেন মুদ্রিতা ইয়ং তন্নির্দিষ্টঃ মূর্ত্ত-  
মহাশৃঙ্গার এবস্তা রসদোহী ভবিতেনি হি ধ্বনিঃ ॥ ৯০ ॥ তয়া পূৰ্ব্বোদ্দি-  
ষ্টয়া পুষ্পিতয়া পুষ্পযুক্তয়া বেণ্যা বদ্ধা তয়া রাধয়া, অত্ৰ্যং সমানং ; পুষ্পেষোঃ  
কামদেবস্ত তুণ্যা তুণীরেণ ইব রেজে অরোচি । যয়া বেণ্যা সা রাধা  
অজিতং কৃষ্ণং নির্জেতুং পরাজেতুং কাণ্ডপৃষ্ঠত্বং শস্ত্রাজীবত্বং গতা প্রাপ্তা ॥  
তদুক্তং শ্রীলচক্রবত্তিচরণৈঃ—‘হরিমনোরথকল্পলতোধ্বতো যমবরোহমধত্ত  
তদগ্রতঃ । বিজিতমিন্দ্রপুরান্দনোহসিনোদররুচামরচামরমেব কিম্?’  
ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ( ৪১৪৮ ) ॥ ৯১ ॥ কেশবিত্রাস-কৃতঃ সংজ্ঞায়াঃ  
আনন্দবিশেষমাহ—সংজ্ঞাত্বেন নাম স্বরূপেণ বুদ্ধিমত্তয়া বা যথা সা  
আত্মানং আনন্দয়ৎ বৈশরচনাং কৃন্তা আনন্দ-প্রাচুর্য্যমলভত, তথা ছায়াং  
সপত্নীমপি অনন্দয়ৎ, অত্ৰ্যং প্রসাধনং তস্মৈ ত্রবেদয়দিত্যর্থঃ । তদ্বৈতুঃ  
স্বরমকৃন্তা ছায়াদ্বারেণ প্রসাধনকরণে কারণং ছায়াত্বং তৎপ্রতিকৃতিত্বং  
বা সখীত্বং সমপ্রাণত্বং বা, অথবা তদ্বয়মেব ভবেদিতি শেষঃ ॥ ৯২ ॥

অথ ছায়াকৃত-শৃঙ্গারদিকং বর্ণয়তি—রাধায়াঃ মূৰ্দ্ধাণং মস্তকং আত্মায়



শীর্ষণ্যে নলিকা-ক্লিন্নে তস্তাঃ কঙ্কতি-মার্জিতে ।  
 তয়া চিত্রং কৃতং রেজে তারাবারবদম্বরে ॥ ৯৪ ॥ †  
 সিন্দূর-রেখা তন্মূৰ্দ্ধমধ্যে রেজে তয়াৰ্পিতা ।  
 বকারি-হৃদয়ে লগ্না সৈব শোণাংশুকা যথা ॥ ৯৫ ॥  
 সীমন্তপট্টীং বিম্পষ্টমহা-রত্নাং তয়াৰ্পিতাং ।  
 সা দধে যদ্রুচা কৃষ্ণনেত্র-পদ্মে বিরেজতুঃ ॥ ৯৬ ॥  
 স্বচ্ছরত্নাবলী-মৌলিঃ সা বভ্রাজে যদন্তরে ।  
 কাপি বিস্থিত-লক্ষ্মী বা কবরশ্রীরলক্ষ্যত ॥ ৯৭ ॥

সংজ্ঞয়া চ অপচক্রমে অপসৃতমিত্যর্থঃ । অথ তাং প্রসাধয়িতুং ছায়া চ  
 বাঞ্জয়া উপচক্রমে আরদ্ধবতী ॥ ৯৩ ॥ তস্তাঃ নলিকা-ক্লিন্নে নলিকা নাম  
 গন্ধদ্রব্যবিশেষ স্তেনাদ্রীকৃতে কঙ্কতিকয়া মার্জিতে পরিশোধিতে চ শীর্ষণ্যে  
 বিশদ-কেশকলাপে, স্বতঃ স্নানাদিনা বা নির্মলে অত্মোত্তাসংপৃক্তে  
 কেশপাশে ইতি যাবৎ তয়া ছায়য়া যৎ চিত্রং রত্নপুষ্পাণ্ডৈঃ বিচিত্রিতং  
 অপূৰ্ণবিস্ময়জনকং বা কৃতং, তত্ত্ব তারাগাং বারঃ সমূহ ইব অম্বরে গগনে  
 রেজে বিররাজ ॥ ৯৪ ॥ তদেব বিশেষেণ বর্ণয়তি—তয়া ছায়য়া অৰ্পিতা  
 অঙ্কিতা সিন্দূররেখা তস্তাঃ রাধায়াঃ মূৰ্ধণঃ মস্তকস্থ মধ্যে রেজে, সৈব  
 বকারেঃ বীরশিরোমণেঃ কৃষ্ণস্তাপি হৃদয়ে শোণাংশুকা রোহিতলেখা  
 যথা তথা লগ্নাসীৎ । কামোহস্ত্রেণ তস্ত হৃদয়ং প্রসভং দ্বিধাকৃত্য বহিরপি  
 রক্তবিন্দূন্ সংস্থাপয়ামাসেতি ভাবঃ । ‘স্বপ্ত সীমন্তসিন্দূরতিলকানাং বর-  
 ত্ত্বিষা’মিত্যাদিনা শ্রীবিশাখানন্দদস্তোত্রে সিন্দূররেখায়া অপি যুদ্ধবস্ত্রেন  
 কীৰ্ত্তনাং, তদর্শনে নাগরেন্দ্রস্ত প্রচুরতরভোগ-লালসায়াঃ প্রোদ্বুদ্ধেষ্ট,  
 তথা তত্র কৃত-তিলকস্ত স্মরযন্তেতি নামবিশ্রুতেশ্চেতি দিক্ ॥ ৯৫ ॥ সা  
 রাধা তয়া অৰ্পিতাং সীমন্তপট্টীং তত্রাপি বিম্পষ্টানি মহোজ্জলানি মহারত্নানি  
 যত্র তথাভূতাং তাং দধে পরিদধাতি স্ম । যস্তাঃ রুচা কান্ত্যা কৃষ্ণস্ত নেত্রে  
 এব পদ্মে বিরেজতুঃ । রূপকেণাত্র সীমন্তপট্টিকায়াং সূর্য্যত্বারোপণং, তদ্বক্তং  
 শ্রীদাসগোস্বামীভিঃ দানকেলিচিত্তামণৌ—‘সীমন্তকান্তিবিলসন্নবরাগ বস্ত্র  
 সিন্দূরয়ো স্তপনকান্ত-মণীন্দ্রলক্ষ্যমিতি । শ্রীকবিরাজচরণৈশ্চ ‘সীমন্তরেখাঞ্চ্যরুণা-  
 স্বরাবৃতং সৈন্দূরমস্তা স্তিলকং বিভাতি । করাবগুণাভিধুমুদ্রয়া বৃতং



শোণাম্বরতলে তস্তা মূত্ৰংস-গ্রহ-সংগ্রহঃ ।

তদন্তু গুপ্তবক্তে ন্দুং ব্যক্তং কুর্বন্নদৃশ্যত ॥ ৯৮ ॥ \*

পুণ্ড্রং পশ্চাদহং দত্তামিতি দেব্যা নিবেদিতাঃ ।

সৌখ্য-প্রসাধনং তস্তা ব্যধুঃ সখ্যঃ প্রসাধনম্ ॥ ৯৯ ॥

যাসাং বৈশ্বর্য্য-বৈবৰ্ণ্য-পুলকা এব সাত্ত্বিকাঃ ।

কম্পস্তম্ভাদিভাবাভি স্তবেশা তাঃ পুরস্কৃতাঃ ॥ ১০০ ॥

তাম্রার্থ্যপাত্রং সশিখং স্বরশ্চ বেতি [ গো, লী, ১১।১০৮ ] ॥ ৯৬ ॥ যদন্তরে তৎপরমিত্যর্থঃ স্বচ্ছা বিশুদ্ধা রত্নানাং যা আবলিঃ সা মৌলৌ শিরসি যস্তাঃ তথাবিধা সা রাধা যদ্বা সা প্রসিদ্ধা স্বচ্ছরত্নরাজিযুক্তা মৌলিঃ চূড়া বভ্রাজে অদীব্যং । তত্র কবরশ্চ কেশপাশশ্চ শ্রীঃ সুষমা যদ্বা কবরা সংপৃক্তা শ্রীঃ শোভা সমৃদ্ধিঃ কাপি অনিবাচ্যা বিদ্বিতশ্চ চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলশ্চ লক্ষ্মীঃ সুষমা বা ইব অলক্ষ্যত অদৃশ্যত । চন্দ্রসূর্য্যকান্ত-মণিখচিত্ত্বাং তৎকিরীটশ্চ । যদ্বা বিদ্বিতাঃ প্রতিবিশীভূতাঃ লক্ষ্যঃ সর্বশোভাসমৃদ্ধয়ঃ যত্র সা, 'সর্বলক্ষ্মীময়ী'-ত্বাং তস্তাঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গেষেব লক্ষ্মীগাং যথাযথমবস্থিতেরৌচিত্যাং । বেতি উৎপ্রেক্ষায়াং । এতেন চাহং মত্রে শ্রীরাধায়াঃ কবরীমাশ্রিত্য কাপি লক্ষ্মীঃ বিরাজতিতরামিতি ভাবঃ ॥ ৯৭ ॥ তস্তাঃ রাধায়াঃ শোণশ্চ রক্তবর্ণশ্চ অম্বরশ্চ বস্ত্রশ্চ তলে অধস্তাং উত্তংসাঃ শিরোভূষণাশ্চৈব গ্রহাঃ উজ্জ্বলত্বাং তেষাং সংগ্রহঃ সমবায়ঃ তদন্তুঃ তন্মধ্যে গুপ্তং গোপনীয়ং অবগুপ্তেনেনাবৃতত্বাং, সুরক্ষণীয়ং বা পরমাদৃতত্বাং যদ্ ব্যক্তং বদনমেব চন্দ্র স্তং ব্যক্তং স্ফুটং প্রকাশশীলং কুর্বন্ অদৃশ্যত । শ্লেষপক্ষে রক্তবর্ণীভূতে আকাশে খলু গ্রহনক্ষত্রাদীনাং উদয়ঃ ; পশ্চাৎ লোকচক্ষুরন্তরা তিষ্ঠন্ চন্দ্রমা অপি উদেতীতি ব্যক্তার্থমেতৎ ॥ অনুরূপশ্লোকো জীবজীবাভিঃ শ্রীজীবচরণৈঃ বিহস্তোহস্তি উত্তরচম্পাং ( ৩৪।২৫ ) 'শিরসি গ্রথিতকচাং বলয়ে রত্নাবলী বলিতা । সন্তমসাচিতনভসি প্রথতে তারাততি যদ্বৎ' ॥ ৯৮ ॥ 'পশ্চাৎ অহং পুণ্ড্রং তিলকং দত্তামিতি' দেব্যা ছায়য়া নিবেদিতা বিজ্ঞাপিতাঃ সখ্যঃ তস্তা রাধায়াঃ সৌখ্যশ্চ বন্ধুত্বশ্চ প্রকৃষ্টরূপেণ সাধনং প্রমাণং উপকরণং বা যস্মাং তৎ প্রসাধনং অঙ্গভূবাদিসন্নিবেশং ব্যধুঃ কৃতবত্যঃ ॥ ৯৯ ॥

\* শোণাম্বরতলং রাজদুত্তসংগ্রহ সংগ্রহঃ ।

কিঞ্চিৎপদং বক্তৃচন্দ্রং ক্ষণদা সা তদা দধে ॥ ( রা )



রেজে ভ্রমরক-শ্রেণী-সখীভাবং গতা লতা ।

রোচনা-পল্লবময়ী কস্তুরী-রচিতা পরং ॥ ১০১ ॥

অলি-পালি-দ্বয়ীচুস্বিস্বর্ণাজ্জচ্ছদ-সম্পদা ।

চিল্লী-পত্রাবলীমধ্যে ভালমস্তা ব্যরোচত ॥ ১০২ ॥

কৃষ্ণধাম্নোপগৃঢ়ে চ সদা কৃষ্ণৈকতর্ষিণী ।

ইতীব চক্ষুষী তস্তা ররঞ্জাতে বরাঞ্জনৈঃ ॥ ১০৩ ॥

রেজাতে নেত্রকমলে তস্তাঃ কজ্জল-রেখয়া ।

মনোজেন নবে শস্ত্রে ধারাগ্রেণেব সংস্কৃতে ॥ ১০৪ ॥

কম্পাদিসাহিত্যিকভাবাভ্যাবিরপি সখীভিঃ তস্তাঃ রাধায়াঃ বেশে প্রসাধন-  
কর্ম্মণি বৈশ্বর্যাদিমুখভাবত্রয়বত্য এব সখ্যঃ পুরস্কৃতাঃ অগ্রেকৃতাঃ পূজিতাঃ,  
তা এব তদ্বেশরচনাং চকুরিত্যর্থঃ । পূর্বাসাং কম্পাদিমত্তরা শৃঙ্গাররচনায়াং  
বিদ্ব-সম্ভবাদিতি ॥ ১০০ ॥ অথ সখীগণকৃতাকল্পরচনাং বিবৃণোতি—অথ  
ভ্রমরকাণাং ললাটলম্বিত-কুণ্ডিত-কেশানাং যা শ্রেণী তস্তাঃ সখীভাবং  
সহাবস্থানং গতা গোরোচনয়া কৃতো যঃ পল্লব স্তম্ভময়ী তৎস্বরূপা তথা  
কস্তুরীয়া মৃগমদেন রচিতা লতা পত্রভঙ্গী অরুচৎ অদীব্যৎ [ রুচ দীপ্তাভি-  
প্রীতৌ চ লুঙি দ্যুতাদিত্যাং পরস্মৈপদং ] ॥ ১০১ ॥ ললাটশোভামাহ—  
অলীনাং ভ্রমরাণাং পালিধ্বয়ীং শ্রেণীদ্বয়ং চুস্বিতুং আশ্বাদিতুং শীলমস্ত্রোতি  
তৎস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ যৎ স্বর্ণাজং স্বর্ণপদ্মং তস্তা ছদানাং দলানাং সম্পদা শোভয়া  
সাদৃশ্যেনেত্যর্থঃ অস্তাঃ ভালং ললাট-পটলং চিল্লী দ্রুদয়ঞ্চ পত্রাবলী পত্রভঙ্গী-  
রচনা চ তয়ো মধ্যে ব্যরোচত অদীপ্যত । গোপালচম্পাঃ ‘চিল্লীমৃগমদ-  
বল্লীমধ্যে লসতি স্ত ভালমেতস্তাঃ । অলিপালিধ্বয়-পালিতং পর্ণং বা  
স্বর্ণবর্ণকঞ্জস্ত’ ॥ ১০২ ॥ চক্ষুষো রঞ্জনশোভামাহ—কৃষ্ণধাম্না কৃষ্ণকান্ত্যা  
উপগৃঢ়ে আলিঙ্গিতে লীলাবিশেষে কৃষ্ণাঙ্গ-বিশেষেণ মুখেন বা চুস্বিতে  
সদা কৃষ্ণে কৃষ্ণদর্শনে এব একা কেবলা তৃষ্ণা আকাজ্জা যয়ো স্তথাবিধে  
চেতি হেতোঃ তস্তাঃ চক্ষুষী বরৈঃ উৎকৃষ্টৈঃ অঞ্জনৈঃ কজ্জলৈঃ ররঞ্জাতে  
শুশুভাতে, ইবেত্যুৎপ্রেক্ষাতোকং ॥ ১০৩ ॥ পুন স্তদেব ব্যনক্তি—তস্তা  
নেত্রকমলে কজ্জল-রেখয়া রেজাতে অদীব্যতাং । তত্রোৎপ্রেক্ষা মনোজেন  
কামদেবেন ধারাগ্রেণ ধারস্ত প্রস্তুতভেদস্ত অগ্রভাগেণ [ ধারো গ্রাবান্তুরেহ-  
প্যাণে’ ইতি মেদিনী ] সংস্কৃতে শাণিতে নবে নূতনে শস্ত্রে ইব । এতেন



নূনং বিধাত্রা রাধায়া শচপলে বীক্ষ্য চক্ষুযী ।  
 শ্রুতি-মর্যাদয়া শিষ্টে তথাপি বত তাদৃশে ॥ ১০৫ ॥  
 কিং তস্যা বত্ননাং বৃন্দে নেত্র-কৈরবয়োরলী ।  
 যদিধূদয়-বেলাসু রসানাকর্ষত স্তয়োঃ ॥ ১০৬ ॥  
 তস্যা দ্রবনুযা নাসা-বজ্রপুষ্পশরে যুতে ।  
 'মুক্তাফলং কৃষ্ণসারমনাবিধ্যাপি বিধ্যতি' \* ॥ ১০৭ ॥  
 ভ্রমদ্ভ্যাং ভ্রমরাভ্যাং বা দৃগন্তাভ্যাং সুচুস্থিতে ।  
 তস্যা বতংসৈরুৎফুল্লৈ রেজতুঃ শ্রুতি-সল্লতে ॥ ১০৮ ॥

তস্যা শচক্ষুভ্যাং মহাকামবাণ-জজরীকৃতত্বং শ্রামশ্র সূচ্যতেতরামিতি ভাবঃ ॥  
 ১০৪ ॥ চক্ষু বিশালত্বং বর্ণয়তি—রাধায়াঃ চক্ষুযী নেত্রে চপলে বীক্ষ্য  
 বিধাত্রা শ্রুত্যাঃ কর্ণয়োঃ মর্যাদয়া সীময়া তে শিষ্টে স্থাপিতে নির্দিষ্টে ইতি  
 যাবৎ । [ শিষ্প্ণ বিশেষণে, বিশেষণস্ত যথাস্থিতশ্চ বস্তুনঃ গুণান্তরাধান-  
 মিতি ধাতুপ্রদীপঃ ] নূনমিতি বিতর্কে । বতেতি খেদে ! তথাপি কর্ণ-  
 সংলগ্নীকরণেহপি তে নেত্রে তাদৃশে চঞ্চলে এবাতিষ্ঠতামিতি বিধাতুঃ  
 রচনাবৈফল্যং ॥ ১০৫ ॥ তস্যাঃ বত্ননাং নেত্রচ্ছদানাং বৃন্দে নেত্রে এব  
 কৈরবে তয়োঃ বিষয়ে অলী ভ্রমরৌ কিং ? তৎ কুত ইত্যত্রাহ—যদ্ যস্মাৎ  
 বিধোঃ চন্দ্রশ্র শ্লেষণে শ্রামশ্র উদয়-বেলাসু দর্শনসময়েষু তে পক্ষুবৃন্দে তয়োঃ  
 নেত্রকুমুদয়োঃ রসান্ মধুনি আকর্ষতঃ । চন্দ্রকিরণৈঃ খলু কৈরববিকাশ  
 স্তত্র চ ভ্রমরো মধু সংগৃহ্ণাতীতি প্রসিদ্ধমেব । তথাত্রাপি শ্রামদর্শনে  
 রাধায়া নেত্রবিস্ফারণং, ততোহশ্রুনিপাতঃ, তেন চ নেত্রচ্ছদানামার্দ্রতেতি  
 জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০৬ ॥ নাসাগ্রমুক্তাফলপ্রভাবং বর্ণয়তি—তস্যা ভ্রবেব ধনুঃ  
 বক্রত্বাৎ তেন সহ যুতে দীপ্তে [ যুত্ দীপ্তৌ ইগুপধেত্যাদিনা কর্তরি কঃ ]  
 নাসা এব বজ্রপুষ্পং তিলকুসুমং তদেব শরঃ বাণঃ তস্মিন্ মুক্তা এব ফলং  
 বাণাগ্রং কৃষ্ণসারং মৃগং পক্ষে কৃষ্ণশ্র সারং বলং স্তৈর্য্যং বা অনাবিধ্য  
 বেধনং অকৃত্বাপি বিধ্যতি পীড়য়তি । তদ্ দৃষ্ট্বা শ্রামশ্র হৃদয়ে কামপীড়া  
 অজায়তেতি ভাবঃ । রূপক-বিরোধাভাস-বিভাবনা-শ্লেষানুপ্রাসাদয়োহত্রা-  
 লঙ্কারাঃ ॥ ১০৭ ॥ কর্ণশোভামাহ—ভ্রমদ্ভ্যাং ভ্রমরাভ্যামিব দৃগন্তাভ্যাং



বৈয়র্থ্যমাযযৌ লোপ্রপরাগঃ পাণ্ডুগণ্ডয়োঃ ।

স্বর্ণাবতংসে বিত্বস্তেহবিন্দং সন্ধ্যাবিধুহ্যতিং ॥ ১০৯ ॥

অস্যাঃ কস্তুরিকা-চিত্রং যদ্ বিরেজে কপোলয়োঃ ।

কিন্তরাং তদগাদিন্দোঃ কলায়াস্ত কলঙ্কিতাং ॥ ১১০ ॥

ওষ্ঠহল্লকমুৎফুল্লং সদালঙ্কি শ্রিয়া যয়োঃ ।

তে তস্যাং দ্বিজপঙ্ক্তী ধ্ব দ্বিজরাজায়তেক্ষিতে ॥ ১১১ ॥

স্বত ওষ্ঠপুটে রক্তে 'স্মিতেনাপাটলীকৃতে' \* ।

'তাম্বূলশ্রী বৃথা ভূতা' † সলজ্জিব ব্যলীয়ত ॥ ১১২ ॥

স্বষ্ঠু চুস্বিতে তস্যাঃ শ্রী কর্ণৌ এব সত্যৌ অত্যাভমে লতে বতংসৈঃ কর্ণ-  
তাটকৈঃ উৎফুল্লৈ স্নন্দরে রেজতুঃ ব্যরাজেতাং । 'শ্রুতি ন চ জগজ্জয়ে  
মনসিজশ্র মৌবীলতেতি' জগন্নাথবল্লভে ॥ ১০৮ ॥ গণ্ডয়োঃ প্রতিফলিত-  
সৌন্দর্য্যমাহ—পাণ্ডু শ্বেতপীতমিশ্রিতবর্ণযুক্তৌ গণ্ডৌ কপোলৌ তয়োঃ  
লোপ্রশ্র পরাগঃ রেণুঃ বৈয়র্থ্যং নিরর্থকত্বং আযযৌ প্রাপ্তৌ, তত্র চ স্বর্ণা-  
বতংসে বিত্বস্তে অর্পিতে সতি সন্ধ্যাকালীনশ্র বিধোঃ চন্দ্রশ্র হ্যতিং কান্তিং  
অবিন্দং অলভত । তদুৎপালঙ্কারঃ ॥ ১০৯ ॥ পুনঃ কপোলয়োঃ শোভা-  
মাহ—অস্যাঃ কপোলয়োঃ যৎ কস্তুরিকাভিঃ মৃগমদৈঃ কৃতং চিত্রকং  
তিলকাদিকং বিরেজে, তৎ ইন্দোঃ চন্দ্রস্য কলায়াঃ তু কলঙ্কিতাং কলঙ্ক-  
স্বরূপং অগাং প্রাপ্তোং কিন্তরাং ? মুখচন্দ্রে নীলচিহ্নং খলু কলঙ্কঃ এব  
ভবিতেতি ভাবঃ ॥ ১১০ ॥ অধরদন্তশোভাং বিবৃণোতি—যয়োঃ শ্রিয়া  
শোভাসমৃদ্ধ্যা ওষ্ঠ এব হল্লকং রক্তকল্লারং সদা উৎফুল্লং প্রফুল্লং অলঙ্কি  
অদৃশত, তস্যাং তে ধ্ব দ্বিজানাং দন্তানাং পঙ্ক্তী রাজী দ্বিজরাজতয়া  
চন্দ্রস্বরূপেণ ঈক্ষিতে অদৃশেতাং । দন্তানাং শুভ্রতয়া চন্দ্রহারোপস্তথাধরশ্র  
রক্ততয়া হল্লকত্বং । চন্দ্রোদয়ে খলু কল্লারবিকাশঃ যুজ্যতে এব ।  
রূপকানুমানশ্লেষোৎপ্রেক্ষাঃ ॥ ১১১ ॥ ওষ্ঠপুটশোভা-বিশেষমুদঘাটয়তি—  
স্বতঃ স্বভাবতয়া রক্তবর্ণে অপি ওষ্ঠপুটে কিন্ত স্মিতেন আ ঈষৎ পাটলী-  
কৃতে শ্বেতরক্তীকৃতে সতি তাম্বূলস্য শ্রীঃ রাগঃ বৃথা নিরর্থকী ভূতা সলজ্জা  
লজ্জায়ুক্তা ইব ব্যলীয়ত পলায়ত । তদুৎপালঙ্কার্যুৎপ্রেক্ষাঃ ॥ ১১২ ॥



রুরূচে চিবুকং তস্তা গন্ধোৰু-শ্ৰামবিন্দুনা ।

শয়ানেনেব ভূঙ্গেন পাকিমাত্রফলীতলে ॥ ১১৩ ॥

অস্তাঃ কপোলদন্তালি-ভালচন্দ্রা যদাননং ।

অধীশমিব সেবন্তে তত্তুল্যোহভূৎ স লাঞ্জনী ॥ ১১৪ ॥

স্পৃষ্টা করেণ কংসারেঃ কদাপি সুরসুভ্রবাং ।

পাঞ্চজন্মভ্রমং ধত্তে যা তদগ্রীবা ররাজ সা ॥ ১১৫ ॥

শ্রীরাধা শ্রীহরি বা তৎপ্রেমা বেত্তি ত্রিকং পরং ।

বস্ত্তিতি ব্যঞ্জতী গ্রীবা রেজে তস্তা ত্রিরেখিকা ॥ ১১৬ ॥ \*

কৃষ্ণনামাক্ষিতং দেব্যা গ্ৰৈবেয়কমরোচত ।

সদান্তুশ্চারি-তন্মন্ত্র-মহো ব্যক্তিমিবাগতম্ ॥ ১১৭ ॥

চিবুকশোভামাহ—তস্যাঃ চিবুকং গন্ধঃ উরুঃ বিশালঃ বস্য তেন গন্ধাচেন  
কৃষ্ণাণ্ডরুকস্তূর্যাদিকৃতেন শ্ৰাম-বিন্দুনা রুরূচে অদীব্যৎ । তত্রোপমা—  
পাকিমা পক্বা যা আত্রফলী আত্রং তস্যাঃ তলমধঃস্থলং যথা শয়ানেন  
নিশ্চলেন ভূঙ্গেন ভ্রমরেণ রোচতে তদ্বৎ । উত্তর-চম্পাং (৩৪।৩৫)  
রুরূচে চিবুকমমুখ্য মণ্ডরুজগন্ধস্য বিন্দুনা শিতিনা । যদ্বৎ পক্করসা-  
লস্যাধঃ স্থপ্তেন ভূঙ্গেনেতি ॥ ১১৩ ॥ তদ্বিন্দুকৃতমুখশোভা-বৈচিত্র্যমাহ  
—কপোলৌ গণ্ডৌ চ দন্তালিঃ দন্তাশ্চ ভালং ললাটঞ্চ তত্তুদ্রুপা চন্দ্রাঃ  
অস্তাঃ যৎ আননং মুখং অধীশং রাজানমিব সেবন্তে শোভাধিক্য-  
সম্পাদনরূপাং সেবাং তদ্বস্ত্তি, স লাঞ্জনী চিহ্নং মৃগমদবিন্দুরপি তত্তুল্যঃ  
তেষাং সমানঃ অভূৎ ॥ ১১৪ ॥ গ্রীবাসৌন্দর্য্যমাহ—তস্যাঃ যা গ্রীবা কদাপি  
কংসারেঃ কৃষ্ণস্য করেণ স্পৃষ্টা সতী সুরসুন্দরীণাং পাঞ্চজন্মস্য ভ্রমং  
বিদধাতি, সা ররাজ অশোভত । ‘পাঞ্চজন্মং হৃষীকেশ’ ইতিশ্রীগীতোপ-  
নিষত্বক্তেঃ । শঙ্খবৎ ত্রিরেখিকা সেত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥ তত্র রেখাত্রয়স্য  
কারণমুট্কর্যতি—শ্রীরাধা, শ্রীহরিঃ বা, তয়োঃ প্রেমা বা ইতি ত্রিকং ত্রয়-  
মেব পরং সর্বোৎকৃষ্টং বস্ত্ত ইতি ব্যঞ্জতী সংস্থচয়ন্তী তস্যা গ্রীবা ত্রিরেখিকা  
রেখাত্রয়সংযুক্তা সতী রেজে ব্যাশোভত । উৎপ্রেক্ষেয়ং গম্যা ॥ ১১৬ ॥  
তত্র গ্ৰৈবেয়কশোভামাহ—দেব্যা রাধায়াঃ কৃষ্ণশ্চ নামভিঃ অক্ষিতং



তদংসৌ রেজতু নম্রৌ হরিদৌ-মণিযুপয়োঃ ।  
 অসকৃদ্বহনেনেব অগ্ভারেণাথবা কিল ॥ ১১৮ ॥  
 হরে বিহার-সরসী সা সত্যমভিতোহপি যাং ।  
 আরোহদেশমাসন্নং সন্নালং সরসীরুহম্ ॥ ১১৯ ॥  
 অধিদোঃ স্বস্তিকং কৃষ্ণেণাশ্লেষে মণিমালিকা ।  
 মণ্ডনং স্বয়মঙ্কেন তস্মা ভবতি মণ্ডনী ॥ ১২০ ॥

গ্রেবেয়কং কণ্ঠভূষা-বিশেষঃ অরোচত অশোভত । তত্রোৎপ্রেক্ষা—  
 সদা অন্তশ্চরতি দেদীপ্যত ইতি [ চর + শীলার্থে গিন্ ] তস্ম কৃষ্ণস্ত যো  
 মন্ত্রঃ তস্ম মহঃ তেজঃ প্রভাবো বা ব্যক্তিঃ প্রকাশঃ আগতমিব । নিত্যান্ত-  
 বিরাজিবস্তনঃ বহিরনুভাবো হি যুক্ত এব ॥ ১১৭ ॥ অংস-শোভাং ব্যঞ্জয়তি  
 —তস্মাঃ অংসৌ স্বকৌ নম্রৌ আনতৌ সন্তৌ রেজতুঃ শুশুভাতে ।  
 তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে—হরেঃ দৌষৌ বাহু এব মণিযুপৌ ইন্দ্রনীল-নির্মিতৌ  
 জয়ন্তন্তৌ যাগন্তন্তৌ বা, বর্তুলত্বাৎ, সূশোভনত্বাৎ, বিশালত্বাচ্চ । তয়োঃ  
 অসকৃৎ পুনঃ পুনঃ বহনেন ইব অথবা অজাং মাল্যানাং ভারেণ নম্রৌ ।  
 কিলেতি বিতর্কে ॥ ১১৮ ॥ সামান্যতঃ সার্বদ্বীনশোভা-বাহুল্যঃ বর্ণয়তি  
 —সা হরেঃ বিহার-সরসীতি সত্যং, তৎ কুত ইত্যত আহ—যাং রাধামভিতঃ  
 সমন্তাৎ আরোহদেশঃ আ আরোহদেশঃ নিতম্বমারভ্য সন্নালং নালযুক্তং  
 সরসীরুহং পদ্মং আসন্নং সংসক্তং তিষ্ঠতি । নাভিচরণস্তনমুখেনেত্রহস্তাদয়ঃ  
 খলু পদ্মানি, বাহু জজ্ঞে চ নালে । তদুক্তং শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিভিঃ  
 ( গো, লী, ১১।৪৮ )—“রাধায়াঃ সূতনুঃ সূধা-সুরধুনী বাহু বিশে সৎসুনৌ  
 কোকৌ শ্রীমুখনাভিপাণিচরণাঃ পদ্মানি বক্রালকাঃ । রোলম্বা মধুর  
 স্মিতঞ্চ কুমুদং নেত্রে তথেন্দীবরে রোমালী জলনীলিকেহ লসতি শ্রীকৃষ্ণ-  
 হৃৎকুঞ্জরঃ ॥” ১১৯ ॥ তত্র মণিমালাকৃতশোভাবিশেষমাহ—কৃষ্ণেণ তস্মাঃ  
 রাধায়াঃ অধিদোঃ বাহু অধিকৃত্য ( বিভক্ত্যর্থৈবায়ীভাবঃ ) স্বস্তিকং  
 দক্ষিণবামকর-বামদক্ষস্কন্ধধারণং যথা শ্রান্তথা আশ্লেষে আলিঙ্গনে সতি  
 মণিমালিকা দন্তকৃত-বিশেষ এব মণ্ডনং অলঙ্কারঃ ভবেৎ, স্বয়মাম্বনা  
 তেন অঙ্কেনেব মণ্ডনীভবতি সূতরাং অলঙ্কৃত্য শ্রাদিতি ভাবঃ । শ্লেষণ—  
 তস্মাঃ বাহুদ্বয়মুপরি যৎ স্বস্তিকাখ্যং মঙ্গলপ্রদং বা মণিমালিকানাং হার-  
 বিশেষাণাং মণ্ডনং দত্তং, তৎ স্বয়ং কৃষ্ণেণ কৃষ্ণবর্ণেন অঙ্কেন চিহ্নেন সহ



মণিকির্মীরিতে তস্যাঃ প্রগণ্ডযুগ্মমণ্ডিতে ।  
 অঙ্গদে রেজতু য়ে তু কৃষ্ণে ভূশমনঙ্গদে ॥ ১২১ ॥  
 তস্যা রেজু মহারত্ন-কৰ্বুর্যোত-কৰ্বুরাঃ ।  
 প্রকোষ্ঠধাম্নোঃ কটকাঃ কলেন চটকা ইব ॥ ১২২ ॥  
 স্তবকৌ পারিহার্যস্য তস্যা মুক্তামুখৌ শিতী ।  
 কিস্তৌ পাণ্যবুজ-স্কন্নং পিবন্তৌ মধুপৌ মধু ॥ ১২৩ ॥  
 এতস্যাঃ পাণিতলয়ো রেজে যাবকজো দ্রবঃ ।  
 উদয়দ্ভাস্বতো রশ্মী রক্তসারসয়োরিব ॥ ১২৪ ॥  
 রাধয়া করশাখাস্থ যা ধূতাঃ পরিতোহপি তাঃ ।  
 উমিকা ইব কংসারে কুর্মীরস্য হৃদি ব্যধুঃ ॥ ১২৫ ॥

আশ্লেষে মিলনে সতি তস্তাঃ মণ্ডনীভবতি শোভাতিরেকং বিদধাতীতি  
 ভাবঃ ॥ ১২০ ॥ অঙ্গদধারণশোভামাহ—তস্তাঃ মণিভিঃ কির্মীরিতে  
 বিচিত্রিতে তথা প্রগণ্ডয়োঃ কূর্পরোপরিকঙ্কপৰ্য্যন্ত-ভাগয়োঃ যৎ যুগ্মং তেন  
 তস্ত বা মণ্ডিতে শোভিতে অঙ্গদে রেজতুঃ, য়ে তু কৃষ্ণে কৃষ্ণহৃদয়ে  
 ভূশমত্যাং অনঙ্গদে কামক্ষোভ-সমর্পকে ভবতঃ ॥ ১২১ ॥ বলয়ধারণ-  
 শোভামাহ—তস্তাঃ প্রকোষ্ঠ-ধাম্নোঃ কফোণেরধোমণিবন্ধপৰ্য্যন্ত-হস্তভাগয়োঃ  
 কটকাঃ বলয়াঃ রেজুঃ বিরাজিতা আসন্ । কটকান্ বিশিনষ্টি—  
 মহারত্নানাঞ্চ কৰ্বুরাণাঞ্চ স্বর্ণানাঞ্চ ছোতেন জ্যোতিষা কৰ্বুরাঃ বিচিত্র-  
 বর্ণযুক্তাঃ । তেষাং বৈশিষ্ট্যমাপাদয়তি কলেন অব্যক্তমধুরনাদেন চটকা  
 ইব ; চটকা যথা নৃত্যাবসরে কলনাদং কুৰ্বন্তি, তথা বলয়া অপি সুরত-  
 সমরকালে বা স্বাভিলাষছোতেন বা প্রিয়মনোরঞ্জকং নাদং কুৰ্বন্তীত্যর্থঃ ॥  
 ১২২ ॥ তস্তাঃ পারিহার্যস্ত বলয়স্ত মুক্তামুখৌ [ মুক্তা মুখে যয়ো স্তৌ ]  
 শিতী কৃষ্ণবর্ণে স্তবকৌ পটুগুচ্ছে মুক্তাগুচ্ছে পুষ্পগুচ্ছে বা তো পাণী  
 হস্তৌ এব অম্বুজে পদ্মে তয়োঃ স্কন্নং গলিতং মধু পিবন্তৌ ভ্রমরৌ কিং ?  
 উৎপ্রেক্ষয়ং ॥ ১২৩ ॥ এতস্তাঃ পাণিতলয়োঃ যাবকজঃ দ্রবঃ অলক্তকরসঃ  
 রেজে । তত্রোৎপ্রেক্ষা—রক্তবর্ণ-পদ্ময়োঃ উপরি উদয়তঃ উদীয়মানস্ত  
 ভাস্বতঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিঃ কিরণঃ ইব । স্বতো রক্তবর্ণে রক্ততাপাদনং খলু  
 তদ্বিবৃদ্ধিকারণমিতি ভাবঃ ॥ ১২৪ ॥ অঙ্গুরীয়ধারণপ্রভাবমাহ—রাধয়া



তস্য নখর-মাণিক্যালক্ষ্মীমন্ত্ৰ মনোরমাঃ ।

উন্মিকা-মণয়োহদীব্যন্ যথা তাং ললিতাদয়ঃ ॥ ১২৬ ॥

ভূজয়োঃ অন্তরং রেজে স্তন-স্তবক-সঙ্কলং ।

তে হি কল্ললতা-লীলামীয়তু মধুসূদনে ॥ ১২৭ ॥

তদুরোজমণিশ্রাম-কঞ্চুলী-ব্যতিসঙ্গজাঃ ।

ইন্দ্রচাপনিভা রেজুঃ শোভা হারবলাকয়া ॥ ১২৮ ॥

উরো গুঞ্জাদিহারেণ তস্যা হারি ন কেবলং ।

হরে শ্চিত্তং হরত্যেবমপি হারিতয়া মতং ॥ ১২৯ ॥

করশাখাস্থ অঙ্গুলীষু যাঃ উন্মিকাঃ অঙ্গুলীয়কানি ধৃতাঃ আসন্, তাঃ এব  
পরিতঃ অপি অশ্রু কংসারেঃ কৃষ্ণাশ্রু হৃদি অপি উন্মীঃ তরঙ্গান্ উৎকণ্ঠা  
ইত্যর্থঃ ব্যাধুঃ দত্তবত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥ কিঞ্চ, তস্যাঃ নখরা এব  
মাণিক্যানি তেষাং লক্ষ্মীং সুষমামন্ত্ৰ লক্ষ্মীকৃত্য তৎসমীপে ইত্যর্থঃ  
মনোরমাঃ উন্মিকাণাং অঙ্গুরীয়াণাং মণয়ঃ তথা অদীব্যন্ অদীপ্যন্ত যথা  
তাং পরিবৃত্য ললিতাদয়ঃ সখ্যঃ বিরাজন্তে ইতি শেষঃ । উপমারূপকে ॥  
১২৬ ॥ উরোজশোভাবিশেষমাহ—তস্যা ভূজয়োঃ অন্তরং মধ্যদেশঃ স্তনৌ  
এব স্তবকৌ গুচ্ছেী তাভ্যাং সঙ্কলং নিরবকাশং যথা শ্রাতথা রেজে ।  
তে হি ভূজে (‘ভূজা’ শব্দঃ) মধুসূদনে কৃষ্ণে পক্ষে ভ্রমরে কল্ললতয়াঃ  
লীলাং স্বাভিলাষ-প্রদানেন পক্ষে স্বাভীষ্টমধু-সমর্পণেন বিনোদ-বিশেষং  
ঈয়তুঃ প্রাপ্নুতাং ॥ ১২৭ ॥ বক্ষোজ-কঞ্চুলিকা-মিলন-শোভাং বর্ণয়তি—  
তস্যাঃ উরুজৌ স্তনৌ চ মণিভিঃ খচিতত্বাং শ্রামা কঞ্চুলী চ, তত্র  
ব্যতিসঙ্গাং পরস্পরমেলনাং জায়তে যাঃ শোভাঃ সুষমাঃ তাঃ রেজুঃ  
দেদীপ্যন্তে স্ম । তত্রোপমা—হারঃ মুক্তামালা এব বলাকা বকজাতিঃ  
তয়া সহ ইন্দ্রশ্রু চাপঃ ধনু স্তৎসদৃশাঃ রেজুরিতি শেষঃ । স্তনয়োঃ  
গৌরত্বং, মণীনাং বিবিধবর্ণত্বং, কঞ্চুলিকায়াঃ শ্রামত্বং, মুক্তামালানাং  
ধাবল্যমিতি তেষাং সম্মেলনে ইন্দ্রচাপপ্রতীতি যুত্বেব । উত্তরচম্পাং  
(৩৪।৪৩) ঘনরুচিকঞ্চুকরুচিরা বিবিধ-মণীনাং বিরাজিতা রাজিঃ ।  
ইন্দ্রধনুঃপ্রতিমা যা মুক্তাশ্রেণীবলাকয়া রুরুচে ॥ ১২৮ ॥ বক্ষঃশোভা  
বিশেষমাহ—তস্যা উরঃ বক্ষঃ ন কেবলং গুঞ্জাদিহারেণ হারি হারযুক্ত-



হারা স্তেন পরং শৌরে শ্চেতসঃ পশ্যতো হরাঃ ।

আত্মীয়তরলে মঙ্ক্ষু সংক্রামন্ত্যা স্তনোরপি ॥ ১৩০ ॥

স্তন-নব্যাজয়ো রস্যাঃ পায়ং পায়ং রসার্ণবং ।

স্বক্ষ্মরোমানিভি ন্‌ভিবিলাং মধুগৃহীকৃতং ॥ ১৩১ ॥

তদা তস্যাঃ ক্রশোদর্যা বলয়ঃ কাম-তর্পণাং ।

উপেন্দ্রে বলিতাং যাতা যেন দ্বাঃস্থায়িতাং স তু ॥ ১৩২ ॥

মিত্যর্থো বিরোধঃ, পরিহার-পক্ষেতু হর্তুং শীলমশ্লেতি [ হ + গিন্ ] হারি  
মনোহরণশীলমিত্যর্থঃ । তদেব ব্যানক্তি পরাধীন—হরেঃ জগতাং মনঃ-  
প্রাণহরণশীলশ্চাপি কৃষ্ণশ্চ চিত্তং হরতি, এবমপি তৎ হারিতয়া হরণশীল-  
ধর্ম্যতয়া হারভূষিতয়া বা মতং । শ্লেষঃ ॥ ১২৯ ॥ হারশব্দশ্চ নিকৃতিং  
প্রতিপাদয়তি—ন কেবলং পশ্যতঃ শৌরেঃ মহাবীৰ্য্যবতঃ কৃষ্ণশ্চাপি [ ষষ্ঠী  
চানাদরে—তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ ] চেতসঃ চিত্তশ্চ হরাঃ অপহারকা ইতি  
তে হারা ইতি বাচ্যং । অপি তু আত্মীয়তরলে স্বশ্রমন্তুকমণৌ বা অগ্রেষাং  
হারাণাং মধ্যমণৌ বা মঙ্ক্ষু দ্রাক্ সংক্রামন্ত্যাঃ প্রতিবিস্থিতায়াঃ কৃষ্ণশ্চ  
তনোঃ দেহশ্চ চ হরাঃ চৌরা ইতি চ হারতয়া মতাঃ ইতি শেষঃ ॥ ১৩০ ॥  
সরোমাবলিনাভি-শোভা-বিশেষঃ প্রতিপাদয়তি—অশ্রাঃ স্তনৌ এব নব্যো  
নবীনে স্ত্যো বা অঙ্কে পদ্মে তয়ো রসার্ণবং রসসমুদ্রং পায়ং পায়ং পীত্বা  
পীত্বা [ আভীক্ষ্যে ণমূল্ ] স্বক্ষ্মাণি রোমাণি এব অলয়ঃ ভ্রমরাঃ কৃষ্ণবর্ণদ্বাং  
তৈঃ কর্তৃভিঃ নাভিরেব বিলাং সরোবরঃ মধুগৃহীকৃতং [ অভূততন্ভাবে চিঃ ]  
মধুকোষরূপেণাশ্রিতমিতি ভাবঃ । রূপকোৎপ্রেক্ষে ॥ ১৩১ ॥ উদরবলি-  
শোভামাহ—তদা তশ্রাঃ ক্রশোদর্যাঃ বলয়ঃ চর্ম্মতরঙ্গাঃ কামশ্চ স্বাভিলাষশ্চ  
তর্পণাং পূরণাঙ্কেতোঃ উপেন্দ্রে কৃষ্ণবিষয়ে বলিতাং বলে দৈত্যরাজশ্চ  
স্বভাবঃ বলশালিত্বং বা যাতাঃ প্রাপ্তবত্যঃ । বলয়স্তাঃ দর্শন-স্পর্শনাত্তে  
বহুশঃ তশ্চ নাগরবরশ্চ স্বাভিলাষপূরণং কুর্বন্তীতি প্রসিদ্ধমেব । অতো  
যেন যশ্মাং কামতর্পণাঙ্কেতোঃ স তু কৃষ্ণঃ তশ্রাঃ দ্বারি স্থায়িতাং নিত্যাব-  
স্থানং যাতা গতবান্ । অত্র কাচিদাখ্যায়িকা বর্ত্ততে—বলিঃ দৈত্যরাজঃ  
খলু ত্রিপাদপরিমিতাং ভূমিং যাচমানশ্চ বামনশ্চাভিলাষপূর্ত্ত্যা স্ততলে  
নিবসতি । তত্র দ্বারপালতয়াশ্চ প্রভোরপি নিত্যাবস্থানং ভক্তবশতয়া  
স্বর্য্যত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্নিবামনপূরণাদিষু মৃগ্যম্ । শ্লেষব্যতিরেকোৎ-



অস্যাং তুলসিকা-মালা মধ্যমা রঙ্গণ-স্রজোঃ ।

রেজে যত্রাপি ভৃঙ্গাণাং মালা দৃষ্কেব দৃশ্যতে ॥ ১৩৩ ॥

পঞ্চবাণস্য বাণানাং ব্যূহ-শ্রেণ্যেব তাং হরিঃ ।

পঞ্চবর্ণপ্রসূনানাং মালায়া পশ্যদক্ষিতাং ॥ ১৩৪ ॥ \*

তস্যা ন বর্ণ্যতে মধ্যং মধ্যশ্রেণি-পর্যোধরং ।

॥ মাংসলানাং সভাপাতী কশো বা কেন গণ্যতে ? ১৩৫ ॥

তস্যাঃ শ্রেণিফলং বাসো বস্ত্রে বাসোহথ মেখলাং ।

মেখলা কলমাধুর্যং কৃৎস্নমেব হরে মর্নঃ ॥ ১৩৬ ॥

সর্বাক্ষিপ্ৰতিবিশ্বানুজন্মবত্যাভিরাজিতৌ ।

তেনতুঃ 'কম্বতা' † মস্যা মঞ্জু শিঞ্জান-হংসকৌ ॥ ১৩৭ ॥

প্রেক্ষাদয়ঃ ॥ ১৩২ ॥ পুষ্পমালা-ধারণ-শোভামাহ—অস্তাং রাধায়াং  
রঙ্গণকুসুম-নির্মিতমাল্যয়োঃ মধ্যমা মধ্যবর্তিনী তুলসীমালা রেজে যত্রাপি  
ভৃঙ্গাণাং ভ্রমরাণাং পক্ষে কৃষ্ণস্ত্র নেত্রভ্রমরাণাং মালা শ্রেণী দৃষ্টা গ্রথিতা  
ইব দৃশ্যতে ॥ ১৩৩ ॥ কিঞ্চ পঞ্চবাণস্ত্র কামদেবস্ত্র বাণানাং শরাণাং  
ব্যূহানাং দেহানাং শ্রেণ্যা ইব পঞ্চবর্ণ-পুষ্পাণাং মালায়া বৈজয়ন্ত্যা অক্ষিতাং  
শোভিতাং তাং রাধাং হরিঃ অপশ্যৎ । 'অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ  
নবমল্লিকা । নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্ত্র শায়কা' ইতি পঞ্চ পুষ্পাঃ  
কামস্ত্র শরাঃ । বৈজয়ন্তী খলু পঞ্চবর্ণকুসুমগ্রথিতাজাহ্নুলম্বিতা মালা ।  
যুদ্ধার্থ-সৈন্তসমাবেশং দৃষ্ট্বা যথা প্রতাপক্ষিণঃ হংকম্পো জায়তে, তথা  
বৈজয়ন্তীমালাদর্শনে নৈব শ্রামস্ত্র হৃদি মহাকামো জঞ্জন্ততে ইতি ধ্বনিঃ ॥  
১৩৪ ॥ মধ্যদেশশোভামাহ—তস্তাঃ শ্রেণ্যাঃ জঘনস্ত্র চ পর্যোধরয়োশ্চ  
মধ্যং মধ্যশ্রেণিপরিোধরং [ পারে মধ্য ষষ্ঠ্যাবেতি অব্যয়ীভাবঃ ] মধ্যদেশঃ  
ন বর্ণ্যতে । তৎ কুত ইত্যত আহ—মাংসলানাং পৃথুলানাং সভাপাতী কশো  
জনো বা কেন গণ্যতে ? ন কেনাপি । অতিসূক্ষ্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥  
কিঞ্চ, তস্তাঃ শ্রেণিফলং নিতম্বঃ বাসঃ বস্ত্রে বস্ত্রে অগৃহ্মাৎ, বাসঃ মেখলাং  
পর্য্যধাৎ, মেখলাপি কলস্ত্র অব্যক্তমধুরনিদান্ত্র মাধুর্যং তেনে, কিন্তু  
তত্তদখিলমপি হরে মর্নঃ জগ্রাহ ॥ ১৩৬ ॥ হংসকধারণ-শোভাবিশেষ-



মঞ্জীরৌ খঞ্জনাবংস্রীপদে তত্রৈতি নিশ্চিতং ।

তয়োঃ শ্রুতে তয়োঃ শব্দে হরেঃ ফলতি কামনা ॥ ১৩৮ ॥

পাদাঙ্গুলীয়কান্ধস্য মণিজানি বিরেজিরে ।

চারুতারাচয়শ্রীণি নখচন্দ্রাবলীমনু ॥ ১৩৯ ॥

অপূর্বাং রচয়িত্বা তু বিধি 'স্তামজ্জি-কঞ্জয়োঃ' \* ।

চিত্রং সৌভাগ্য-মুদ্রাচ্চং স্বশিল্প-ব্যজকং ব্যধাৎ ॥ ১৪০ ॥

মাহ—অশ্রাঃ মঞ্জু মনোজ্ঞঃ যথা শ্রান্তথা শিঞ্জানৌ ধ্বনিযুক্তৌ হংসকৌ  
পাদকটকৌ [ শিজি অব্যক্তশব্দে + শানচ্ । শ্লেষণে হংস ইব কায়তি  
মধুরধ্বনিত্বাৎ ( কৈ + ড ), হংসাকৃতিত্বাৎ হংস ইব হংসক ইতি বা ইবার্থে  
বিকারসম্ভেত্যাदिना कः । রাজহংস ইত্যর্থঃ ] ক্রমতাং কমনীয়তাং তেনতুঃ  
বিস্তারয়ামাসতুঃ । ননু রাজহংসাঃ পদচারিণ ইতি শ্রায়ন্তে ইত্যত আহ—  
সর্বেষাম্ অক্ষাং চক্ষুযাং প্রতিবিম্বানি এব অম্বুজানানি পদ্মানি তেষাং বন্তা  
বনসমূহঃ তত্র অভিরাজিতৌ স্তম্ভু রাজমানৌ, অতএব ক্রমতাং দধতুঃ ॥  
১৩৭ ॥ পুনর্মঞ্জীরশোভাং বর্ণয়তি—তত্র রাধায়াং মঞ্জীরৌ এব খঞ্জনৌ,  
অংস্রী চরণে এব পদে ইতি নিশ্চিতং নিরূপিতং । শ্রুতে কর্ণৌ ইত্যয়োঃ  
প্রাপ্তয়োঃ কর্ণগোচরীভূতয়োঃ তয়োঃ মঞ্জীরয়োঃ শব্দে হরেঃ কামনা  
ফলতি । মঞ্জীর-শব্দেন তস্মা অভিসার-নিশ্চয়াদ্বা, সুরতসমরাবসরে  
কলনাদেন রসাধায়কত্বাদ্ বা তরোরূপযোগিতাত্র । উত্তরচম্পাং (৩৪।৪৯)  
কৃতচরণাম্বুজচরণাবিহ মঞ্জীরৌ তু খঞ্জনৌ মঞ্জু । হরিরপি যৎকলকলনে  
হরিতাং জয়বন্মদামনুত ॥ ১৩৮ ॥ অশ্রাঃ নখা এব চন্দ্রাঃ তেষাং আবলিং  
অনু সংবেষ্ট্য মণিময়ানি অতঃ চারুঃ মনোজ্ঞা তারাচয়ানাং নক্ষত্রসমূহানাং  
শ্রীঃ শোভাসমৃদ্ধি র্বত্র তানি পাদাঙ্গুলীয়কানি বিরেজিরে প্রাকাশন্ত  
ইত্যর্থঃ । রূপকোৎপ্রেক্ষে ॥ ১৩৯ ॥ পদতলে সৌভাগ্যমুদ্রাদিকমুৎ-  
প্রেক্ষ্যতে—বিধিঃ ব্রহ্মা তাং রাধাং অপূর্বাং বিস্ময়করীং অসৃষ্টপূর্বাং বা  
রচয়িত্বা অজ্জি কঞ্জয়োপাদকমলয়োঃ তলয়ো রিতি শেষঃ স্বশ্র শিল্পশ্র  
কারুকার্য্যশ্র ব্যজকং সূচকং চিত্রং বিচিত্রং বহুবিধং বা সৌভাগ্যমুদ্রাচ্চং  
ব্যধাৎ সমাপর্য্যৎ । তু বৈশিষ্ট্যছোতনে । শঙ্খাঙ্কচন্দ্রযবাকুশাদয় এব  
তত্রত্যমুদ্রাঃ । রূপকব্যতিরেকোৎপ্রেক্ষাদয়ঃ ॥ ১৪০ ॥ পদয়োঃ স্বতঃ



সখীকরাশুজ-স্পর্শাদেব তৎপাদ-পল্লবৌ ।  
 অলং শৌণীকৃতৌ লেভে মৃষা লাক্ষারসো যশঃ ॥ ১৪১ ॥  
 রাধাঙ্গধাম-সাত্ৰাজ্যে জাম্বুনদ-বিভূষণং ।  
 দধার কাঞ্চনকৌণে রিন্দ্রগোপাবলীমহঃ ॥ ১৪২ ॥  
 ভূষণাত্তপি লাবণ্যে তস্তা ভূষাত্তমৈয়কঃ ।  
 অবন্ত্যঃ স্ফুটমায়াস্তি মহত্ত্বং সিন্ধু-সীমনি ॥ ১৪৩ ॥  
 স্বমাতৃ-প্রেষিতাং ব্রহ্মকন্যা সৌগন্ধিকশ্রজম্ ।  
 দাতুং বষ্টিস্ম যহ্যন্তঃপটী বিঘটিতীকৃত্য ॥ ১৪৪ ॥  
 তস্তা গৃহীত্বা শিবয়া কণ্ঠে কৃষ্ণস্ত্র নর্মণা ।  
 নিদধে মালিকা তত্রাবেশব্যাজাদ্ ভ্রমাদিব ॥ ১৪৫ ॥

রক্তিমানমাহ—তস্তাঃ পাদৌ এব পল্লবৌ কিসলয়ে সুকোমলত্বাৎ রক্ত-  
 বর্ণত্বাচ্চ, সখ্যাঃ করাসুজয়োঃ স্পর্শাদেব অলং ভূষণং শৌণীকৃতৌ রক্তবর্ণৌ  
 বভূবতুঃ । তত্র লাক্ষারসঃ অলঙ্ককঃ মৃষা মিথ্যা তদ্যশঃ প্রাপ ।  
 স্বভাবোক্তি-রূপক-তদ্গুণাদয়ঃ ॥ ১৪১ ॥ তত্র ভূষা-বৈশিষ্ট্যমাপাদয়তি—  
 রাধায়াঃ অঙ্গানাং ধাম দীপ্তিঃ তদেব সাত্ৰাজ্যং বিশালত্বাৎ, সর্বতঃ  
 প্রসৃতত্বাদ্ বা, তস্মিন্ জাম্বুনদ-বিভূষণং হেমালঙ্কৃতিঃ কাঞ্চনকৌণেঃ  
 স্বর্ণভূমেঃ সুমেরোরিতি যাবৎ ইন্দ্রগোপাবলীনাং রক্তবর্ণ-কীটবিশেষাণাং  
 মহঃ কান্তিঃ দধার প্রাপ ॥ ১৪২ ॥ তত্র ভূষণ-ভূষণত্বমাহ—তস্তা লাবণ্যে  
 সৌন্দর্যাতিরেকে [ ‘মুক্তাফলেষুচ্ছারায় স্তরলত্বমিবাস্তরা । প্রতিভাতি  
 যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে ৥’ ] ভূষণানি অপি ভূষাত্ত্বং ঐয়কঃ অগচ্ছন্  
 [ ঋ-গতো + লঙি অন্ ] ‘পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি’ শ্রীমদ্ভাগবত  
 উক্তত্বাৎ । অর্থান্তরত্বাসেন তদেব দ্রুয়তি—সিন্ধুসীমনি সাগরসান্নিধ্যে  
 অবন্ত্যঃ নগঃ স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্রাত্তথা মহত্ত্বং মাহাত্ম্যমায়াস্তি সম্যক্  
 প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৪৩ ॥

অথ সরস্বতীনীতমাল্যসমর্পণ-প্রকারমাহ—ব্রহ্মকন্যা সরস্বতী স্বমাত্রা  
 সাবিদ্যা প্রেযিতাং সৌগন্ধিকানাং নীলোৎপলানাং শ্রজং মাল্যং দাতুং  
 বষ্টিস্ম ঐচ্ছৎ [ বশ কান্তৌ + লটি তিপ্ ] । তত্র কথং বা তস্তাঃ প্রবেশ  
 ইত্যত্রাহ—যহি যদা অন্তঃপটী বিঘটিতীকৃত্য অপসারিতা ॥ ১৪৪ ॥ তত্র



স্মিতা তাং যমুনাচখ্যো মাল্যং সখ্যাঃ কথং মম ।  
 ভ্রাতৃসাদকৃথাঃ কিম্বাং কিম্বা প্রেমা করোতি ন ॥ ১৪৬ ॥  
 তস্ত্রামপলপন্তীব দেবী স্বাং নম্ৰ-চাতুরীং ।  
 সদাস্মি ভ্রান্তি-শীলেতি ব্যঞ্জয়ৎ সা স্মিতাননা ॥ ১৪৭ ॥  
 অপি হারেণ তাং মালাং হরন্তী হরি-বক্ষসঃ ।  
 স্বমাল্যং নয় দেবীতি রাধায়া নিদধে হৃদি ॥ ১৪৮ ॥ [যুগ্মকম্]  
 সুরাজ-মাল্যোপয্যস্তা বিররাজ মুখান্বজং ।  
 পার্শ্বয়োরগ্রতঃ শ্রেণীকুতৈ রাজা নিজৈরিব ॥ ১৪৯ ॥  
 ভূষণস্তোপজীব্যা চ সা রেজে হারতো যতঃ ।  
 চিত্রং তদপহারেহপি প্রসসাদ ভূষণং হরিঃ ॥ ১৫০ ॥

বিদ্যাবাসিনী কৃষ্ণকণ্ঠে মাল্যং দদাতি—তস্ত্রাঃ সরস্বত্যাঃ সকাশাং শিবয়া  
 নমর্গা কোতুকেন কৃষ্ণশ্র কণ্ঠে মালিকা নিদধে সমর্পিতা, তত্র নমর্গি  
 আবেশব্যাঞ্জন ভ্রমাদিব। ইবেতি বস্তুতঃ ভ্রমং নিরাকরোতি, স্বেচ্ছা-  
 কৃতত্বাৎ ॥ ১৪৫ ॥ যমুনাকৃতস্মিতোক্তিমাহ—যমুনা স্মিতা ঈষদাস্ত্রং কৃত্বা  
 তাং বিদ্যাবাসিনীমাচখ্যো অবদৎ [ খ্যা প্রকথনে লিটি রূপং ] ‘কথং মম  
 সখ্যাঃ রাধায়াঃ মাল্যং ভ্রাতৃসাং অকৃথাঃ ভ্রাত্রে দত্তবতীত্যর্থঃ । কিম্বা বাং  
 যুবয়োঃ প্রেমা কিং ন করোতি ? অপি তু অকরণীয়মপি করোতীত্যর্থঃ ॥  
 ১৪৬ ॥ তদা বিদ্যাবাসিনীকৃত্যমাহ—সা দেবী বিদ্যাবাসিনী তস্ত্রাং  
 যমুনায়াং স্বাং নমর্গঃ চাতুরীং অপলপন্তী নিহুবন্তী ইব স্মিতাননা সতী  
 ‘সদা ভ্রান্তিশীলা ভ্রমময়ী পক্ষে ভ্রমণশীলা অস্মি’ ইতি ব্যঞ্জয়ৎ প্রাকাশয়ৎ ।  
 হরিবক্ষসঃ তাং মালাং হারেণ মুক্তামালরা চ সহ হরন্তী গৃহ্তী ‘হে দেবি !  
 রাধে ! স্বমাল্যং নয়’ ইতি রাধায়া হৃদি নিদধে অর্পিতবতী ॥ ১৪৭-১৪৮ ॥  
 তত্র বৈচিত্রীমাহ—সুরাজানাং সৌগন্ধিকানাং মাল্যস্ত উপরি অস্ত্রা  
 মুখান্বজং বিররাজ অশোভত । অগ্রতঃ সম্মুখং পার্শ্বদ্বয়ে স্থিতৈঃ শ্রেণীবন্ধৈঃ  
 নিজগণৈঃ উপলক্ষিতঃ রাজা যথা রাজতে তদ্বৎ ॥ ১৪৯ ॥ কিঞ্চ, ভূষণস্ত  
 উপজীব্যা জীবনোপায়স্বরূপা চ সা রাধা, যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ হারতঃ  
 ভূষণধারণেন সা রেজে । যদ্বা যতঃ যস্মাৎ হারাৎ সা রেজে অশোভত,  
 তস্ত্র হারস্ত্র অপহারে অপনয়নেহপি হরিঃ ভূষণমত্যর্থং প্রসসাদ প্রসন্নোহ-



মুক্তাবল্যা মদাল্যাঃ কিং পরপুংস তনুস্পৃশা ।  
 ইত্যেতদ্ব্যাজতঃ কৃষ্ণা রাধাহারং হরৌ গ্রধাৎ ॥ ১৫১ ॥  
 পশ্য লোলুপয়া গৰ্ব্বং দর্শয়ন্ত্যাপি সংসদি ।  
 প্রত্যাখ্যয়েব হারোহসৌ হরে বিনিমিতোহনয়া ॥ ১৫২ ॥  
 ইতি কৃষ্ণোরসি গ্রস্ত করং হারিণি পার্বতী ।  
 তদ্বিলেপন-কস্তুরী রসধারামিবোদিতাং ॥ ১৫৩ ॥  
 আদায়ানুব্রণং স্মেরা বৃষভানুকুলশ্রিয়ঃ ।  
 লিলেখ তিলকং ভালে তিলকং নিজ-জাতিষু ॥ ১৫৪ ॥

[ সন্দানিতকম্ ]

বিদগ্ধয়ো স্তয়ো স্তেন নর্মণা সকলা সভা ।  
 সিস্মিয়ে 'যৎকৃতে পুষ্পবর্ষণং তত্র ব্যলোকি ন' \* ॥ ১৫৫ ॥

ভবদিতি চিত্রং আশ্চর্যকরম্ । রূপমিদং—তদুক্তমুজ্জ্বলে—অঙ্গাগ্র-  
 ভূষিতাত্রেব কেন্চিদ্ ভূষণাদিনা । যেন ভূষিতবদভান্তি তদ্রূপমিতি  
 কথ্যতে । নিরাভরণদেহোপি সা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীগয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥ অথ  
 যমুনাকৃতহার-বিনিময়মাহ—‘পরপুংসঃ তনুস্পৃশা হৃদয়সঙ্গিতা মুক্তাবল্যা  
 মম সখ্যাঃ কিং ? প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ ।’ ইতি এতশ্চ ব্যাজাৎ ব্যাপ-  
 দেশেন যমুনা রাধায়া হারং হরৌ কৃষ্ণকণ্ঠে গ্রধাৎ অর্পয়তি স্ম ॥ ১৫১ ॥  
 ততো বিদ্যবাসিনী কংসারিবক্ষঃস্থলাদ্ গৃহীতেন মৃগমদেন রাধিকায়্য তিলকং  
 বিদধে ইত্যাহ ত্রিভিঃ—‘পশ্য হে সখি ! অনয়া সংসদি সভারামপি গৰ্ব্বং  
 দর্শয়ন্ত্যা অথচ লোলুপয়া লুব্ধয়া যমুনয়া প্রত্যাখ্যয়া বিপ্রকৃত্যা ইব হরেঃ  
 অসৌ হারঃ বিনিমিতঃ পরিদত্তঃ’ ইতি কৃত্বা পার্বতী একানংসা কৃষ্ণশ্চ  
 মনোহারিণি উরসি বক্ষোদেশে করং হস্তং গ্রস্ত সমর্প্য তত্র উদিতাং  
 উদ্গতাং ইব তশ্চ বিলেপনরূপা যা কস্তুরী মৃগমদঃ তশ্চা রসধারাং  
 অনুব্রণং অপ্রকটং যথা শ্রাতৃথ্যা আদায় গৃহীত্বা স্মেরা হাশ্রমুখী সতী  
 বৃষভানোঃ কুলশ্র লক্ষ্ম্যাঃ রাধায়াঃ ভালে ললাটে নিজজাতিষু তিলকং  
 শ্রেষ্ঠং তিলকং বিশেষকং রচয়ামাস ॥ ১৫২-১৫৪ ॥ তত্রত্য নর্মণানন্দ  
 বিশেষমাহ—বিদগ্ধয়োঃ চতুরয়োঃ তয়োঃ যমুনা-বিদ্যবাসিত্রোঃ তেন



নিচোলাবৃত-সর্বাস্তী 'জগৃহে সা' \* প্রবোধনং ।

বকারেরপি যত্রাসীননোজস্ত প্রবোধিনী ॥ ১৫৬ ॥

সুখাভা তন্মুখান্ত যদ্বিরেজে কৃষ্ণবীক্ষয়া ।

তচ্ছায়া বহিরুদ্যাক্তা ব্যানশে কৃষ্ণমপ্যথ ॥ ১৫৭ ॥ †

সংক্রামন্ত্যন্তদা তস্ত্যামর্পিতে মণিদর্পণে ।

সংক্রাময্য প্রিয়ং পর্বণ্যুপজহুরিবালায়ঃ ॥ ১৫৮ ॥

সা মিথঃ প্রতিবিস্বাপ্ত-প্রিয়াসঙ্গা মদালসা ।

দর্পণার্পণকারিণ্যাং ভুজকল্ললতামধাৎ ॥ ১৫৯ ॥

পূর্বোক্তেন নন্দনা পুরীহাসেন সকলা সভা গোষ্ঠী সিন্মিয়ে ঈষদ্বাস্তমকরোৎ  
[ স্মিঙ্ ঈষদ্বাসনে + লিটি ] যস্ত হাশ্বস্ত কৃতে তত্র স্থলে কালে বা পুষ্পবর্ষং  
ন ব্যলোকি দৃষ্টং । পুষ্পবর্ষন্ত স্মিতেনৈব সিদ্ধমভূদিতি ভাবঃ । স্মিতস্ত  
পুষ্পবর্ষণেন সাদৃশ্যাপত্তেঃ [ কবিকল্ললতায়ঃ ৪১৪ ] ॥ ১৫৫ ॥

তস্তাঃ প্রবোধন-প্রকারমাহ—নিচোলেন বস্ত্রবিশেষেণ আবৃতানি  
আচ্ছাদিতানি অঙ্গানি যস্তাঃ সা রাধা প্রবোধনং গন্ধাঠেঃ ধূপনং সংস্কার-  
বিশেষং জগৃহে উপাদদে । যত্র প্রবোধনে বকারেঃ কৃষ্ণস্তাপি মনোজস্ত  
কামস্ত প্রবোধিনী জাগরণমাসীৎ ॥ ১৫৬ ॥ তত্র কৃষ্ণদর্শনলালসা বৈশিষ্ট্যং  
সূচয়তি—তস্তা মুখমধ্যে কৃষ্ণস্ত বীক্ষয়া দর্শনেন যৎ সুখাভা আনন্দময়ী  
কান্তিঃ বিরেজে, তস্ত ছায়া প্রতিবিস্বং বহির্দেশে উদ্যাক্তা উদগতা সতী  
অথ কৃষ্ণমপি ব্যানশে ব্যাপ্নোৎ ( বি আ + অশূ ব্যাপ্তৌ লিটি রূপমিতি ) ।  
রাধায়া আনন্দপ্রাচুর্য্যং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্তাপি আনন্দবাহুল্যমজনিষ্টেতি ভাবঃ ॥  
১৫৭ ॥ বিস্বাবিস্বি কৌতুকং বর্ণয়তি—তদা স্বভূষণপর্য্যাপ্তি-দর্শনায় অর্পিতে  
মণিময়দর্পণে সংক্রামন্ত্যাং প্রতিবিস্বিতায়াং তস্তাং রাধায়াং আলায়ঃ প্রিয়ং  
কৃষ্ণমপি সংক্রময্য প্রতিফাল্য পর্বণি উৎসবে উপজহুঃ উপহৃতং কৃতবত্যাঃ ।  
ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং ॥ ১৫৮ ॥ কিঞ্চ, মিথঃ পরস্পরং প্রতিবিস্বেন আপ্তাঃ  
লব্ধাঃ প্রিয়স্ত আসঙ্গো মেলনং যয়া তথাবিধা সা রাধা মদেন অলসা মন্তরা  
সতী দর্পণস্ত অর্পণকারিণ্যাং সখ্যাং ভুজএব কল্ললতা অভীষ্ট-সংপূরণাৎ,

\* ধূপেনাদাৎ ( রা )

† তাম্বুলৈ বর্দনং তস্তা রঞ্জিতেতথ নিজান্তরে ।

ব্যঞ্জদুবহিচ্ছ তচ্ছায়াং কোপীবাকম্পয়ং প্রিয়ং ॥ ( গো, রা ) ।



স্বজনেনাভিতো ব্যক্তৈঃ কৃষ্ণরাধাদিসঙ্গমৈঃ ।  
 ধ্যানং মদন-গায়ত্র্যা দর্পণার্কস্থমৈক্ষ্যত ॥ ১৬০ ॥  
 ততো রাধা স্বাভিঃ মুহূরুপহৃতৈ ভূষণগণৈ  
 ধৃতৈঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ কৃত-পরিধিভাবং স্বমভিতঃ ।  
 বিরাজন্তী তাশ্চ স্বয়মথ পুরস্কৃত্য বিবিধৈ-  
 রলঙ্কারৈ স্তম্ভিন্যশময়দুপশ্লোকিতমিদং ॥ ১৬১ ॥  
 অয়ি শ্রীগোবিন্দ-প্রিয়বন-মহাদেবি ! সুষমা  
 তবালঙ্কারীং ভুবনগৃহ-রত্নং বিধুমপি ।  
 অলঙ্কারান্ ধত্তে স্বয়মপররত্নৈঃ করুণয়া  
 স্মৃটং তদীনানাং স্বভজন-রতিং নঃ প্রথয়তি ॥ ১৬২ ॥

তামধাং নিহিতবতী ॥ ১৫৯ ॥ স্বজনেন কত্রা অভিতঃ সমস্তাদ্ ব্যক্তৈঃ  
 স্পষ্টীকৃতৈঃ কৃষ্ণশ্চ রাধাশ্চ আদিপদেন গোপীনাঞ্চ সঙ্গমৈঃ একত্র মেলনৈঃ  
 উপলক্ষিতং মদন-গায়ত্র্যাঃ কামগায়ত্র্যাঃ ধ্যানং দর্পণং মুকুর এব অর্কঃ  
 সূর্য্যঃ তস্মিন্ স্থিতং ঐক্ষ্যত অদৃশত । তথাহি হরিভক্তিবিলাসে—  
 ‘ধ্যানোদ্দিষ্ট-স্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্তিনে । কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দত্তাদর্ঘ্য-  
 মনন্তরমিতি’ । ( ৩।১৪৫ ) ॥ ১৬০ ॥

ততো বন্দিগণকৃতস্ততিপাঠপ্রকারং বর্ণয়তি—ততঃ স্বাভিঃ নিজ-  
 পরিজনৈঃ মুহূঃ উপহৃতৈঃ ভূষণগণৈঃ কৈশ্চিৎ ধৃতৈঃ, তথা স্বং অভিতঃ  
 সমস্তাং কৃতঃ পরিধেঃ পরিবেষ্টনশ্চ ভাবঃ যত্র তদ্ যথা শ্রান্তথা ধৃতৈঃ  
 কৈশ্চিচ্চ বিরাজন্তী অথ তাশ্চ সখীঃ স্বয়ং নিজহস্তেন বিবিধৈঃ অলঙ্কারৈঃ  
 পুরস্কৃত্য তস্মিন্ স্থলে কালে বা ইদং উপশ্লোকিতং শ্লোকৈ নির্বন্ধং গীত-  
 বিশেষং শ্রুশময়ং অশৃণোং । ইতঃপ্রভৃতি শ্লোক-নবকং শিখরিণীবৃত্তিকং  
 —‘রসে রুদ্রেচ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণীতি লক্ষণাং ॥ ১৬১ ॥  
 শ্লোকানাং—অয়ি ! শ্রীগোবিন্দশ্চ প্রিয়বনানাং মহাদেবি ! ইয়ং তব  
 সুষমা পরমশোভা ভুবনানাং গৃহাণাং রত্নং মণিমাণিক্যাদিকং বিধুং চন্দ্রং  
 বা অলঙ্কারী শোভাসম্পাদয়িত্রী । যদ্বা ভুবনরূপ-গৃহশ্চ রত্নভূতং বিধুমপি  
 শোভয়িত্রী । সা স্বয়ং করুণয়া যদপররত্নৈঃ কৃতান্ অলঙ্কারান্ ধত্তে  
 পরিদধাতি, তত্ত্ব দীনানাং নঃ অস্মাকং স্বস্থাঃ সুষমায়াঃ ভজনশ্চ স্তুতি-



কচান্তঃ সিন্দূরাদিতমরুণতা মঞ্জনরুচা  
 তথাক্ষি-দ্বন্দ্বং তে শিতি মণিসরৈঃ কর্বুরমুরঃ ।  
 তবানেষে গোরি ! প্রচুর-যশসা শ্বেততি পদে  
 ‘গুণাঃ কিস্তে কান্ত্যাহতিমিত ইতঃ প্রাপুরভিতঃ?’\* ॥ ১৬৩ ॥  
 তবোত্তংসঃ শীর্ষিঃ শ্রবণ-যুগলে কুণ্ডলযুগং  
 তথা ভ্রাগে মুক্তা হৃদি বিবিধমালা-সমুদয়ঃ ।  
 ককুদ্রত্যং কাঞ্চী কর-পদযুগে কঙ্কণমুখং  
 কিমামুক্তিং ভেজে কিমথ হৃদয়ে নঃ শশিমুখি ॥ ১৬৪ ॥

করণশ্চ রতিং রুচিং স্ফুটং ব্যক্তং যথা শ্রাতৃশ্চ প্রথয়তি বদ্বয়তি ।  
 তদর্শনেনৈবাস্মাকং বন্দনা-গীতস্ফুর্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৬২ ॥ “হে গোরি !  
 তব কচান্তঃ কেশমধ্যবর্ত্তিস্থানং সিন্দূরাং অরুণতাং রক্তবর্ণং ইতং প্রাপ্তং,  
 তথা অক্ষিযুগং অঞ্জনরুচা কজ্জলকান্ত্যা শিতি কৃষ্ণবর্ণং ইতং, তথা উরঃ  
 বক্ষঃস্থলং মণিসরৈঃ মুক্তাহারৈঃ কর্বুরবর্ণং বিচিত্রবর্ণমগচ্ছং । তব  
 অনেষে নিখিলে পদে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যদ্বা নিখিলে ভুবনে প্রচুরযশসা  
 শ্বেতীকৃতে সতি [ শ্বেত ইবচরাতিতি ‘সর্বপ্রতিপদিকেভ্যঃ কিপ্ বা  
 বক্তব্যঃ’ ইতি কিপ্, ভাবে সপ্তমী ] তে তব কান্ত্যা অসমোদ্বীকরূপমাধুর্যা  
 সহ গুণাঃ অলোক-সাধারণাঃ ইতঃ ইতঃ স্থানাং অভিতঃ সমস্তাং উদ্বীকন-  
 লোকেষু হৃতিং আহ্বানং প্রাপুঃ কিম্ ? অয়ং ভাবঃ—‘জগচ্ছ্রেণীলসদ্  
 যশা’ স্বমসি, ‘উমাদিরমণীব্যাহস্পৃহণীয়াগুণোৎকরাসি’, তথা ‘গৌরীশ্রীমৃগ্য-  
 সৌন্দর্য্যবন্দিতশ্রীনথপ্রভাসি’, অতো শিববৈকুণ্ঠাদিধামসু অপি তব  
 যশোগুণকান্তিগাথাদিকং সর্বত্র প্রচুরদ্রুপং বরীবর্ত্তীতি জানীয়াঃ ॥ ১৬৩ ॥  
 “তব শীর্ষিঃ মস্তকে উত্তংসঃ শিরোভূষণং চূড়াদি, শ্রবণযুগে কুণ্ডলদ্বয়ং,  
 তথা নাসিকার্য্যং মুক্তা, হৃদি চ বিবিধমালাসমূহঃ, ককুদ্রত্যং কট্যাং  
 কাঞ্চী মেখলা, করয়োঃ পদয়োশ্চ কঙ্কণপ্রমুখং, ‘মুখ’ পদেন পাদকটক-  
 নুপুরাদিকানাং গ্রহণং । হে শশিমুখি ! এতদ্ভূষণজাতং কিং আমুক্তিং  
 সম্যকমুক্তিং ভেজে অগচ্ছং, অথবা নঃ অস্মাকং হৃদয়ে আমুক্তিং ধারণ-  
 যোগ্যতাং অগচ্ছং । অয়ন্তাবঃ—রাজ্যাভিষেকে তব সর্বজন্তুনাং



বিরাজন্তী হস্তাধর-কিশলয়ৈ ভূষণমণি-  
 প্রসূনা তথ্যানা দ্যুতিভর-পরাগান্ দিশি দিশি ।  
 সুধাবর্ষণ্যেষা স্নিতমনু চলনেত্র-মধুপা  
 বিধাত্রী কামান্ বঃ কিমিহ সুরবল্লী বিলসতি ॥ ১৬৫ ॥  
 পরো দাতা লোকঃ কটক-মুকুটাত্মৈঃ কবিজনান্  
 বিরোচিষুন্ হৃষ্টঃ প্রিয়সখি ! সমস্তাদ্ বিতনুতে ।  
 স্বয়ং ধৃত্বা তানি ক্ষুরিত-বপুষা হং নিজরুচা  
 চিরত্নাং রত্নালঙ্কৃতিরুচিমহো নো দময়সি ॥ ১৬৬  
 শশীচ্ছত্রং জ্যোৎস্না ব্যাজনযুগমৃক্ষাবলিরলং-  
 ক্রিয়া-জাতং জজ্ঞে জনিষত চকোরা জনদৃশঃ ।

মুক্তিদানপ্রসঙ্গোহস্মাভিঃ পরিকলিতঃ, তৎ কথং স্বাস্থ্যস্থিতানাং অতো  
 বন্ধানাং ভূষণানামপি মোচনং ন কৃতমিতি খলু নঃ জিজ্ঞাসা । তেষামপি  
 মোচনে সতি অস্মাভিরেব তানি যথাস্থখং ধার্যাণীতি গূঢ়াভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬৪ ॥  
 রূপকেণ তস্মাং কল্পলতাহ্রমাবিকৃত্য স্ববাসনাচরিতার্থতায়ৈ প্রযততে  
 বন্দিগণঃ । “হস্তৌ চ অধরৌ চ হস্তাধরং [ প্রাণিতূর্য্যসেনাঙ্গানামিতি  
 দ্বন্দ্বক্যং ] তদেব কিসলয়ং পল্লবঃ, লৌহিত্যাং সুকোমলত্বাচ্চ ; তেন  
 বিরাজন্তী । ভূষণানাং মণয়ঃ এব প্রসূনানি কুসুমানি যত্র সা । দিশি  
 দিশি প্রতিদিশং দ্যুতিভরান্ কান্তিরানীনেব পরাগান্ পুষ্পরেণুন্ তথ্যানা  
 বিস্তারয়ন্তী । স্নিতমনু হাশ্চেন সুধাং বর্ষিতুং শীলমশ্রা ইতি তাচ্ছীল্যে  
 গিন্ অমৃতবর্ষাকুৎ তথা চলন্তি নেত্রানি এব মধুপা ভ্রমরা যত্র তথাভূতা  
 বঃ যুগ্মাকং কামান্ অভিলাষান্ বিধাত্রী দাত্রী সতী এষা ইহ বৃন্দাবনে  
 কিম্ সুরবল্লী কল্পলতা বিলসতি ? নুনং সৈব ভবিতৈত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥  
 অধুনা স্বাভিলাষং ক্ষুটং ব্যঞ্জয়তি—“হে প্রিয়সখি ! পরো দাতা বদাত্তঃ  
 জনঃ হৃষ্টঃ সন্ সমস্তাদ্ অভিতঃ কবিজনান্ স্তুতিপাঠকান্ কটকমুকুটাত্মৈঃ  
 ভূষণৈঃ বিরোচিষুন্ দীপ্তিময়ান্ বিতনুতে কুরুতে । অহো ! খেদে !  
 হং তু তানি ভূষণানি স্বয়মাত্মনা ধৃত্বা পরিধায় ক্ষুরিতং প্রকাশিতং যদ্  
 বপুঃ দেহ স্তেন নিজরুচা স্বকান্ত্যা নঃ অস্মাকং চিরত্নাং পুরাতনীং  
 রত্নময়ানাং অলঙ্কৃतीনাং রুচিং কান্তিমপি দময়সি শময়সি নাশয়সীত্যর্থঃ ॥



কথং রাধে ! দাম্মা বসিতমিব মাল্য-প্রতিভটং  
 মিলদভৃঙ্গং হ্রীণা হ্রমপলপিতাসি স্তুতিকৃতি ॥ ১৬৭ ॥  
 অসৌ তে সৌন্দর্য্যোন্নতিততিরিয়ং বেশ-রচনা  
 বয়োলক্ষ্মীরেষা হরি-সখগুণোন্মীলিত-মদঃ ।  
 ইদং লীলারাজ্যং বরদয়িত-ভাগ্যানুধিরয়ং  
 বিধাত্রা লক্কৈতদ্যতিঘটনমস্মান্ ভ্রময়তি ॥ ১৬৮ ॥  
 ইদং শ্রুত্বা সর্বৈঃ প্রচুর-পুলকৈঃ সভ্যনিবহৈঃ  
 স্বয়ং রাজ্য্য দত্তং স্তুতিকৃতিগণে ভূষণ-শতং ।  
 দদানে তু শ্রীশে স তু কবিজনঃ কৌস্তভমণিঃ  
 'স্বয়ং প্রেমা নাদাদপি নিজমনস্থং কমিতবান্' \* ॥ ১৬৯ ॥

১৯৬ ॥ কিঞ্চ, শশী তব ছত্রং, শ্বেতত্বাং, শোভনত্বাং, মৃদুকিরণবত্বাচ্চ ।  
 জ্যোৎস্না তব ব্যাজনদ্বয়ং তথা ঋক্ষাবলি ন'ক্ষত্রসমূহঃ তে অলংক্রিয়াজাতং  
 আভরণরাজিঃ জজ্ঞে, জনানাং দৃশঃ নয়নানি এব চকোরাঃ অজনিষত  
 অজায়ন্ত [ জনী প্রাচুর্ভাবে + লুঙি অন্ত ] । হে রাধে ! দাম্মা রজ্জুনা  
 বসিতং বন্ধং [ বস আচ্ছাদনে + ক্ত ] ইব মাল্যমেব প্রতিভটং প্রতিপক্ষং  
 তত্রাপি মিলন্তঃ ভৃঙ্গাঃ যত্র তথাভূতং হ্রীণা লজ্জিতা সতী ত্বং কথং  
 স্তুতিকৃতি বন্দিজনে অপলপিতাসি অপহোতাসি ? তস্মাৎ মাল্যমেতদ্  
 দূরীকুরু ইতি ধ্বনিঃ ॥ ১৬৭ ॥ কিঞ্চ অসৌ তে সৌন্দর্য্যশ্চ রূপলাবণ্যাদেঃ  
 উন্নতি-ততিঃ পরম-পরাকাষ্ঠা, ইয়ং তে বেশরচনা, এষা তে বয়ঃস্বষমা,  
 হরিশ্চাসৌ সখা ( সমপ্রাণত্বাৎ ) চেতি হরিসখঃ তস্মিন্ অদঃ তে গুণানাং  
 উন্মীলিতং প্রকটনং, ইদং তে লীলারাজ্যং, অয়ং বরশ্চ দয়িতশ্চ প্রিয়তমশ্চ  
 ভাগ্যানিধিঃ, বিধাত্রা লক্কং এতদ্ ব্যতিঘটনং পরম্পর-মেলনং অস্মান্  
 ভ্রময়তি বিমোহয়তি" ॥ ১৬৮ ॥ অথ বন্দিগণে দানপ্রসঙ্গমাহ—ইদং  
 শ্রুত্বা প্রচুরাঃ পুলকা যেষাং তৈঃ সর্বৈঃ সভ্যনিবহৈঃ সভাসদৃভিঃ রাজ্য্য  
 স্বয়মাত্মনা চ স্তুতিকৃতিগণে বন্দিভ্যঃ ভূষণানাং শতং দত্তং । তদা শ্রীশে  
 লক্ষ্মীকান্তে তু কৌস্তভমণিঃ দদানে স কবিজনস্ত স্বয়ং তং ন আদাৎ  
 অগৃহ্ণাৎ, অপিতু নিজমনস্থং বাঞ্ছিতং কমিতবান্ প্রার্থিতবান্ ॥ ১৬৯ ॥



রসততিভিরিতীয়ং প্রাপ্য দিব্যাধিরাজ্যং  
 হরিজলধরবৰ্য্যং শশ্বত্বল্লাসয়ন্তী ।  
 স্বজন-নয়নরূপাং পুষ্পতী চাতকালীং  
 ‘নিখিলজনদৃগন্তো-নিম্নগাং’ \* সৃষ্টু তেনে ॥ ১৭০ ॥  
 ব্রজবনগণরাজ্যে রাজপট্টাভিষিক্তে  
 রধিকমধিগতশ্রীমঞ্জু কুঞ্জাসনস্থা ।  
 হরিমুখবিধুলক্ষ্ম্যা সান্দ্রিতৈরত্র ভাবৈ  
 মণিভিরপি সমন্তাভুজ্জলা পাতু রাধা ॥ ১৭১ ॥

অধ্যায়ং সমাপয়ন্ প্রকরণার্থং উপসংহরতি—ইতি ইথং রসানাং  
 পক্ষে জলানাং ততিভিঃ রাশিভিঃ ইয়ং দিব্যম্ অপার্থিবং আধিরাজ্যং  
 সাম্রাজ্যং প্রাপ্য হরিরেব জলধরবৰ্য্যঃ মেঘশ্রেষ্ঠঃ বর্ণসাম্যাং লীলামৃত-  
 বর্ষণাচ্চ, তং শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ উল্লাসয়ন্তী আনন্দয়ন্তী, স্বজনানাং নয়নরূপাং  
 চাতকালীং পুষ্পতী পালয়ন্তী তথা নিখিলানাং জনানাং দৃশ্যং নয়নানাং  
 অন্তঃ অশ্রু এব নিম্নগা নদী তাং সৃষ্টু তেনে বিস্তারয়ামাস ॥ ১৭০ ॥  
 তস্তাঃ আশিষং প্রার্থয়তে—ব্রজবনানাং রাজ্যে রাজপট্টে রাজসিংহাসনে  
 অভিষিক্তেঃ অতিষেকাং হেতোঃ অধিকং যথা শ্রান্তথা অধিগতা লক্ষ্মা  
 শ্রীঃ শোভাসমৃদ্ধি রয়া তথাবিধা, মঞ্জু মনোজ্ঞং যং কুঞ্জং তত্র আসনে স্থিতা  
 তথা হরেঃ কৃষ্ণশ্চ মুখমেব বিধুঃ চন্দ্রঃ তত্র লক্ষ্ম্যা সুষময়া, অত্রাভিষেকে  
 সান্দ্রিতৈঃ মৃদুভিঃ স্নিগ্ধৈ বা ভাবৈঃ মণিভিঃ সমন্তাং সর্বতোভাবেন  
 উজ্জলা অলঙ্কৃতা রাধা পাতু সর্বান্ পরিরক্ষতাং । মঞ্জুকুঞ্জাসনস্থেতি  
 বর্ণিত্যমাণবস্তবীজং সূচয়তি ॥ ১৭১ ॥ সর্বশেষে স্বাভীষ্টদেবং প্রার্থয়তি—  
 নিজস্ত গুণানাং উৎকর্ষণাং যো গণঃ স এব দাম রজ্জুঃ তেন, ধাম্নেতি পাঠে  
 তৎপ্রভাবেণেত্যর্থঃ । বিপ্রযুক্তান্ প্রাপ্তমোক্ষানপি নিরুদ্ধে । কৃষ্ণপক্ষে  
 ‘আত্মারামগণাকর্ষী’ ত্যুক্তত্বাৎ ‘আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যরুক্রমে ।  
 কুর্কণ্ঠ্যহৈতুকীং ভক্তিমিথস্তূতোগুণো হরিরিতি’ শ্রীভাগবতোক্তেশ্চ ।  
 শ্রীরূপপক্ষে—স্বীয়-ভজনপ্রতাপেন তেষাং আকর্ষণং যুক্তমেব ! মোক্ষ-  
 লঘুতাকৃদ্ভক্তিস্ত ভক্তসঙ্গবাহনা ভক্তরূপা-বাহনা বেতু্যক্তত্বাচ্চ । ন



নিজগুণগদায়া বিপ্রমুক্তান্নিরুদ্ধে  
প্রণয়-বিনয়জালৈ রুধ্যতে তৈঃ সমস্তাং ।  
অথ চ বিপথপন্নং ত্রায়তে মদ্বিধং য-  
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীরাধাভিষেক-চরিতে শ্রীমাধব-মহোৎসব নাম্নি কাব্যে  
উজ্জল-রাধিকো নাম অষ্টম উল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

কেবলং নিরোধ এব তাৎপর্যং, অপিতু প্রণয়শ্চ বিনয়ঃ নম্রতা, নীতিঃ  
প্রণতি বা তেষাং জালৈঃ সমূহৈঃ শ্লেষণে আনার্যৈঃ তৈ বিমুক্তৈঃ সমস্তাং  
রুধ্যতে স্বয়মেবাবধ্যতে । তদুক্তং শ্রীশ্রীসনাতনগোশ্বামিভিঃ ( বৃ. ভা.  
২।৭।১৫৭ ) তস্মৈ নমোহস্ত নিরুপাধিকুপাকুলায় শ্রীগোপরাজতনয়ায়  
গুরুভুমায়া । যঃ কারয়ন্নিজজনং স্বয়মেব ভক্তিং তস্ত্রাতিতুষ্যতি যথা  
পরমোপকর্তুরিতি । ‘প্রণয়রশনয়া ধৃতাজিযুপদ্য’ ইত্যাদ্যুক্তিতশ্চ ।  
দ্বিতীয়পক্ষে তু নিজাভীষ্টপ্রসাদপ্রাপ্তেঃ স্বয়মপি তদ্বশীভূতো ভবতীতি  
ত্ৰাণ্যমেব ; অথচ বিপথে গতং মদ্বিধং জনং যঃ ত্রায়তে রক্ষতি, ইহ তং  
মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ইতি প্রাপ্তং ॥ ১৭২ ॥

ইতি কৃপাকণিকায়ামষ্টম উল্লাসঃ ॥ ৮ ॥



## নবম উল্লাসঃ ।

গান্ধৰ্বায়াঃ সিংহপীঠ-প্রয়াণে  
তস্মিন্ যোগীন্দ্রাদি-জল্লোহনুকূলঃ ।  
বায়ুশ্চাসীদ্ বাসনা-মাধুরীভি  
যৌ তৌ লোকৈ স্তুষ্টিদৌ তুষ্টুবাতে ॥ ১ ॥  
অথোন্মুখীয়মুদ্বভৌ নৃপাসনোদয়াদ্রয়ে ।  
হরেঃ সহাশয়া যথা বিধো রথগুমগুলী ॥ ২ ॥  
নিখিল-সভাস্থ নিরীক্ষ্য ফুল্লদৃক্ষু  
প্রিয়তম-বংশকলাদি-বাচবন্দ্যে ।

### কৃপাকণিকা ।

অথালঙ্কৃতয়া রাধায়াঃ সিংহাসন-বিজয়োঃসবমাহ—গান্ধৰ্বায়াঃ রাধায়াঃ  
তস্মিন্ পূর্বোদ্दिष्टে সিংহপীঠে সিংহাসনে প্রয়াণে বিজয়ে যোগীন্দ্রাত্মনাং  
জল্লঃ সৰ্ববিরুদ্ধমত-খণ্ডনপূৰ্বকস্বমত-ব্যবস্থাপনং তৎকথা বা, তথা  
মাধুরীভিঃ মাধুর্য্যৈঃ চিত্তদ্রবীভাবমরহ্লাদবিশেষৈ বা [ বিশেষলক্ষণা-  
তৃতীয়া ] বাসনা ভাবনা চ অনুকূলঃ সহায়ঃ বায়ু রাসীৎ । যথা বাতেন  
নীয়মানং শীঘ্রমেব গন্তব্যস্থানং প্রাপ্নোতি, তথা তাসাং ব্যবস্থা সংকল্পশ্চ  
তস্তাঃ অভীষ্টপূৰ্ণৈ প্রচুরতরং সাহায্যমকরোদিত্যর্থঃ । যৌ তৌ বাসনা-  
জল্লৌ তুষ্টিদৌ সন্তোষপ্রদৌ, অতঃ লোকৈঃ তুষ্টুবাতে অন্তুষ্টুয়েতাম্ ।  
'নানাবৃত্তময়ঃ কাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে' ইতি সাহিত্যদর্পণোক্তাদিশা-  
ত্রোল্লাসে নানাবিধানি চ্ছন্দাংসি । অত্র তু শালিনী বৃত্তং মাতৌ গো-  
চেৎ শালিনী বেদ-লোকৈরিতি লক্ষণাৎ ॥ ১ ॥ নৃপাসনে যাত্রা-প্রকারমাহ  
—অথ ইয়ং রাধা নৃপাসনমেব উদয়াচলঃ তস্মৈ হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত পক্ষে  
ইন্দ্রস্ত আশয়া সহ ইচ্ছানুসারেণ পক্ষে ইন্দ্রাধিষ্ঠিতস্ত দিশা পূর্বয়া সহ  
বিধো শ্চন্দ্রস্ত অথগ্না সম্পূর্ণা মগুলী যথা উদ্বভৌ উচ্চৈঃ চকাস্তিস্ম ।  
সোহপি চন্দ্রমাঃ উদয়াচলে পূর্বদিশি গচ্ছন্নত্যর্থং ভাতি, তদ্বদিত্যর্থঃ ।  
অত্রানুষ্টুব্ ভেদেষু প্রমাণিকা নাম বৃত্তং 'প্রমাণিকা জরৌ লগাবিতি' ॥ ২ ॥  
অজিরাবতরণমাহ—প্রফুল্লাঃ আনন্দিতাঃ দৃশঃ নয়নানি যাসাং তাস্থ



অজিরবরেহবততার সাহথ রাজ্ঞী  
 ক্ষুরদুরুমঙ্গলসঙ্গত-ক্রমেণ ॥ ৩ ॥  
 ছত্রমুখক্ষিতিপালক-লক্ষ্মা-  
 সত্তকরৈঃ স্বজনৈ রনুযাতিঃ ।  
 স্তকৃতামপি গতং নিজদেহং  
 তদগুণেন কিল কৃষ্টমমানি ॥ ৪ ॥  
 দেববৃষ্টমনুষ্যন্ প্রতিপুষ্পং  
 যশচ যশচ মধুলুক্কতয়াসীৎ ।  
 তত্র দিব্যমধুপঃ স স তস্তাঃ  
 প্রাপ তত্ত্বপদাতুমিবাথ ॥ ৫ ॥  
 পঞ্চবর্ণ-পটবাস-সংহতিং  
 সংভজন্তিরিহ পুষ্পপাংশুভিঃ ।

নিখিলাসু সভাষু সমাজেষু নিরীক্ষ্য প্রিয়তমশ্চ কৃষ্ণশ্চ বংশশ্চ মুরল্যাঃ  
 কলঃ মধুরাক্ষুটধ্বনিরাদি মুখ্যং যেষাং তথাবিধৈঃ বাতৈঃ বন্দ্যে প্রশংসনীয়ে  
 অজিরবরে চত্বররাজে অথ সা পূর্বোদ্দিষ্টা রাজ্ঞী রাধা ক্ষুরন্তি প্রকাশমানানি  
 উরুগি বহুনি মঙ্গলানি তৈঃ সঙ্গতঃ সমাগনুগতঃ সমুচিতঃ যঃ ক্রমঃ অনু-  
 ক্রমঃ পাদবিক্ষেপো বা তেন করণেন অবততার । অত্র যুগেন্দ্রমুখং নাম  
 বৃত্তং—‘ভবতি যুগেন্দ্রমুখং নজো জরো গ’ ইতি ॥ ৩ ॥ গমন-মন্তরতাং  
 প্রতিপাদয়তি—ছত্রমুখানি ছত্রচামরাতপত্র-প্রভৃতীনি বানি ক্ষিতিপালকশ্চ  
 রাজ্ঞঃ লক্ষ্মাণি চিহ্নানি তৈঃ আসক্তাঃ সংসক্তাঃ করা হস্তা যেষাং তৈঃ  
 স্বজনৈঃ অনুযাতিঃ অনুগচ্ছদ্বিঃ নিজদেহং স্তকৃতং স্তম্ভং গতমপি তস্তাঃ  
 গুণেন উৎকর্ষেণ শ্লেষেণ রজ্জ্বা কৃষ্টং আকৃষ্টং অমানি অমন্তত । কিলেতি  
 বার্তায়াম্ । পূর্বাধে দোধকং বৃত্তং ‘দোধকমিচ্ছতি ভদ্রিতয়াদ গো’ ইতি  
 লক্ষণাৎ, পরাধে স্বাগতা চ, তেনোপজাতিরिति জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪ ॥ তত্র  
 ভ্রমরাসক্তিকারণমুপশ্রুতি—দেবৈঃ বৃষ্টং প্রতিপুষ্পং অনুযন্ অনুগচ্ছন্  
 যশচ যশচ দিব্যমধুপঃ সুন্দরঃ ভ্রমরঃ তত্র মধুলোভাৎ আদীৎ, অথ স স  
 তত্ত্বং মধু উপদাতুং গ্রহীতুমিব তস্মৈ রাধায়ৈ প্রাপ প্রাগচ্ছৎ । উৎ-  
 প্রেক্ষেয়ং । স্বাগতা বৃত্তিঃ—‘স্বাগতা রনভগৈ গুরুণা চেতি’ লক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥



লাজবন্দমপি পুষ্প-মণ্ডলৈ

বৃষ্টিরপ্রথত দৃষ্টি-মোহিনী ॥ ৬ ॥

অথ তামনিমেষবীক্ষণা-

দধিষত্যঃ সমমের বিস্মিতাঃ।

ভুবি দিব্যপি বন্দি-সুভ্রবঃ

স্তবতে স্ম প্রতিকান্তি-বিভ্রমং ॥ ৭ ॥

‘উপরি যত্র’ \* বনং বিরলায়তে

সপদি তত্র মুদা সুর-সুভ্রবাং ।

অজনি ভানুসুতামবলোকিতুং

রথকূলেহথ পরস্পর-ঘটনা ॥ ৮ ॥

অথ কক্ষা-ত্রিতয়াদধীশ্বরী

স্বগণৈঃ পটুগৃহান্তমাগতা ।

তত্র দর্শনীয়বৈচিত্রীমাহ—ইহ স্থলে পঞ্চবর্ণা যা পটবাসানাং গন্ধচূর্ণানাং  
পিষ্ঠাতকানাং সংহতিঃ রাশিঃ তাং সম্যক্ ভজন্তিঃ আশ্রয়ন্তিঃ মিলদৃতি-  
রিত্যর্থঃ পুষ্পাণাং পাংশুভিঃ পরাগৈঃ তথা লাজানাং ভৃষ্টযবাদিনাং বৃন্দং  
সংভজন্তিঃ পুষ্পসমূহৈশ্চ দৃষ্টেঃ মোহিনী বৃষ্টিঃ অপ্রথত অতনোৎ ॥ উভয়োঃ  
বর্ণসাম্যাং মোহনত্বং । রথোদ্ধতা বৃষ্টিঃ ‘রাংপটৈ ন’রলগৈ রথোদ্ধতেতি  
লক্ষণাং ॥ ৬ ॥ দেবীভিঃ নিনিমেষা নার্যাঃ তাং স্তুষ্টবুঃ—অথ ভুবি পৃথিব্যাঃ  
দিবি আকাশেহপি বন্দিনাং সুভ্রবঃ রমণ্যঃ অনিমেষ-বীক্ষণাং নিনিমেষ-  
লোচনেন তাং রাধাং সমমের যুগপদেব শ্লেষণে সমানভাবেনৈব অধিষত্যাঃ  
প্রাপ্য দৃষ্টেতি যাবৎ প্রতিকান্তি-বিভ্রমং প্রত্যেকং কান্তিচ্ছটানাং স্তবতে  
স্ম প্রশংসীৎ । অত্র সুন্দরী নামাক্সিসমং বৃত্তং—‘অযুজো যদি সৌজগৌ  
যুজোঃ স ভরান্ গৌ যদি সুন্দরী তদেতি’ লক্ষণাং ॥ ৭ ॥ অত্য়াসাং দেবী-  
নামাগমনমাহ—উপরিভাগে যত্র বনং বিরলায়তে দূরসন্নিবিষ্ট মাসীদিত্যর্থঃ  
তত্র সুরসুন্দরীণাং সপদি ঝটিতি ভানুসুতাং রাধাং মুদানন্দেন অবলোকিতুং  
রথসমূহে পরস্পরং ঘটনা সংঘটঃ বিমর্দনমিতি যাবৎ অজনি । দ্রুত-  
বিলম্বিতং বৃত্তং ‘দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরাবিতি’ ॥ ৮ ॥ তত্র পটুগৃহা-



উদয়াদ্রিস্থলমণ্ডলাদিব

গ্রহবৃন্দৈ নৰ্ভ ইন্দুমণ্ডলী ॥ ৯ ॥

স্ফুটচম্পকালিভি রতাজি বরণপদমূঢ়-জাতিভিঃ ।

যত্র ভজতি 'ভগণঃ স-শশী' † খলু তাসু

তোরণ-বিলাসভূরিতাম্ ॥ ১০ ॥

দিশি দিশি মধুপাঃ সগোত্রভাবা-

দ্বহরুচি-পুষ্পলতালয়াবলিভ্যঃ ।

পতদথ মণিসানুবুদ্ধি যস্মিন্

ঘনকুলমচ্ছ পতন্তি মৎসরেণ ॥ ১১ ॥

গমনমাহ—অথ অধীশ্বরী রাধা কঙ্কাক্রিতয়াং প্রকোষ্ঠত্রয়মতিক্রম্য স্বগণৈঃ  
সখীভিঃ সহ পটুগৃহস্থ সার্বভৌমস্থ অন্তঃ মধ্যদেশমাগতা । তত্রানুরূপো  
দৃষ্টান্তঃ—ইন্দুমণ্ডলী চন্দ্রঃ গ্রহবৃন্দৈঃ সহ যথা উদয়াদ্রেঃ স্থলমণ্ডলমতীত্য  
নভঃ আকাশং আগচ্ছতি তদ্বৎ । অত্র প্রভাবতী নাম বৃত্তং—‘সভরাল্  
গৌ কথিতা প্রভাবতীতি’কেচিদাহঃ ॥ ৯ ॥

অথ সার্বভৌমগৃহমেব বিশিনষ্টি সপ্তদশাভিঃ—স্ফুটেতি । যত্র পটুগৃহে  
উচ্যঃ সমাপ্রিতাঃ জাতয়ঃ জাতিলতা যাসু তাভিঃ স্ফুটানাং বিকসিতানাং  
চম্পকানাং আলিভিঃ শ্রেণীভিঃ বরণপদং সংকুতিঃ পূজনাদি বা অভাজি  
অকারি । তাসু জাতি-সমাপ্রিতাসু চম্পকততিষু খলু নিশ্চিতং শশিনা  
চন্দ্রেণ সহ বর্তমানো ভানাং নক্ষত্রাণাং গণঃ তোরণস্থ নগরদ্বারস্থ বিলাসস্থ  
সৌন্দর্য্যস্থ ভূরিতাং প্রাচুর্য্যং ভজতি দধাতি । উদগতানাম বিষমবৃত্তভেদঃ  
—‘প্রথমে সজৌ যদি সলৌ চ, নসজ গুরুকাণ্যনন্তরং । যদ্বথ ভনজনগাঃ  
স্মরথো সজসা জগৌ চ ভবতীয়মুদগতেতি ॥ ১০ ॥ তত্র ভ্রমরাণাং ভ্রান্তি-  
মাহ—অথ যস্মিন্ গৃহে দিশি দিশি মধুপাঃ ভ্রমরাঃ বহুবিধ-কান্তিশীলানাং  
পুষ্পলতালয়ানাং নিকুঞ্জানাং আবলিভ্যঃ সমূহেভ্যঃ পতদ্ উদগচ্ছৎ ঘনকুলং  
অব্রসমূহং অচ্ছ পতন্তি আভিমুখ্যেন গচ্ছন্তি [ অচ্ছ গতার্থবদেষু ইতি  
তৎপুরুষঃ ] । তৎকারণমাহ মৎসরেণ ক্রোধেন, তত্রাপি হেতুমুট্কর্যতি  
সগোত্রভাবাদিতি সমানং গোত্রং অশ্বেতি জ্ঞাতিরিত্যর্থঃ তস্মৈ ভাবেন



বিবিধরাগ-সুপরাগ-মণ্ডলৈ  
মলয়জানিল-বিলাস-লালিতৈঃ ।

নিজকণৈরিব পরীতমুচ্চকৈ  
লসতি যত্র মণিমুদ্রিতাঙ্গনং ॥ ১২ ॥

মণিকুট্টিমং কুসুম-পুঞ্জিনি যত্র  
প্রসবশ্রিয়াধিবসতি দ্রুমরাজঃ ।

হরিদাসবর্ষ্যগিরি-মস্তজ-কূট-  
প্রচিত-স্থলে মণিরুচা মুরজিহ্বা ॥ ১৩ ॥

সোহয়ং কৃষ্ণবনশ্চ ভূরুহাং রাজা যত্র বিচিত্র-ভূরুহঃ ।

যস্মাদেব বিভাতি সার্বৰ্য্যা লক্ষ্ম্যা তেষু নৃপাংশভাগিব ॥ ১৪ ॥

বর্ণসাম্যাং ইতি ভাবঃ । ননু কথং তত্র এতাবৎ সম্ভাবনমিতি চেত্তদাহ—  
মণিময়ঃ সানুঃ পৰ্ব্বতসমভূতলমিতি বুদ্ধি যত্র তদ্ যথা স্মৃত্যুতথা । তত্র  
নিকুঞ্জ-গৃহে পৰ্ব্বতস্থ-সমতলভূমিবুদ্ধিঃ তথা ঘনকূলে জ্ঞাতিবুদ্ধিশ্চ সাম্যাভা-  
ক্তাং । ভ্রান্তিমানলক্ষ্যারঃ । পুষ্পিতাগ্রানাম বৃত্তং—‘অযুজি ন যুগরেফতো  
যকারো যুজিতু নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রেতি ॥ ১১ ॥ মণিচত্বরং বর্ণয়তি  
—যত্র মণিভিঃ মুদ্রিতং খচিতং অঙ্গনং প্রাঙ্গণং লসতি বিরাজতি ।  
তদেব বিশিনষ্টি—মলয়জবারোঃ বিলাসৈঃ সমন্তাং সঞ্চরণৈঃ কৃত্বা লালিতৈঃ  
অত্যন্তস্নিগ্ধীকৃতৈঃ [ লডকোপসেবে ] বিবিধা রাগা লোহিতাদিবর্ণাঃ যেযু  
তথাবিধাঃ সুপরাগাঃ উৎকৃষ্টাঃ পুষ্পরেণব স্তেষাং মণ্ডলৈঃ রাশিভিঃ  
উচ্চকৈরত্যর্থঃ পরীতং পরিব্যাপ্তং । তত্রোৎপ্রেক্ষা—নিজকণৈরিব স্বশ্র  
রজঃকণাভিরাবৃতমিব । অত্র প্রিয়ংবদা নাম বৃত্তং—‘ভুবি ভবেন্নভজরৈঃ  
প্রিয়ংবদেতি’ ॥ ১২ ॥ তত্রত্য কল্পবৃক্ষরাজং প্রস্তৌতি—কুসুমানাং পুঞ্জং  
রাশি যত্র স্থলে মণিকুট্টিমং মণিময়ভূমিং [উপানধ্যাঙ্ বসঃ ইতি অধিকরণশ্চ  
কৰ্ম্মত্বং] দ্রুমরাজঃ বৃক্ষবর্ষ্যঃ প্রসবানাং ফলপুষ্পদীনাং শ্রিয়া সুষময়া  
অধিবসতি বিরাজতীত্যর্থঃ । তত্রোৎপ্রেক্ষা হরিদাসানাং বর্ষ্যঃ শ্রেষ্ঠশচাসৌ  
গিরিঃ পৰ্ব্বতশ্চেতি গোবর্ধনঃ তশ্চ মস্তং মস্তকং তস্মিন্ জায়ন্তে বিরাজন্তে  
যানি কূটানি শৃঙ্গানি তৈঃ প্রচিতে অভিব্যাপ্তে স্থলে মণীনাং রুচা কান্ত্যা  
মুরজিৎ কৃষ্ণঃ ইব ॥ অত্র কলহংসো নাম ত্রয়োদশাঙ্গরং বৃত্তং—সজসাঃ  
সগৌ চ কথিতঃ কলহংস ইতি ॥ ১৩ ॥ কিঞ্চ, সোহয়ং বিচিত্রঃ বিস্ময়করঃ



শোভাস্পদ-প্রসবসার-সম্পদা-

বৃন্দাবনশ্চ চ গুণৈ বৃত্তোহখিলৈঃ ।

কল্পদ্রুমং স জিতবানিদং কিয়দ্

যত্রাশ্রিতা ব্যসনিতা হরেরপি ॥ ১৫ ॥

‘মলয়গিরিভুবং গন্ধসার-বল্লীং’ †

স তরুরদবহদ্ যত্র ফুল্লদঙ্গঃ ।

খগরুতি-মণিতং তেন চারু জজ্ঞে

যদনিশমপি তদ্ভাতি নাতি চিত্রম্ ॥ ১৬ ॥

বিচিত্রিতো বা ভূরুহঃ বৃক্ষরাজঃ যত্র কৃষ্ণবনশ্চ ভূরুহাং বৃক্ষাণাং রাজা,  
যস্মাদেব হেতোঃ অসৌ তেষু বৃক্ষেষু নৃপাংশং করং ভজতীতি ভজো যিঃ  
ইতি ভাক্ গ্রহীতা ইব সার্কর্যা সর্বসম্বন্ধিত্যা লক্ষ্যা শোভাসম্পদা বিভাতি  
প্রকাশতে । অত্র শুদ্ধবিরাড়্ নাম দশাক্ষরং বৃত্তং—‘মসৌ জর্গো শুদ্ধ-  
বিরাড়িদং মতমিতি’ বৃত্তরত্নাকরে ॥ ১৪ ॥ অপি চ, শোভায়াঃ আশ্রিতাঃ  
ভাজনং যঃ প্রসবানাং ফলকুসুমাদীনাং সারঃ অত্যুৎকৃষ্টাংশঃ তশ্চ সম্পদা  
তথা বৃন্দাবনশ্চ চ অখিলৈঃ গুণৈঃ মহোৎকর্ষৈঃ বৃত্তং সমাযুক্তং স যৎ কল্প-  
দ্রুমং জিতবান্ তৎ ইদং কিয়ৎ অকিঞ্চিৎকরমিত্যর্থঃ । তত্র হেতুমপ্যুট-  
্করতি—যত্র স্থলে হরেঃ নিখিলানাং মনোহরণশ্চ কৃষ্ণশ্চ অপি ব্যসনিতা  
মহাসক্তিঃ আশ্রিতা প্রজাতাভবদिति ভাবঃ । ‘বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য-  
পাদমেকং ন গচ্ছতী’ত্যুক্তৈঃ । অত্র ললিতা নাম দ্বাদশাক্ষরবৃত্তং ‘ধীরৈর-  
ভাগি ললিতা তভৌ জরৌ’ ইতি বৃত্তরত্নাকরে ॥ ১৫ ॥ কিঞ্চ, স তরুঃ  
মলয়-গিরেঃ মলয়-পর্বতাং ভূঃ জনি র্যশ্চাঃ তথাবিধাং কথ্যাং গন্ধসারবল্লীং  
চন্দনলতাং উদবহৎ উদযচ্ছত, তেন চ ফুল্লদঙ্গঃ সন্ যৎ অনিশমপি সন্তত-  
মেব খগরুতিঃ কাকলিরেব মণিতং রতি-কুজিতং চারু মনোহরং যথা শ্রাৎ  
তথা জজ্ঞে উদভূৎ, তৎ ন অতিচিত্রং অতিবিস্ময়করং ন ভাতি প্রকাশতে ।  
রূপকমিদং ; মলয়জায়া তরুবরশ্চাশ্চ মিলনং সুযোগ্যমেব । শীতল-সুগন্ধি-  
মৃদুলপবনসেব্যাদসৌ সর্ববিধপক্ষিণামাশ্রয়ঃ কাকলিমুখরিতশ্চেত্যর্থঃ ।  
ত্রয়োদশাক্ষরায়া অতিজগত্যাখ্যায়াঃ জাতিভেদোহয়ং ছন্দোমঞ্জর্যাদৌ নো

† মলয়গিরিস্থতাং গন্ধবাহলীলাং ( বৃ ) ।



অধিযৎ সুরশাখি-নায়কঃ

স মিথশ্চ প্রতিকূল-ধর্ম্মিণীঃ ।

স্বগুণৈ রখিলা ঋতুশ্রিয়ো

মিলিতীকৃত্য সদোপগৃহতে ॥ ১৭ ॥

স বিরাজতি যত্র ভুরুহেন্দ্রঃ

শ্রিত-সিংহাসন-কাঞ্চন-প্রকাণ্ডঃ ।

কনকাংশুকশোভিতাধরাজ্-

স্থির-পদ্মাসনরীতি রচ্যতো বা ॥ ১৮ ॥

লক্ষিতঃ ॥ ১৬ ॥ অধিযৎ যত্র স পূর্বোদ্দিষ্টঃ সুরশাখিনাং কল্পবৃক্ষাণাং  
নায়কঃ রাজা যদ্বা সুরশাখী চাসৌ নায়কশ্চেতি স্বগুণৈঃ মিথঃ প্রতিকূল-  
ধর্ম্মিণীঃ বিরুদ্ধধর্ম্মশীলা অপি অখিলাঃ ঋতু-শ্রিয়ঃ ঋতু-লক্ষ্মীঃ শোভাসম্পদঃ  
মিলিতীকৃত্য একত্র সদা উপগৃহতে আলিঙ্গতি । তত্র ষড়্-ভূতসুখমা একদৈব  
প্রকাশত ইত্যর্থঃ । অত্র সুন্দরীনাম বৃত্তং ॥ ১৭ ॥ কিঞ্চ, স ভুরুহেন্দ্রঃ  
বৃক্ষরাজঃ যত্র অচ্যুতঃ বা ইব বিরাজতি । তত্র সাদৃশ্যমেব প্রকটয়তি  
শ্লেষণ—শ্রিতং ধৃতং সিংহশ্রেবাসনং অবস্থানং যেন স চাসৌ কাঞ্চনঃ  
স্বর্ণবর্ণঃ প্রকাণ্ডঃ স্কন্ধঃ [ মূলদারভ্য শাখাবধি-বৃক্ষভাগঃ ] যন্ত স চেতি,  
কৃষ্ণপক্ষে—সিংহাসনঞ্চ তৎ কাঞ্চন-প্রকাণ্ডঞ্চৈতি কস্মধারয়ঃ । যদ্বা সিংহা-  
সনং কাঞ্চনপ্রকাণ্ডঃ স্বর্ণস্কন্ধ ইব । শ্রিতং সিংহাসন-কাঞ্চনপ্রকাণ্ডং যেন  
সঃ [ ‘উপমিতং ব্যাত্তাদিভিঃ সামাত্তাপ্রয়োগে’ ইতি উপমিত কস্মধারয়ঃ,  
তদগর্ভো বহুব্রীহিচ ] যদ্বা শ্রিত-সিংহাসনচাসৌ কাঞ্চনপ্রকাণ্ডশ্চেতি  
[ বহুব্রীহি-গর্ভ কস্মধারয়ঃ ] অর্থস্তু কাঞ্চনবর্ণঃ প্রকৃষ্টঃ কাণ্ডঃ দণ্ডো যন্ত  
সঃ । যদ্বা কাঞ্চনশ্চ কোবিদারশ্চ চম্পকশ্চ নাগকেশরশ্চ বা প্রকাণ্ডঃ  
স্কন্ধদেশঃ [ আশ্রয়ো ] যন্ত সঃ । সিংহাসনে উপবিষ্ট ততদ্ বৃক্ষে লীলা-  
বিশেষে চ স্বাঙ্গত্বাসং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ । যদ্বা শ্রিতশ্চ সিংহাসনশ্চ কাঞ্চনে  
স্বর্ণবর্ণেন প্রকাণ্ডঃ প্রশস্তঃ পরমমনোরম ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ কনকাংশুকৈঃ  
স্বর্ণবর্ণপ্রভাভিঃ যদ্বা কনকানাং পলাশনাগকেশর-চম্পকাদি-বৃক্ষাণাং  
কিরণৈঃ শোভিতং অধরং নিয়মদেশস্থমঙ্গং যন্ত সঃ । ‘কনকং হেম্মি পুংসি  
শ্রাৎ কিংশুকে নাগকেশরে । ধুস্তুরে কাঞ্চনালে চ কালীয়ে চম্পকেহপি-  
চেতি’ মেদিনী । পক্ষে কনকাংশুকেন পীতবস্ত্রেণ শোভিতং অধরাজ্



মণিকলসীনাং বীথী ঘনরসপূর্ণা যদাশ্রিতা সুভগা ।  
চলপল্লব-রদবসনা ভৃঙ্গ-ধ্বনিভি জর্গৌ ভব্যং ॥ ১৯ ॥

দীপা যদভিবিরেজু রুদগ্রাঃ

কজ্জলমোচি-শিখালসদগ্রাঃ ।

শ্রেণী রচনাবলিতালিকুলাঃ

কিন্মা 'স্বর্ণসরোরুহ'-\* মুকুলাঃ ॥ ২০ ॥

কাটিদেশঃ যশ্চ সঃ । অপি চ, স্থিরং যৎ পদ্যং তশ্চ আসনং স্থিতিঃ তদিব  
রীতিঃ স্বভাবঃ প্রচারো বা যশ্চ অচঞ্চল-পদ্যবৎ সর্বতঃ প্রসারি বিটপাদি-  
যুক্ত ইত্যর্থঃ । পক্ষে স্থিরা পদ্যাসনশ্চ রীতিঃ নিয়মাদি যশ্চ । তথাহি  
পদ্যাসনং—উর্বোরূপরি বিত্বশ্চ সম্যক্ পাদতলে উভে । অঙ্গুষ্ঠৌ চ  
নিবরীয়াৎ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্থা । পদ্যাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং  
হৃদয়ঙ্গমম্ ইতি ॥ এতদ্ বৈতালীয়ভেদঃ উপচ্ছন্দসকং নাম বৃত্তং ।  
তল্লক্ষণং—ষড়্-বিষমেহেষ্ঠৌ সমে কলা স্তাশ্চ সমে স্ত্র্য নোঁ নিরন্তরা । ন  
সমাত্র পরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়েহন্তে রলৌ গুরুঃ । তত্রৈবান্তেহধিকে  
গুরৌ শ্রাদৌপচ্ছন্দসকং কবীন্দ্রহৃদমিতি ॥ ১৮ ॥ তত্র মণিকলসান্ স্তোতি  
—যদাশ্রিতা যত্রত্যা সুভগা সৌভাগ্যশীলা সুন্দরী বা ঘনরসেন জলেন  
শ্লেষণে নিবিড়রসৈঃ দাশ্চ-সখ্যাঐঃ পূর্ণা মণিময়কলসীনাং বীথী শ্রেণী ভব্যং  
মঙ্গলং জর্গৌ অগায়ৎ । ননু কথমেতৎ সম্ভাব্যেতেতি তত্রাহ—চলং  
চঞ্চলং পল্লবমেব রদবসনং ওষ্ঠঃ যশ্চাঃ সা, পল্লব-কম্পনেন খলু তশ্চা অধর-  
কম্পনং জায়েত, অতো গানমভূৎ । শব্দোহপি সমুৎপ্রেক্ষ্যতে ভৃঙ্গাণাং  
ধ্বনিভিঃ ব্যাজেন জর্গৌ ইতি । রূপকোৎপ্রেক্ষা । আৰ্য্যা নাম মাত্রাবৃত্তমত্র ।  
তল্লক্ষণস্তু ছন্দোমঞ্জর্যাং মৃগ্যং । বিস্তরভিযাত্র নোষ্টক্খিতমিতি ॥ ১৯ ॥  
তত্রত্যা দীপান্ প্রস্তোতি—যদভি যত্র উদগ্রাঃ অত্যুচ্চাঃ দীপাঃ বিরেজুঃ ।  
তানেব বিশিনষ্টি কজ্জলং মোক্তুং দাতুং শীলমশ্রা ইতি শীলার্থে গিন্ ।  
কজ্জলমোচিনী যা শিখা অগ্নিজ্বালা তয়া লসৎ শোভমানং অগ্রং উপরি-  
ভাগঃ যেষাং তে । তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে—বা অথবা শ্রেণীনাং রচনয়া  
নির্মাণেন বলিতাঃ সুষাটিতাঃ যে অলিনঃ ভ্রমরাঃ তেষাং কুলানি বংশাঃ



মণিচত্বর-পার্শ্ববাসন-ক্রম-রত্নগৃহাদয়ো মিথঃ ।

অধিষদ্বত সাধবোহপি তে পরিতঃ পরভাগমাহরন্ ॥২১॥

যত্র নার্পমাসনং তদজ্জি-পীঠশোভিসীম ।

রাধিকাজ্জি সেবনার্থ-শিষ্যতোক-সেবিতং বা ॥ ২২ ॥

ইদং রাজাসনং যস্মিন্ সেবিতং বিবিধাসনৈঃ ।

সমাসবিধিনা ভেজে রাজদন্তাদিতামিব ॥ ২৩ ॥

যত্র তথাবিধাঃ স্বর্ণপদ্মানাং মুকুলাঃ কুটুলাঃ কিং? কিমিতি বিতর্কে ।  
অত্র পজ্জ্বাটিকা—‘প্রতিপদযমকিত-যোড়শ-মাত্রা নবম-গুরুত্ব-বিভূষিত-  
গাত্রা । পজ্জ্বাটিকা পুনরত্র বিবেকঃ কাপি ন মধ্যগতো গুরুরেক’ ইতি  
ছন্দঃকৌস্তুভে ॥ ২০ ॥ তত্রত্য বস্তুজাতশ্চ মিথো গুণোৎকর্ষগ্রহণং বর্ণয়তি  
—মণিময়ং চত্বরঞ্চ পার্শ্ববং আসনং সিংহাসনঞ্চ ক্রমাচ্চ রত্নানি চ আদয়ঃ  
মুখ্যাঃ যেষাং তে, তথা সাধবশ্চ [ চার্থেহপিকারঃ ] তে যত্র পরিতঃ সর্বতঃ  
মিথঃ পরভাগং গুণোৎকর্ষমাহরন্ অগৃহ্ণন্ । বতেতি বিস্ময়ে । অত্র বৃত্তং  
তু চারুহাসিনী নাম বৈতালীয়ভেদঃ । সমে কলা স্তাশ্চ সমে স্য নো  
অযুগ্ভবা চারুহাসিনীতু্যক্তত্বাৎ । বৈতালীয় লক্ষণন্ত “ষড়্-বিষমেহষ্টৌ  
সমে কলা স্তাশ্চ সমে স্য নো নিরন্তরাঃ । ন সমাত্র পরাশ্রিতা কলা  
বৈতালীয়েহন্তে রলৌ গুরুঃ ॥ ২১ ॥ সিংহাসনশোভাং প্রস্তোতি—যত্র  
নার্পং আসনং সিংহাসনমিত্যর্থঃ বিরাজতি । তদেব বিশিনষ্টি—তস্তা  
রাধায়াঃ অজ্জ্যেঃ চরণশ্চ স্থাপনার্থং যৎ পীঠমাসনং তেন শোভিনী  
শোভায়ুক্তা সীমা প্রান্তদেশঃ যশ্চ তৎ । তত্রোৎপ্রেক্ষা রাধিকায়াঃ  
অজ্জ্যেয়াঃ চরণয়োঃ সেবনায় যঃ শিষ্যতোকঃ শিষ্যবালকঃ তেন সেবিতমিব ।  
অত্র গাথা নাম বিষমাক্ষরপাদং বৃত্তম্ ; যদ্বৃত্তং বৃত্তরত্নাকরে—  
বিষমাক্ষরপাদং বা পাদৈরসমং দশধর্ম্যবৎ । যচ্ছন্দো নোক্তমত্র গাথেনি  
তৎ পূর্বস্মৃতিভিঃ প্রোক্তমিতি । প্রথমপদে ন্যূনং দ্বিতীয়পাদে চাধিকং ॥২২  
কিঞ্চ, যত্র বিবিধাসনৈঃ সেবিতং ইদং রাজাসনং সমাসশ্চ বিধিনা সংক্ষেপো-  
ক্তিতঃ শ্লেষণে সমাসশ্চ নিয়মেন রাজদন্তাদিত্বমেব ভেজে প্রাপ্নোৎ ।  
তথাহি ‘রাজদন্তাদিষু পর’মিতি সূত্রেণ ‘দন্তানাং রাজা’ ইত্যর্থো যথা  
‘রাজদন্ত’ শব্দঃ সাধ্যতে, তথাত্রাপি ‘আসনানাং রাজা’ ইত্যর্থো কিল  
‘রাজাসন’ নিস্পন্নঃ কিমিত্যুৎপ্রেক্ষা । অনুষ্টুপ্ ॥ ২৩ ॥ যদনু যত্র রাজ-



তুলিকা যদনু রাজপীঠগ-

ব্যাঘ্রমুখ্যমৃগচর্মপঞ্চকা ।

কাঞ্চনাঙ্গিত-ধাতুচিত্রগা

চন্দ্রদীপ্তি রিবাভিরাজতে ॥ ২৪ ॥

( সপুগ ) স্মৃগন্ধ-সম্পূট-ছুরাপসূনবৎ

পুটাচ্ছ-গেণ্ডুক-বিলাস-নীরজৈঃ ।

‘বিভাতি যত্র চ তদীয়তুলিকা’ \*

যথেষ্মমুখ্যতী স্মৃথানি ‘পার্শ্ববী’ † ॥ ২৫ ॥

যস্মিন্ নৃপাসনমিদং স্বনিবেশ-মাত্রাৎ

কৃষ্ণেণ সংজয়তি তাং পরিভিন্নদৃষ্টেঃ ।

পীঠগং সিংহাসনস্থিতং ব্যাঘ্রাদীনাং মৃগানাং পঞ্চানাং চর্মণাং সমাহারঃ  
মৃগপঞ্চচর্মকং তেন ভূষিতা তুলিকা বিরাজতে । তত্র দৃষ্টান্তঃ কাঞ্চনাঙ্গিঃ  
স্মেরুঃ তস্মিন্ গতানি ধাতুনাং গৈরিকমনঃশিলাদীনাং চিত্রাণি তেষু  
গতা প্রতিফলিতা চন্দ্রশ্চ দীপ্তিঃ কিরণ ইব অভিহিতো রাজতে । রথোদ্ধতা  
নাম বৃত্তং । পঞ্চচর্মণি যথাগেয়ে ২১৮ অধ্যায়ে—‘ঋবাত্তিরিতি চ বিশোদ্  
বৃষজং বৃষদংশজং । দ্বীপিজং সিংহজং ব্যাঘ্রজাতঞ্চম’ তদাসনে’ ॥ ২৪ ॥  
তত্র বিলাসোপকরণানি বর্ণয়তি—পুগেন গুবাকফলেন, উপলক্ষণমেতৎ  
তেন চ তাম্বুলাদীনামপি সম্ভাবো ব্যজ্যতেতরাং । যদ্বা পুগপাত্রোণ পতদ্-  
গ্রহেণ সহ বর্তমানঃ, পাঠান্তরে স্মৃগন্ধং চন্দনং তস্মৈ সম্পূটঃ যদ্বা স্মৃগন্ধঃ  
শোভন-গন্ধযুক্তঃ সম্পূটঃ কিম্বা স্মৃগন্ধং নীলোৎপলঞ্চ সম্পূটঃ কুরুবকশ্চ  
ছুরাপাণি ছলভাণি স্মৃথানি ফলকুসুম্যানি চ তেষাং পুটঃ পত্রাদি-রচিতা-  
ধারবিশেষশ্চ অচ্ছাঃ নির্মালাঃ গেণ্ডুকাঃ কন্দুকাশ্চ বিলাসায় খেলায়ৈ  
নীরজানি পদ্মানি চ তৈঃ যত্র চ তদীয়া তুলিকা বিভাতি সংপ্রকাশতে  
যথা ইয়ং পার্শ্ববী রাজ্ঞী স্মৃথানি প্রাপ্নোতি ॥ বংশস্থবিলং বৃত্তং ‘বদন্তি  
বংশস্থবিলং জতো জরা’বিত্তি ॥ ২৫ ॥ কিঞ্চ যস্মিন্ স্থলে ইদং নৃপাসনং  
স্বশ্চ নিবেশমাত্রাদবস্থানাদেব কৃষ্ণেণ সহ তাং রাধাং সংজয়তি স্বীকরোতি

\* স্বসীম্নি যত্র চ বৃত্তান্তি তুলিকা ( বৃ )

† নাগরী ( গৌ )



রাজ্যেহপি সম্পাদিয়মত্র পরা পরস্মা-

ত্বৎফুল্লতা যত্নদভূদনয়োঃ সদাপি ॥ ২৬ ॥

আস্থানং তদিদমুদীক্ষ্য পীঠলক্ষ্য্য।

গোবিন্দ-স্মুরণভূতাহথ সা বিশাখাং ।

আলম্ব্য ক্ষণময়তেস্ম চিত্রভাবঃ

স্বং ভাবং সমমনুকুর্বতাহথিলেন ॥ ২৭ ॥

[ সপ্তদশভিঃ কুলকম্ ]

উপস্মুরতরু রাধাকৃষ্ণয়ো বিশ্বমেব

দ্যুতিভরমমরীণাং পাতুকামা তু দৃষ্টিঃ ।

অপরমপি ন ভাগং তস্ম লেভে সভান্ত-

বিবিশতু রুত পীতাং তেন তৌ তাং বিধায় ॥ ২৮ ॥

চমৎকারয়তীতি বা । তত্র হেতুমাহ পরিভিন্ন-দৃষ্টেঃ প্রফুল্লং যথা শ্রান্তথা  
দর্শনাৎ । অত্রাস্মিন্ রাজ্যে ইয়ং সম্পৎ বিভবোৎকর্ষঃ গুণোৎকর্ষো বা  
বরীবর্তীতি শেষঃ । যদ্ যস্মাৎ অনয়োঃ কিশোরয়োঃ পরস্মাদপি পরা  
পরমমহীয়সী উৎফুল্লতা আনন্দাতিরেকঃ সদাপি নিরন্তরমেব উদভূৎ  
প্রাভূর্বভূব । অত্র বসন্ততিলকং নাম বৃত্তং ॥ ২৬ ॥ অথ গোবিন্দশ্র  
[ স্মুরণং বিভর্তীতি ভূ + ক্রিপ্ ] স্মুরণভূৎ স্মুর্তিকারিণী তয়া পীঠশ্র আসনশ্র  
লক্ষ্য্য সুষময়া সহ তদিদম্ আস্থানং সভাগৃহং উদীক্ষ্য নিরীক্ষ্য সা বিশাখাং  
আলম্ব্য আশ্রিত্য স্বং স্বীয়ং ভারং অনুকুর্বতা অনুকরণ-কারিণা নিখিলেন  
জনেন সহ ক্ষণং চিত্রভাবং বিচিত্রতাং অয়তে স্ম প্রাপ্নোৎ । অত্র প্রহর্ষিণী  
নাম বৃত্তং—‘ত্র্যাশাভি মর্নজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়মিতি’ ॥ ২৭ ॥

দেবীনাং দর্শনোৎকর্ষ্যমাহ—রাধাকৃষ্ণয়োঃ বিশ্বং সকলমেব দ্যুতীনাং  
কান্তীনাং ভরমাতিশয্যং পাতুকামা তু স্মুরতরুণাং কল্পবৃক্ষাণাং সমীপে  
তিষ্ঠন্তীনাং অমরীণাং দেবীনাং দৃষ্টিঃ নয়নং তস্ম কান্তিকন্দলশ্র অপরমপি  
ভাগং ন লেভে, আনন্ত্যাৎ ; তেন অতঃ তৌ যুগলকিশোরৌ তাং দৃষ্টিং  
পীতাং বিধায় পানং কারয়িতুং সভান্তঃ গৃহমধ্যং বিবিশতুঃ প্রবিষ্টবন্তৌ  
উতেতি বিতর্কে । উৎপ্রেক্ষা-সমাধী, সমাধিশ্চ কারণান্তরসাহায্যং কার্য্যং  
যৎ স্মুরণং ভবেৎ । বিনা প্রযত্নেন কর্ত্ত্বঃ স সমাধিরিতির্য্যতে ইতি ;



রাধা স্থিতা ভবিকভাগভিরাজপীঠং

নীরাজিতাহপি শতশো জননেত্র-রত্নৈঃ ।

নীরাজ্যতে মণিবরৈরথ বৃন্দয়া স্ম

প্রেম্না কৃতে ন পুনরুক্তিরিতিব তত্র ॥ ২৯ ॥

বিশ্বগ্ বাহ্নেহনবহ্নে জয়জয়ভণিতৈ বৃংহিতে লোকসংঘে

সিঞ্চত্যন্তোত্তমশ্চৈ মধুভিরপি মুদা জঙ্গমে স্থাবরে চ ।

পুষ্পৌঘে বৃক্ষমাণে বকশমনমনোবৃত্তিলক্ষে বিলক্ষে

গান্ধৰ্বা ভদ্রপীঠং ত্রিভুবন-নয়নৈ রচ্চ্যমানারুরোহ ॥ ৩০ ॥

শ্রীগান্ধৰ্বা ললিতা-পাণিপদ্মং

ধৃত্বা কৃত্বা চরণৌ চার্জ্য-পীঠে ।

আলীভিঃ স্বহৃদয়ে বোঢ়ু মিষ্টা-

প্যারোহিত্বং প্রমুদে সিংহপীঠম্ ॥ ৩১ ॥

মালিনী নাম বৃত্তং ॥ ২৮ ॥ তত্রাধিষ্ঠিতাং রাধাং নীরাজয়তি—রাজপীঠং  
অভি সিংহাসনে স্থিতা ভবিকভাক্ মঙ্গলময়ী রাধা জনানাং নেত্রাণি এব  
রত্নানি তৈঃ করণৈঃ শতশঃ ভূরি নীরাজিতাপি অথ বৃন্দয়া মণিবরৈঃ  
নীরাজ্যতে নিমগ্ন্যতেস্ম । প্রেম্না তত্র তস্মিন্ কৃতে কর্মণি ন পুনরুক্তিঃ  
বৈয়র্থ্যং শ্রাদিতীব মত্বেতি শেষঃ । বসন্ততিলকং বৃত্তং ‘জ্যেষ্ঠং বসন্ততিলকং  
তভজা জগৌগ’ ইতি ॥ ২৯ ॥ তত্র সিংহাসনারোহণ-প্রকারমাহ—বিশ্বক্  
পরিতঃ অনবহ্নে নির্দোষে বাহ্নে ‘জয়জয়’ ইতি ভণিতৈঃ বাক্যৈঃ বৃংহিতে  
বদ্ধিতে, লোকসংঘে অশ্রৈঃ অশ্রুভিঃ অন্তোত্তমং মিথঃ সিঞ্চতি অভিষেকং  
কুর্বাণে তথা জঙ্গমে স্থাবরে চ মুদানন্দেন পরস্পরং যথাযোগ্যং অশ্রৈঃ  
মধুভিশ্চ [অপি সমুচ্চরে] সিঞ্চতি, পুষ্পাণাং ওষে সমূহে বৃক্ষমাণে  
অভিতো নিপাতিতে তথা বকশমনশ্চ কৃষ্ণশ্চ মনসঃ বৃত্তীনাং লক্ষে বিলক্ষে  
বিস্ময়ান্বিতে চ সতি ত্রিভুবনশ্চ জনানাং নয়নৈঃ অচ্চ্যমানা গান্ধৰ্বা রাধা  
ভদ্রপীঠং সিংহাসনমারুরোহ । অঙ্করা—ব্রতৈ যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিষতি-  
যুতা অঙ্করা কীর্তিতেয়মিতি ॥ ৩০ ॥ কিঞ্চ, ললিতায়াঃ পাণিপদ্মং ধৃত্বা  
চরণৌ চ অর্জ্য পীঠে পাদপীঠে কৃত্বা আলীভিঃ সখীভিঃ স্বহৃদয়ে বোঢ়ু মিষ্টা  
অভিপ্রেতাপি শ্রীগান্ধৰ্বা তাসাং প্রকৃষ্টানন্দায় সিংহাসনমারুরোহ ॥



স ভবতি শশী হৈমী ধাম্মাচলা দিবিসল্লতা ।  
 মণিগিরিশিরঃ ফুল্লা ক্রামেদসৌ চ পুরো দিশি ।  
 কলয়তি তথাপাস্মা দীব্যদ্বিলাসতনুশ্রিয়ো  
 রণুমপি ন তদ্ভূভৃৎ-পীঠাধিরোহকলাজুষঃ ॥ ৩২ ॥  
 ধ্রুবাচৌরিতি পূর্বাংশে বটুভিঃ পঠিতে মনো ।  
 রাধাং শ্রবীবিশন্তস্মিন্ নীরাজ্য মুনি-পুঙ্গবা ॥ ৩৩ ॥  
 উপরি সিতাতপত্র-লসিত-ক্ষুটপুষ্পবিতানমূল্লসদ্  
 বিসরুচি-চামরাচিরভিতঃ কনকাসনমেতয়া স্থিতম্ ।  
 সিতরুচিদীব্যদৃক্ষ-রুচিরং নিজয়াশুরসিন্ধুশীকর-  
 ব্রজযুগমোচিমেরুশিখরং দ্যুতিদেবতয়েব দিহ্যতে ॥ ৩৪ ॥

বাতোর্মী নাম বৃত্তং—‘বাতোর্মীরং গদিতান্তৌতগৌর্গ ইতি ॥ ৩১ ॥ তৎ  
 সিংহাসনযাত্রায়া স্তূলাং নো ভবেদিত্যাহ—শশী হৈমী হেমময়ো ভবেদ্ যদি,  
 দিবিসল্লতা বিহ্যৎ ধাম্মা কাস্ত্যা অচলা স্থিরা শ্রাৎ, অসৌ বিহ্যৎ পুরঃ  
 পূর্বশ্রাৎ দিশি মণিময়গিরেঃ [ মহাভারতে হরিবংশে নরবধাধ্যায়ে কথিতশ্চ  
 পর্বত-বিশেষশ্চ ] শিরঃ শৃঙ্গং ফুল্লা প্রমুদিতা সতী আক্রামেৎ আরোহেচ্ছেৎ,  
 তথাপি তশ্চ পূর্বোদ্দিষ্টশ্চ ভূভৃৎপীঠশ্চ সিংহাসনশ্চ অধিরোহঃ আরোহণমেব  
 কলা কোশলং জুষতে সেবতে ( জুষী প্রীতি-সেবনরোঃ ) যা তথাবিধায়াঃ,  
 অতো দীব্যন্তঃ প্রকাশমানাঃ বিলাসাঃ শৃঙ্গারভাবজাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ  
 [ তদ্বৃত্তং—গতিস্থানাসনাदीনাং মুখনেত্রাদি-কর্মণাং । তাৎকালিকস্ত বৈশিষ্ট্যং  
 বিলাসং প্রিয়সঙ্গজমিতি ] যত্র সা তনোঃ শ্রীঃ শোভাসমৃদ্ধি র্যশ্রাঃ  
 তথাভূতায়া শ্চাস্মা রাধায়াঃ অণুমপি লবলেশমপি ন কলয়তি প্রাপ্নোতি ।  
 তৃতীয়াতিশয়োক্তিরিয়ং । হরিণী নাম বৃত্তং—‘নসমরসলাগঃ ষড়্ বৈদে-  
 ইয়ে ইরিণী মতা’ ॥ ৩২ ॥ অথ পৌর্ণমাসী রাধাং তত্র সমুপবেশয়তীত্যাহ  
 —বটুভিঃ ব্রহ্মচারিভিঃ ‘ধ্রুবাচৌ’ রিতি পূর্বাংশঃ প্রথমভাগঃ যশ্চ তস্মিন্  
 মনো মন্ত্রে পঠিতে সতি মুনিশ্রেষ্ঠা পৌর্ণমাসী রাধাং নীরাজ্য নির্মল্য তস্মিন্  
 সিংহাসনে শ্রবীবিশং উপবেশয়াৎক্রে । [ নি—বিশ্ + গিচি লুঙি রূপং ]  
 অনুষ্টুপ্ ॥ ৩৩ ॥ তত্রত্য শোভাবিশেষমাহ—উপরি শ্বেতচ্ছত্রেণ লসিতং  
 শোভিতং ক্ষুটপুষ্পৈঃ প্রক্ষুটিকুসুমৈঃ কৃতঃ বিতানঃ উল্লোচো যত্র তৎ,



নীরাজনে তত্র মণি-প্রদীপকা

স্তস্ত্রা মহোভিঃ কৃতসংক্রমা রুচিং ।

সংভেজিরে দ্বিত্রগুণাং সদাশ্রয়া-

দচ্ছো ন কো বা খলু যাতি সম্পদঃ ॥৩৫॥

বৃন্দামুখ্যাঃ ফুল্লমুখাজং বনদেব্যাঃ

স্বীয়াং দেবীং তামনমস্তন্ সমমত্র ।

জাতৌ দধ্রে নো পরমাভি বিবুধত্বং

গান্ধার্যা ভক্তিমহিম্নাং সময়েহপি ॥ ৩৬ ॥

তথা অভিতঃ উভয়তঃ উল্লসন্তৌ শোভায়মানৌ বিসরুচী শ্বেতবর্ণে [ শ্বেত-  
বস্ত্রনাং মধ্যে মৃণাল-সিকতেত্যাদিকানামপি গ্রহণাৎ ইতি কবিকল্পলতায়ং  
দ্বিতীয়ে শ্লেষস্তবকে বর্ণো নাম কুসুমং ] যৌ চামরৌ তয়োঃ অর্চিঃ কিরণৌ  
যত্র তথাভূতং কনকাসনং এতয়া রাধয়া অধিষ্ঠিতং । তত্রানুরূপৌ দৃষ্টান্তঃ—  
সিতরুচিনা চন্দ্রেণ সহ দীব্যন্তি শোভামানানি যানি ধাক্ষাণি নক্ষত্রাণি তৈঃ  
রুচিরং মনোজ্ঞং তথা সুরসিকোঃ গন্ধায়াঃ শীকরাণাং জলকগানাং শ্রোত-  
সামিতি যাবৎ যৌ ব্রজঃ পত্নাঃ [ ‘ব্রজো গোষ্ঠাধ্ববৃন্দেষু’ ইতি মেদিনী ]  
তস্ত্র যুগং মোচয়িতুং শ্রষ্টুং শীলমশ্রেতি গিন্ । অধ্বদয়স্বজনকরমিত্যর্থঃ  
মেরুশিখরং সুরেশ্বরশৃঙ্গং নিজয়া স্বীয়য়া হ্যতিদেবতয়া ইব দিহ্যতে  
প্রাকাশত ॥ অত্র সরসী নাম বৃত্তং—‘নজ ভজজা জরৌ যদি তদা গদিতা  
সরসী কবীশ্বরৈরিতি’ লক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥ তত্র নারীজনে মণিময়-প্রদীপাঃ  
তস্ত্রা রাধায়াঃ মহোভিঃ তেজোভিঃ কৃত-সংক্রমাঃ তত্র প্রতিফলিতা ইত্যর্থঃ  
দ্বিত্রগুণাং রুচিং কিরণং সংভেজিরে প্রাপুঃ । অর্থান্তরত্বাসেন তদেব  
দ্রঢ়য়তি—সতাং মহতাং আশ্রয়াং কো বা অচ্ছঃ নিশ্বলঃ সম্পদঃ সমৃদ্ধীঃ ন  
যাতি প্রাপুয়াৎ ? খলু নিশ্চয়ে প্রাপ্নোত্যেব । ইন্দ্রবংশা নাম বৃত্তং  
‘তচ্ছেন্দ্রবংশা প্রথমাক্ষরে গুরৌ’ অত্র তৎপদেন বংশস্থবিলম্ লক্ষ্যতে ।  
তেন চ ততৌ জরাবিত্যস্তাঃ গণাঃ ইত্যুক্তং শ্রাৎ ॥ ৩৫ ॥

বনদেবীনাং নমস্কারো ব্যজ্যতে—অত্র বৃন্দামুখ্যাঃ বনদেব্যাঃ তাং  
স্বীয়াং দেবীং পটুমহাদেবীং রাধাং ফুল্লং প্রস্ফুটিতং মুখমেবাজং যথা শ্রাৎ  
তথা সমং একদৈব অনমস্তন্ নমস্কুর্বতেস্ম ॥ পরং কিন্তু আভিঃ  
বৃন্দাশ্রাভিঃ বনদেবীভিঃ জাতৌ জাত্যা বিবুধত্বং দেবীত্বং নো দধ্রে ব্রিয়তেস্ম,



গিরিতরুলতৌষধীনাং

হৃদহৃদিনীতীর্থদেশদেবানাং ।

তনবো দিব্যাঃ সত্বেঃ

সমমগমং স্তত্র ভূভূতঃ সদসি ॥ ৩৭ ॥

অথ মহনীয়জনান্ প্রতি স্বয়ং

নব-নৃপয়াভিমতে তয়াসনে ।

ইহ পুরতো হরয়ে মুদা বিচার্য্য

নিভূতমিমং ত্রিবিধং ব্যাধাদ্ বিকল্পং ॥ ৩৮ ॥

প্রিয়াং নিজে পুরস্কৃতাং নৃপাসনে

বিনা ক্ষমা কিমনুগা হরেঃ স্থিতিঃ ।

কিন্তু কৰ্ম্মণা বিবুধত্বং প্রাজ্ঞত্বং অপ্রিয়ত । ন কেবলমধুনৈব তাসামেবং  
ভাবঃ—শ্রীরাধায়াঃ ভক্তিমহিমাঃ সময়েহপি শ্রীরাধয়া দেবীতি বুদ্ধ্যা পরম-  
সম্মাননেহপীত্যর্থঃ । এতাঃ খলু দূত্যকার্য্যকুশলা যুগলমিলনাকাঙ্ক্ষিণ্য  
এব । তত্ক্ষমুজ্জ্বলে—জাত্যাং বনদেবতাপি ভগিনী কুত্রাপি তে প্রেমতঃ  
কাপ্যস্থা জননী কচিৎ প্রিয়সখী কুত্রাপি ভৰ্ত্তুঃ স্বসা । গ্রীবামুন্নময় প্রসীদ  
রচয় ক্রিয়াদিতাদীক্ষিতং কুর্য্যাদ্ বল্লব-কুঞ্জরঃ পরিণতিং বক্ষোজকুন্তে তবেতি ;  
অত্র মত্তময়ুরাখ্যবৃত্তং—বেদৈ রন্ধৈ মৰ্ত্তৌ যসগা মত্তময়ুরমিতি ॥ ৩৬ ॥  
তত্র ভূভূতঃ রাজ্ঞঃ সদসি সভায়াং গিরীণাং তরুণাং লতানাং ওষধীনাং  
ফলপাকান্তবৃক্ষাণাং হৃদানাং হৃদিনীনাং নদীনাং তীর্থানাং দেশানাং  
দেবানাঞ্চ দিব্যাঃ মনোজ্ঞাঃ তনবঃ দেহাঃ সত্বেঃ গুণবিশেষৈঃ সহ সমং  
যুগপৎ অগমন্ অগচ্ছন্ । আৰ্য্যানাং মাত্রাবৃত্তমত্র ॥ ৩৭ ॥ রাজাসন-  
সবিধে শ্রীকৃষ্ণাসন-স্থাপনপ্রকারমাহ—অথ তয়া নবনৃপয়া রাধয়া স্বয়ং  
মহনীয়জনান্ পূজ্যজনান্ প্রতি লক্ষ্যীকৃত্য [ ভাগার্থে প্রতি ] আসনে  
অভিমতে ইষ্টে সম্মতে বা সতি ইহ অশ্রাং পুরতঃ সান্মুখ্যেন হরয়ে  
নিবেদনায়াসনম্ উপলক্ষ্য মুদানন্দেন নিভূতং বিচার্য্য ইমং ত্রিবিধং বিকল্পং  
ব্যাধাদকরোং পৌর্ণমাসীতি শেষঃ পঞ্চমশ্লোকাদত্রাকর্ষণীয়মিতি । অত্র  
মালতী নাম বৃত্তং—‘ভবতি নজাবথ মালতী জরৌ’ ইতি ॥ ৩৮ ॥ তত্র  
বিকল্পানাহ—নিজে স্বকীয়ে নৃপাসনে প্রিয়াং পুরস্কৃতাং অগ্রেকৃতাং বিনা



পুরোদিশং পুরোগিরৌ সুরজ্য বা  
 কিমপ্যদাসিতুং সিতাংশুরহতি ॥ ৩৯ ॥  
 রাজ্যে সিদ্ধেহস্মিন্ ভানুপুত্র্যা মুকুন্দো  
 নৈকস্মিন্ পীঠে স্থাতুমীষ্টে তয়া তু ।  
 চন্দ্রাহ্বা-মুগ্ধঃ সোহপি সূর্য্যাহ্বয়াদ্  
 ব্যক্তায়াং লক্ষ্যামশ্নু তে তাশ্চ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪০ ॥

হরেঃ অগ্রগা স্থিতিরবস্থানং ক্ষমা যুক্তা হিতা বা কিম্? দৃষ্টান্তেনাহ—  
 পুরো গিরৌ পূর্বাচলে সিতাংশুচন্দ্রঃ পুরঃ পূর্বাং দিশং সুরজ্য স্তু রঙ্ক্তা  
 কিমপি বিন্দুমাত্রমপি উদাসিতুং উদাসীতমাশ্রয়িতুং অহতি সমর্থো ভবেৎ?  
 বেতি বিতর্কে । কাকূক্তি রিয়ং । পঞ্চচামরং নাম বৃত্তং—‘লঘু গুরু  
 বদন্তি পঞ্চচামরমিতি’ ॥ ৩৯ ॥ অগ্রঞ্চাহ—অস্মিন্ রাজ্যে ভানুপুত্র্যাঃ  
 রাধায়াঃ সিদ্ধে নিষ্পাদিতে সতি তয়া সহ তু মুকুন্দঃ একস্মিন্ পীঠে আসনে  
 স্থাতুং ন ঈষ্টে সমর্থোভবেৎ (ঈশ্, ঐশ্বর্য্যে আদাদিকঃ) । সুরস্তু  
 সূর্য্যাপত্যং গর্গাদিত্যঃ ষ্ণং ইতি ষ্ণং সূর্য্যঃ জিহ্বামাপ্ সূর্য্য। ভানুকৃত্য  
 আহ্বয়ঃ নাম যশ্চাঃ তশ্চাঃ অঙ্গাং ব্যক্তায়াং প্রকটায়াম্ লক্ষ্যাম্ সুষমারামেব  
 চন্দ্রঃ গোকুলচন্দ্রমা ইতি আহ্বা সংজ্ঞা যশ্চ স চন্দ্রাহ্বঃ স চাসৌ আসম্যাক্  
 মুগ্ধঃ মনোহরঃ, ভানুজারূপমোহিতো বা সোহপি মুকুন্দঃ তাশ্চ প্রসিদ্ধাঃ  
 লক্ষ্মীঃ কিরণমালাঃ অশ্নু তে ব্যাপ্নোতি । তদ্বৃত্তং (ব্র. ম. ২।১৩)  
 অঙ্গাদঙ্গাদনঙ্গাকুলিত-পুলকিতাদ্ গৌররুচিস্তরঙ্গাঃ প্রোতুঙ্গাঃ প্রোচ্ছলন্তঃ  
 সকলমপি জগন্নাগুলাং প্লাবয়ন্তীতি । তত্রাতিশুশুভেতাভি ভগবান্  
 দেবকীসুতঃ । মধ্যো মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথেষ্টাদিতশ্চ ।\*  
 অত্র বৈশ্বদেবীনাম বৃত্তং—‘বাণাশ্চৈ শ্চিন্না বৈশ্বদেবী মর্মো যৌ’ ইতি ॥ ৪০ ॥

\* চন্দ্রে সূর্য্যাকিরণ-প্রতিফলনং প্রসিদ্ধমেব । তদ্বৃত্তমৃগবেদে (১ম। ১৩ অনু।  
 ৮৫ শ্র) । ‘অত্রাহ গৌরমম্বত নাম তুষ্ট রপীচাং । ইথা চন্দ্রমসৌ গৃহে ॥ ১৫ ॥ ভাগ্যঞ্চ—  
 অত্রাহাস্মিন্বেব গো গন্তুশ্চন্দ্রমসৌ গৃহে মণ্ডলে তুষ্টু দীপ্তশ্রাদিত্যস্ত সন্ধ্যাপীচাং রাত্রাবস্ত-  
 হিতং স্বকীয়ং যন্মাম তেজ স্তদাদিত্যস্ত রশ্ময় ইথেথমনেন প্রকারেণামম্বত অজানন্ ।  
 উদকময়ে স্বচ্ছে চন্দ্রবিশ্বে সূর্য্যাকিরণাঃ প্রতিফলন্তি । তত্র প্রতিফলিতাঃ কিরণাঃ সূর্য্যো  
 বাদৃশীং সংজ্ঞাং লভন্তে, তাদৃশীং চন্দ্রেহপি বর্তমানা লভন্ত ইত্যর্থঃ ।



যতো মিত্রাল্লজ্জাবলিতবদনুদ্ভাবিতকলে  
 বিধাবহুঃ প্রান্তে নবকুমুদিনী মানকুদিব ।  
 ন বক্ত্রাপ্রানুদ্ভাং বিম্বজতি গতে তত্র তু মুদা  
 তদালীনাং দৃশ্যঃ স্মুরতি স তয়ো রঙ্গ-নিকরঃ ॥ ৪১ ॥  
 ইতি কৃতমতিপূর্ণিমাযাদমুঃ  
 হরিমনু সমদত্ত রত্নাসনং ।

অপরমপি বদতি—যতঃ যস্মাৎ মিত্রাৎ সূর্যাৎ লজ্জরা বলিতবৎ সংবৃতপ্রায়া  
 অতোনুদ্ভাবিতাহপ্রকাশিতা কলা যন্ত তস্মিন্ বিধৌ চন্দ্রে অহুঃ প্রান্তে  
 প্রদোষকালে নবকুমুদিনী মানকুৎ ইব বক্ত্রশ্চ বদনশ্চ অগ্রভাগাৎ মুদ্ভাং  
 নিমীলনমিতি যাবৎ ন ত্যজতি, তত্র কুমুদিনীসকাশে মুদানন্দেন গতে তু  
 তস্মিন্ চন্দ্রে তদা অলীনাং ভ্রমরাণাং দৃশ্যঃ সন্ তয়োঃ চন্দ্র-কুমুদতোঃ  
 স অঙ্গ-নিকরঃ অঙ্গসমূহঃ স্মুরতি প্রকাশতে বিকসতি বা । শ্লেষণ,  
 বন্ধুজনাং লজ্জমানে অতঃ অপকটিতস্বীয়বৈদগ্ধীপ্রভৃতি-নাগরোচিত-  
 বিত্তে কৃষ্ণে নবপদ্মিনী শ্রীরাধা মানিনীব বদনমণ্ডলাৎ মানচিহ্নং ন  
 ত্যজতি ; যথোচিতং ন ভাষতে ইত্যর্থঃ । তত্র তু রাধাসবিধে কৃষ্ণশ্চ  
 মুদা আনন্দরাশিং প্রকট্য গমনে তদা তয়োঃ কিশোরয়োঃ সং অপরি-  
 কলিতপূর্বঃ রঙ্গাণাং কোতুকানাং যদ্বা রঙ্গশ্চ রাগশ্চ, সুরতনৃত্যশ্চ, সুরত-  
 যুদ্ধক্ষেত্রশ্চ, সুরতরঙ্গমঞ্চশ্চ বা নিকরঃ সমূহঃ । রসভাবভেদেন উদ্দীপনাদি-  
 তারতম্যেন চ তেষাং বহুত্বং বোধ্যং ] অালীনাং সখীনাং দৃশ্যঃ কুত্রচিন্নরন-  
 গোচরঃ কদাচিদ্ বা জ্ঞানগোচরঃ সন্ স্মুরতি প্রকটিতঃ শ্রাদিত্যর্থঃ ।  
 অতন্তুভয়োঃ সান্মুখ্যানয়নং হি সর্বথৈব কার্য্যমিতি ধ্বনিঃ । শ্লেষঃ ।  
 অত্র শিখরিণীণাম বৃত্তং—‘রসৈ রুদ্রেচ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণীতি ॥ ৪১ ॥  
 এবং বিচার্য্য কৃষ্ণায় আসনং দদৌ পৌর্ণমাসীত্যাহ—ইতি ইথং কৃতা  
 মতি যথার্থ-নির্দ্ধারণং যয়া সা পৌর্ণমাসী তদা অয়াৎ অগচ্ছৎ । অমুং

তথা ভাস্করাচার্য্যাস্ত সিদ্ধান্তশিরোমণৌ শৃঙ্গোল্লতিবাসনা ( ১ )—

“তরণিকিরণ-সঙ্গাদেব-পীযুষপিণ্ডে।

দিনকরদিশি চন্দ্র শ্চন্দ্রিকাভি শ্চকাস্তি ।

তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রী

ঘট ইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়ৈবাতপস্থঃ ॥ ইত্যাদৌ



পৃথুঘৃণিঘটয়া তদপ্যাঅনা

যদতনুত নৃপাসনেনৈকতাং ॥ ৪২ ॥

পৃথক্ পদস্থাবপি তো তদান্তিকে

মিথঃ স্ফুরন্তৌ জগতাং মনস্যপি ।

স্বয়ঞ্চ সর্বৈশ্চ বিনিশ্চিতৌ চিরা-

দেকত্র পীঠে বিহিত-স্থিতৌ ইতি ॥ ৪৩ ॥

অভিমুখমুদয়াচলদ্বয়ং

ব্যতিবসতেহত্র চ কিং বিধু বিধূন্ ।

জনয়ত ইতি রাজদাসনৌ

স্মিতবদনাবথৈতৌ জগৌ জনঃ ॥ ৪৪ ॥

হরিমনু হরয়ে তৎ রত্নাসনং সমদত্ত ত্রবেদয়ং চ, যৎ আসনং পৃথবঃ সুবিপুলা  
যে ঘৃণয়ঃ কিরণা স্তেষাং ঘটয়া সমূহেন আত্মনাপি স্বয়মেব নৃপাসনেন সহ  
একতাং সাম্যং অতনুত অভজৎ । অত্র মন্দাকিনী নাম বৃন্তং—ননরর-  
ঘটিতা তু মন্দাকিনীতি লক্ষণাং ॥ ৪২ ॥ পৃথক্ পদস্থৌ ভিন্নাসনস্থৌ  
বিভিন্নমর্যাদৌ বা অপি তদা তো মিথঃ অন্তিকে সবিধে স্ফুরন্তৌ ; ন  
কেবলং তৎ, অপিতু জগতাং মনসি অপি তথা স্ফুরন্তৌ । স্বয়ং সর্বৈশ্চ  
জনসজ্জৈশ্চ বিনিশ্চিতৌ নির্দ্ধারিতৌ যন্তৌ চিরাং একত্র একস্মিন্ পীঠে  
আসনে ক্রুতা স্থিতিঃ অবস্থানং যাত্যাং তো ইতি ॥ অত্রাপাদত্রয়ে  
বংশস্থবিলং, অন্তিমে তু ইন্দ্রবংশা । তেনানয়োরুপজাতিঃ ॥ ৪৩ ॥ তত্র  
জনানাং শোভাদর্শনোৎখবিতর্কমাহ—উদয়াচলদ্বয়ং অভিমুখং ব্যতিবসতে  
পরস্পরং সম্মুখং চ বিরাজতি ॥ অত্র পর্বতদ্বয়ে চ কিং বিধু চন্দ্রৌ  
সংখ্যাহীনান্ বিধূন্ চন্দ্রান্ জ্যোৎস্নারশীন্ জনয়তঃ ইতি জনঃ অগায়ৎ ।  
এতদ্বিতর্কস্ত্র বীজমপি সূচয়তি—অথ রাজতী শোভমানে আসনে বয়ো স্তৌ,  
এতেন উদয়াচলসাম্যং । এতৌ যুগলকিশোরৌ গোকুলভানুকুলচন্দ্রৌ ।  
তথা স্মিতানি মৃদুমধুরহাস্তানি বদনে বয়ো স্তৌ । হাস্তানি খলু জ্যোৎস্না-  
সদৃশানীতি কবিসময়প্রসিদ্ধম্ । যদ্বা বিধূনিতি স্বাস্থ-চন্দ্রান্—শ্রীকৃষ্ণস্ত্র  
মুখগণ্ডদ্বয় ললাট-চন্দন-নখেষ্ণু সার্কচতুर्वিংশতিঃ চন্দ্রাঃ ; শ্রীরাধায়াস্ত চন্দন-  
চন্দ্রাহিত্যাততঃ একোনা স্তে ইত্যষ্টচত্বারিংশচ্চন্দ্রাঃ । প্রথমাতিশয়োক্তিঃ ;



অয়মিহ মণিবেঢ়াং কল্পশাখী-তমালঃ  
 ক্ষুটমিয়মিহ দিব্যা কাপি গাঙ্গেয়বল্লী ।  
 দ্যুতি-কিসলয়বৃন্দং দ্বাবিমৌ সঙ্গমার্থং  
 মিথ ইব তনুত স্তাবেবমেকে শশংসুঃ ॥ ৪৫ ॥

অবিশত মুদানতক্রজনতা মাত্মা পরীত্য গান্ধৰ্বাং ।  
 কনকালুকাং সুধায়াঃ সুর-বীথী বা বিলোড়নে সিক্কোঃ ॥ ৪৬ ॥  
 দীব্যংকুসুম-সুবর্ষে কৃষ্ণ-স্মিতভরসান্দ্রে ।  
 আড়ম্বর-বরলক্ষ্ম্যা নৃত্তে জগদনুৰৃত্তে ॥ ৪৭ ॥

—তদ্বক্তং নিগীর্ণশ্রোপমানেনোপমেয়শ্চ নিকৃপণং । যৎ শ্রাদতিশয়োক্তিঃ  
 সেতি । উৎপ্রেক্ষা চ, অত স্তয়োঃ সঙ্করঃ । অপরবক্তৃ নামাক্সসমবৃত্তং—  
 ‘অযুজি ননরলা গুরুঃ সমে তদপরবক্তৃ মিদং নজৌ জরৌ ।’ ইতি ॥ ৪৪ ॥  
 অত্রথাপ্যুৎপ্রেক্ষতে—ইহ অশ্রাং মণিবেঢ়াং অয়ং কল্পশাখী কল্পতরুশ্চাসৌ  
 তমালশ্চেতি কস্মধারয়ঃ । ইয়ং ইহাস্মিন্ স্থলে ক্ষুটং ব্যক্তং যথা শ্রাত্তথা  
 কাপি অনিবাচ্যা দিব্যা অপ্ৰাকৃতা স্তমনোজ্ঞা বা চাম্পেয়বল্লী চম্পকলতা,  
 গাঙ্গেয়-বল্লীতি পাঠান্তরে স্বর্ণলতা । ইমৌ তৌ দ্বৌ মিথঃ সঙ্গমায় দ্যুতিঃ  
 কান্তিরেব কিসলয়ং পল্লবং তশ্চ বৃন্দং তনুতঃ বিস্তারয়তঃ, ইবেতি বস্তুতঃ  
 তথাত্বং বারয়তি । এবং ইথং একে লোকাঃ শশংসুঃ অকথয়ন্ । [ শনু-  
 স্ততো লিটি ] । অত্র মালিনী নাম বৃত্তং ॥ ৪৫ ॥

রাধাং পরিবৃত্য জনানামুপবেশনমাহ—মাত্মা পূজ্যা নতক্রবাং কুটিলক্র-  
 যুক্তানাং সুন্দরীণামিতি যাবৎ জনতা মুদা গান্ধৰ্বাং পরীত্য সংবেষ্টা অবিশত  
 উপাविशत् । নেर्विश इत्याद्यनेपदम् । তত্রানুকুলো দৃষ্টান্তঃ—সমুদ্ৰ-  
 বিলোড়নকালে যথা সুধায়া অমৃতশ্চ কনকালুকাং স্বর্ণকলসং পরিবেষ্টা  
 সুরবীথী দেবাঃ বিরাজিতা আসন্, তদ্বৎ । আৰ্য্যা নাম মাত্ৰাবৃত্তিঃ ॥ ৪৬ ॥  
 অথ সখীজনেভ্যো যথাযোগ্যমধিকারদানপ্রকারমুদ্বৃত্তুং উপক্রমতে  
 পঞ্চভিঃ—দীব্যস্তি শোভমানানি যানি কুসুমানি তেষাং সুন্দর-বর্ষণে তথা  
 কৃষ্ণশ্চ স্মিতানাং মৃদুমধুরহাস্তানাং ভরেণাতিশযোন সান্দ্রে নিরবকাশে  
 তদা আড়ম্বরঃ পটহঃ তূর্য্যাবঃ, প্রহর্যো বা স এব বরা লক্ষ্মীঃ তস্তাঃ নৃত্তে  
 নর্ত্তনে জগতাং অনুবৃত্তে আনুগত্যে চ সতি [ অনুষ্ঠুপ্ ] ॥ ৪৭ ॥ তথা



স্তুতিকুজ্জলে জনসুখ-বাঙ্গাবলি-শুভ্রি-ফুটমুক্তাকলে ।  
 গান্ধৰ্বায়া বিলসিতবৃন্দং ভৱতী-সজ্জেশ্বনুবিদধৎসু ॥ ৪৮ ॥  
 আলীসজ্জৈ নিজাস্ত্রীৰুন্দ-পীযুষ-সিক্কোঃ  
 শ্বাসোল্লাসেন চঞ্চদ্বক্কোজ-মস্থানশৈলাং ।  
 আবিভূতামিবৈনামাকুচশুভ্রাংশুপীঠাং  
 মধ্যে তৎসৃষ্টলক্ষ্মীং নিৰ্মাতি চাশ্চৰ্য্যালক্ষ্মীং ॥ ৪৯ ॥

স্তুতিকুতাং বন্দিনাং জলে বা বন্দনাগীতে, জনানাং সুখবাঙ্গাবলি  
 আনন্দাশ্রাজিরেব শুভ্রিষু ফুটা ব্যক্তা আবিভূতা যা মুক্তা তৎসদৃশে ।  
 [ মুক্তাস্থানাষ্টকং যথা—দ্বিপেন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্খমংগ্ৰাহিশুভ্র্যুদ্ভববেণুজানি ।  
 মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষান্ত শুভ্র্যুদ্ভবমেব ভূরি ॥ ]  
 তত্রাকার-সাম্যাং চক্ষুষি শুভ্রিত্বং, তথা ধাবল্যাদশ্রুণি চ মৌক্তিকত্ব-  
 মারোপিতমিতি জ্ঞেয়ম্ । ঈষদুনে ‘কল্প’ প্রত্যয়শ্চ । তথা যুবতীনাং  
 বৃন্দেষু গন্ধৰ্বাণাং গন্ধৰ্বকন্তানাং বিলাসবৃন্দং অনুবিদধৎসু অনুকূৰ্বৎসু  
 [ ভৱতীবৃন্দেষু পঠে নটীসমূহেষু গান্ধৰ্বায়া রাধিকায়াঃ বিলাসাবলিঃ  
 অনুকূৰ্বৎসু ইত্যর্থঃ শ্রুৎ । ] আৰ্য্যাগীতি নৰ্মমাত্রা বৃত্তমেতৎ । তদ্বৃত্তং—  
 আৰ্য্যা প্রাগ্দলমন্তেহধিকগুরুতাদৃগপরাধিমাৰ্য্যাগীতিঃ ॥ ৪৮ ॥ শ্বাসোল্লাসেন  
 শ্বাসাতিরেকেণ চঞ্চন্তৌ চঞ্চলায়মানৌ ( চনুচু গতো ) বক্কোজৌ কুচৌ এব  
 মস্থান-শৈলৌ যত্র তথাবিধাং । নিজাস্ত্রানাং স্ববদনানাং শ্রীণাং লাবণ্যানাং  
 বৃন্দমেব পীযুষং অমৃতং ক্ষীরং বা তস্মৈ সিক্কোঃ সমুদ্রাং আবিভূতামিব  
 এনাং রাধাং চ আশ্চৰ্য্যালক্ষ্মীং অপূৰ্বলক্ষ্মীং নিৰ্মাতি আলীসজ্জৈ সখী-  
 সমূহে ( ভাবে সপ্তমী ) । তামেব বিশিনষ্টি—আকুচং অধিষ্ঠিতং শুভ্রাঃ  
 শ্বেতঃ অংশুঃ কিরণঃ যস্মৈ তথাবিধং পীঠমাসনং যয়া তাং । তথা মধ্যেতৎ  
 তস্মৈ পূৰ্বোদ্দিষ্টম্ । সমুদ্রশ্চ মধ্যে [ পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বেতি অব্যয়ীভাবঃ ]  
 সৃষ্টং জনিতং লক্ষ্মী চিহ্নং যস্মৈ স্তাং । সা কমলা যথা ক্ষীরসমুদ্রমস্থনাং  
 আবিভূতা, ইয়মপি সখীনাং বদনলাবণ্যসমুদ্রমালোভ্য প্রজাতা । উভে  
 কাঞ্চনবর্ণে দিব্যসিংহাসনসমাকুচে পদ্মালয়ে চ । বৈলক্ষণ্যন্ত স্বৰ্গলক্ষ্মী  
 দেবাসুৱাণাং প্রয়াসাতিরেকৈঃ প্রাহুভূতা, ইয়ন্ত সখীনামেব কলা-  
 কৌশলেনেতি । রূপকব্যতিরেকোৎপ্রেক্ষাঃ । চন্দ্রলেখা নাম বৃত্তং—‘ম্রৌ  
 মো যৌ চেদ্ভবেয়ুঃ সপ্তাষ্টকৈ শ্চন্দ্রলেখেনি ॥ ৪৯ ॥ “অহো আশ্চর্য্যে !



বৃন্দাটবীকনকদণ্ড-বিভূষণানি

ছায়ামহো দদতি যামনু ভানুপুল্লীং ।

ছায়ামমূমনুভজন্তি সদা স্ম পশ্যে-

তুৎফুল্লনেত্রমিহ পশ্যতি লোক-সজ্জে ॥ ৫০ ॥ \*

অবদদিদং ভগবতী হ গুরুভি রিয়মত্র লজ্জতে ।

ব্রজকুলহৃদয়পতে তদসৌ ভবতা সখীঃ সমধিকার্য্য

নন্দ্যতাং ॥ ৫১ ॥ [ পঞ্চভিঃ কুলকং ]

হরিরপি নিভৃতার্পিতাং রাধয়াপাঙ্গলীলাবলিঃ

সপদি নতদৃশা সমাদায় চাদেশমালামিব ।

বৃন্দাটব্যাঃ কনকদণ্ডশ্চ বিভূষণানি চ যাং বৃষভানুপুল্লীং অনু তদেহে  
ইত্যর্থঃ ছায়াং কান্তিং দদতি, কিন্তু অমূমনু শ্রীরাধায়াঃ ছায়াং কান্তি-  
কন্দলীমেব সদা ভজন্তি স্ম—‘ইতি পশ্য ।’ ইত্যেবং উৎফুল্লনেত্রং যথা  
শ্রাতৃথা ইহাস্মিন্ স্থলে কালে বা লোকসমূহে পশ্যতি চ [ বসন্ততিলকং নাম  
বৃত্তং, স্বভাবোক্তি-তদগুণ-ব্যাঘাতাঃ ] ॥ ৫০ ॥ ভগবতী পৌর্ণমাসী ইদ-  
মবদং—‘হে ব্রজকুলানাং গোকুলবাসিনাং হৃদয়পতে কৃষ্ণ ! অত্রাস্মিন্  
স্থলে ইয়ং রাধা গুরুভিঃ বেষ্টিতেতি শেষঃ লজ্জতে । ‘হ’ পাদপূরণে  
বিনিয়োগে বা । রাজোচিতাধিকারদানে নালমিত্যর্থঃ । তত্স্মাং ভবতা  
সখীঃ সম্যক্ যথাযোগ্যং অধিকার্য্য অধিকারদানেন বিনিবোজ্য  
অসৌ রাধা নন্দ্যতাং প্রফুল্লীকরিতাম্ । ললিতং নাম বিষমবৃত্তমিদং ।  
উদগতালক্ষণং তু প্রাপ্তভূমেব । তস্মা এব প্রস্তারভেদোহয়ং—তদ্বৃত্তং—  
‘নয়ুগং সকারযুগলঞ্চ ভবতি চরণে তৃতীয়কে । তদ্বদিতমুরুমতিভি ললিতং  
যদি শেষমশ্রু সকলং যথোদগতেতি ॥ ৫১ ॥

\* ইতঃ শ্লোকত্রয়ং ( গো ) পুস্তকে দৃশ্যতে—

( ১ ) ললিতলোলিতপ্রকীর্ত্ত্যতিচণে সখীদৃশাং কুলে ।

ত্রিপথগোংপলালি-মঞ্জুলে প্রতি তদানেন্দু-নন্দিতে ॥

( ২ ) তাষ্মলং যা বিতরতি মদনং তামেবোচ্চৈঃ সপদি সমুদিতাং ।

নির্মাতাক্ষৈরপি বদনচরৈ রস্থাং রাগৈরতিশয়-গমিতৈঃ ॥

( ৩ ) ভূসারাগ্রং বহন্তীভি লক্ষ্ম্যা তস্মা হতান্তভিঃ ।

তৎসেবাসাঅমাহার্যাং তস্মাং তাভি নিষেব্যায়াং ॥



অধিকৃতিমদিশং প্রতিস্বং সখীভ্যো বরৈ ভূষণৈ  
 রিদমিদমিতি যদ্বচোহপূরয়ন্নমণা পূর্ণিমা ॥ ৫২ ॥  
 রাধিকাস্ত্র-চন্দ্রিকাবৃত-তদোদগতং হরে  
 বক্তৃসংপুটাং পটুস্মিতন্ত চারুচন্দনং ।  
 পৌর্ণমাসজল্লচন্দ্র-বাসিতং ন কস্ত বা  
 ধূমিকা-নিভং বহি স্তথান্তরং ব্যাধাদিহ ॥ ৫৩ ॥  
 এধি ত্বং ললিতে ! সা বৃন্দাকানন-রাজ্য  
 রাধায়া যুবরাজ্যী নান্নৈবাস্তানুরাধা ।  
 প্রেম্না দ্বন্দ্বচরী যা বত্নায়াং বিভূতয়াং  
 স্বং জৈবাতৃকমগ্নেকত্বা সন্দধসেহত্র ॥ ৫৪ ॥

রাধেন্দ্রিতেন শ্রীকৃষ্ণাধিকার-সূচনমাহ—হরিঃ অপি রাধয়া নতদৃশা  
 কুটিলচক্ষুষা করণেন নিভৃতং অত্মালক্ষিতং যথা স্তাত্তথা অপিতাং অপাদ্রয়োঃ  
 নেত্র-প্রান্তয়োঃ লীলাবলিং সাচীক্ষাকটাক্ষায়াং সপদি সত্বে আদেশমালা-  
 মিব সমাদায় সংপ্রাপ্য বরৈঃ উত্তমৈঃ ভূষণৈঃ সখীভ্যঃ প্রতিস্বং প্রত্যেকং  
 অধিকারমদিশং নির্দিষ্টবান্ । ‘ইদং কার্যং ললিতা করোতু’ ‘ইদং তু  
 বিশাখা’ ইতি এবং যদ্বাক্যং নমণা পরিহাসেন সহ পূর্ণিমা অপূরয়ং সম-  
 সূচয়ং । নারাচ নাম বৃত্তং—‘ইহ নন রচতুক্ষস্বষ্টন্ত নারাচমাচক্ষতে’ ইতি  
 লক্ষণাং ॥ ৫২ ॥ আদেশস্তাস্ত্র মহামাহাত্ম্যং ব্যঞ্জয়তি—রাধিকাস্ত্র  
 বদনস্ত্র যা চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তয়া আবৃতং আচ্ছাদিতং—হরেঃ বক্তৃসংপুটাং  
 বদনমণ্ডলাং তদা উদগতং পটু স্তমধুরং স্মিতন্ত চারুচন্দনং—তথা পৌর্ণমাসঃ  
 পূর্ণিময়া উচ্চারিতঃ জল্লঃ বাক্যমেব চন্দ্রঃ কপূরঃ তেন বাসিতং স্নগন্ধিতং  
 চ সৎ কস্ত বা জনস্ত্র বহিঃ তথা অন্তরং ধূমিকায়াঃ কুজ্বাটিকায়াঃ নিভং  
 সদৃশং ন ব্যাধাং অকরোং ? সর্বহৃদয়মেব স্নম্বিক্তমকরোদিত্যর্থঃ । অত্র  
 তুণকং বৃত্তং—তুণকং সমানিকাপাদদ্বয়ং বিনান্তিমম্ । ‘গ্লোরজৌ সমানিকা  
 তু’ ইতি পূর্বোক্ত-সমানিকায়াঃ পদদ্বয়ং গ্লৌ বিনা অস্তিমং ‘রজৌ রজৌ  
 রেতি’ ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥ ললিতায়া যৌবরাজ্যাধিকারঃ—যা অস্ত্রাঃ রাধায়া  
 নান্না ইব নু বিকলে অপদেশে বা রাধা অনুরাধা ইতি অসি, প্রেম্না দ্বন্দ্বচরী  
 যুগ্মীভূতা বিশাখানক্ষত্রস্ত্র রাধা-নামকত্বাং অনুরাধায়াশ্চ তৎ পশ্চান্নির্দেশাং



মতি-সচিবপদং শাধি তস্তা বিশাথে !

মতিরপি যুবয়ো রেকরূপা যথাখ্যা ।

অপঘন-মহসা ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনশ্রী

রনিশমপি ভজেৎ ত্বংকৃতৈঃ সান্ত্বমন্তৈঃ ॥ ৫৫ ॥

এবং তৎপ্রভৃतीনাং কৃত্বাহসৌ বিনিয়োগং

তদ্বৎ তৎপ্রতিরূপাঃ কাশ্চিত্তত্র বিধায় ।

বৃন্দামন্বিতবৃন্দাং বন্যাপালন-কৃত্যে

সম্মাত্যভরণাঠৈরাঠৈ স্তামবতি স্ম ॥ ৫৬ ॥

বিশাখা অনুরাধেতি, হে ললিতে ! সা ত্বং বৃন্দাবনরাজ্যাঃ রাধায়াঃ যুবরাজ্ঞী  
এধি স্তাৎ [ অস বিদ্যুতয়াং লোটী মধ্যমৈক-বচনে রূপম্ ] । অত্র অস্তাং  
বন্যয়াং বনসন্তত্যাং বিভূতয়াং আধিপত্যে স্বং স্বকীয়ং জৈবাতৃকং চন্দ্রং  
শ্লেষণে আয়ুস্মন্তং কৃষ্ণচন্দ্রং অগ্রে কৃত্বা সন্দধসে সম্যক্ ধরসি [ দধ ধারণে  
ভূাদিকঃ ] বোপদেবমতে ‘দানধৃত্যোঃ’ ; অতঃ সম্যক্ দদাসি স্বয়মনাস্বাশ্র  
তং স্বযুখাধিপায়ৈ উপহরসীত্যর্থঃ । তস্মাত্ত্বমেব যুবরাজ্ঞী ভবেত্যর্থঃ ।  
লোলা নাম বৃত্তং—দ্বিঃ সপ্তচ্ছিদি লোলা মসৌ শৌ গো চরণে চেদিতি ॥৫৪  
বিশাখায়াঃ মতি-সচিবত্বং—হে বিশাখে ! তস্তা বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ মতি-সচিব-  
পদং মন্ত্রণা-কারিত্বং শাধি গৃহাণ । তত্র হেতুমাহ যুবয়োঃ মতিরপি  
যথাখ্যা নামবৎ একরূপা, নাম্না সমানাসি, নক্ষত্রাভিধানে রাধাবিশাখয়োঃ  
সমপর্যায়ত্বাৎ । তত্র লাভমপি প্রদর্শয়তি—বৃন্দাবনশ্রীঃ লক্ষ্মীঃ ত্বাং চ  
অপঘনানাং অবরবানাং মহসা কান্ত্যা অনিশং সন্ততমপি ভজেৎ সেবেত ।  
তৎ কথমিতি তত্রাহ—ত্বয়া কৃতৈঃ সান্ত্বৈঃ অতিমধুরৈঃ কর্ণমনঃপ্রীতি-  
জনকৈঃ মন্তৈঃ মন্ত্রণাভিঃ । মত্যাংমেকত্বং উভয়োঃ কৃষ্ণনিষ্ঠপ্রীতিকত্বাদিতি  
জ্ঞেয়ম্ । অত্রাপি তৃতীয়োল্লাসে তস্তাঃ সহায়েন কৃষ্ণসঙ্গমনং, বৃন্দাবনরাজ্য-  
প্রাপ্তিশ্চেতি প্রাগ্ বর্ণিতমেব । অত্র নান্দীমুখী নাম বৃত্তং—‘স্বরভিদি  
বদি নৌ তৌ চ নান্দীমুখী গো’ ইতি লক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥ এবং অত্রাসামপি  
যথাযোগং বিনিয়োগমাহ—এবং অসৌ কৃষ্ণঃ তৎপ্রভৃतीনাং বিনিয়োগং  
অধিকারং দত্ত্বা, তদ্বৎ কাশ্চিত্ত সখীঃ তত্র তৎপ্রতিরূপাঃ প্রতিনিধীঃ বিধায়  
নিযোজ্য অন্বিতবৃন্দাং স-পরিজনাং বৃন্দাং বন্যয়াঃ বনসমূহশ্র পালনশ্র  
কৃত্যে আঠৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ আভরণাঠৈঃ সম্মাত্য চ তাং রাধাং অবতিস্ম



ততশ্চ বৃন্দাবনবাসিনঃ স্বকান্  
যথাযথং তেন কৃত-প্রসাদকান্ ।

মুনীশ্বরী স্বাননবর্ণমদ্রুতং

যাতাপি শীর্ণাখিলবর্ণমব্রবীৎ ॥ ৫৭ ॥

ফুল্লা বল্লীবধুভি বিতরত রুচিতং শাখিসভ্যা দ্বিজেশা

গানং সারঙ্গসংঘৈঃ কুরুত যুগজনা গর্বপূর্বং রমধ্বম্ ।

আভিঃ শ্রীরাধয়াহস্মিন্ নিজগণপতিভি জুষ্টয়াবোধি রাষ্ট্রং

কৃষ্ণং বৃন্দাং নয়ন্ত্যা শুচিপদবিরসৌ ভাতি রাজস্বতী ভূঃ ॥ ৫৮ ॥

অগ্রীণয়ৎ । অত্রাপি লোলা নাম বৃত্তং ॥ ৫৬ ॥ বৃন্দাবনবাসিনঃ কৃষ্ণেণ  
প্রসাদিতাঃ সন্তঃ পৌর্ণমাস্তা জগদিরে—ততশ্চ স্বকান্ স্বকীয়ান্ বৃন্দাবন-  
বাস্তব্যান্ যথাযোগ্যং তেন কৃত-প্রসাদকান কৃতানুগ্রহান্ যদা কৃতঃ  
প্রসাদশ্চ কং সুখঞ্চ যেষাং তথাবিধান্ মুনীশ্বরী পৌর্ণমাসী স্ববদনশ্চ অদ্রুতং  
বিস্ময়করং অপূর্বং বা বর্ণং যাতা বৈবর্ণ্যমতীত্যর্থঃ অপি শীর্ণানি গদগদানি  
অখিলানি বর্ণানি অক্ষরাণি যত্র তদ্যথা স্ত্রীভুত্যা অব্রবীৎ । বংশস্থবিলং  
বৃত্তং—বদন্তি বংশস্থবিলং জতো জরাবিত্তি ॥ ৫৭ ॥

তদ্ বাক্যমনুবদতি—হে শাখিনশ্চামী সভ্যাশ্চেতি তৎসম্বোধনে ।  
যুয়ং বল্লী-লতা এব বধুঃ তাভিঃ সহ ফুল্লা আনন্দিতাঃ প্রস্তুটিতাঃ বা সন্তঃ  
রুচিতং অভিলষিতং বিতরত প্রযচ্ছত । হে দ্বিজেশাঃ ! পক্ষিশ্রেষ্ঠাঃ !  
সারঙ্গাণাং ভ্রমরাণাং সমূহৈঃ সহ আনন্দিতাঃ সন্তঃ গানং কুরুত । হে  
যুগজনা যুয়ং গর্বপূর্বং সাটোপং রমধ্বং সুখং জুষধ্বং । তত্তৎকারণ-  
মপ্যাহ—অস্মিন্ বৃন্দাবনে নিজগণানাং পতিভিঃ অধিপাতিঃ আভিঃ ললিতা-  
ত্যাভিঃ জুষ্টয়া পরিসেবিতয়া শ্রীরাধয়া রাষ্ট্রং রাজ্যং অবোধি বোধিতং  
জ্ঞাত্বা লক্ষমিত্যর্থঃ । তদ্ বিশেষণান্তরমাহ—কৃষ্ণং বৃন্দাঞ্চ নয়ন্ত্যা বশী-  
কুর্কত্যা যথাযথং বিনিযোজ্যেতি শেষঃ । অতোহসৌ ভূঃ বৃন্দাটবী রাজ-  
স্বতী সুরাজযুক্তা প্রজাপালনাদি-স্বধর্মপররাজযুক্তেত্যর্থঃ । রাজা বিহতে-  
হস্তা ইতি প্রশংসার্যং বতুপ্ । শুচিপদবিঃ বিশুদ্ধপথকা নিষ্কটিকা ;  
শ্লেষণে শুচিঃ শৃঙ্গাররসঃ তস্মৈ পদবিঃ পদ্ধতী পস্থা বা যস্তাঃ সা শৃঙ্গাররসোপ-  
সেবিতা সতী ভাতি প্রকাশতে । অত্র অক্ষরা নাম বৃত্তং ব্রতৈর্যানাং  
ব্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা অক্ষরা কীর্তিতেরমিতি ॥ ৫৮ ॥ অথাচার্য্য-গ্রহপতি-



আচার্য্যাং পূজয়িত্বাথ পৌর্ণমাসীমধীশ্বরী ।

এহাধিপতিভার্যে চ বটুত্রয়মপূজয়ৎ ॥ ৫৯ ॥

শৈলুষ-সূত-মগধাদি-কুলাঙ্গনাভি

স্তস্মিন্ কলা নিজনিজা কলয়াস্বভূবে ।

দত্তাবধানমপি তত্র সমত্র সর্বং

স্বস্বাভিমুখ্যরসিকং খলু মেনিরে যাঃ ॥ ৬০ ॥

অমুষ্ঠা শচরিত্র-স্মৃতি-প্রাবৃতানাং

মহেনামুনা শশ্বদুদ্বৃণিতানাং ।

নটীনাং তদা লাস্ত্রমস্তি স্ম নাট্যং

কদাচিত্তু নৃত্যঞ্চ তণ্ডু-প্রণীতং ॥ ৬১ ॥

স্তোত্র-কোলাহলং তস্মিন্নশৃণোদ্ বৃষভানুজা ।

য স্তোত্রতামগাদন্যাস্থথ বল্লদগুণোন্মসু ॥ ৬২ ॥

প্রভৃतीনাং প্রপূজনমাহ—অথানন্তরং অধীশ্বরী রাধা আচার্য্যাং পৌর্ণমাসীং পূজয়িত্বা এহাধিপতিঃ সূর্য্য স্তম্ভ ভার্যে সংজ্ঞাচ্ছায়ে বটুত্রয়ঞ্চ অপূজয়ৎ ॥ ৫৯ ॥ শৈলুষাঃ নটাঃ সূতাঃ পুরাণ-পাঠকাঃ মগধা বন্দিনশ্চ তেষাং কুলকামিনীভিঃ তস্মিন্ গৃহে নিজনিজা স্বা স্বা কলা বিদ্যা কলয়াস্বভূবে প্রকটীচক্রে । যাঃ কামিন্যঃ খলু তত্র সমত্র সর্বত্র সর্বং দত্তাবধানমপি মনোযোগি অপি স্বস্বাভিমুখ্যেন নিজসম্মুখতয়া রসগ্রাহি মেনিরে অমম্বন্ত । বসন্ততিলকং বৃত্তং ‘জ্যেয়ং বসন্ততিলকং তভজাজগৌ গ’ ইতি লক্ষণাৎ ॥ ৬০ ॥

নটীনাং কার্য্যব্যত্যয়মাহ—অমুষ্ঠা রাধায়াঃ চরিত্রশ্চ স্মৃতিঃ স্মরণং তয়া প্রকৃষ্টরূপেণ আবৃতানাং ছন্নবুদ্ধীনাং অমুনা মহেন মহোৎসবেন শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ উৎ উচ্চৈঃ ঘৃণিতানাং ভ্রমি-প্রাপ্তানাং নটীনাং তদা লাস্ত্রং নৃত্যং তাললয়াশ্রিতং ভাবাশ্রিতং বা নাট্যং অভিনীতম্ ( নট + গ্যৎ ) আসীৎ । কদাচিত্তু তণ্ডুঃ শিবানুচরবিশেষঃ তেন প্রণীতং প্রবর্তিতং নৃত্যং তাণ্ডব-মিত্যর্থঃ আসীচ্ ॥ ভুজঙ্গপ্রয়াতং নাম বৃত্তং—‘ভুজঙ্গপ্রয়াতং চতুর্ভি র্যকারৈ রিতি’ ॥ ৬১ ॥ তত্র স্তোত্রধ্বনিঃ উদতিষ্ঠৎ—তস্মিন্ কালে স্থলে বা বৃষ-ভানুজা রাধা স্তোত্রাণাং কোলাহলং কলকলং অশৃণোৎ । অথ পক্ষান্তরে যঃ কোলাহলঃ বল্লতাং প্রকাশমানানাং গুণানাং উৎকর্ষাণাং



বৃন্দাকাননদেবি ! সোম-সমতাং প্রাগ্-ব্যজ্য কীর্তিশ্রিয়া  
 পদ্মাস্তং মধুসূদনেন রহিতং চক্রে যয়া ত্বংকয়া ।  
 চিত্রং চিত্রমহো মহামহিমভি ব্রহ্মাণ্ডকোটি-স্থিতা  
 চন্দ্রাবল্যপি হন্ত ! শশ্বদনয়া নিষ্কৃষ্ণ-লক্ষ্মাকৃত্য ॥ ৬৩ ॥  
 কদাচিদ্ ভূভাগং দহতি ঘৃণিস্থষ্ট্যেব বিফলং  
 কদাচিদ্ বা ভাস্মানবতি জলবৃষ্ট্যা মরুমপি ।  
 প্রতাপ স্তে রাধে ! যুগপদমৃতেন স্বকজনান্  
 সদা সিঞ্চত্যুচ্চৈ গ্লপয়তি তু তাপেন বিমুখান্ ॥ ৬৪ ॥

উজ্জ্বা উত্তাপঃ গৰ্ব্বঃ ইতি যাবৎ যাসাং তাসু অত্মাসু পদ্মাদিষু তৌত্রতাং  
 তাড়নদগুত্বং অগাং প্রাগচ্ছৎ । তাসাং কণজরোহভূদিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ স্তোত্র-  
 মেবাহ পঞ্চভিঃ—হে বৃন্দাবনদেবি ! প্রাক্ কীর্তিশ্রিয়া যশঃ-সম্পদা সোমশ্চ  
 চন্দ্রশ্চ সমতাং সাদৃশ্যং ব্যজ্য ব্যক্তীকৃত্য যয়া ত্বংকয়া ত্বয়া মধুসূদনেন  
 কৃষ্ণেণ পক্ষে ভ্রমরেণ পদ্মাস্তং পদ্মায়াঃ সখ্যাঃ অস্তং পক্ষে পদ্মানাং কুসুমা-  
 নামস্তং রহিতং বিরহিতং চক্রে । হন্ত বিষাদে ! চিত্রং চিত্রং মহাবিস্ময়-  
 করমেতৎ থলু [ অহো বিস্ময়ে প্রশংসারাং বা ] যৎ মহামাহাত্ম্যে ব্রহ্মাণ্ড-  
 কোটিস্থিতা চন্দ্রাবলী রাধা-বিপক্ষা গোপী পক্ষে চন্দ্রশ্রেণীঃ অপি শশ্বৎ  
 পুনঃ পুনঃ অনয়া যশঃশ্রিয়া নি নাস্তি কৃষ্ণশ্চ লক্ষ্ম চিহ্নং যশ্চা স্তথাবিধা  
 পক্ষে নাস্তি কৃষ্ণং চিহ্নং কলঙ্কঃ ইতি যাবৎ কৃত্য । জগচ্ছেণীলসদৃশা  
 হি ত্বং, অতঃ সর্বত্রৈব তে কীর্তিপ্রতাপং নির্বণ্য চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ-বিরহিতা  
 ভবতি, চন্দ্ররাজিরপি শ্বেতীভবতীত্যর্থঃ, যশসঃ ধাবল্যাৎ । শার্দূলবিক্রী-  
 ডিতং বৃত্তং সূর্য্যাস্চৈ ম'সজাস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতমিতি ॥ ৬৩ ॥  
 ভাস্মান্ সূর্য্যঃ কদাচিদ্ ভূভাগং ঘৃণিস্থষ্ট্যা কিরণজালয়া এব বিফলং  
 নিরর্থকং যথা শ্রান্তথা দহতি । কদাচিদ্ বা জলবৃষ্ট্যা মরুমপি অবতি  
 রক্ষতি প্রকাশতে বা । তদ্বৃত্তং 'সূর্য্যাদ্ বিজায়তে তোয়ং তোয়াং শস্তানি  
 শাখিনঃ' ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে । হে রাধে ! তব প্রতাপঃ  
 যুগপৎ একদা অমৃতেন স্তম্ভয়া ( পক্ষে জলেন ) স্বকজনান্ স্বীয়ান্ সদা উচ্চৈঃ  
 নিতরাং সিঞ্চতি, কিন্তু পক্ষান্তরে তাপেন বিমুখান্ বিরুদ্ধপক্ষান্ উচ্চৈঃ  
 সাতিশয়ং গ্লপয়তি গ্লানিমাশ্রয়তি । রূপকব্যতিরেকো । শিখরিণী নাম  
 বৃত্তং—'রসৈ রুদ্রেচ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণীতি ॥ ৬৪ ॥ ততোহপি



দুষ্কান্তোনিধি-ভারমম্বুধিততি জ্যোৎস্নীগুণং তামসী  
 শ্বেতদ্বীপ-পদং জগাম সহসা চিত্রং তমোভূরপি ।  
 বৃন্দাকাননদেবদেবি ! যশসাং বৃন্দাদ্ ভবত্যা যত  
 স্তস্মাদেব হরৌ সদা কথমহো শ্রামারুচি বর্দ্ধতে ॥ ৬৫ ॥

শ্রীলবৃন্দাবনেশে ! জিগীষেব তেজ স্তব প্রাগ্ বিজিত্যেব চন্দ্রাবলীমতঃ  
 সাধু সাধারণং মৃগ্যদন্ধোহপি কোণং সহস্রাক্ষপত্ন্যামদত্ত্বা বিধেরঙ্গনাং ।  
 সৌষ্ঠবাসদ্বিধিং জানদেতামুমেত্যাহবরাঢ়াং দশাং স্বাহবরাহলন্তয়দ্ গর্বিতাং  
 পার্শ্বতীং প্রশ্রিতাঞ্চ শ্রিয়ং স্বশ্রিয়ে সংত্যজ্জেজয়ীত্যঙ্গতামেব লীলারূতে ॥ ৬৬ ॥

বৈচিত্রীবিশেষমাহ—যতঃ হেতোঃ ভবত্যাঃ যশসাং বৃন্দাং অম্বুধিততিঃ  
 সমুদ্রসমূহঃ দুষ্কান্তোনিধি-ভাবং ক্ষীরনিধিতুল্যতাং জগাম, তামসী অন্ধ-  
 কারময়ী রাত্রিঃ জ্যোৎস্নী চন্দ্রিকাবতী রজনী তস্তাঃ গুণং শুভ্রত্বমিতি যাবৎ  
 অগচ্ছৎ, তথা তমোভূঃ অন্ধকারময়ীভূমিঃ পাপভূমি বা শ্বেতদ্বীপস্ত পদং  
 ব্যবসায়ং প্রকাশং পাবিত্র্যং বা অগমৎ ইতি চিত্রং বিশ্বয়জনকম্ । অহো  
 আশ্চর্য্যে ! তস্মাদেব কারণাৎ হরৌ কথং সদা শ্রামা কৃষ্ণবর্ণা রুচিঃ  
 কিরণঃ বর্দ্ধতে, নোচিতমেতৎ ; ত্বংকান্ত্যা তমপি স্বর্ণীকুরুষ । যদ্বা  
 শ্রামায়াঃ সখ্যাঃ যমুনায়া বা রুচিঃ আসক্তিঃ, যদ্বা হরিবিষয়ে তব কথং শ্রামা  
 শৃঙ্গাররসোচিতা রুচিঃ অভিলাষো বর্দ্ধতে । যদ্বা তব শ্রামানারিকাত্তে  
 কথং তস্তাগ্রহাতিরেকো দৃশ্যতে ? তথাহি ‘শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালে  
 চ শীতলা । কান্ত্যাকর্ষণশীলা যা সা শ্রামা পরিকীর্তিতেতি’ । উদাত্ততদগুণ  
 বিরোধাতাসানুপ্রাসাদয়ঃ । অত্রাপি শার্দূলবিক্রীড়িতং ॥ ৬৫ ॥ শ্রীরাধায়া  
 স্তেজোদিগ্‌বিজয়ং বর্ণয়তি—হে শ্রীলবৃন্দাবনেশরি ! তব তেজঃ দীপ্তিঃ  
 প্রভাবঃ পরাক্রমো বা জিগীষু জয়েচ্ছু এব প্রাক্ প্রথমতঃ চন্দ্রাবলীং স্ব-  
 বিরুদ্ধাং গোপীং পক্ষে চন্দ্রশ্রেণীং বিজিত্য পরাজিত্য এব অন্ততঃ সাধারণং  
 সপক্ষে বিপক্ষে চ সমানং জনসমূহং সাধু উত্তমং যথা শ্রান্তথা যদ্বা সাধুনাং  
 মহাকুলীনানাং সাধারণং সদৃশং সর্বং মৃগ্যং অবিদ্যং সহস্রাক্ষপত্ন্যাং শচ্যাং  
 অক্ষঃ কোণমপি অদত্ত্বা, বিধেঃ ব্রহ্মণঃ অঙ্গনাং পত্নীং সাবিত্রীং সৌষ্ঠবেন  
 সাতিশয়ং অসদ্বিধিং অসম্মতাং অসংকস্মাং জানং, ‘উমা’ ইতি আহবরঃ  
 নাম যস্তাঃ সা চ আত্মা দুর্গা চ তাং যদ্বা আহবরঃ আত্মা প্রথমঃ যস্তাঃ তাং,  
 যদ্বা আহবরা নান্না ‘উমা’ ইতি এতাং পার্শ্বতীং আত্মাং দশাং লন্তয়ৎ মৃতবৎ



রাজ্যং কৃষ্ণবিলাসভূঃ সবয়সঃ কৃষ্ণশ্চ তাঃ সুপ্রিয়াঃ  
 প্রেয়ানেষ চ কৃষ্ণ এবমধিভু ত্বং তু ত্বমেবাসি ভোঃ ।  
 তর্হি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনি ! মন স্তত্তত্তয়া চিত্রতাং  
 গচ্ছন্নঃ কথমীহতাং স্তুতিকথাং তেনাত্র কিং কথ্যতাম্ ? ৬৭ ॥

এবং বিদ্যাবৃন্দ-চিত্রং দধানাঃ

সতৈ্যঃ সার্কং তত্তদাভ্যাং বিতীর্ণং ।

কুত্বেত্যর্থঃ [ তথাহি দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দামাকর্ষণ্য ভবাত্মাঃ প্রাণত্যাগঃ  
 প্রসিদ্ধ এব ] যদ্বা আত্মাং দশাং গর্ভবাসং [ তদুক্তং শরীরশ্চ দশ দশাঃ—  
 গর্ভবাসঃ জন্ম বাল্যং কোমারং পৌগণ্ডং যৌবনং স্থাবিৰ্য্যং জরা প্রাণরোধঃ  
 নাশ ইতি মোক্ষধর্ম্মটীকায়াং নীলকণ্ঠঃ ] লভ্যং প্রাপয়ং তথা প্রশ্রিতাং  
 বিনীতাক্ষ শ্রিয়ং লক্ষ্মীং স্বশ্রিয়ে স্বলাবণ্যবৃদ্ধৌ লীলায়াঃ ক্রুতে চ অঙ্গতাং  
 অংশতামেব সংত্যজং তন্ত্ৰাঃ রূপমাধুর্য্যস্তোমং হত্বা স্বাংশতাং প্রতিপাদ্য  
 জেজয়ীতি পুনঃ পুনঃ ভূশং বা জয়তি সর্বোৎকর্ষমাবিকরোতি । যদ্বা অঙ্গ  
 পুনঃ তামেব প্রশ্রিতাং শ্রিয়ং স্বশ্রিয়ে লীলাক্রুতে চ সংত্যজং সংমোচ্য  
 জেজয়ীতি সর্ব্বাঃ পরাজিত্য দেদীপ্যতে ইত্যর্থঃ । অত্রাপি জগচ্ছ্রেণীলসদ্-  
 যশস্কত্বং প্রতিপাদ্যতে । ‘উমাদিরমণীব্যূহ-স্পৃহণীয়গুণোৎকরামিতি’  
 কার্পণ্যপঞ্জিকায়াং—‘গৌরীশ্রীমৃগ্যসৌন্দর্য্যবন্দিতশ্রীনখপ্রভেতি’ বিশাখা-  
 নন্দদস্তোত্রে, কিং বহুনা সাক্ষাৎ ‘জয়শ্রী’রিতি কৃষ্ণ-কর্ণামৃতোক্তেশ্চ  
 দূতনর্মজলকেলি-সুরতাдиষু কৃষ্ণমপি সুবহত্র পরাজিত্য জয়েন উৎকর্ষণে  
 শ্রীঃ শোভাসমৃদ্ধি র্যন্তা ইত্যেতন্মাননিকৃত্যাদেশ্চ । উদাত্তালঙ্কারঃ । অত্র  
 মত্তমাতঙ্গলীলাকরো নাম সপ্তবিংশত্যক্ষরং বৃত্তং ; তদুক্তং যত্র রেফঃ পরং  
 স্বেচ্ছয়া গুপ্তিতঃ স স্বতো দণ্ডকো মত্তমাতঙ্গলীলাকর ইতি ॥ ৬৬ ॥  
 তদেবোপসংহরন্যাহ—রাজ্যং কৃষ্ণশ্চ বিলাসভূমিঃ, সবয়সঃ সহচর্য্যঃ তাঃ  
 কৃষ্ণশ্চ সুপ্ৰিয়াঃ, এষ চ কৃষ্ণঃ প্রেয়ান্ বল্লভঃ—এবং অধিভু পৃথিব্যাং  
 ত্বং তু ত্বমেবাসি চক্রবর্ত্তিনীভবসীত্যর্থঃ । তর্হি তস্মাৎ ভোঃ শ্রীবৃষভানু-  
 নন্দিনি রাধে ! নঃ অস্মাকং মনঃ তত্তত্তয়া তত্তদ্রূপেণ চিত্রতাং বিস্ময়ত্বং  
 বিচিত্রতাং বা গচ্ছং সৎ কথং স্তুতিকথাং ঈহতাং চেষ্টতাং কুর্বীত  
 ইত্যর্থঃ । তেন হেতুনা অত্র কিং কথ্যতাং উচ্যতাং অস্মাভিরিতি শেষঃ ।  
 শার্দ লবিক্রীড়িতং বৃত্তমিদং ॥ ৬৭ ॥ তাসাং নটীনাং পুরস্কার-প্রাপ্তিমাং—



চিত্তারত্নং মেনিরে তা ন চিত্রং

৬৮ ॥ লক্ষ্মী স্মেরাগ্যেতয়ো বীক্ষিতানি ॥ ৬৮ ॥

রাধিকাথ মধুহন্তরুততা

মাধুরী-পরিমলেন শীলিতে ।

গৌরবে সদসি ঘূর্ণদন্তরা

৬৯ ॥ নম্রনেত্রযুগলা ব্যাচিন্তয়ং ॥ ৬৯ ॥

গুরুষু যদ্বত পশ্যসি কেশবং

ননু তদেব স্তদৈবমিতি স্মর ।

ন কুরু হন্ত ! ছরন্তমনঃ পুনঃ

প্রণয়কেলিষু তত্র চ লালসাং ॥ ৭০ ॥

ইহ মহসা বিলাস-নিলয়েহমুনাতিচেতো-হরে

কথমপি লালসৈ রুষিতয়া ময়াত লক্কো হুরিঃ ।

এবং ইথং বিজয়াঃ গান্ধর্ববিজয়াঃ বৃন্দেন সমূহেন চিত্রং কর্ণরবণং  
বৈবর্ণ্যমিতি যাবৎ, বিস্ময়ং বা দধানাঃ প্রাপ্তবত্যাঃ তাঃ নট্যাঃ সতীভ্যঃ  
সভাসদৃভিঃ সহ আভ্যাং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং বিতীর্ণং সংপ্রদত্তং তত্তং চিত্তারত্নং  
ন চিত্রং আশ্চর্য্যং মেনিরে অমন্তু । তৎ কুত ইত্যত্রাহ এতয়োঃ যুগল-  
কিশোরয়োঃ স্মেরাগি ঈষদ্ধাস্তভূষিতানি বীক্ষিতানি প্রাপ্যেতি । শালিনী  
নাম বৃত্তং—‘মাতৌ গো চেচ্ছালিনী বেদলোকৈরিতি’ ॥ ৬৮ ॥

তত্র রাধিকা-বৈলক্ষ্যমাহ—অথ রাধিকা মধুহন্তঃ কৃষ্ণস্ত উত্ততা  
উদগচ্ছতা মাধুর্যাঃ পরিমলেন জনমনোহরগন্ধবিশেষেণ শীলিতে অভ্যন্তে  
সুবাসিতে ইতি যাবৎ সদসি সভাগৃহে গৌরবে গুরুত্রে চ ঘূর্ণদন্তরা ঘূর্ণায়-  
মানচিত্তা তথা নম্রনয়না সতী বিশেষেণাচিন্তয়ং । অত্র রথোদ্ধতা নাম  
বৃত্তম্ ॥ ৬৯ ॥ বৈমনস্তবীজমুট্করতি—হন্ত খেদে ! হে ছরন্তং ছদান্তং  
মনঃ ! গুরুষু গুরুগণসম্মুখং যৎ কেশবং পশ্যসি, বতেতি হর্ষে তদেব ননু  
নিশ্চিতং সৌভাগ্যমিতি স্মর । তত্র চ কৃষ্ণেণ সহ প্রণয়-কেলিষু লালসাং  
পুনঃ ন কুরু । তৎস্মরণে ক্রেশে এব পর্য্যবসানাৎ । দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তং  
—দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরাবিতি ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চ, অমুনা মহসা উৎসবেন  
[ বিশেষলক্ষণাতৃতীয়া ] ইহাস্মিন অতিচেতোহরে অতিবিনোদপ্রদে



যদি গুরুভিঃ সইব গমনং ভজেদসৌ দুর্লভো  
বত কথমালিততে হৃদয়ার্চ্চিষস্তু সোঢ়াসি মে ॥ ৭১ ॥

ত্বং মানবহ্নে রবিতাং বিধায় মাং  
হরীন্দুনা রাজপদেহভিষেচ্য চ ।

কথম্বিধে ! সাম্প্রতমালিলিঙ্গিয়া-  
দবেন তস্মাভিহুতাং ন রক্ষসি ॥ ৭২ ॥

ইহ সহবাসিতা রহসি বাং মধুরেতি পৃথঙ্  
মধুরিপু-রাধিকে প্রতি রহঃ প্রতিযত্নকৃতোঃ ।

তদতুল্যভাবমন্ত্রিবরয়ো রত্নভাব-বুধা  
বিবুধ-বধুরথো ভগবতী মুদিতাভিদধে ॥ ৭৩ ॥

বিলাস-মন্দিরে [ এতেন বিলাসকৃতে উৎকটতৃষ্ণা সূচিতা ] লালসৈঃ অতি-  
তৃষ্ণাভি রুযিতয়া সংসক্তয়া ময়া অত্র কথমপি কুচ্ছের্ণ ভাগ্যবশাদ্ বা হরিঃ  
লব্ধঃ ॥ যদি গুরুজনৈঃ সইব অসৌ দুর্লভঃ শ্রামঃ গমনং ভজেৎ কুর্য্যাৎ,  
তদা কথং হে হৃদয় ! সখীগণস্ত অর্চ্চিষঃ অগ্নিশিখাঃ বাক্যবাণানিতি যাবৎ  
সোঢ়াসি সহং করিষ্যসি ? তত্তাপেনৈব মম মরণেন সহ তবাপি নাশঃ  
ভবেদিত্যর্থঃ । অত্র নন্দনং নাম বৃত্তং—নজভজরৈস্তু রেফসহিতৈঃ শিবৈ  
ইয়ৈ নন্দনমিতি ॥ ৭১ ॥ বিধিং প্রতি আক্ষেপঃ ক্রিয়তে—হে বিধে ! ত্বং  
মান এব বহিঃ অগ্নিঃ অতিসন্তাপদত্বাৎ, তস্মাৎ মাং অবিতাং রক্ষিতাং  
জীবিতামিতি যাবৎ বিধায় কৃত্বা, হরিরেব ইন্দুঃ চন্দ্র স্তেন [ প্রযোজ্যকর্তৃ ]  
মাং রাজপদে অভিষেচ্য চ সাম্প্রতমিদানীং কথং তস্ত কৃষ্ণচন্দ্রস্ত আলিলি-  
ঙ্গিয়া আলিঙ্গনেচ্ছা এব দবঃ দাবাগ্নিঃ তেন অভিহুতাং অতিতপ্তাং মাং  
ন রক্ষসি ? ইয়ং তে নিষ্ঠুরতৈব যৎ মৃতকল্লাং জীবিতীকৃত্য পুনঃ  
মরণমুখে নিঃক্ষিপসীতি । অত্র প্রথমপাদে ইন্দ্রবংশা, পাদত্রেয় চ বংশস্থ-  
বিলং বৃত্তং, তেনোপজাতিশ্চ ॥ ৭২ ॥ শ্রীরাধাভিলাষ-পূর্তয়ে চেষ্টামপ্যাহ  
‘ইহাস্মিন্ স্থানে বাং যুবরোঃ সহবাসিতা সঙ্গতি মিলনং মধুরা’ ইতি  
মধুরিপুঞ্চ রাধিকাঞ্চ প্রতি পৃথক্ রহসঃ নির্জনস্ত শ্লেষণে নিধুবনস্ত কৃতে  
প্রতিযত্নং লিপ্সাং প্রয়াসাং কৃতবত্যোঃ তয়োঃ অতুলনীয়য়োঃ ভাব-  
বিজ্ঞয়োঃ মন্ত্রিবরয়োঃ ললিতাবিশাখয়োঃ অনুভাবস্ত চিত্তগতেঃ বুধা পণ্ডিতা  
অতো মুদিতা ভগবতী হৃষ্টা পৌর্ণমাসী অথো বিবুধানাং দেবানাং বধুঃ



অগ্নিন্ যুগ্মাভিঃ সদসি নৃপপদে সাধু রাধাভিষিক্তা  
 লক্ষ্মীঃ পীযুষৈরনিমিষমপি বোহসিঞ্চদস্তা শিচরায় ।  
 সেয়ং শালীনানিশমপি দধতাং সান্দ্রমামোদ-বৃন্দং  
 স্বেরং স্বারাজ্যে ধৃত-তদুপকৃতা স্তম্ভবত্যোহপি দেব্যঃ ॥৭৪॥

পাণিভিঃ সান্ধতৈঃ কম্প্রতা-রোচনৈ  
 লোচনৈ শ্চামৃত-প্রাবিভি স্তম্ভিভিঃ ।  
 দেবতা-যোষিত স্তাং তদাধীশ্বরীং  
 গদগদং প্রোচিরে সংমদাদাশিষঃ ॥ ৭৫ ॥

রাধে ! সদা কৃষ্ণবনান্তরুদা  
 স্বভাগধেয়ং ভজ কান্তমন্তিকে ।

অভিদধে উবাচ ॥ নর্দটকং নাম বৃত্তং—যদি ভবতো নজৌ ভজজলাগুরু  
 নর্দটকমিতি ॥৭৩॥ পূর্ণিমাভণিতমেবাহ—অগ্নিন্ সদসি সভাগৃহে যুগ্মাভিঃ  
 রাধা নৃপপদে সাধু উত্তমং যথা শ্রুতথা অভিষিক্তা, অস্তাঃ লক্ষ্মীঃ শোভা-  
 সমৃদ্ধিঃ অপি পীযুষৈঃ অমৃতৈঃ চিরায় বহুকালং যাবৎ অনিমিষং নিরন্তরমপি  
 বঃ যুগ্মান্ অসিঞ্চৎ । অতোহধুনা সা ইয়ং শালীনা বিনীতা লজ্জিতা  
 রাধা অনিশমপি সান্দ্রং ঘনীভূতং আমোদবৃন্দং দধতাং লভতাং ( দধ ধারণে  
 লোটী তাম্ । ) তত্ত্বাদ্ ভবত্যঃ দেব্যঃ অপি ধৃতং তস্তাঃ তয়া বা উপকৃতং  
 উপকৃতি য়াভি য়াসাং বা তথাভূতাঃ স্বারাজ্যে স্বর্গে স্বেরং যথেষ্টং  
 আমোদবৃন্দং দধতাং প্রাপ্নু বন্ত [ দুধাঞ ধারণ-পোষণরোঃ লোটী অন্তাম্ ] ।  
 ফুলদাম বৃত্তং—মো গো নৌ তৌ গো শরহয়তুরগৈঃ ফুলদাম প্রসিক্তমিতি  
 ॥ ৭৪ ॥ দেবীনামাশীর্বাদমাহ—অক্ষতৈঃ তণ্ডুলযবাত্তৈঃ সহ বর্তমানৈঃ  
 তথা কম্প্রতয়া কম্পযুক্ততয়া রোচনৈঃ দীপ্তিশীলৈঃ পাণিভিঃ হস্তৈঃ অমৃতং  
 জলং সুধাং বা স্রোতুং শীলমেঘাং ইতি গিন্ অমৃতক্ষরণশীলৈঃ তম্ভিভিঃ  
 তৃণাযুভৈশ্চ লোচনৈঃ তদা দেবতা-যোষিতঃ দেব্যঃ তাং অধীশ্বরীং রাধাং  
 সংমদাং প্রকৃষ্টতরানন্দাং গদগদং যথা শ্রুতথা আশিষং প্রোচিরে  
 উক্তবত্যঃ ॥ অগ্নিনী নাম বৃত্তং—কীর্তিতৈষা চতুরৈফিকা অগ্নিনীতি ॥৭৫॥  
 তৎস্থলশ্চ ‘উন্মদরাধিকেতি’ নামকরণমাহ—হে রাধে ! সদা কৃষ্ণবনমধ্যে  
 উন্মদা উল্লাসাতিরেকসম্পন্ন সতী অন্তিকে সমীপে কান্তং কমনীয়ং কান্ত-



অত্বেরনাসাংমিদং সদঃ সদা-

প্যাস্মাদ ভজেতুন্নদ-রাধিকপ্রথাং ॥ ৭৬ ॥

যোগীন্দ্রায়াং বিহিত-বিনয়া যথাযথমর্চিতা

দেব্যঃ স্বাভিঃ স্বপদমচলন্ হরৌ মুহুরীক্ষণং ।

যদ্ গান্ধবাবপুষি চ দধু শ্চিরাতুপগূহনং

তাভি স্তেনাজনি পরিচয়ঃ পথোহপ্যথ দুষ্করঃ ॥ ৭৭ ॥

অত্বে চ কেচিদ্ ব্রজযোষিতাং কৃতে

সন্দেশ-দন্তাং প্রহিতা মুনীশয়া ।

বভাজ রাধাভবিকাভিষেচনং

ময়াবিতা চেহ বসেৎ ক্ষপামিতি ॥ ৭৮ ॥

হরিমপি সাবদদ্ বিহিতনিত্যবিধিরীষদহং

পুনরিয়মাব্রজামি ননু যাবদবতান্তুদিমাং ।

সম্বন্ধিনং বা স্বভাগ্যং ভজ প্রাপ্নুহি । অত্বেঃ অনাসাং হুর্লভং ইদং সদঃ  
নিকুঞ্জগৃহং সদাপি ‘উন্নদরাধিক’ ইতি প্রথাং প্রসিদ্ধিং ভজেৎ গচ্ছেৎ ।  
অত্রেন্দ্রবংশানাম বৃত্তং ॥ ৭৬ ॥ দেবীনাং স্বধাম-গমন-প্রকারং বর্ণয়তি—  
যোগীন্দ্রায়াং পৌর্ণমাশ্রাং বিহিতবিনয়া দেব্যঃ যথাযোগ্যং অর্চিতাঃ সত্যঃ  
স্বাভিঃ স্বর্গণৈঃ সহ স্বপদং স্বর্গং অচলন্ । তত্র যং হরৌ মুহুঃ ঈক্ষণং  
গান্ধবায়াঃ বপুষি দেহে চ চিরায় বহুক্ষণং ব্যাপ্য যং উপগূহনং আলিঙ্গনং  
দধুঃ কৃতবত্যঃ, অথ তেন তাভিঃ পথঃ পরিচয়ঃ অপি দুষ্করঃ অজনি অভূৎ ।  
অত্র ভারাক্রান্তা নাম বৃত্তং—‘ভারাক্রান্তা মভনরসনা গুরুঃ শ্রুতিষড়্ হরৈ-  
রিতি ॥ ৭৭ ॥ সন্দেশমিষাদন্তেষামপি জনানাং প্রেষণমাহ—অত্বে চ  
কেচিৎ জনাঃ ব্রজযোষিতাং যশোদাদীনাং কৃতে সন্দেশস্ত বার্তায়াঃ দন্তাং  
ব্যাঞ্জন মুনীশয়া পৌর্ণমাশ্রা প্রহিতাঃ প্রেরিতাঃ । সন্দেশমেবাহ—রাধা  
ভবিকং মঙ্গলং অভিষেকং বভাজ অসেবত । ময়া চ অবিতা রক্ষিতা  
সতী ইহ নিকুঞ্জগৃহে ক্ষপাং রাত্রিং বসেৎ নয়েৎ ইতি ॥ ইন্দ্রবংশাবৃত্তং ॥  
৭৮ ॥ পৌর্ণমাশ্রা অন্তর্ধানমাহ—সা পৌর্ণমাসী হরিমপি অবদৎ, ইয়ম্  
অহং ঈষৎ কিঞ্চিৎ বিহিত-নিত্যবিধিঃ কৃতনিত্যক্রিয়া সতী পুনঃ যাবৎ  
আব্রজামি আগচ্ছামি, ততস্মাৎ তাবৎ ইমাং রাধাং অব পালয় । ‘ননু’



অথ জননীং প্রণন্দ্য পুনরেহি যদসৌ বিধিনা  
বসতি নিশামিহাস্মদবিত্তেতি পুনরন্তরধাৎ ॥ ৭৯ ॥

ধেনুবীক্ষণায় যামি সোহহমিথমেব চাহ  
তৎপ্রয়াণমঙ্গ বীক্ষ্য পশ্যতিস্ম সৰ্ব্বতশ্চ ।

পুপ্পুবে চ রাধিকাক্ষি পীঠমেব রাজলক্ষ্ম  
চিত্রমত্র বীক্ষিতঞ্চ মেঘবিদ্যাদঙ্গধাম ॥ ৮০ ॥

তদনুকলনমনু দিগ্‌বররামা-

বিলসিত-বিহসিত-বৃন্দমিবাথ ।

সমপতদিহ সুরধামবধূনাং

সজয়ভণিতততি পুষ্পজবৰ্ষং ॥ ৮১ ॥

ইতি সম্বোধনে, আমন্ত্রণে বা । অথ মদাগমনানন্তরং জননীং প্রণন্দ্য পুনঃ  
এহি আগচ্ছ, যদ্‌ যস্মাৎ অসৌ রাধা বিধিনা রীত্যনুসারেণ ইহ নিকুঞ্জ-  
মন্দিরে অস্মাভিঃ অবিতা রক্ষিতা সতী নিশাং বসতি—ইতি উক্তা পুনঃ  
পক্ষান্তরে অন্তরধাৎ তিরোভূতাসীৎ । অষ্টাদশাক্ষরায়্য ধৃত্যাখ্যায়্য জাতি-  
ভেদোহয়ং বৃত্তরত্নাকরাদৌ নো লক্ষিতঃ ॥ ৭৯ ॥ ততো যুগলকিশোরয়ো  
মিলন-প্রকারং বর্ণয়তি—‘সোহহং ধেনুনাং বীক্ষণায় যামি’ ইথং ইতি  
এষ কৃষ্ণশ্চাহ । অঙ্গ পুনঃ তস্মাৎ পৌর্ণমাস্তাঃ প্রয়াণং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বতশ্চ  
পশ্যতিস্ম । তত্র বিরুদ্ধভাবাপন্নং ন কিমপি দৃষ্ট্বা রাধিকাক্ষিতুং পূজয়িতুং  
শীলমশ্ৰেতি কৰ্ত্তরি গিন্‌ রাজলক্ষ্ম রাজচিহ্নভূষিতং পীঠমেব পুপ্পুবে উৎপুত্যা  
অগচ্ছৎ । অত্র সিংহাসনে চিত্রং বিচিত্রং অদ্ভুতং বা মেঘশ্চ বিদ্যাতশ্চ  
অঙ্গানাং ধাম তেজঃ বীক্ষিতঞ্চ । উভয়ো মিলনে অপরিকলিতপূৰ্ব্বং  
অঙ্গজ্যোতিরিতস্ততো দেদীপ্যতেত্যর্থঃ । অত্র চিত্রং নাম বৃত্তং ।  
চিত্রসংজ্ঞমীরিতং সমানিকা পদদ্বয়ন্ত । গ্লৌরজৌ সমানিকা তু’ ইতি  
পূর্বোক্তং ॥ ৮০ ॥

তত্র যুগলমিলনশোভাং দৃষ্ট্বা দেবীনাং জয়োচ্চারণপুষ্পবৰ্ষণমাহ—অথ  
তস্মাৎ যুগ্মমিলনশ্চ অনুকলনং দর্শনং অন্ত পশ্চাৎ দৃষ্টেত্যর্থঃ দিগ্‌বরা দিগীশ্বরাঃ  
ইন্দ্রাদয়ঃ তেষাং বরা উত্তমা রামা রমণ্যঃ তাসাং বিলসিতে বিলাসে  
বিহসিত-বৃন্দমিব ইহাস্মিন্‌ স্থলে সুরধামবধূনাং দেবীনাং জয়ভণিতং



অধিক্ৰিতিভৃদাসনং রুচিভরেণ তৌ দম্পতী  
 পুরো গিরি হরিমুগিপ্রকর-চন্দ্রলেখারুচঃ ।  
 বলাদহরতাং যথা মকরকেতনঃ স্বস্থিতিং  
 বিহায় সহসা বহনুহরবাধ-নিঃসীমতাং ॥ ৮২ ॥  
 অত্রোত্রং ত্রিটসদমৃতনদী-মজ্জনাছত্ত্বসোমা  
 মোদাস্বাদাদ্রসনুপসভা-দীক্ষিতৌ ক্লিপ্তকামৌ ।  
 রাধাকৃষ্ণৌ ব্রজবন-মহারাজসিংহাসনস্থৌ  
 তৌ রেজাতে সপদি কৃতয়া রাজসুয়শ্রিয়েব ॥ ৮৩ ॥

জয়োচ্চারণং তস্ত তত্যা সমূহেন সহ বর্তমানং পুষ্পজবৰ্ষং কুসুম-মধু  
 প্রভৃতীনাং বৰ্ষণং সমপতৎ ॥ স্নিতানাং কবিসময়প্রসিক্ত্যা শুভ্রত্বেন  
 পুষ্পাণাং ধাবল্যং তুল্যীকৃতং । অত্র চণ্ডী নাম ত্রয়োদশাক্ষরং বৃত্তং—  
 ‘নয়ুগল সযুগল গৈ রিতি চণ্ডী’ ॥ ৮১ ॥ তত্র শোভাবিশেষমুৎপ্রেক্ষতে  
 —অধিক্ৰিতিভৃদাসনং নৃপাসনে তৌ দম্পতী যুগলকিশোরৌ রুচিভরেণ  
 কান্ত্যতিশয়েন পুরো গিরেঃ উদয়াচলস্ত হরিমুগিপ্রকরাণাং মরকতমুগি-  
 সমূহানাং তথা চন্দ্রলেখায়াঃ রুচঃ কান্তিরালীন্ বলাং অহরতাং যথা  
 মকরকেতনঃ কামদেবঃ স্বস্ত্র স্থিতিং মর্যাদাং বিহায় সন্ত্যজ্য সহসা অবাধেন  
 অবাধং যথা শ্রান্তথা নিঃসীমতাং পরমকাষ্ঠাং মুহুঃ অবহৎ প্রাপ্নোৎ । তত্র  
 কেবলং কামরসোৎসব এব সমভবদিত্যর্থঃ । পৃথ্বী নাম বৃত্তং—জমৌ  
 জসযলা বসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বী গুরুঃ ॥ ৮২ ॥ তত্রত্য কামোৎসব-সম্পাদন-  
 ব্যাপারমুট্ফরতি—অত্রোত্রং মিথঃ ত্রিট কান্তিরেব সতী অতু্যক্তমা অমৃতনদী  
 সুধাসরিং তস্তাং মজ্জনাং তথা মিথঃ বক্তৃত্বমেব সোমশ্চন্দ্র তস্ত্র আমোদস্ত্র  
 অতিদূরগামিগন্ধবিশেষস্ত্রাস্বাদনাং তৌ রাধাকৃষ্ণৌ রসনুপস্ত্র শৃঙ্গারস্ত্র  
 সভায়াং নিকুঞ্জমন্দিরে শ্লেষণে রসে অভিষেকোপলক্ষে বা নৃপসভা রাজসভা  
 তস্ত্রাং দীক্ষিতৌ তথা ক্লিপ্তকামৌ চরিতার্থ-মন্মথৌ পক্ষে সিদ্ধবাসনৌ সন্তৌ  
 ব্রজবনস্ত্র মহারাজসিংহাসনে স্থিতৌ রেজাতে দেদীপ্যেতে স্ম । তত্র দৃষ্টান্তঃ  
 —সপদি তৎক্ষণাৎ কৃতয়া রাজসুয়যজ্ঞস্ত্র শ্রিয়া ইব । রাজসুয়ং সম্পাদ্য যথা  
 রাজদম্পতী সৃষ্টু শোভেতে তথা শ্রীরাধামাধবৌ কামার্গবোচ্ছলিত ঘর্ম-  
 জলাভিষেকৈঃ স্নাত্বা শুক্লৌ, মিথো ‘মহোজ্জল’ নাম সত্রবিশেষং সম্পাদিত-  
 বন্তৌ চেতি ধ্বনিঃ । অত্র মন্দাক্রান্তা নাম বৃত্তং—মন্দাক্রান্তাষুধিরসনগৈ



বৃন্দারণ্যক্ষিতিনিজবিভূতা-রক্ষিবৎ কংসবৈরী  
 সংভ্রান্তোহপি শ্রবণগচলদৃক্কোণবাণৈ রবিধ্যৎ ।  
 বিদ্বাপ্যেযা তদুদিতবিভূতা ভ্রূধনু দ্রাক্ চকর্ষ  
 স্বীয়ং জাতু প্রথয়তি ন জন শিচ্ছদ্রমূর্জস্বিভাবঃ ॥ ৮৪ ॥  
 আরোহ ত্বং কিমিতি শঠ ! নঃ সিংহপীঠং প্রিয়াল্যা  
 সেয়ং মুক্ধা ! মম নরপতেঃ পট্টদেবীতি সিক্তা ।  
 ইথং স্বৈরং বিবদনমপি প্রেম-সম্বাদ-রীতিং  
 সম্বাদঃ সোহপ্যসমশরতাং প্রাপ যত্তন্ন বুধ্যো ॥ ৮৫ ॥  
 মৃষা রোষাবেশাদথ ভগবতীং যান্তীঃ সখী নোৎসবে  
 ভবেদন্ত দ্বন্দ্বং সদৃশমিতি সা মীমাংসিতা শ্বঃ পুনঃ ।

মোঁ ভনৌ তো গ-যুগ্মমিতি ॥ ৮৩ ॥ মিথঃ সুরতসমরোত্তোগ-পর্বা—  
 বৃন্দারণ্যক্ষিতেঃ বৃন্দাবনভূমেঃ নিজস্ত্র বিভূতায়াঃ প্রভুত্বস্ত্র রক্ষাকৃদিব  
 কংসবৈরী কৃষ্ণঃ সংভ্রান্তঃ অপি শ্রীরাধাং শ্রবণে গতো বিস্তারিতশ্চ চলঃ  
 চঞ্চলশ্চ যঃ দৃক্কোণঃ নয়নপ্রান্তভাগঃ কটাক্ষ ইতি যাবৎ তস্মাৎ তস্ত্র বা  
 বাণৈঃ অবিধ্যৎ অভিনৎ অচ্ছিদৎ বা, এষা রাধা বিদ্বা সত্যপি  
 তেনাভিষেকেণ উদিতা প্রাপ্তা বিভূতা যয়া তথাভূতা ভ্রূধনুঃ বক্রিমত্বাৎ  
 দ্রাক্ সপদি চকর্ষ আকর্ষৎ । অর্থান্তরত্মাসেনাহ—উর্জ্জস্বিভাবঃ অতি-  
 বলবান্ জনঃ স্বীয়ং ছিদ্রং ভেদং দূষণং বা ন জাতু কদাচিদপি প্রথয়তি  
 বিস্তারয়তি । অত্র চিত্রলেখা নাম বৃত্তং—মন্দাক্রান্তা নযুগল-জঠরা  
 কীৰ্ত্তিতা চিত্রলেখা ॥ ৮৪ ॥ সখীগণৈঃ কৃষ্ণস্ত্র বিবাদ-সম্বাদাদিকমাহ—  
 সখ্যঃ আহঃ—‘হে শঠ ! ত্বং নঃ অস্মাকং প্রিয়াল্যাঃ সিংহাসনং কিমিতি  
 আরোহঃ সমারূঢ়বানসি ?’ উত্তরমাহ কৃষ্ণঃ—‘হে মুক্ধা মূর্খা গোপ্যঃ !  
 সেয়ং রাধা নরপতেঃ মম পট্টদেবীতি সিক্তা অভিষিক্তা ।’ ইথং ইত্যেবং  
 স্বৈরং যথেষ্টং বিবাদঃ অপি প্রেমা সম্বাদস্ত্র সন্মিলনস্ত্র রীতিং প্রথাং তথা  
 সঃ সম্বাদঃ অপি অসমশরতাং কামময়ত্বং যৎ প্রাপ অগচ্ছৎ—তৎ ন বুধ্যো  
 জানামি । অত্রাপি মন্দাক্রান্তা ॥ ৮৫ ॥ সখীনাং মিথ্যাকোপশান্ত্যর্থং  
 বৃন্দাচেষ্ঠামাহ—অথ মৃষা মিথ্যা রোষস্ত্র আবেশাৎ ভগবন্তীং পৌর্ণমাসীং  
 যান্তীঃ সখীঃ “অতঃ উৎসবে দ্বন্দ্বং কলহঃ সদৃশং যোগ্যং ন ভবেৎ ইতি সা  
 পৌর্ণমাসী শ্বঃ পুনঃ মীমাংসিতা সামঞ্জস্যং বিধাশ্রুতি ইতি” উক্ত্বা বৃন্দা



ইতি স্মেরং বৃন্দাবিনয়-বিলসদভঙ্গীভূতৈঃ ভঙ্গুরৈঃ  
 করেণাকর্ষন্তী কথমপি কিল ব্যাঘোটয়ং পাটবৈঃ ॥ ৮৬ ॥  
 বৃন্দা তদ্যুগ্মলীলাতৃষিতমতিগতীরপ্যমু বীক্ষ্য মিথ্যা-  
 দ্বন্দ্বব্যঞ্জি-প্রলাপাঃ স্ফুটমিদমবদত্ত হাসং বিধাতুং ।  
 ছঙ্কারেণালমস্মদ্বনপতিমমুক্ষণাস্মদীয়াধিরাজী  
 সেয়ং স্বীয়ানুভাবৈঃ সপদি বশয়িতা শশ্বদস্মাদৃশঞ্চ ॥ ৮৭ ॥  
 তদ্বাণ্যাং ধববাচিতাং পতিপদে নীত্বা সখীঃ সস্মিতাঃ  
 বামাশ্চাভিনিরূপ্য ফুল্লনয়ন-প্রান্তশ্রিয়া তামপি ।  
 পশ্যন্তী ললিতাং বিলোচন-কলাং তস্মিন্ দদামা শ্রিয়ে  
 ভূয়ঃ কত্রবিলাসি নম্রবদনা সাভূদ্ বিশাখা-সখী ॥ ৮৮ ॥

স্মেরং ঈষদ্ধাশ্রেন সহ বর্তমানং যথা শ্রাত্তথা ভঙ্গুরৈঃ কুটিলৈঃ তথা বিনয়েন  
 বিলাসন্তী সংযুক্তা যা ভঙ্গী বৈচিত্রী তয়া ভূতৈঃ পুষ্টৈঃ পাটবৈঃ  
 কৌশলৈঃ করেণ আকর্ষন্তী চ কথমপি ব্যাঘোটয়ং প্রত্যাবর্তয়ামাস ।  
 কিলেতি বার্তায়াং । অত্র ছায়ানাম বৃত্তং—‘ভবেৎ সৈব ছায়া তয়ুগগগতা  
 শ্রাদ্ দ্বাদশান্তে যদেতি । সৈব মেঘবিস্ফুর্জিতেত্যর্থঃ । তল্লক্ষণন্ত—  
 ‘রসত্ব’ শ্বে য্‘মৌলৌ ররগুরুযুতো মেঘবিস্ফুর্জিতা শ্রাদিতি ॥ ৮৬ ॥ কিঞ্চ,  
 তদ্যুগ্মশ্রীরাধাক্ষয়োঃ লীলাসু তৃষিতা বাঞ্ছনীয় মতিঃ তস্মাৎ গতিরবস্থা  
 যাসাং তথাবিধা অপি অমুঃ সখীঃ মিথ্যা-দ্বন্দ্বং কপটকলহং ব্যঞ্জয়ন্তি  
 বাহতঃ প্রকাশয়ন্তীতি প্রলাপা যাসাং তাঃ বীক্ষ্য তত্র হাসং বিধাতুং কর্তুং  
 ইদং স্ফুটং ব্যক্তং যথা শ্রাত্তথা অবদৎ—‘অমুকং অস্মাকং বনপতিং কৃষ্ণং চ  
 অস্মদীয়াধিরাজী সেয়ং রাধা ছঙ্কারেণ তথা স্বীয়ৈঃ অনুভাবৈঃ প্রভাবৈঃ  
 পক্ষে দ্বাবিংশত্যলঙ্কারৈঃ সপ্তভি রুদ্ভাস্বরৈ স্তথা দ্বাদশভি বাচিকৈশ্চ সপদি  
 দ্রাগেব বশয়িতা বশীকুর্যাৎ ; তত্রাপি শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ । ন কেবলং তমেব  
 নাগরেন্দ্রং বশে বিদধ্যাৎ, অপি তু অস্মান্ সর্কা অপি ; অন্ধরাত্র ॥ ৮৭ ॥  
 তত্র সখীনাং হাসান্তথা রাধায়া কেলিলোলতামাহ—তস্মা বৃন্দায়া বাণ্যাং  
 কথায় ‘পতি’পদেন ধব-বাচিতাং পরিণেত্বাচকত্বং নীত্বা প্রতিপাত্ত সখীঃ  
 স্মিতযুক্তাঃ অথচ বাম্যাশ্রিতাশ্চ অভিনিরূপ্য সম্যগবগম্য প্রফুল্লনয়নকোণশ্র  
 সৌন্দর্য্যেণ তাং বৃন্দামপি পশ্যন্তী তস্মিন্ মনঃপ্রাণহরে শ্রিয়ে ললিতাং



দৃষ্ট্বা রাধাং কিমপি কলিতান্ত্রপ্রসাদাং মুকুন্দঃ  
 কিং ত্বং কান্তে ! ক্ষিপসি তমিমং সুক্ষণং স্বক্ষণঞ্চ ।  
 এবং প্রোচ্য স্বহৃদি কলয়ং স্তং করাজং বলেন :  
 স্মেরোদশ্রাং স নিজ-ভুজয়োরন্তরে তাং চকার ॥ ৮৯ ॥  
 সব্যোনালিঙ্গ্য রাধামসুররিপুরসব্যোন তদ্বাপ্পপূরং  
 দূরঞ্চক্রে করেণ প্রতিমুহুরপি তৎক্রেদমাশঙ্কমানঃ ।  
 নাজানাদেষ যত্নু স্বনয়ন-সলিলশ্বেদ-সংপ্লাবিতাঙ্গী  
 সাধারণ্যং তদাধাং পুনরিয়মভিষেকস্ত তস্ত্রাসি তত্র ॥ ৯০ ॥

সুন্দরীং বিলোচনয়োঃ বিত্যাং কলাং দদানা প্রদর্শয়ন্তী ভূয়ঃ পুনঃ সা  
 বিশাখা-সখী রাধা কত্রং কমনীয়ঞ্চ বিলাসি বিলাসাকাঙ্ক্ষি চ নম্রং চ বদনং  
 যন্তাঃ তথাভূতা অভূৎ । স্বানুভাবং সর্বাসু বিনিবেশ্য বিলাসাকাঙ্ক্ষিণী  
 সত্যবাতিষ্ঠতেতি ভাবঃ । শার্দূলবিক্রীড়িতং নাম বৃত্তং—সূর্য্যাত্মৈর্মস-  
 জাস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতমিতি ॥ ৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণস্ত্র কামসিকি-  
 প্রকারং বর্ণয়তি—স মুকুন্দঃ কৃষ্ণঃ [ মুখে কুন্দবদ্রাস্ত্রং যন্ত্র সং ] কিমপি  
 অনিবাচ্যং যথা শ্রাত্তথা কলিতান্ত্রপ্রসাদাং মুখপ্রসন্নতায়ুক্তাং রাধাং দৃষ্ট্বা  
 নিরীক্ষ্য ‘হে কান্তে ! তং ইমং বর্তমানং সুষ্ঠুক্ষণং মুহূর্তং তথা স্বক্ষণঞ্চ  
 স্বমহোৎসবঞ্চ কিং কথং ক্ষিপসি বৃথা অপযাপয়সি ?’ ইত্যেবং প্রোচ্য  
 তস্ত্রাঃ রাধায়াঃ করপদ্যং স্বস্ত্র হৃদি বক্ষসি বলেন কলয়ন্ ধারয়ন্ তাং  
 স্মেরাঞ্চ ঈষদ্ধাস্ত্রাং অথচ উদশ্রাং অশ্রলোচনাং যদ্বা স্মেরোদশ্রাং আনন্দাশ্র-  
 বলিতাং নিজভুজয়োঃ অন্তরে চকার সমালিলিঙ্গ । মন্দাক্রান্তা-  
 বৃত্তমেতৎ ॥ ৮৯ ॥ কৃষ্ণস্ত্র প্রিয়তাব্যবহারমাহ—অসুররিপুঃ কৃষ্ণঃ  
 সব্যোন বামেন করেণ রাধামালিঙ্গ্য প্রতিমুহুরপি তস্ত্র বাষ্পপূরস্ত্র ক্রেদং  
 আর্দ্রং আশঙ্কমানঃ স অসব্যোন দক্ষিণকরেণ তস্ত্র বাষ্পপূরং অশ্রনিকরং  
 দূরীচক্রে । যত্নু স্বস্ত্র নয়নসলিলৈঃ অশ্রতিশ্চ শ্বেদৈ ঘর্শ্বেশ্চ সংপ্লাবিতাঙ্গী  
 সতী তত্র তস্ত্র পূর্ব্বানুষ্ঠিতস্ত্র অভিষেকস্ত্রাপি পুনঃ ইয়ং রাধা সাধারণ্যং  
 তুল্যত্বং তদা অধাং অধারয়দिति এষ কৃষ্ণস্ত্র ন অজানাৎ অবৎ ।  
 রাগলক্ষণমিদং, তদুক্তমুজ্জ্বলে—‘দুঃখমপ্যাধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে ।  
 যতস্ত্র প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে ॥’ অঙ্করা নাম বৃত্তং ॥ ৯০ ॥



বৃন্দারণ্যে সুরতরুসভা-রত্নবেদী-মহিষ্ঠে

পীঠে রাধা মহসি মহিতা রাজলক্ষ্মাদি-লক্ষ্ম্যা ।

কৃষ্ণাক্ষস্থা ন যত্নপমিতা নৈষ দোষঃ কবীনাং

কিন্তুশ্চাঃ শ্রীভরমনু সমস্তা-বিধাতু বিধাতুঃ ॥ ৯১ ॥

মিথঃ শ্রামং জ্যোতিঃ পরিবহদভিতো রাগাবকীর্ণং মিথো

মিথঃ কিমীরত্বং বিরচয়দমিতালঙ্কারলক্ষ্ম্যাঙ্গজং ।

মিথো দৃগ্ভ্যাং বয়ং প্রতিদিশমমৃতাসারং দধানং গুণং

রসানাং রূপাণামপি মিথুনমিদং রেজেহধিরাজাসনম্ ॥ ৯২ ॥ \*

তত্র শ্রীরাধায়াঃ নিরুপমাং শোভাং বর্ণয়তি—বৃন্দারণ্যে সুরতরুণাং  
কল্পবৃক্ষাণাং যা সভা সন্ততিরিত্যর্থঃ তস্তাং যা রত্নবেদী তয়া মহিষ্ঠে  
পরমপূজ্যে পীঠে আসনে মহসি উৎসবে রাজলক্ষ্মাদিঃ ছত্রচামরাণ্যং তস্তা  
লক্ষ্ম্যা শ্রীরা মহিতা সম্মানিতা কৃষ্ণাক্ষস্থা রাধা যৎ ন উপমিতা, এষ  
কবীনাং দোষো ন ভবেদিত্যি শেষঃ । কিন্তু অস্তাঃ রাধায়াঃ শ্রীভরমনু  
পরমশুষ্মাং লক্ষীকৃত্য সমস্তাং সমাসার্থাং সংঘটনং বিধাতুঃ কর্ত্তুঃ বিধাতু  
ব্রহ্মণ এব দোষঃ । কবিবাক্যেষু ন বর্ণিতা শ্রাদ্ রাধা, যতোহসৌ সর্বথৈব  
নিরুপমা । উপমেরোপমেয়ঃ—তদুক্তং—উপমানস্ত নিন্দারামযোগ্যত্বে  
নিষেধতঃ । উপমেয়স্ত প্রশংসা সোপমেরোপমাহপরেতি । আক্ষেপশ্চ—  
আক্ষেপো বক্তৃ মিষ্টস্ত যো বিশেষ-বিবক্ষয়া । নিষেধো বক্ষ্যমাণত্বেনোক্ত  
স্তেন চ স বিধেতি । যমকঞ্চ, সমস্ততে সংক্ষিপ্যতেহনরেতি সমস্তা  
সমাবেশঃ, সংঘটনমিত্যর্থঃ । অত্রৈব সর্বমাধুর্যাণাং মিলনাং ; তদুক্তং  
সর্বমাধুর্যবিঞ্জোলীনির্মজ্জিতপদাষুজেতি । শ্রীরাধারসসুধানিধৌ চ—  
লাবণ্যসার-রসসার-সুখৈকসারে কারুণ্যসারমধুরচ্ছবিরূপসারে । বৈদগ্ধ্য-  
সার-রতিকেলি-বিলাসসারে রাধাভিধে মম মনোহখিলসারসারে । ২৬ ।  
এবং ১৩১।২৪৫ শ্লোকৌ চ । মন্দাক্রান্তা নাম বৃত্তং ॥ ৯১ ॥ তত্র  
মিলনবৈচিত্র্যমুদঘাটয়তি—মিথঃ শ্রামং কৃষ্ণবর্ণং শ্লেষণে শৃঙ্গাররসোচিতং  
জ্যোতিঃ পরিবহৎ অথচ মিথঃ অভিতঃ সমস্তাং রাগেণ অনুরাগেণ পক্ষে  
মাজ্জিষ্ঠরাগেণ অবকীর্ণং অবচূর্ণিতং বিলিপ্তং বা । অমিতানাং অসংখ্যানাং



স। তস্মাক্ষে বিপুল-পুলকৈরুন্মুখত্বং সমস্তা-  
 ল্লক্স্যাক্ষোঃ প্রমদমদধাৎ ফুল্লরোমালি-মূলা ।  
 যস্মামস্মামবয়ব-কুলং নীপভাবং প্রপেদে  
 যস্মিন্নস্মিন্নভজদভিতো ভৃঙ্গতামঙ্গসংঘঃ ॥ ৯৩ ॥  
 স্বেদাশ্রভ্যাং দ্রবন্তী পুলকশবলনাদক্ষুরান্ ভাবয়ন্তী  
 স্তম্ভং কম্পঞ্চ ধত্রী বিলয়গতমতি শ্চিত্রবৈবৰ্ণ্যবর্ণা ।  
 বৃন্দারণ্যাধিদেবী নবযুবযুগলী শশ্বত্বংফুল্লদঙ্গী  
 বিহ্যত্বদ্বিহ্যদাভাহখিলজনমমৃতৈঃ সিক্তমুচ্চৈ শ্চকার ॥ ৯৪ ॥

নিরুপমাণাং অলঙ্কারাণাং স্বর্ণরত্নাদিভিঃ কিলকিঞ্চিতাঠৈঃ ভাবনিধিভি বা  
 বিরচিতানাং ভূষণাং লক্ষ্যা শোভাতিরেকেন মিথঃ অঙ্গজং দৈহিকং  
 কির্মীরত্বং শবলিতত্বং বিরচয়ৎ, মিথঃ দৃগ্ভাং চ প্রতিদিশং অমৃতশ্র  
 স্রধায়াঃ আসারং প্রসরণং ধারাসম্পাতং বা দধানং গুণং উৎকর্ষং বা  
 সমুচ্চয়ে বিরচয়ৎ অতুশ্রুতং কুর্ক্বৎ যৎ ইদং রসানাং রূপাণাঞ্চ মিথুনং  
 অধিরাজাসনং নৃপাসনে রেজে বিরাজিতমাসীৎ । বিংশত্যক্ষরায়াঃ  
 কৃত্যাখ্যায়া জাতিভেদোহয়ং বৃত্তরত্নাকরাদৌ ন লক্ষিতঃ ॥ ৯২ ॥  
 কিঞ্চ, বিপুলৈঃ পুলকৈঃ সমস্তাং সর্বতোভাবেন উন্মুখত্বং লক্ষ্য তস্ম  
 কৃষ্ণশ্র অক্ষে ক্রোড়দেশে ফুল্লানি রোমালীনাং লোমসমূহানাং মূলানি যস্তাঃ  
 সা রাধা অক্ষোঃ প্রমদং আনন্দাতিশয়মদদাৎ । যস্তাং অস্তাং রাধায়াম্  
 অবয়ব-কুলং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকং নীপশ্র কদম্বশ্র ভাবং কণ্টকিতমিত্যর্থঃ  
 প্রপেদে । যস্মিন্ অস্মিন্ কৃষ্ণে চ অঙ্গসংঘঃ অভিতঃ সর্বথা ভৃঙ্গত্বং  
 অভজৎ প্রাপ্নোৎ । মধুসূদনোহয়ং খলু সুরতরঙ্গিণ্যাঃ পদ্মিত্রাঃ মধুজাতং  
 নিতরাং পিবতীতি ধ্বনিঃ ॥ মন্দাক্রান্তা নাম বৃত্তং ॥ ৯৩ ॥ যুগলশ্র ভাব-  
 প্রবণতামাহ—স্বেদেন চ অশ্রুণা চ দ্রবন্তী আদ্রীর্ভবন্তী, পুলকৈঃ শবলনাং  
 সংমিশ্রণাৎ অক্ষুরান্ প্রাহুর্ভাবয়ন্তী, স্তম্ভং কম্পং চ ধত্রী, বিলয়ে প্রলয়ে  
 গতা মতি যস্তাঃ সা মূচ্ছিতপ্রায়া ইত্যর্থঃ, চিত্রং অপূর্বং বিস্ময়করং বা  
 বৈবৰ্ণ্যং চ বর্ণং অক্ষরং চ যস্তাঃ সা, বিবর্ণা গদগদাক্ষরা চ বৃন্দারণ্যশ্র  
 অধিদেবতা নবয়োঃ নবীনয়োঃ যূনোঃ যুবকয়োঃ যুগলী দ্বন্দ্বং শশ্বৎ পুনঃ  
 পুনঃ উৎফুল্লং অঙ্গং যস্তাঃ সা, বিহ্যত্বান্ মেঘঃ চ বিহ্যচ্চ তয়ো রাভা ইব



সৌন্দর্য্যাণাং শরীরং নবতরুণরুচাং মন্দিরং সদৃশাণানাং  
 সাম্রাজ্যং সম্মদানাং ধনমখিলকলাসংসদামাদিশাস্ত্রম্ ।  
 স্মারস্বামোদভাজাং সুরতরুকুসুমং স্বাশ্রয়াণাং নিধানং  
 শ্রীরাধামাধবাখ্যং মিথুনমিহ বনে চারু রাজ্যং বভাজ ॥ ৯৫ ॥  
 সখ্যো বীক্ষ্যাভিরূপং কমপি বত তয়ো রূপলীলা-প্রকাশং  
 স্থিত্বা যষ্ঠীবদস্মিন্ প্রমদ-সমুদয়ে ল'ক্সসংজ্ঞাঃ পুনশ্চ ।  
 তৌ গান্ধর্ব্বা-মুকুন্দৌ ব্যতিকরজ-মদান্মোহমুচ্চে ভজন্তৌ  
 নানা নর্মাদিভঙ্গী বিরচনকলয়া চেতয়ামাসু রাশু ॥ ৯৬ ॥  
 রাধামুরৌ নিবেশ্য স্ফুটপুলকযুজা সান্ত্বিতাং কংসহত্না  
 তাম্বূলং তন্মুখান্তঃ স্বয়মুপহরতা তেন সংলাল্যমানাং ।

আভা কান্তি যন্তা তথাবিধা সতী অখিললোকং অমৃতৈঃ স্খাভিঃ উচ্চৈঃ  
 সাতিশয়ং সিদ্ধঞ্চকার অভিবিক্তমকরোং । অন্ধরানাম বৃত্তং ॥ ৯৪ ॥ কিঞ্চ,  
 সৌন্দর্য্যাণাং শরীরং মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহং, নবা স্তূত্যা নূতনা চ তরুণা চ যা রুক্  
 কান্তি স্তাসাং মন্দিরং নিধানং, সদৃশাণানাং নিখিলকল্যাণময়-গুণানাং  
 সাম্রাজ্যং সম্মদানাং হর্ষাণাং আনন্দশীলানাং বা ধনং সর্ব্বসম্পৎ, অখিলানাং  
 কলানাং শৈবতন্ত্রোক্তানাং চতুষ্টিকলাবিধানাং গীতবাছনৃত্যনাট্যাदीনাং  
 যাঃ সংসদঃ সভাঃ তাসাং আদিশাস্ত্রং সঙ্গীতমিত্যর্থঃ । যদ্বা পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ  
 কার্য্যঃ, সম্মদানাং হর্ষাণাং ধনং অখিলকলা তৎস্বরূপমিতি ভাবঃ । সংসদাং  
 পরিষদাং সম্বন্ধে আদিশাস্ত্রং বেদঃ এব, তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—‘শ্রুতাধ্যয়ন-  
 সম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ । রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ যে  
 সমাঃ ॥’ শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নাঃ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ বা, তদুক্তং কাत्याয়নেন—  
 ‘সভ্যেনাবশ্যবক্তব্যং ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ’ । যদ্বা সংসদাং দ্যুত-ক্রীড়ানাং আদি-  
 শ্রেষ্ঠং শাস্ত্রং মহাদ্যুতশাস্ত্রজ্ঞমিত্যর্থঃ । যদ্বা সংসদাং নিকুঞ্জগৃহাণামাদিশাস্ত্রং  
 কামশাস্ত্রং, কামকেলিভিঃ নিঃশেষতয়া কৃতার্থতাপাদনাং তত্তচ্ছাস্ত্রাণা-  
 মিত্যর্থঃ । তদেবাহ—স্মারাঃ কামসম্বন্ধিনঃ যে স্তু স্তৃষ্টু আমোদাঃ জন-  
 মনোহারিগন্ধাঃ, স্বামোদাঃ স্বীয়া অনন্তসাধারণা বা যে পরিমলাঃ  
 তান্ ভজন্তি সেবন্তে যে তেষাং পক্ষে সুরতরুণাং কল্পবৃক্ষাণাং কুসুমং  
 মহাসুগন্ধদ্বাং ।—তদুক্তং ‘পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পরিজাতকঃ ।  
 সন্তানং কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দন’মিত্যমরঃ । তথা স্বস্মিন্ আশ্রয়ো



দেবদ্রীকীর্ণপুষ্পে জগতি চ মুদিতং সিংহ-পীঠে নিবিষ্টাং

তাং ফুল্লাং সেবমানা নরপতি-বিভবৈরিখমুল্লস্ত দধুঃ ॥ ৯৭ ॥

সখীয়াং শ্রীরাধা স্বমহিত-জলধিঃ লজ্জয়ামাস সাক্ষং

পুনশ্চাবব্রাজ ব্রজকুলজনিধেঃ কাননীয়ং প্রদেশং ।

নিজশ্রীসম্পাদিঃ সপদি চ বিদধে তৌ বলাদেব বশ্যো

কিমন্তুদা হংহো হৃদয় বদ সখে ! ত্বন্ননো রাজ্যমিজ্যং ॥ ৯৮ ॥

যেথাঃ স্বাশ্রিতানাং ভক্তানাং নিধানং পরা গতিরিত্যর্থঃ । শ্রীরাধামাধবাখ্যাং  
মিথুনং যুগলং ইহাস্মিন্ বনে রাজ্যং রাজত্বং সুরত-সাম্রাজ্যং বা চারু স্তন্দরং  
যথা শ্রান্তথা বভাজ অসেবত অকরোদিত্যর্থঃ । রূপকং । অঙ্কুরা নাম  
বৃন্তঞ্চ ॥ ৯৫ ॥ তত্রত্যানন্দজপ্রলয়মাহ--বতেতি হর্ষে ! তয়ো রাধা-

কৃষ্ণয়োঃ কমপি অনির্বাচ্যং অতিরূপং মনোজ্ঞং রূপশ্চ চ লীলায়াশ্চ  
প্রকাশং অভিব্যক্তিং বীক্ষ্য সখ্যঃ অস্মিন্ নিকুঞ্জে যষ্ঠীবৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়াঃ  
সত্যঃ ইত্যর্থঃ স্থিত্বা পুনশ্চ প্রেমদানাং আনন্দানাং সমুদরৈঃ সমুন্নতিভিঃ  
লব্ধসংজ্ঞাঃ চেতিতাঃ ইত্যর্থঃ । ব্যতিকরঃ পরস্পরসঙ্গঃ তস্মাজ্জায়তে যো  
মদঃ হর্ষাতিরেক ইত্যর্থঃ তস্মাদ্ধেতোঃ উচৈঃ অত্যর্থং মোহং ভজন্তৌ  
গচ্ছন্তৌ তৌ গান্ধর্বা-মুকুন্দৌ [ কন্স ] আশু নানাবিধানাং নশ্বাদিভঙ্গীনাং  
বিরচনশ্চ কলয়া বিত্তয়া চেতয়ামাসুঃ সংজ্ঞাং প্রাপয়ামাসুরিত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণেণ রাধায়াঃ সংলালনমাহ—রাধাম্ উরৌ নিবেশ্য সংস্থাপ্য ক্ষুট-  
পুলকযুজা ব্যক্তপুলকাঙ্কিতবিগ্রহেণ কংসহস্তা কৃষ্ণেণ সান্ত্বিতাং কর্ণমনো-  
রসায়নেন বচসা সংপ্রীণিতাং সমাস্বাসিতাং বা কৃৎস্না তস্তা মুখমধ্যে  
স্বরমাত্মনা তাম্বূলং উপহরতা দদানেন তেন সম্যক্ লাল্যমানাং সিংহপীঠে  
নিবিষ্টাং অধিষ্ঠিতাং তাং প্রফুল্লাং তাং সখ্যঃ নরপতিযোগ্য-বিভবৈঃ  
সেবমানাঃ উল্লস্ত ইথাং দধুঃ চিন্তয়ামাসুঃ । তত্র সময়ানুকূল্যমাহ—জগতি  
দেবদ্রীভিঃ কীর্ণানি ক্ষিপ্তানি পুষ্পাণি যত্র তথাবিধে মুদিতে আনন্দিতে চ  
সতি ॥ ৯৭ ॥ চিন্তন-প্রকারমেবমাহ—ইয়ং সখী শ্রীরাধা স্বং স্বকীয়ং  
অহিতং হৃৎখমেব সমুদ্রঃ তং সাক্ষং সমগ্রং যদা অঙ্গৈঃ সখীভিঃ সহ বর্তমানং  
যথা শ্রান্তথা লজ্জয়ামাস অত্যক্রামং । পুনশ্চ ব্রজকুলে জাতঃ যো নিধিঃ  
কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ তশ্চ কাননীয়-প্রদেশং বৃন্দাবনং আবব্রাজ আগচ্ছৎ ।  
নিজা নিত্যা স্বকীয়া বা যা শ্রীঃ শোভা তস্তাঃ সম্পাদিঃ সপদি দ্রাগেব তৌ



ইতি ভণিতমখণ্ডং কাব্যখণ্ডং নিদিষ্টং

গুরুভিরুচিতয়েদং মে ধিয়া মেধয়া চ ।

কথয়িতুমপি কিঞ্চিন্নাষড়ক্ষীণমীশে

স্মুরতি শশিনি বৃত্তং যৎ পরং রাজবৃত্তম্ ॥ ৯৯ ॥

ইতি রচিতমখণ্ডং কাব্যখণ্ডং রসজ্ঞৈঃ

কথমপি তনুরংশঃ স্বত্ততে যতুমুশ্য ।

কৃষ্ণকৃষ্ণবনৌ চ বলাদেব বশৌ বশবর্তিনৌ বিদধে অকরোং । তত্র  
কৃষ্ণং স্বপ্রেমমাধুর্য্যেণ তদ্বনঞ্চ অত্যাভিষেকেনাত্মসাৎ কৃত্বেতি মন্তব্যম্ ।  
হংহো ! সন্মোদনে প্রপ্নে বা । হে হৃদয়-সখে ! কিমত্বা তে ইজ্যং  
পূজ্যং মনোরাজ্যং মনোহরীপ্সিতং বর্ততে তদ্ বদ । অত্র শোভা নাম  
বৃত্তং 'রসান্বাশৈঃ শোভা নয়ুগলজঠরা মেঘবিস্ফুর্জিতা চেদিতি । সা তু—  
রসত্ব শৈব্যমৌসোররগুরুযুতো মেঘবিস্ফুর্জিতা শ্রাদিতি ॥ ৯৮ ॥

গ্রন্থং সমাপয়ন্ স্বদৈন্তং ব্যঞ্জয়তি—ইতি গুরুভিঃ শ্রীরূপগোস্বামিভিঃ  
নিদিষ্টং উপদিষ্টং ভণিতং শ্রীদানকেলিকৌমুদ্যাং কথিতং চ অখণ্ডং সম্পূর্ণং  
কাব্যখণ্ডং কাব্যশ্রেণীকদেশং তস্তা অংশবিশেষে বর্ণনাং ইদং মম উচিতয়া  
যোগ্যয়া ধিয়া বুদ্ধ্যা মেধয়া ধারণাশক্ত্যা চ ন কিঞ্চিং তত্রাপি অষড়ক্ষীণং  
গুপ্তং অপরিষ্কৃতং যথা শ্রাতৃথা কথয়িতুমপি জ্ঞৈশে সমর্থোভবামি ।  
অর্থান্তরত্নাসেন তদেব প্রমাণীকুরুতে—যদ্ যস্মাৎ শশিনি চন্দ্রে বৃত্তং  
জাতং রাজবৃত্তং সম্পূর্ণগর্ভবৃত্তং পরং সর্বোত্তমং স্মুরতি, নাগ্রত্ন । ময়ি  
দুর্ভাগ্যে উক্তং নিদিষ্টমপি বস্তু বিস্তারয়িতুমহং নালমিতি ভাবঃ ॥ ৯৯ ॥  
ইতি অখণ্ডং সম্পূর্ণং কাব্যখণ্ডং রচিতং নির্মিতং । যদি অমুশ্য কাব্যশ্র  
তনুঃ স্বল্পঃ অংশোহপি রসজ্ঞৈঃ কথমপি স্বত্ততে আশ্বাত্ততে, তদানীমেব  
এষ মম যত্নঃ কাং স্নেহেন সমগ্রতয়া ফলতি কৃতার্থতামিয়াং । তত্র দৃষ্টান্তঃ  
—অঘরিপুঃ কৃষ্ণঃ তস্ত্র লোকেন হরিভক্তেন সক্রুৎ বারমেকং  
আলোকিতানাং দৃষ্টানাং আয়ুঃ যথা সফলীভবতি তথা । রসজ্ঞৈরিতি  
কাব্যশ্রাশ্রালোচনেহধিকারি-নির্দেশঃ কৃতঃ । কাব্যখণ্ডমিতি তু দৈত্বোক্তিঃ ।  
বস্তুতঃ ইদং মহাকাব্যশ্র সর্বৈঃ সুলক্ষণৈরন্বিতমেব । তদুক্তং সাহিত্য-  
দর্পণে—“সর্গবন্ধো মহাকাব্যঃ তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ । সদংশ-ক্ষত্রিয়ো  
বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ । একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোহপি বা ।



ফলতি মম তদানীমেব কাৎস্নেন যত্নঃ

সকৃদঘরিপুলোকালোকিতানামিবাযুঃ ॥১০০॥

ব্রজবিপিন-মহীক্ষিৎ পীঠপৃষ্ঠে প্রিয়াক্ষে

প্রিয়-বিনিহিতনানাভাবমদ্রা লিহানা ।

মুহুরিহ পুলকাঢ়াকীর্ণমোহং বহন্তী

বিতরতু বরলক্ষ্মীং রাধিকোত্তমদশীঃ ॥ ১০১ ॥

উভয়-ভুবন-ভব্যং যঃ সদা মে বিধাতা

নিধিবদপি যদীয়ং পাদপদ্বং নিষেব্যং ।

শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোহঙ্গী রস ইষ্যতে । অঙ্গানি সর্বেহপি রসাঃ সর্বে  
নাটকসঙ্করঃ । ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্তরা সজ্জনাশ্রয়ং । চত্বার স্তত্র বর্গাঃ  
স্ব্য স্তেষেকঞ্চ ফলং ভবেৎ । আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দেশ এব বা ।  
কুচিনিন্দা খলাদীনাং সতাক্ষ গুণকীর্তনং । একবৃত্তময়ৈঃ পঠৈরবসানেহত্য়-  
বৃত্তকৈঃ । নাতিস্বপ্না নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ । নানাবৃত্তময়ঃ  
কপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে । সর্গান্তে ভাবিসর্গস্ত কথায়্যাঃ সূচনং  
ভবেৎ । সন্ধ্যা-স্বর্যোন্দুরজনীপ্রদোষ-ধ্বান্তবাসরাঃ । প্রাত মধ্যাহ্ন-মৃগয়া-  
শৈলভূবনসাগরাঃ । সন্তোগ-বিপ্রলম্ভৌ চ মুনিষ্মর্গপুরা ধ্বজাঃ ।  
রণপ্রয়াগোপযম-মন্ত্রপুল্লোদয়াদয়ঃ । বর্ণনীরা যথাযোগ্যং সাক্ষোপাঙ্গা  
অমী ইহ । কবে বৃত্তস্ত বা নাম্না নায়কশ্রেতরস্ত বা । নামান্ত সর্গো-  
পাদেয়কথয়া সর্গনাম তু ॥” ১০০ ॥ সর্গস্ত নামকরণপূর্বকং তস্তাঃ সুষমা-  
বিস্করণং প্রার্থয়তে—ব্রজবিপিনস্ত যো মহীক্ষিৎ রাজা তস্ত পীঠপৃষ্ঠে  
সিংহাসনে প্রিয়স্ত অক্ষে ক্রোড়ে প্রিয়েণ বিনিহিতঃ সন্কারিতশ্চ নানা  
পৃথক্ চ যো ভাবঃ তং অদ্রা সাক্ষাৎ লিহানা আশ্বাদয়ন্তী ইহ মুহুঃ  
পুলকাঢ়ৈঃ সাত্ত্বিকনিবহৈঃ আকীর্ণং সংযুক্তং মোহং মুচুতাং বহন্তী চ  
উত্তমদা আনন্দাতিরেকাতুচ্ছতা শ্রীঃ সমৃদ্ধিঃ যন্তাঃ সা । যদা উত্তম-  
উদগচ্ছন্ মদঃ সেবাভ্যংকর্ষকৃদগর্বো যন্তাঃ তথাভূতা শ্রীঃ শোভা সম্পত্তি  
বা যন্তাঃ তথাভূতা, যদা উত্তম্ যো মদঃ অনঙ্গজবিক্রিয়াভরাদ্  
বিবেকহর উল্লাসঃ তস্ত শ্রীঃ সৌন্দর্য্যং যত্র তথাবিধা রাধিকা বরাং  
অতুংকৃষ্টাং লক্ষ্মীং সুষমাং বিতরতি সমস্তাং বিকিরতি । এতেন  
তৎস্থলশ্রোত্মদরাধিকেতি নামনিকুক্তিরপি দর্শিতা ॥ ১০১ ॥ গ্রন্থং সমাপ্য



অকুপণ-কুপয়া স্বপ্রেমদঃ সর্বদা য  
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীরাধিকাভিষেকচরিতে শ্রীমাধবমহোৎসব-নাগ্নি কাব্যে  
উন্মদ-রাধিকো নাম নবম উল্লাসঃ ॥ ৯ ॥

সমাপ্তমপীদং কাব্যম্ ॥

সপ্তসপ্তমনৌ শাকে জীবো বৃন্দাবনে বসন্ ।  
স্বমনোরথবল্লব্যং কাব্যমেতদপূরয়ৎ ॥ \* ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।

স্বৈষ্টদৈবং প্রাথং প্রার্থয়তে—যঃ মম উভয়য়োঃ ভুবনয়োঃ ইহকাল-  
পরকালয়োঃ ভব্যং কুশলং সদা বিধাতা অনুষ্ঠাতা—যদীয়ং পাদপদ্মং  
নিধিবং নিতরাং সেব্যং । যথা পদ্মনিধিঃ মহাভাগ্যতো লক্কো মহাযত্নৈঃ  
অর্চ্যতে, তথা তৎপদপদ্মং অপি, সর্বসম্পদাং বিধাতৃভ্যাং । যশ্চ  
অকুপণয়া অদীনয়া উদারয়া কুপয়া সর্বদা মে স্বস্ত্র প্রেমদঃ প্রেমদানকারী  
—ইহ তং মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ইতি পূর্ববৎ ॥ ১০২ ॥

ইতি কৃপা-কণিকায়ং নবম উল্লাসঃ ॥ ৯ ॥

অধুনা রচনা-কালমাহ—সপ্ত ( ৭ ) সপ্ত ( ৭ ) মনৌ ( ১৪ ) ‘অকুশ-  
বামা গতি’ রিতি ত্রায়েন ১৪৭৭ শাকে জীবঃ শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিচরণঃ,  
( দৈন্তোক্তিরিয়ং ) বৃন্দাবনে বসন্ স্বস্ত্র মনোরথবং রাঞ্জানুরূপং [ অস্তি-  
বিবক্ষায়াং মতুপ্ ] নব্যং নবীনং স্তত্যং বা এতৎ ধ্বনিধ্বন্যন্তরাসেবিতং  
স্বলঙ্কার-ভাবমর্যাদয়া ছন্দোবৈচিত্র্যা চ রসাত্মকং সুখদপদপদার্থরাজি-  
রাজিতং কাব্যং অপূরয়ৎ পূর্তিমকরোৎ ॥



যৎকুপা-কণিকয়া হি টিপ্তনীয়ং বিরচিতা ।  
 সমর্পিতা ভবতাক্ষ তস্মৈব শ্রীগুরোঃ করে ॥ ১ ॥  
 শ্রীমজ্জীব-চরণেভ্যো নমো নিত্যং সহস্রশঃ ।  
 কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং সত্বঃ কৃতার্থতামিয়াম্ ॥ ২ ॥  
 সিন্ধুকোটি-গভীরা হি তদাশয়া বিনিশ্চিতাঃ ।  
 তল্লবলেশমস্পৃষ্ট্বা স্তূলজ্জতে মহাধমঃ ॥ ৩ ॥  
 তৎপাদনলিনীধূলি-কারুণ্যলেশলুক্ককঃ ।  
 যদত্র প্রালপং বালঃ ক্রমন্তাং তে কুপাক্ষয়ঃ ॥ ৪ ॥  
 নেত্রসমিতে শাকে সিদ্ধিবিধু-সমষ্টিতে ।  
 নবদ্বীপে নিবসতা পৌষদর্শে সমাপিতা ॥ ৫ ॥  
 শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমঃ ॥





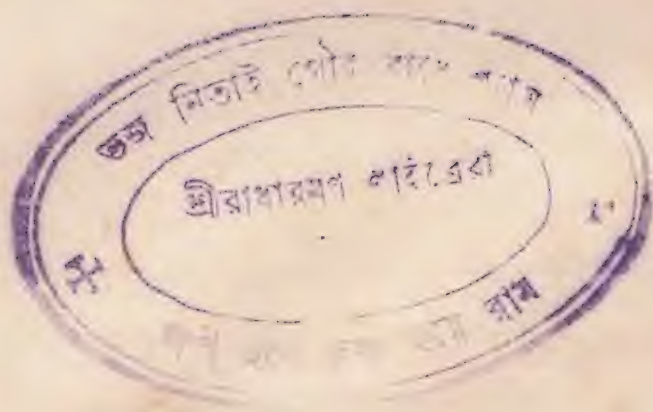


454



ବନ୍ଧାନୁବାଦ





কল্যাণচন্দ্র



মহালাচরণ ।

শ্রীগোরাঙ্গ গদাধর ঠাকুর জগন্নাথ ।

( এ ) তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাথ ॥

রামনরসিংহ প্রভু শ্রীরামগোপাল ।

শ্রীরামচন্দ্র সনাতন পরম দয়াল ॥

মুক্তারাম গোপীনাথ পতিত-পাবন ।

গোলোকচন্দ্র প্রভু হন ভুবন-তারণ ॥

গৌরগত-প্রাণ প্রভু শ্রীহরিমোহন । \*

ভক্তবৃন্দশিরোমণি অতি স করুণ ॥

তঁহো মোরে রূপা করি অঙ্গীকার কৈলা ।

গদাই গোরাঙ্গে প্রাণনাথ করি দিলা ॥

শ্রীশ্রীহরিবোলানন্দ ঠাকুর প্রবীণ ।

নামপ্রেমে ডুবাইলা অধমেরো মন ॥

শ্রীবিপিনবিহারী শ্রীনিত্যানন্দরায় ।

জন্মে জন্মে দাস হ'য়ে যেন গুণ গাই ॥

সগণ শ্রীরাধারমণ রূপা কর মোরে ।

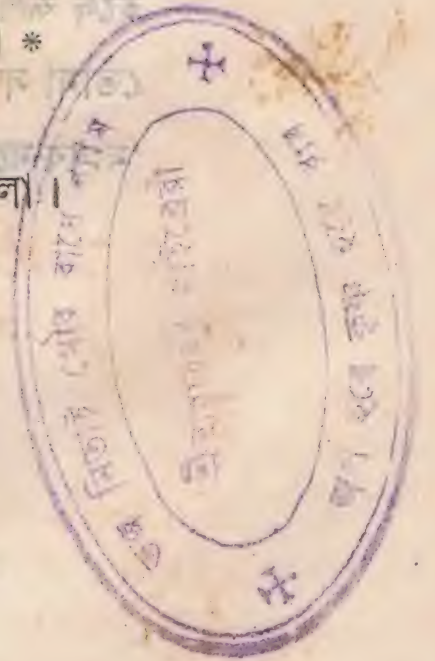
তোমাদের অপূর্ব লীলা স্মরুক অন্তরে ॥

প্রাণের আরাধ্য দেব গোবিন্দ ঠাকুর ।

চরণে শরণ মাগে এ দীন পামর ॥

শ্রীগিরিধারীজিউর করি চরণ-বন্দন ।

ভূমিষ্ঠ হইয়া বন্দি বৈষ্ণবের গণ ॥





ইঁহা সবার স্মরণে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ।  
 অতএব তাঁহাদের বন্দিয়ে চরণ ॥  
 শ্রীজীবগোস্বামিপাদ গম্ভীর-আশয় ।  
 তাঁহার হৃদয় বুঝে কারো সাধ্য নাই ॥  
 রাধাকৃষ্ণলীলা-সিন্ধু অপার অগাধ ।  
 কে করিতে পারে তাহে অবগাহ-সাধ ॥  
 'মাধব-মহোৎসব' গন্ধে লুপ্ত হ'ল মন ।  
 অতএব দূরে রহি চাখি এক কণ ॥  
 সর্ববৈষ্ণবের পদে কোটি নমস্কার ।  
 ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥  
 তোমা সভার পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।  
 'মাধব-মহোৎসব' ভাষা কহে দীন হরিদাস ॥



## প্রথম উল্লাস ।

### বস্ত্রবীজ

( ১ ) অভিষেক-জলধারার সহিত শ্রীরাধাঙ্গ-ভজনাকারী ( তদঙ্গে প্রতিবিম্বিত ) শ্রীকৃষ্ণের বিস্তীর্ণ কিরণাবলী জয়যুক্ত হউন ( সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করুন ) । ময়ূরগণ সহ বারিদাবলী যে প্রকার লোকলোচনের শোভা সমৃদ্ধি আনয়ন করে, তদ্রূপ ঐ ( অভিষেক-ধারাসম্পাত-সম্বলিতা ) কিরণমালাও সখীগণের নয়নে মহাপ্রীতি দান করিয়াছিল ।

### বন্দনা, স্বদৈন্ত্য-ভাষণ ইত্যাদি

( ২ ) যিনি শচীজঠর-সমুদ্রে প্রাচুর্ভূত হইয়াছেন, এবং স্বয়ংও যিনি মহাভক্তিরূপ অমৃতের সমুদ্র—সেই গৌর-কান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা মদীয় হৃদয়ে নিজ কিরণমালা বিস্তার করুন । ( ৩ ) যিনি সনাতন-স্বরূপে ( নিত্যকালের জ্ঞাত ) স্মহান্ ( নিকুঞ্জ ) মন্দিরমণ্ডিত বৃন্দাবন লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কখনও অত্যাগ গমন করেন না—সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার এই মস্তকে তদীয় অতু্যংকুষ্ট কমল-বিনিন্দী পাদপদ্ম দান করুন । [পক্ষান্তরে—যিনি ‘সনাতন’ নামে সুবিখ্যাত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপা-নির্দেশমত মহা-নিকুঞ্জমন্দিরভূষিত শ্রীবৃন্দাবন ধামকে চিরবাস্তব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ মদীয় শিরোদেশে তদীয় সুন্দর পদ্মবিজয়ী চরণ যুগল অর্পণ করুন ॥ ( ৪ ) যাঁহার আদেশবলে এই কাব্য-রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি—স্বয়ং তুষ্ঠ, রূপে ও নামে জগৎপূজ্য সেই ‘শ্রীকৃষ্ণ’ নামক পরম প্রসিদ্ধ—মদীয় প্রভুর করুণায় শ্রীহরিপ্রিয়া ( শ্রীরাধাদি ) গোপীগণ আমার প্রতি প্রীত হউন ; [ অথবা শ্রীহরি-প্রিয় পরম ভাগবৎগণও প্রীতি লাভ করুন । ] ( ৫ ) হে প্রভুর আদেশবাণি ! আমি তোমার নিকট বিনয় সহকারে এই যাচ্ঞা করিতেছি যে তুমি স্বয়ংই নবীন কাব্যরূপে বক্ষ্যমাণ শ্রীরাধাভিষেক রূপ মহামহোৎসব-প্রকাশশীল [ গুণ, রস, ভাব, ধ্বনি, অলঙ্কার প্রভৃতি ]



বস্তুনিচয়ের সহিত আবির্ভূত হও। (৬) সেই প্রভুদয় শ্রীরূপসম্মতনের সহোদর, যিনি আমার পিতৃস্বরূপে মৎপ্রতি রূপালু এবং জগতে যিনি ‘রঘুনাথভূত্য’ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—সেই সাধুগণ-প্রিয় ‘বল্লভ’ নামক মৎপিতৃদেব আমাকে রক্ষা করুন। [ অথবা—উক্ত প্রভুদয়ের সহোদর রূপে খ্যাত—পিতৃবৎ রূপালু, সাধুদিগের প্রিয় ‘রঘুনাথ দাস’ নামে যিনি জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই আমাকে সতত পরিরক্ষণ করুন। (৭) অহো! পূর্বোক্ত আদেশবরের বীৰ্য্য-রূপ সম্পত্তিই মহামত্ত করিয়া [ উল্লাসাতিরেক-সম্পাদনে ] এই কাব্য রচনায় এই ক্ষুদ্রজীবকে প্রবৃত্ত করিয়াছে! তাঁহার রূপাতেই সেই শ্রীরাধামাধব-ভজননিষ্ঠ (বৈষ্ণব) মহাশয়গণও ইহাতে সাতিশয় সন্তোষলাভ করিবেন।

### প্রস্থের আকর-নির্ণয়

(৮) যাহা পদ্ম পুরাণে কার্তিক-মাহাত্ম্যে স্মৃতিত হইয়াছে, বৃহৎ গোতমীয়তন্ত্রে ও মৎস্ত-পুরাণে যাহা নিশ্চিত হইয়াছে এবং মদীয় প্রভুবর শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ যাহা ‘দানকেলি-কৌমুদী’ প্রভৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাই আনন্দ-সহকারে বিস্তারিত করিবার জন্য আমার এই প্রচেষ্টা।

### মূলপ্রস্থ :

(৯) শ্রীরাধার অভিষেক-কৌতুকে তাঁহার নয়ন হইতে প্রসৃত পরিহাস-গর্ভ কান্তি-রাশিই জয়যুক্ত হউন! তাৎকালিক ঐ কান্তিধারা মাধবচন্দ্রকেও [ চৈত্রমাসের রাক্ষচন্দ্রকে. পক্ষান্তরে শ্রামচন্দ্রকে ] মন্দীভূত (মলিন) করিয়াই আনন্দ বিস্তার করিয়াছিল। (১০) যিনি মহাধন্য ও পুণ্যবান্ বৃষভানু রাজার কন্যা, যিনি ব্রজবধুগণ হইতে সর্ব্বথাই প্রধানা, এবং যাহার (মাদনাথ্য মহাভাবের) স্বভাবে লীলা-বিনোদী মাধব ও সমধিক আনন্দিত হইয়া থাকেন, সেই রাধিকা সুখময় সখীসমাজে খেলা করিতেছেন। (১১) একদিন ভাবময়ী কৃষ্ণ-সোহাগিনী নারীগণ সমভি-বাহারে কীৰ্ত্তিদার নির্ম্মল-কীৰ্ত্তিবর্দ্ধনকারিণী সেই শ্রীরাধা কান্তি-কন্দলী-পরিবৃত চন্দ্রকলার ন্যায় নিজ রসাল (আম্র) চত্বরে গমন করিলেন। (১২-১৭) রাধিকাদি নিখিল সখী মণ্ডলীর চারুতা (সৌন্দর্য্য) চিত্র-সৃষ্টি রচনা-কুশল বিধাতারও মহাবিচিত্রতা সমানয়ন-কারিণী অর্থাৎ তাঁহাকেও বিস্ময়-



রসে আগ্রত করে, তাঁহারা কীর্তি-কলাপে অত্যাঙ্কল গোকুলেও চন্দ্ররাজিবৎ  
 বিভ্রম ( বিলাস ) বিস্তার করিতেছেন। পরিপূর্ণ রাকাচন্দ্রের অত্যাঙ্কষ্ট  
 মাধুর্য্যবত্তা বহন পূর্ব্বক তাঁহারা বলপূর্ব্বকই যেন শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষের বিভেদ  
 (বিরোধ) লোপ করিতেছেন। [আভরণ ব্যতিরেকেও স্বতঃসুন্দর দেহবরে]  
 তাঁহারা স্বীয় অঙ্গ-রত্নে স্বর্ণালঙ্কার-সমূহ ধারণ করিয়াছেন, মনে হয় যেন  
 যোগ্য উত্তম জনে (অহৈতুকী কৃপাকারী) মহাজনের কৃপাশিক্ষাই দিতেছেন,  
 [স্বর্ণভূষা ধারণ করিয়া স্বীয় অঙ্গ-কান্তিতে ভূমারই ভূষণ সম্পাদন  
 করিতেছেন]। সুরসুন্দরীগণ ইহাদের প্রতিলীলা-বিলাসকেই বিচিত্র-  
 কল্পলতার আন্দোলন মনে করিয়া যথেষ্ট স্তব ( প্রশংসা ) করিয়া থাকেন।  
 লক্ষ্মীরও বন্দনীর সেই ব্রজদেবীগণে পরিপূর্ণতা থাকিলেও কলাকৃতিময়তা  
 বিগ্ৰহমান রহিয়াছে। ( আংশিক স্বরূপতা—এই অর্থে বিরোধ, সমাধান  
 পক্ষে—তাঁহারা চতুষষ্টি-কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন )। তাঁহারা  
 সকলেই তুল্যমূল্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্নমালা ধারণ করিলেও স্বস্ব দেহজ কান্তিতে  
 পরস্পর রঙ্গ-বিস্তার করিতেছিলেন, [শ্লেষপক্ষে—পরস্পরকে কামসম্বন্ধি  
 উৎসবে আনন্দ দান করিতেছিলেন।] অত্যাঙ্কম রসরাজির সংমিশ্রণে ভাব-  
 শাবল্যবৎ একত্র অবস্থান করিলেও তাঁহারা নর্গরস-সুচক কলহ-পরস্পরায়  
 বিভিন্ন হইতেছেন। কৃষ্ণবক্ষে অগ্ন কমলার ( স্বর্ণরেখা রূপে ) স্থিতি  
 নিরসন পূর্ব্বক তাঁহারা কৃষ্ণের চিত্ত-কমলেই চির বিশ্রান্তি লাভ  
 করিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের সুখময় ও মনোরম সমুদ্রে চন্দ্রকলা-সমূহবৎ  
 শোভা বিস্তার করিতেছেন। সুন্দরদেহা ( অত্যাঙ্কষ্টা ) চন্দ্রকলার গ্রায়  
 তাঁহারা অনন্তজ ( স্বভাব-সিক্ত ) দ্যুতিরশি বহন করিতেছেন এবং কবি-  
 গণের বর্ণনাময় কাব্যরাজির পক্ষে ( উপদেষ্টা ) মহাশোভা-স্বরূপিণী হইয়া  
 বিরাজিত আছেন। ( ১৮ ) সেই বরালি ( শ্রেষ্ঠা সখী ) শ্রীরাধার  
 চতুর্দিকে বিলাসভরে শদ্যমান অলঙ্কারাদির মনোমদ-ধ্বনিবিশিষ্টা ও  
 রাগবন্ধনে ( অনুরাগাতিরেকে ) মধুরা সখী-মণ্ডলী শ্রীহরির কটিদেশের  
 বেষ্টনকারী শৃঙ্খলাবৎ ( মেখলার গ্রায় ) বিশেষভাবে শোভা পাইতেছেন।



## শ্রীরাধা ও ললিতাদির বাক্যবাক্য

( ১৯ ) এই স্থানে রসাল ( আম্র ) রূপ বন্ধুর সাহচর্যে মনোহর ও বসন্তকালীন মাধবীলতাকে [ রসময় প্রাণবন্ধুর সহিত ‘মাধবী’ \* নায়িকা-বৎ ] দর্শন করিয়া সমধিক আমোদপ্রমোদভরে শ্রীরাধিকা ললিতা নায়ী সখীকে বলিলেন—( ২০ ) “দেখ সখি ! এই মাধবী লতা যেমন বিচিত্র পত্রের নব নব গুচ্ছরূপ সুন্দর স্তন-মণ্ডিত হইয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ-ভ্রমর সমূহের অঙ্গ-সঙ্গ করিতেছে এবং মাধবের ( বসন্তের ) উজ্জ্বল বিলাস-সম্পাদিকা হইয়াছে, তুমিও তদ্রূপ বিচিত্র পত্রভঙ্গী-রচনায় এবং সুন্দর স্তন-যুগলে শোভিতা, তুমিও কৃষ্ণভঙ্গের [ সেই ধৃষ্ট নায়ক কৃষ্ণের ] অঙ্গসঙ্গ করিয়া থাক এবং মাধবের উজ্জ্বল ( শৃঙ্গাররসময় ) বিলাস-শালিনী হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছ !! ( ২১ ) চঞ্চল-পল্লবরূপহস্ত-বিশিষ্ট ঐ মাধবীর পতি রসালের সহিত এক্ষণেই আমি কৃষ্ণভঙ্গযুক্ত অতএব ললিতাঙ্গবিশিষ্টা মাধবীকে বিবাহ করাইতেছি—অতএব রসাল যদি মাধবীকে চুম্বনও করে, তবে আর তাহার ভয়ের কারণ নাই !! [ পক্ষান্তরে —চঞ্চল কিসলয় তুল্য হস্তবিশিষ্ট অথবা চঞ্চল বলয়-শোভিত কর-যুক্ত এই রসময় তোমার প্রাণপতি ধৃষ্ট নায়ক কৃষ্ণের সহিত সুমধুর অঙ্গ-বিশিষ্টা মাধবী নায়িকা তোমাকে [ লীলায় ] বিবাহ দিতেছি, † অতএব মাধব যদি তোমাকে এখন যথেষ্ট চুম্বনাদি দ্বারা উপভোগও করেন, তবে তোমার আর কোনই ভয় থাকিবে না !! ] ( ২২ ) হে সখি ! তোমাকে দেখিয়া মৃদু মধুর বায়ুভরে চঞ্চলায়মান পল্লবরূপ হস্ত-শোভিতা দূরদর্শিনী এই আম্রলতিকা কোকিলার কলধ্বনি দ্বারাই যেন কোতুকোদেগ্রে কৃষ্ণকে আহ্বান করিতেছে !!” ( ২৩ ) ললিতাও পুনরায় সেই সেই বাক্য দ্বারাই শ্রীরাধার সহিত নম্ররসভঙ্গী বিস্তার করিতে থাকিলে বিশাখা তাঁহার মৃদু মধুরহাস্তশোভিত বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনোগতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—( ২৪ ) ‘আমরা ত তোমাকে দৃঢ়ব্রতা বলিয়াই শত শত বার জানিয়াছি ; [ বিপরীত-লক্ষণায়—আমরা দৃঢ়ব্রতা, কিন্তু হে রাধে !

\* স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকাকে যদি প্রাণকান্ত ক্ষণমাত্র ত্যাগ করিতেও অসমর্থ হইয়েন, তবে সেই নায়িকাকে রসশাস্ত্রে ‘মাধবী’ বলা হয় ।

† এ স্থলে ব্যঙ্গ্যোক্তি পরিহাস-ব্যঙ্গক বলিয়া পরকীয়ারসের পোষক হইয়াছে । সত্য বিবাহ নহে ; ক্রীড়াকৌতুক মাত্র ।



তুমিই শিখিলব্রতা, তাঁহার মুখ দেখিলে তোমার সকল কাঠিগু দূরীভূত হয় !! ] অতঃপরে এ স্থানে তোমাকে কেই বা উপহাস করিবে ? অতএব হে সখি । প্রাণকান্তের বাঞ্ছনীয় ভূষণোচিত নূতন মাধবী-কুসুমই এক্ষণে সংগ্রহ করত ॥”

### শ্রীরাধার কুসুম-চয়ন ও মান্য-গ্রহণাদি

( ২৫ ) তখন ভাবিনী রাধা দেবপূজাচ্ছলে সেই মাধবী কুসুমসমূহ চয়ন করিলেন এবং মহাকলাবিদ্যার আচার্য্যরূপে পুলকাঙ্কিত কলেবরে প্রিয়তমের জন্ত সঙ্কেত-ব্যঞ্জক হার-গ্রহণে প্রবৃত্তা হইলেন । ( ২৬ ) তখন দাসীগণ সম্মত সহকারে শীঘ্রই ( সমীপ দেশে ) কুসুম-শয্যা সজ্জিত করিয়া দিলেন । স্বর্ণপদ্মলতা যেমন ইতঃস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া গঙ্গাজলের শোভা বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ শ্রীরাধাও বিভ্রম (মদনাবেশ বশতঃ হারভূষাদির বিপর্য্যয় বা যৌবনজ বিকার-বিশেষ ) সহকারে সেই পুষ্পশয্যায় উপবেশন করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিলেন । ( ২৭ ) তিনি বামহস্তে সূত্রযুক্ত সূচী ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা অবলীলাক্রমে একটি একটি করিয়া পুষ্প সরাইয়া হার প্রস্তুত করিতেছেন, বোধ হয় যেন তৎসঙ্গে সঙ্গে সখীগণের মনও গ্রথিত হইতেছে । ( ২৮ ) যে যে মাধবীপুষ্প শ্রীরাধার রক্তবর্ণ হস্তপদ্মের স্পর্শে অতিশয় ( রক্তিমাত ) হইয়া শোভিত হইতেছে, তাহা তাহাই আবার তাঁহার নখরচন্দ্রের সীমায় উপস্থিত হইয়া উদীয়মান নক্ষত্রবৎ শুভ্র প্রাপ্ত হইতেছে !! ( ২৯ ) সেই স্থলে পুষ্প, জল, পুগ ( গুবাক তাম্বুলাদি অথবা পিকদানী ), চন্দনাদি অনুলেপন, লেখনী বা কালি ইত্যাদি, ভূষণ, ব্যজন, পাশক-গুটিকা ও ‘সুস্মধী’ বা ‘শুভা’ নামক শারিকা প্রভৃতি সাদরে গ্রহণ করিয়া সেবিকাগণ সুন্দরী ( সখী ) গণকে সেবা করিতেছেন ।

### সখীগণ কর্তৃক শ্রীরাধামাধুর্য্যাস্বাদন

( ৩০ ) [ শ্রীরাধার মুখচন্দ্র-নির্গলিত সুধার অত্যধিক পানে ] সখীগণের নয়নরূপ চকোর-রাজি ঐ অমৃত উদ্গার করিতে থাকিলেও তখনও ঐ সুধাই পান করিতে লাগিলেন । যতই পান করুন না কেন, কিছুতেই তাঁহাদের মনস্তৃপ্তি হইতেছে না !! ( ৩১ ) সেই নতক্ৰ সুন্দরীদের কণ্ঠসমূহ



শ্রীরাধার মুখপদ্মের বাক্যরূপ মধুপানে ভ্রমরবৎ উন্মত্ত হইলেও কিন্তু কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইল না, তখন তাঁহাদের নয়নও নৃত্যকলা বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ( ৩২ ) সেই গোপী-সমাজে শ্রীরাধা স্বীয় গুণসম্পত্তি দ্বারা তাঁহাদের হারাবলি-সদৃশা হইলেন—বাক্যদ্বারা তাঁহাদের কুসুম-নির্মিত কর্ণাভরণ ( কানতড়কা ) স্বরূপা এবং কান্তি-দ্বারা তাঁহাদের কাঞ্চনময় অঞ্জনশলাকা-রূপিণী ও কৃষ্ণভাবোৎসবদ্বারা তাঁহাদের শিরোমণি রূপে বিরাজ করিতেছেন।

### সখীগণের অভিপ্রায়-জ্ঞাপন ও রাধার ভাব-বৈকল্য

( ৩৩ ) ‘অতঃ এই কাননে আমাদের প্রিয়তমা সখীর আনুকূল্যে আনন্দিত প্রশস্তচিকুরবান্ শ্রামসুন্দরকে দেখিতে পাইব কি?’—এই কথাটি এইস্থানে কোন্ রমণীই না গণ্ডমণ্ডিত পুলক-প্রকাশে নিভৃতভাবে ( অপ্রকাশে ) পরস্পরকে বলিয়াছেন? অর্থাৎ সকলেরই এই ইচ্ছা যে অতঃ এই নির্জন নিকুঞ্জ-মন্দিরে শ্রীরাধা যেন শ্রামসুন্দরকে যথেষ্ট সুখো-ল্লাস দান করেন !! ( ৩৪ ) পদ্মগন্ধি-বায়ুর স্পর্শে ভ্রমরী যেমন ঐ পদ্মের ক্রোড়দেশের সঙ্গলাভ করিবার জন্য তৃষিতা হয়—তদ্রূপ কোনও সখীকর্তৃক উক্ত শ্রীহরির চপলতা-বিশেষ-ব্যঞ্জক নন্দ্যবাক্য শ্রবণে শ্রীরাধাও মহা-ব্যাকুলিত হইলেন। ( ৩৫ ) বরস্তার এই গীতি ( বাক্য ) যে কেবল তাঁহার কণ্ঠেই রাগরাগিণী ধারণ করিয়া ব্যক্ত হইয়াছিল, ( অর্থাৎ তিনি যে ইহা কেবল সুস্বরে ও সুরাগেই ব্যক্ত করিয়াছেন ) তাহা নহে, কিন্তু ইহা শ্রীরাধার হৃদয়েও প্রবল অনুরাগ আনয়ন করিয়াছিল। এই ব্যাপার আদৌ অদ্ভুত নহে, যেহেতু দিব্য বস্তুর মহিমাই এতাদৃশ ( সামান্য উদ্দীপনই প্রবলতর অনুরাগ আনয়ন করিয়া থাকে। ) ( ৩৬ ) তখন শ্রীরাধার দেহে প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। ঘর্ম্মজলের সহিত অশ্রু মিলিত হইল—মহাকম্পের সহিত রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। এবং প্রলয়ের ( মূর্ছার ) সহিত স্তব্ধতা উপস্থিত হইল। [ একেবারে স্তব্ধ সাংসারিক ভাবাবলির বিকাশ হইল। ] ( ৩৭ ) বহুক্ষণ পর্যন্ত সখীগণ সান্ত্বনা দিতে থাকিলেও কিন্তু শ্রীরাধার মুখকমল মলিনই দেখাইতেছিল; তাঁহার চতুর্দিকে সখীগণ বেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিলেও তিনি কিন্তু



পৃথিবীকে শূন্যই মনে করিতেছেন। (৩৮) বিচিত্র কেলি-কলা-প্রকাশনে নিজেদের দ্বারা রক্ষিতা শ্রীরাধাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়াও কিন্তু সখীগণ দুঃখিতাই ছিলেন—সুতরাং তিনি গদগদ বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন।

### শ্রীরাধার বিরহাবেশে নিবেদন

(৩৯) “হে সখীগণ! তোমাদের প্রত্যেকেরই ললাটরূপ চন্দ্রে রেখা-রূপ এই কলঙ্ক বিধাতা কর্তৃক অর্পিত হইয়াছে কি যে ‘হে গোপিনী! তাহার (শ্রামের) গুণরূপ তুষাগ্নি দ্বারা তোমাকে দগ্ধহৃদয়া হইতে হইবে!’ (৪০) এই দেখনা কেন—এই (মাদৃশা) নারী তাহার জন্ম বহু বহু কুসুমরাজি দ্বারা সঙ্কেত-ব্যঞ্জক হারাদি গুণ্ফন করিয়াও কিন্তু পরিণামে সেই গুলিকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে!! (৪১) হে সখীগণ! দেখিতেছি সর্বত্রই ব্রজকিশোরীগণ কৃষ্ণসঙ্গে প্রগাঢ় রঙ্গরস-মঙ্গল করিতেছে! কিন্তু হায়! তোমরাই কেবল হতবিধি দ্বারা নিহত হইতেছ!! (৪২) তোমরা ধন্য ও পুণ্যবতী হইয়াও কেন উত্তমরূপে শ্রীহরির মাধুরী পান করিতে পারিতেছ না—তাহার কারণ এক্ষণে বুঝিয়াছি! হায়! এই দুর্ভাগ্য-বতীর সঙ্গই কিন্তু তোমাদের সর্বনাশ আনয়ন করিয়াছে!! (৪৩) দৈবক্রমে গোকুলে কুলবধু-মধ্যে যদি কোনও রমণী জন্মলাভ করে, তবে যেন আমাদের গণের অনুগামিনী হইয়া তাহার ধিক্কৃত জীবন না হয়—আর আমার গ্রায় ব্যাকুল হইয়া জীবন ধারণ করা ত কোনও ক্রমেই উচিত নহে। (৪৪) হায়! যাহার কান্তি (দেহজ শোভা, পক্ষে ইচ্ছা) অনুভব করিয়া জন্তুমাত্রই নিমেষ-লবরূপ অত্যল্পসময়েরও বিরহ সহ করিতে পারে না—হা! বিস্ময়ের বিষয়! প্রিয়তমা অভিমানিনী যিনি, তিনি কিনা আজ শ্রামসুন্দরের গন্ধরহিত হইয়াও জীবিতাই আছেন!! (৪৫) ঐ ক্ষুদ্র শমীবৃক্ষের অন্তরস্থলে অগ্নি সংযুক্ত থাকিলেও কি প্রকারে তাহা বহুকালের জন্ম জীবিত থাকে হে? [যেহেতু প্রসিদ্ধ আছে যে শমীবৃক্ষের মধ্যস্থলে অগ্নি থাকে, এইজন্মই অগ্নির এক নাম শমীগর্ভ] পক্ষান্তরে—কৃষ্ণপথে অর্থাৎ তদ্ভেদে মন প্রাণ অর্পিত হইয়াছে যে নারীর সে কি প্রকারে সর্বক্ষণই শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে পারে? অথবা হায়!! ইহা হইতেও পারে বা! তাহার দারুণ স্থিতি (প্রাণধারণ) ও এই প্রকারই বটে!! (পক্ষে) সে নারীর মহাকঠিন প্রাণই বটে!! (৪৬)



কৃষ্ণস্বতীরূপ প্রসিদ্ধ চন্দন বনে দীপ্তিবিশিষ্ট দৈব রূপ অগ্নি সমূহ  
আমাদিগকে নিরন্তর গ্রাস করিতে করিতেই উদয় ইউক, তাহাতে কোন  
আপত্তি নাই। কিন্তু এই বংশী ঐ অগ্নিতে ফুৎকার প্রদান করিয়া  
করিয়াই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে কেন হে? অর্থাৎ একে ত কৃষ্ণস্বতি  
আমাদের অশেষ বিশেষে কষ্ট-কারণ, তাহাতে আবার বংশীর কলতান  
যোগ হইয়া পূর্ব জালা আরও বৃদ্ধি করিতেছে !! ] (৪৭) “হে পাবিকে !  
(মুরলি!) হরির মুখপদ্ম রূপ মধু নীরবে পান কর—ইহাতে বাধা  
দিবার কেহই নাই। হায়! ঐ কৃষ্ণ কর্তৃক মোহিতা এই নারীকে  
কেন তুমি অব্যক্তমোহন নিনাদে মুহুমুহু বিড়ম্বিত কর হে?” (৪৮)  
হায়! মুনীশ্বরী পূর্ণিমা এবং তদীয়া অনুচরী নান্দীমুখীও ত আমাকে  
স্মরণ করিতেছেন না!! দৈব বাহার প্রতিকূল হয়, তাহার অঙ্গ  
সমূহও ঐ প্রকার প্রতিকূলতা সূচনা করিয়াই স্পন্দিত হইতে দেখা  
যায় !!

### নান্দীমুখীর আগমন ও রাধা-সান্ত্বনা

(৪৯) এই প্রকারে দুর্দান্ত কাম-ব্যঙ্গক বাক্যে শ্রীরাধা সখীগণের  
হৃদয়ে ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য বিস্তার করিতে থাকিলে **নান্দীমুখী** এই  
প্রসঙ্গের কিয়দংশ শ্রবণ করিতে করিতেই মৃহমন্দ গতিতে তথায় উপনীত  
হইলেন। (৫০) তখন সুন্দরীগণ তাঁহাকে নিজেদের সম্মুখেই সমাগতা  
দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন।  
নান্দীমুখী অশ্রুমোচন করিতে করিতে ইঁহাদের প্রত্যেককেই আলিঙ্গন  
করিলে স্নিগ্ধচিত্তা সখীগণ তাঁহাকে আসনে বসাইলেন। (৫১) শ্রীরাধা  
কুশল প্রশ্ন পূর্বক প্রিয়তমের বার্তা শ্রবণে অভিলাষী হইয়া গদগদ বাক্যে  
তাঁহাকে বলিলেন—“মহাশয়ার এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থান হইতে আগমন  
হইতেছে?” (৫২) পদ্বলতার প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুমরাজি চয়ন করিয়া  
যেমন মৃদু সূত্রদ্বারা মালা গ্রহণ করিতে হয়—তদ্রূপ নান্দীমুখী শ্রীহরির  
বিলাসপাত্র শ্রীরাধাকে সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা দেখিয়া তাঁহার মনের  
গস্তীরাশয় বুঝিবার জন্য সান্ত্ব (অতি মধুর) বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৫৩)  
‘হে সখীশ্বরী! ভগবতী পৌর্ণমাসীর শ্রীচরণকমলের আজ্ঞায় তোমাকে  
দর্শন করিতে আসিতেছিলাম—পথমধ্যে একবার শ্রীহরিকেও দর্শন



করিতে বনমধ্যে গিয়াছিলাম—আবার গোকুলে গিয়া শ্রীব্রজেশ্বরীকেও দর্শন করিয়া আসিলাম ।

### মা যশোদার বাৎসল্য-বর্ণনা

( ৫৪ ) অহো ! মা যশোদা শ্রীহরির ও তোমার পথপানে নয়ন দিয়াই রহিয়াছেন—স্তনধারায় ও অশ্রু-ধারায় নদীপ্রবাহ ছুটাইতেছেন !! হে সখি ! আমাকে দেখিয়া তিনি কাতর নয়নে বলিতে লাগিলেন । ( ৫৫ ) “ওহে নান্দি ! বনমধ্যে কঠিনপ্রাণা আমার সেই শিশুটিকে দেখিয়াছ কি ? আহা ! সেই দুগ্ধপোষ্য বালকটি আমার খেলা করিতে করিতে ক্ষুৎপীড়িত হইলেও কেন এখন পর্য্যন্ত গৃহে আগমন করিতেছে না ? ( ৫৬ ) হে তপোধনে ! বল দেখি—ধনিষ্ঠা যে সকল মধ্যাহ্নভোজনের সামগ্রী হাতে নিয়া গিয়াছে, খেলার চঞ্চলমতি সেই অচ্যুত কি তাহা পায় নাই ? ( ৫৭ ) বালকটি কি সুন্দর বৃক্ষছায়ায় বসিয়া রুচিপূর্ব্বক সেই সুমধুর অন্নাদি ভোজন করিয়াছে ? বলরাম ও অত্মাত্ম গোপ-বালকগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সে ভালভাবেই আছে ত ? গোষ্ঠ পথের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে কি অর্থাৎ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে কি ? ( ৫৮ ) আমি যে রক্ষৌষধি, মণি-প্রভৃতি বন্ধন করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা তাহা বনমধ্যে এখনও যথাস্থানে আছে ত ? মহা মহা মল্লশ্রেষ্ঠগণ কি সাবধানচিত্তে তাহার চতুর্দিক রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপৃত আছে ? ” ( ৫৯ ) শ্রীহরির মঙ্গল-সূচক লক্ষ লক্ষ বাক্য-সুধায় ব্রজেশ্বরীকে আমি সাস্তুনা দিয়াছি । হে সখি ! পুনরায় তোমাকে স্মরণ করিয়াও তিনি ম্লেহাতি-শয্য-বিধানে বলিতে লাগিলেন—( ৬০ ) ওহে নান্দীমুখি ! হায় ! হায় ! বিধাতা শ্রীরাধাকে আমার পুত্রবধুরূপে সংযোজিত না করিলেও কিন্তু আমার সর্ব্বদাই বিশ্বাস হয় যে শ্রীরাধা আমার পুত্রবধুই এবং সে এই-ভাবেই আমার মনোমন্দিরে বিরাজ করে !! ( ৬১ ) যদিও এই ব্রজ-মণ্ডলে সদগুণ-মণিভূষিতা বহু বহু কুমারী আছে—তথাপি হে সতি ( উত্তমে ) নান্দি ! সেই রাধিকাই আমাদের নয়নের প্রকাশ-বিষয়ে বাধবের [ মধুযামিনীর, চৈত্র বা বৈশাখ মাসের ] চন্দ্রমাবৎ অনুভূত হইয়া থাকে !! ( ৬২ ) ওহে ! যদি তুমি আমার পুত্রিকা রাধিকাকে দর্শন করিতে একবার তথায় যাও, তবে তুমি নিজে আমার নাম করিয়া



বহুক্ষণ যাবৎ তাহার সুগন্ধ শিরোব্রাণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলিও—  
 (৬৩) “নিজ বালক দর্শন করিবার জন্য কুটিল বিধাতা আমাকে একক্ষণ  
 মাত্র অবকাশ দান করিয়াছে। হে পুত্রি! কৈর্তিদেরি! সেই কঠিন-  
 স্বভাব বিধিই আবার তোমাকেও দূরবর্তিনীই করিয়াছে!! (৬৪) হে  
 বৎসে! সেই সুন্দর কেশকলাপ-বিশিষ্ট বালকের মুখ না দেখিয়া আমার  
 চিত্ত কিছুতেই সুস্থ হয় না। হে রাধিকে! তুমি যদি আমার নিকটে  
 আস, তবে আমি সত্য সত্যই সুখে দিনযাপন করিতে পারি! (৬৫) হে  
 সূতে! তুমি স্বপ্ন-গৃহে পরাধীনা হইয়াছ—আমার চিত্ত কিন্তু সততই  
 তোমাকে দেখিতে চাহে! অহহ!! যে বিধাতা প্রেমাতিশয্যবান্ জনেও  
 বিচারশূন্যতা নির্মাণ করিয়াছে—তাহাকেই ধিক্!!! (৬৬) হে  
 রাধে! আমার মনরূপ চকোর শ্রামচন্দ্রের বিরহে বড়ই সন্তপ্ত হইতেছে!  
 অতএব তুমি তোমার দেহরূপ কুমুদ পংক্তিদ্বারা ভাবিত (‘জনিত’ পাঠে  
 সুবাসিত) আলিঙ্গনরূপ জল [‘অমৃত’ পাঠে—আলিঙ্গন রূপ সুধা]  
 দ্বারা ইহাকে সুশীতল কর।” (৬৭) ব্রজেশ্বরী এই কথাই বলিয়াছেন  
 এবং তোমার নিকট আগমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি আমার  
 হস্তে তোমার জন্ত শ্রীহরির পদ্মরাগমণিখচিত এই মনোহর হারথানাও  
 দিয়াছেন।

### রোহিণী, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির বার্ত্তা-নিবেদন

(৬৮) হে সখি! বলদেব-জননী রোহিণী-প্রমুখা বাৎসল্যময়ী পুরস্কী-  
 গণ সুখে এবং গুণমালা প্রভৃতি আলীগণ বাস্পমোচন-পুরঃসর ও অত্যাশ্র  
 নারীগণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তোমাকে অনেক কথা জানাইয়াছেন! (৬৯)  
 অহো! তোমারই কোনও অনিবার্য মহাভাগ্য দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়া  
 পয়োব্রত-কারিণী ভগবতী পৌর্ণমাসীও যাহা যাহা বলিয়াছেন—হে সখি!  
 তাহা তাহাও সখীগণ সহ তুমি শ্রবণ কর। (৭০) “হে নান্দিকে!  
 আমি ব্রত বশতঃ এত দূর রাস্তা চলিতে অক্ষমা হইয়াছি! তুমিই এক্ষণে  
 রাধার নিকটে দ্রুতগতিতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে মদীয় আশীর্বাদ  
 জ্ঞাপন করতঃ তাহার সন্তোষ বিধান কর এবং পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া  
 সকল বার্ত্তা বলিয়া আমাকেও সুখী কর। (৭১) মিথ্যা পতিরূপে



অভিমত্ন্যর সহিত সঙ্গম হইতে আমিই তাহাকে রূপা করিয়া [ অথবা যোগমায়ার সাহায্যে ] রক্ষা করিতেছি এবং এইজন্তই শ্রীরাধাও নিজতনুকে তৎসঙ্গম হইতে সতত পালন করিতেছে !! ( ৭২ ) দেখ সর্বদার জন্ত শ্রীরাধা যেন কোনও ভাববিশেষের আশ্রয়ে ( উন্মনা ) হইয়া রহিয়াছে বলিয়া তাহার নিজ সখীগণ বিকল হইয়া চিন্তা করে । আমাদের জীবনাশ্রয়ের আধারভূত গৃহ যদি সমুদ্র-জলে নিমজ্জিত হয়, তখন যেমন আমরা বিকল হইয়া মহাচিন্তাগ্রস্ত হইয়া থাকি, তদ্রূপ শ্রীরাধার ভাব-বিস্মলতা দর্শনে সখীগণের মহাভাবনা উপস্থিত হইয়াছে !! ( ৭৩ ) ওহে নান্দিকে । শ্রীরাধার মনোহর শিরোদেশে এই মঙ্গল অর্ঘ্যটি স্থাপন করিবে ; তৎপরে ভূয়োভূয় তাহার কুশল প্রশ্ন করিয়া আমার এই বক্তব্যটি বলিবে—( ৭৪ ) ‘রাধিকাও মধুহর, নামক তোমরা দুইজন নিরতিশয় অদ্ভুত গুণ-রাজিতে পৃথিবীতলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছ । তোমরা দুইজনে আমার সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি-রূপ মৃগবিশেষকে দূর ( অবন্তীনগর ) হইতে আকর্ষণ করিয়াই নিজ বৃন্দাবন-বনে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ !! ( ৭৫ ) অহো ! যখনই ‘রাধা মাধব’ এই মধুর অক্ষরাবলি ( সুধা ) পান করিয়াছি—হে পুত্রি ! কি বলিব, তখনই অমৃতলুপ্ত দেবতার কথা সুন্দররূপে গুলিলেও হৃদয়ে ঘৃণার উদয় হয় অথবা অমরত্ব-প্রাপক অতু্যন্তম বেদাধ্যয়নবিষয়েও ঘৃণা হয় !! ( ৭৬ ) পূর্ণিমা তিথির কান্তিরশির পূরণ করিবার পক্ষে গোকুলরূপ মহাকাশ শোভা পাইতেছে । [ পক্ষান্তরে এই পৌর্ণমাসীর অভিলাষ সমূহের সম্যক পূর্ত্তি-বিধান জন্ত মহাব্যোমবৎ সুবিশাল গোকুলই সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্থল । ] এখানকার মাধবই স্বয়ং পূর্ণচন্দ্র এবং হে বৎসে ! তুমিই শ্রেষ্ঠ শারদ-কান্তি !! ( ৭৭ ) হে রাধিকে ! এই গোকুলে কৃষ্ণসঙ্গ-বৈভব-শালিনী কত কতই না উত্তমা কামিনী বিরাজ করিতেছে ? কিন্তু তোমা ব্যতিরেকে মাধবের স্মরতি-সম্পাদনে আর কেহই চক্রবর্ত্তিনী ( সার্কভৌম ) হইতে পারে না !! ( ৭৮ ) হে সুমুখি ! তোমার গায় রক্তপদ্মিনীকে [ অনুরক্তা পদ্মিনী নামিকাকে ] হরির ( সূর্য্যের ) সহিত সঙ্গম করাইয়া নিখিল সমরকেই কি তোমার প্রসাদযুক্ত করিতে পারিব না ? হায় ! কিন্তু ইহাতে অতৃপ্ত ভ্রমরগণ শীঘ্রই তোমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে ! [ এই সঙ্গম-বিষয়ে অপরিতুষ্ট বৃশ্চিকতুল্য গুরুজন কর্তৃক তুমি বহু বাধা প্রাপ্ত



হইয়া থাক !! ] ( ৭৯ ) হে কল্যাণ-দায়িকে ! তুমি তোমার ভক্তিদ্বারা দেবগণের সহিত আমাদিগকে বন্ধন করিয়াছ । ( ব্রজে ) জন্মলাভে ব্রজ-জনগণ সহ নিজবংশাবলিকে ভূষিত করিয়াছ এবং তোমার সখ্যরসে বলিতাদির সহিত মাধবের অঙ্গ সমূহকেও তুমিই পোষণ করিতেছ !! ( ৮০ ) হে রাধিকে ( বিশাখা নক্ষত্র ! ) বৈশাখ-রাত্রির আনন্দ-বর্দ্ধক নিজদেহ কান্তির উজ্জলতার সহিত বিরাজিতা এবং অগ্ৰাণ্য নক্ষত্র মণ্ডলীরূপ সখীগণ কর্তৃক বেষ্টিতা তুমি নিত্যই চন্দ্রের সহযোগে উদীয়মান হইয়া তেজের দ্বারা পূর্ণিমাকে পূরণ ( পোষণ ) কর । [ পক্ষান্তরে—হে রাধে ! শ্রামসুন্দরের আনন্দ-বর্দ্ধন তোমার নিজ অঙ্গজ্যোতির উজ্জলতার সহিত সখীগণ-সমভিব্যাহারে নিত্যই অশুভনাশন গোকুলচন্দ্রমার সাহচর্যে উদিত হইয়া তুমি এই ( বৃদ্ধা ) পৌর্ণমাসীকে সর্বথা পরিপালন কর । ” ]

### শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য বিজ্ঞাপন

( ৮১ ) এইভাবে পূজ্যপাদ দেবী পৌর্ণমাসীর অনুজ্ঞা পাইয়া আমি বহুপথে আসিতেছিলাম ; এমন সময়ে সর্বত্র বনদেবীগণ কর্তৃক সুস্বরে গীত তোমার কীর্ত্তি-সুধা-ধারায় আমি যেন অভিষিক্তই হইয়াছি !! ( ৮২ ) হে সখি ! আমি তোমার যশোরশি-শ্রবণে সম্যকপ্রকারে এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে দূরদেশে চলিয়া যাইতেছি—এই জ্ঞান পর্য্যন্তও আমার ছিল না । এইভাবে চলিতে চলিতে মধুকরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত ( গুপ্তিত ) পুষ্পময় এক কুসুম-কাননেই উপনীত হইলাম । ( ৮৩ ) সেই স্থানে কোনও অপূৰ্ণ সূচাক গন্ধরাশি বহুক্ষণ যাবৎ বিস্তারিত হইয়া পুষ্পসমূহকেও সুবাসিত করিতেছে এবং তৎসহ মলয়-বায়ুও সুখের সহিত মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে । ( ৮৪ ) হে সখি ! চতুর্দিকে প্রসূত সেই পরিমল-রাশিতে আশঙ্কিত হইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপারও দর্শন করিলাম ! কোনও অনির্বচনীয় শ্রামল কিরণমালায় যেন ঐ বনভাগ ভ্রূবৃন্দবেষ্টিতবৎ অতুলনীয় নিবিড়তা ধারণ করিয়াছে । ( ৮৫ ) এস্থলে একটি কণিকার-বৃক্ষ কুসুমরাজি দ্বারা যেন সহস্রনেত্রতা ( ইন্দ্র ) প্রাপ্ত হইয়াছে । ঐ বৃক্ষটিকে দেখিলে মনে হয় যেন উহা নিকটে কোনও বাঞ্ছিত বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া মধুবর্ষণচ্ছলে অশ্রবিসর্জন করিতেছে !! ( ৮৬ ) হে সখি ! ঐ দৃশ্য-দর্শনে আমি মুহুমুহু বিস্মিতই



হইয়াছি এবং অত্যন্তম পুষ্পরেণু-সংব্যাপ্ত চত্বরে ( প্রাক্ষণে ) অদ্ভুত মাধুর্যাতিশয়শালী তাঁহাকেও ( শ্রামকে ) নেত্রপথের পথিক করিয়াছি !! ( ৮৭ ) ইহার যে অপূৰ্ণ রূপ-মাধুরী দেখিয়াছি—তাহাতে উহার সম্যক পরিচয় দিতে ( স্তুতি করিতে ) আমি সত্যই অসমর্থ। তাহা অবর্ণনীয় বলিয়া অর্থাৎ অনুভূতিগম্য সূতরাং বাগিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া সংস্কৃতই বলিতে হইবে। অথবা ঐ রূপই উহার সম্যক পরিচয়-প্রদানে সমর্থ, অথ কেহই তদবিষয়ে পরিজ্ঞাত নহে। ফলতঃ এতাদৃশ গুণ অত্যাশ্চর্য্যই হয় না !! ( ৮৮ ) যাহার জন্ম তুমি সदा আরাধনা করিয়া স্বীয় ‘রাধিকা’ নাম সার্থক করিয়াছ এবং নিজ অশ্রুধারায় নিত্যই স্নানত হইতেছ—তোমারও জন্ম যিনি সর্বদা বনবাস ও সন্তাপরাশিই ভজনা করিতেছেন [ পক্ষান্তরে—গন্ধমালাদি দ্বারা অঙ্গসংস্কার এবং ধূপধূম-প্রচারে কেশকলাপের স্নগন্ধতা-সম্পাদন করেন ]—তাঁহার দৃষ্টান্ত তিনিই—অপর কেহই নহে !! ( ৮৯ ) হে সখি ! তোমার ত্রায় সতী-শিরোমণিও যাহার কান্তির্দর্শনে বিস্মিতই হইয়াছে অর্থাৎ সতীত্ব তিলাঞ্জলি দিয়াছে, সেই মেঘ-সুশ্রামল স্নিগ্ধকান্তির মাধুরীই বা কে উত্তমরূপে অশেষ বিশেষে বর্ণনা করিতে পারিবে ? ( ৯০ ) একে শ্রামল বর্ণ—তাহাতে আবার পরিধানে পীতবসন—গুঞ্জামালার সহিত আবার ময়ূরপুচ্ছের চূড়া !! এইভাবে তাঁহার বপুটি অনলঙ্কৃত ( স্বল্লাভরণযুক্ত ) হইলেও ঐ সব বস্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃতই (সমধিক শোভিতই) হইয়াছিল ! ( ৯১ ) হংস যেরূপ পদ্ম ( মৃগাল ) আশ্বাদন করিতে গিয়া স্নমধুর ধ্বনি করে, তদ্রূপ তাঁহারও চরণ-কমলে পাদকটক ( নূপুর ) স্নমধুর স্বরে বাজিতেছে। মেঘের কোলে যেমন বিহ্বাদাম খেলা করে, তদ্রূপ তাঁহার মেঘ-শ্রামল-শ্রোণিদেহেও স্বর্ণমেখলা নৃহমন্দভাবে চলিতেছে। আকাশে যেমন অতিশুভ্র তারকারাজির উদয়ে শোভা-সমৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষোদেশে অতিশুভ্র হারমালা শোভা পাইতেছে। চন্দ্রমা যেমন মৃগ-লাঞ্জন, তদ্রূপ তাঁহারও মুখচন্দ্র বেণু দ্বারা ঈষৎ আবৃত রহিয়াছে। ( ৯২ ) যেহেতু ইনি যুবতিগণের মানস-সরোবরে সর্বদাই উত্তমরূপে বনরসের ( জলের, পক্ষে নিবিড় রসের ) উজ্জলতা বিকিরণ ও জলবর্ষণ ( লীলামৃতবর্ষণ ) করিতেছেন—তাহাতেই মনে হয় যে ইনি শারদ-বর্ষোপযোগি গুণময়ই হইবেন, অর্থাৎ উজ্জলতা সহকারে অমৃতবর্ষাশীল



বলিয়া প্রতীত হইতেছেন !! ( ৯৩ ) একে তাঁহার রূপ-লাবণ্য, তাহাতে আবার নবীন বয়স, তাহাতেও নাগরোচিত কলা ( বিদ্যা ), তাহাতেও আবার কাম—তাহাতেও পুনঃ রাগ-লহরী !! হে চন্দ্রবদনে ! সেই রাগলহরীই ত তোমাকে সর্বদার তরে আনন্দিত রাখে ! ( ৯৪ ) যদি তোমার মহাবিভ্রম ( শৃঙ্গারজহাব-বিশেষ ) এই সুন্দর-ক্রযুক্ত কৃষ্ণের সারথি ( সাহায্য ) করিত, তবে তাঁহার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া কামদেব নিজ কুসুমধনু অবশ্যই পরিত্যাগ করিত !!

### শ্রীকৃষ্ণের ভার-বৈকল্য শ্রবণে

#### শ্রীরাধার মিলন-ব্যগ্রতা

( ৯৫-৯৮ ) হে সখি ! শারদ-লক্ষ্মীস্বরূপা তোমার চিন্তা সমকালে তাঁহার মোহনরূপাতিশয়া স্বরূপ নীলপদ্ম-দর্শনকারী কোন্ ব্যক্তির না নয়ন-ভঙ্গের কোনও অনির্বাক্য লালসা সমুৎপাদিত হয় ? অর্থাৎ যুগলমিলন দেখিতে ইচ্ছা হয় না ? দেখ—যাঁহার রূপ-লাবণ্যদর্শনে নীলপদ্মের কান্তির শান্তিনাশ ( গর্ভ খর্ব ) হয় । বহুবিধহারের গণিসমূহ দ্বারা তিনি বিরাজিত হইতেছেন । স্বর্ণবর্ণ সূক্ষ্মবস্ত্রে যাঁহার কটিদেশের আভরণ কাঞ্চী বেষ্টিত হইয়াছে—যাঁহার রূপ স্বয়ং কামদেবেরও অভিলষণীয় নিধি-স্বরূপ—অতঃ তিনিই তোমার মান বুঝিয়াও তোমাকেই দর্শন করিবার লালসার মনোহর বামকরে গণ্ডমণ্ডল স্থাপন করিয়াছেন—দক্ষিণহস্ত হইতে তাঁহার বংশীর কিয়দংশ চ্যুত হইয়াছে—যে কোনও সামান্য ব্যাপারেই তিনি সম্যক্ প্রকারে ঘূর্ণিত অক্ষিযুগলকে নিমীলিত করিতেছেন । হে রাধে ! এই ভাবে [ মহাচিন্তা-কাতর ] এই শ্রামসুন্দরকে দেখিতে পাইয়া তোমার দর্শন জন্ত আমি সর্বত্রই অনুসন্ধান করিতেছিলাম । অহো ! তাহাতে সম্ভব এই অনুভবই হইয়াছে যে এই ব্যাপারের মূল তত্ত্ব হইতেছে তোমারই বৈভব—রূপ যৌবন প্রেম ইত্যাদি !! ( ৯৯ ) আমার সেই স্থলে গমন তোমার অভিসারের ইঙ্গিত-বোধকই—এই মনে করিয়া তিনি আমাকে তোমার সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তাঁহার ঐ চাপলাই মহাচাঞ্চল্যেরই ( প্রতীক ) অভিব্যঞ্জক ! ( ১০০ ) হে সরলে সখি ! আমাকে নিরন্তর দেখিয়া পুনরায় তোমার সেই বুদ্ধিমান বল্লভ তোমার স্তব ( প্রশংসা ) করিয়া কামোৎখরণে ব্যাকুল



হইয়া আদরপূর্ব্বক তোমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—( ১০১ ) হে সুধামুখি ! সেই বংশীবদনের স্ততিকারক মুখ যে কেবল তোমার গুণেরই পরিমলমাত্র উদ্গার করিতেছিল, তাহা নহে ; পরন্তু বহুশঃই তোমার অধরস্থিত পরিমলের রসোদগারও করিতেছিল। ( ১০২ ) হায় ! সখি !! যিনি আমার জীবনরক্ষার মহৌষধি,—যিনি আমার মনরূপ ভ্রমরের পক্ষে পদ্মাদিযুক্ত সরোবররাজি,—যিনি আমার বক্ষের পরমসুন্দর মালা—সেই রাধা এখনও বনে আসেন নাই !! ( ১০৩ ) [ নাটকের প্রারম্ভে অঙ্গস্বরূপে যেমন নান্দীরূপ মঞ্জলাচরণ পাঠ করিতে হয়, নান্দ্যন্তে সূত্রধার আসিয়া নাটকীয় বস্তুর বীজ সূচনা করে ও তদনন্তর রীতিমত নাটক অভিনীত হয়, তদ্রূপ ] হে নান্দীমুখি ! তুমি মদীয় বাক্যরূপ নব্যনাটক প্রকটরূপে অভিনয় করিতে প্রতিক্ষণে অঙ্গিনী ( প্রধান সহায়ী ) নান্দী স্বরূপা হইয়া রাধার সভায় আবির্ভূত হও, অর্থাৎ মৎ-কথিত সংবাদটি রাধার কর্ণগোচর কর। ( ১০৪ ) ‘হে বরাননে ! যিনি তোমার বিচ্ছেদে ( প্রিয় ) ময়ূরপুচ্ছসমূহ শিরোদেশ হইতে বিচ্যুত হইলেও কদাচিৎ তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন না [ অথবা তোমার বিরহে কাতর হইয়া যিনি মিলিতা চন্দ্রাবলীকেও অনুসন্ধান করেন না ], সেই বিরহী কৃষ্ণেরই এই প্রার্থনা-সূচক নিবেদন। ( ১০৫ ) হে সখি ! একটিবার আস—হে বিদ্যাদ্বং চঞ্চলে ! নিজ ঘনরস [ জল বা নিবিড় রস ] দানকারী এইজনকে কান্তিতে ( তোমার রূপলাবণ্যে বা স্বাভিলাষ-প্রকাশে ) অনুরঞ্জিত কর ! এই দীনজন চিরসন্তপ্ত ! অতএব যাহাতে অন্তর পরিস্ফুটরূপে শীতলতর হয়—এই ব্যবস্থাই কর !! ( ১০৬ ) হে পৃথুস্তনি ! তোমাকে হৃদয়ের বহির্দেশে ধারণ করিতে প্রার্থনা করায় আমার প্রেমের লঘুতা দৃষ্ট হইলেও কিন্তু সেই তুমিই আবার আমার হৃদয়ের মধ্যেও বাস করিতেছে বলিয়া ইহাতে তোমার ত গৌরবই ( বৃদ্ধি ) হইল হে !! ( ১০৭ ) ‘হায় ! এই কৃষ্ণের সহিত রাধার বিরহ সংঘটিত করিলেও কিন্তু সর্ব্বদাই হৃদয়ে তাহার সহিত ক্রীড়া করে !!’—এই ভাবনায় খল ছুষ্ট বিধাতা সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও [ হৃদয়ে তোমার স্মৃতিলেশও ] সম্যক্-প্রলীন করিয়া থাকে। অর্থাৎ হৃদয়ে একক্ষণের জন্ত তোমার স্মৃতিও হয় না !! ( ১০৮ ) হে সখি ! যদিও বা আমার মনে প্রভুত্ব লইয়া অর্থাৎ প্রভাব বিস্তার করতঃ সমাগতা হইয়া থাক,



তাহাতেও আমার সহ (সুস্থতা বা সাম্য) নাশ কর, তাহাতে যথেষ্ট ক্রীড়াবিনোদের ব্যাঘাত হয়। অতএব হে চঞ্চল-নরনে! তুমি সান্ত্বনয় ক্রোধান্বিতা হইরা এখনও আমার নিকটে আসিতেছে না! (১০৯) হে বরাননে! আমি সর্বদাই দক্ষিণ (সরল), কিন্তু তুমি হতভাগ্য বামদিকেই চলিতেছ (বাম্যভাবাপন্নাই হইয়াছ)! হে বিধাতঃ! আবার কি উভয়ের প্রাণ-মূলক (জীবন-রক্ষক) মিলন হইবে না? (১১০) “হায় রে! সেই প্রিয়তমা আমাকে নিশ্চয়ই ত্যাগ করিবেন না—এক্ষণেই নিকটেই তাঁহাকে পাইব।” চিতে এইরূপ বিচার আসিতেছে! অতএব হে রাধে! একটিবারও আমাকে তোমার প্রণয়-ভাজন কর!! (১১১) হে সুমুখি! তোমার নিজের এই বৃন্দাটবী দর্শন করিবার জন্তই না হয় একবার আস—এ স্থানে তুমি তমালবৃক্ষ অবলোকনচ্ছলেও যদি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তবেও তোমার বদান্ততা অনুভব করিব।” (১১২) এই কথা বলিয়াই শ্রামসুন্দর ঘুরিতে ঘুরিতে এক প্রস্ফুটিত চম্পকলতাকে অবলম্বন করিলেন। কি বলিব দেবি! সে স্থলে ‘হা রাধিকে! রাধিকে!!’ এই বলিয়াই আমি মুহমুহ ফুৎকার করিতে লাগিলাম। (১১৩) হে রাধিকে! অনন্তর মাধব তোমার নাম-সুধা পান করিতে করিতে ধীরে ধীরে নয়নযুগল উন্মীলনপূর্বক গদগদস্বরে আমাকে মধুর বাক্যরাজি বলিতে লাগিলেন। (১১৪) “হে নান্দি! অতএব তুমি শীঘ্রই শ্রীরাধার নিকট যাও। হে সাধ্বি! শ্রীরাধাকে আমার মানসব্যথার সহিত সমস্ত অবস্থাই নিবেদন কর। আমার এই বনমালাও প্রেয়সীর লাভণ্যময় অঙ্গে সমর্পণ করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।” (১১৫) হে চঞ্চললোচনে! তাঁহার এই আদেশ-মঙ্গল ধারণ করিয়া আমি তোমার নিকট আসিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে উভয়ের মিলন-দর্শনাশায় আমার বুদ্ধিও দোবার ন্যায় ছলিতেছে! (১১৬) হে সুবদনে! তাঁহার হৃদয়ের কোনও অনির্বচনীয় ভাববিশেষ তুমিই জান এবং তোমারও হৃদয়ের অন্তরতম স্থলের কথাটি তিনিই জানেন। ইহাতে আমাদের দৌত্যচাতুর্য্য করা কেবল সিন্ধু-সেচনের ন্যায় অর্থাৎ সাগরে জলবিন্দু-প্রক্ষেপই মাত্র।” (১১৭) নান্দীমুখীর বাক্যে তখন সম্মতি সূচিত হইলে তাঁহার বাম্পই প্রথমতঃ সখীগণের লালসাময়ীবাক্যকে রোধ করিল; তখন কিন্তু



বাম্যরীতি কলঙ্কিতই হইল অর্থাৎ বাম্যভাব বিন্দুমাত্রও দেখা গেল না ! ( ১১৮ ) শ্রীরাধা ধৈর্য্যসহকারে যদিও প্রণয়যুক্ত বুদ্ধি ( মহাপ্রণয়ের অনুভাব ) হৃদয়ে সম্বরণ করিলেন, তথাপি তাঁহার মুখদর্শনে নিকটবর্তী প্রাণিমাাত্রই আর্তি-সাগরে নিমজ্জিত হইল । ( ১১৯ ) ক্ষণকাল যাবৎ সেই সখীসমাজ মোঁন হইয়া রহিলেন । তখনই কল্পান্বিত দেহে অথচ স্মৃতিভরে সেই নান্দীমুখী ললিতাপ্রমুখ বয়স্রাগগণকে ভগবতী পৌর্ণমাসীর সত্য ( অবশ্যস্তাবী ) আশীর্বাদবাক্য শ্রবণ করাইলেন ।

### পৌর্ণমাসীর আশীর্বাদ-ভ্রাপন

( ১২০ ) যিনি খলসমূহকে বা শোকরাশিকে অথবা গাঢ় অন্ধকারকে বিনাশ করেন ; যিনি দেবগণের পদবী ( পূজ্যমানতা ) উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বা যিনি দৈব ( ভাগ্য ) পরম্পরা প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা দেবসম্বন্ধি মার্গ সুরক্ষণ করেন ; যিনি বিশ্ববসতি ( জগন্নিবাস বিশ্বরূপকে ) বা সকলের গৃহসম্পত্তি অথবা সকল রাত্রিকেই সুন্দররূপে রক্ষা করিতেছেন,—যিনি ব্রজমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, বা কবিগণের বাক্য-সমূহের স্ফুটিকারক অথবা রশ্মি-সমূহের ( তেজস্ক পদার্থ-নিচয়ের ) তেজোদায়ী—( ১২১ ) হে পুত্রিকাগণ ! সেই বিচিত্র-তেজস্ক মহীয়ান্ পূজিত কৃষ্ণরূপ সহায়দ্বারা সম্প্রতি তোমরা রাধার মধুর মূর্তি-মাধুরী অবলোকন করিয়া নয়ন বিস্ফারিত করিবে । [ ধ্বন্যর্থ—কৃষ্ণপক্ষগণ কর্তৃক আদৃত কোনও এক মহীয়ান্ বিচিত্র মহোৎসবে রাধিকার মধুর মূর্তি-মাধুরী তোমরা নিরীক্ষণ করিবে ] ।

### ললিতার স্বপ্ন-কথন ও ভাবী অভিষেকের জন্ম আকাঙ্ক্ষা

( ১২২ ) নান্দীমুখীর সেই বাক্যে পুষ্টিলাভ করিয়া ললিতাও নিজের বাক্য-গুণে নান্দীমুখীকে পোষণ করিলেন, যেহেতু মহাজনগণ পরম্পর উল্লসিতবুদ্ধি দ্বারা উপকৃতই হইয়া থাকেন । ( ১২৩ ) হে তপস্বিনি ! উজ্জলতার সহিত উদয়শীল পূর্ণচন্দ্রবৎ ইহার কোনও এক উৎসবময় মহোদয় ( মহাভাগ্য ) আমার নেত্রপদ্মের বিকাশশীল হইয়াছিল—তাহাতে আমার চিত্ত-মধুকর বিষৃণিত হইতেছে । ( ১২৪ ) দেখিলাম—



‘কোনও রত্নময় চত্বরে কৃষ্ণ কৰ্ত্তৃক আনন্দিতা আমাদের প্রাণসখী শ্রীরাধাকে দেবীগণ অর্চনা করিতেছেন।’ অহো! এই স্বপ্নবৃত্তান্তও আমি এক্ষণে জাগ্রদ্বৎ দেখিতেছি। (১২৫) তখন নান্দীমুখী বহুক্ষণ বাবৎ নরন নিমীলিত করিয়া পুনর্বার নিজমুখরূপ চন্দ্র হইতে বাক্যরূপ কিরণদ্বারা চন্দ্রকান্তরূপ উজ্জল-দেহধারিণী সখীগণকে অশ্রু ও ঘর্ষরূপ জলরাশি বর্ষণ করাইয়াছিলেন!! (১২৬) যে মানস-সরোবরের জলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় ও শৈবাল-সমূহ স্বচ্ছন্দতা লাভ করে, সেই সরোবরে কি মৎস্যযুগলও খেলা করে না? পক্ষান্তরে—যে রসময় ব্যাপারের মানসিক চিন্তার ফলেই চিত্ত বিকশিত হয়, অঙ্গে রোমাঞ্চ হয়, সেই ব্যাপারটি এই চক্ষুতে সত্যই স্বচ্ছন্দে দর্শন করিবার ভাগ্য হইবে কি? (১২৭) গোপরাজ-যুবরাজের এই কাননে (বৃন্দাবনে) বৃন্দা কৰ্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণদণ্ডে শোভিতা ও বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষিক্তা শ্রীরাধাকে কি সজ্জিত করিতে পারিব না? (১২৮) তখন এই ললিতার স্বপ্নমঙ্গলে সংবদ্ধিতা নান্দীমুখীর বাক্যসুধার পূর্বরঙ্গবৎ (নাট্যোপক্রমতুল্য) গোপ-সুন্দরীদের রোমরূপ নর্তকগণ হর্ষভরে জাত শোভারূপ ভূমিকার (বেশবিছাসের) পরিগ্রহ করিল অর্থাৎ ললিতার স্বপ্ন ও নান্দীমুখীর বাক্যশ্রবণে সখীগণের মহাহর্ষে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং সর্বক্ষেত্রে অতি অপরূপ শোভা প্রকাশ পাইল। (১২৯) হে সখীগণ! চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র ক্ষীত হইলেও কিন্তু পূর্ণিমা তিথিতে যেমন এক অনির্বাচ্য চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তদ্রূপ তোমাদের প্রিয়সখী রাধার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া তোমাদের চিত্ত বিকশিত হইলেও সম্প্রতি কিন্তু ঐ অভিষেকোৎসবে কোনও এক অনির্বাচনীয় মহাচমৎকারিত্ব বিস্তার করিবে!!

### নারদ মুনির বানী

(১৩০) ‘যখন শ্রীরাধা নিজ রাজ্যের বস্ত্র ভূষণাদি নিজেই সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবেন, তখনই তিনি কৃষ্ণবনে অভিষিক্ত হইবেন’—একথা একদিন নারদমুনিও বলিয়াছিলেন। (১৩১) অতঃপর কোনও সময়ে সেই মুনি এই কথাও উৎপলকাষিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে ‘যখন তাঁহার অভিষেকের উত্তোগ হইবে, তখন সেই পূর্বকালীন সখীমণ্ডলী [ চন্দ্রকান্তির সহচরী গন্ধর্বকন্যাগণ ] তাঁহার সেবা করিবে।’



## অভিষেকবার্তা-শ্রবণে শ্রীরাধা

(১৩২) শ্রীরাধিকা কিন্তু ভাবতৃষ্ণাবলে ঐ অভিষেকোৎসব নিজ শোক-নাশক হইবে বলিয়া বিশেষ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—অথচ ঐ বাক্যের ভাবিধর্ম (স্বভাব বা ফল) অখণ্ডিত চিত্তে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। (১৩৩) কৃষ্ণবনে নিজের রাজ্যপ্রাপ্তির নামেই এবং নিজ রুচি (কান্তি বা অভিলাষ) চয়ের বৃদ্ধিবশতঃই কি আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইতেছে? অথবা কি তদীয় ভাব ক্ষোভই বিস্তার করিতেছে?

## শ্রীরাধাভিসার-সঙ্কেত

(১৩৪) অনন্তর গোপীগণ মনে প্রচুরতর আনন্দ প্রাপ্তি হেতু অতুলনীয় শান্তিলাভ করিলেন এবং তাঁহাদের ভ্রুকলানর্তনে অর্থাৎ নেত্রাঙ্গিমুদ্রণ রূপ চাক্ষুষ অভিযোগ দ্বারা ও বিশাখার সাক্ষাৎ বাক্যে নান্দীমুখী শ্রীরাধার অভিসার-সঙ্কেত অবগত হইলেন। (১৩৫) (বিশাখা বলিলেন)—প্রিয়সখী অগ্ন কোথাও যাইতে পারিবে না। অতএব তুমি তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) প্রসন্ন করাও। দেখ সখি! ইনি এক্ষণেই মালতীর সহিত মল্লিকার সেই বনে যাইতেছেন। (১৩৬) নান্দীমুখী ইঙ্গিত বুঝিয়া নিজ-আশ্রমে যাইবার জন্ত দ্বিষং হস্ত সহকারে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীরাধা ভগবতী পৌর্ণমাসীর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ করিলেন এবং অশ্রুপাত পূর্বক মা যশোদার জন্ত বলিয়া দিলেন—(১৩৭) হে দেবি নান্দি! ইষ্টদেবের পূজার জন্ত ইতস্ততঃ প্রচুর পরিমাণে উত্তমোত্তম কুসুমরাজি সংগ্রহ করিয়াই রাত্রিযোগে ভাগ্যে থাকে ত শ্রীব্রজেশ্বরীর গৃহপ্রাঙ্গণ দর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল। (১৩৮) তখন সেই তপস্বিনী নান্দী রাধার বাক্য অধিকতর আশ্বাদন করিয়া তাৎকালীন মুখশোভা সন্দর্শন করতঃ মহাতৃপ্ত হইলেন ও বিস্মিতা হইয়া হস্তবদনা শ্রীমতীকে বলিলেন—(১৩৯) ‘তোমরা কুসুম চয়নের উদ্দেশ্যেই যাও গো যাও। সেখানেই বাঞ্ছিত ফল ও (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাপ্ত হইবে। আমিও সম্প্রতি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে স্বপ্নোদ্ভূত কুসুম সমর্পন করিতে যাইতেছি।



## অধ্যায়-সমাপন

( ১৪০ ) এইভাবে আনন্দিতমনা নান্দীমুখী তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিয়া প্রথমতঃ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে মাধবকে আশ্বাস দান করিতে গমন করিলেন। এ দিকে মুখ্যা সখীগণ শ্রীরাধাকে শ্রীহরির সমীপদেশে অভিসার করাইবার জন্ত কুসুমচয়নচ্ছলে শীঘ্র শীঘ্র প্রেরণ করিতেছেন। ( ১৪১ ) সমুদ্রের প্রতিতরঙ্গে মৎস্য সমূহ উল্লক্ষন করিয়া তাহার শোভা বৃদ্ধি করে, জলবিন্দুতে মুক্তাশ্রেণী প্রকাশ পায়—বহু নদীর আশ্রয়স্থল সেই সমুদ্র জগতের মহাকল্যাণের নিদান হইয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীরাধার ঔৎসুক্য দিগ্‌বিদিকে রসভঙ্গী সমূহ বিস্তার করিয়া নেত্র-নর্তন-সৌন্দর্য্য প্রকট করিয়াছে—মুক্তা শ্রেণীর ত্রায় শুভ্র অশ্রু-বিন্দুপাত করাইতেছে এবং অনবরত ঘর্ষপ্রবাহ ছুটাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ রূপ ভূঙ্গযুক্ত রাধার এই ঔৎসুক্য-সমুদ্রই তোমাদিগকে মুখ্যমঙ্গল ( প্রেম ) দান করুন। ( ১৪২ ) চিরকাল অপরিমিত ভবদাবাগ্মিতে দন্দহমান আমাকে যে কোনও প্রকারে উদ্ধার করিয়া যেই পূর্ণকারুণ্য-মূর্তি ঈশ্বর ( সর্বপুরুষার্থদাতা ) নিজ বিশুদ্ধ দাসের নিকট স্থাপন করতঃ অঙ্গীকার করিয়াছেন—সেই মহারূপবান অত্রত্য কৃষ্ণদেবকেই নিরন্তর সেবা করি। [ পক্ষান্তরে—যে পূর্ণকারুণ্যমূর্তি সর্বপুরুষার্থদাতা নিজ সহোদর শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামির চরণ-প্রান্তে সমর্পণ পূর্বক আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই বাহার অভীষ্টদেব—সেই মদীক প্রভু পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদকেই নিরন্তর ভজন করি ॥ ]

ইতি প্রথম উল্লাস ॥ ১ ॥



## দ্বিতীয় উল্লাস ।

### কৃষ্ণসন্দেশে গোপিকাদের অটৈষ্য

( ১ ) শ্রীগোবিন্দ রূপ ঘন বা মনোজ্ঞ সুধাসার-সিন্ধুর সন্দেশের ( সংবাদের ) গন্ধ ( উদ্দেশ ) অধিকতর অনুভব করিয়া ইন্দ্রবজ্রবৎ সূদৃঢ় তুষাররূপ পীড়া প্রাপ্ত হইয়া রাধা-প্রমুখ গোপীগণ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না । অর্থাৎ নান্দীর মুখে কৃষ্ণবাক্তা পাইয়া তাঁহার সহিত সঙ্গলালসায় সাতিশয় পীড়িত হইয়া ইঁহারা অধীর হইলেন ।

### বৃন্দাবনে গমন ও তাহার মহিমা বর্ণনা

( ২ ) যাহাতে বহু বহু মৎস্ত বিচরণ করিতেছে, যাহার নিকটে ইন্দ্রবজ্রবৎ সূদৃঢ় ও শ্রেণিবদ্ধ ভাবে বিরাজিত হইয়া বৃক্ষলতারাজি বিলাস করিতেছে—স্বরশরে পীড়িত মহাদেব সেই যমুনাজলে প্রবেশ করিলে যমুনা সখীগণ সহ গহ্বর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন । \* পক্ষান্তরে—শ্রীবৃষভানুকুমারী শ্রীহরির সহিত বিহার করিবার উদ্দেশে কামবাণে থিন্না হইয়া সখীগণ সহ ইন্দ্রবজ্রবৎ সূদৃঢ় ও শ্রেণিবদ্ধ লতাবৃক্ষাদি মণ্ডিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন । [ পাঠান্তরে—কৃষ্ণের হীরকাদি অলঙ্কার-ভূষিত বক্ষঃস্থলবৎ প্রফুল্ল ও বৃক্ষলতাদি দ্বারা সমুজ্জ্বল বৃন্দাবনে গমন করিলেন । ] ( ৩ ) বৃন্দাবনের অদ্ভুত মাধুর্য্য-মণ্ডিত কুসুমাদিময় সম্পদরাশির প্রাপ্তিতেই অতী কোনও স্পৃহারই অবসর থাকে না । ‘ইহা কল্পবৃক্ষবনই’ এই প্রথাটি কিন্তু ভূয়শঃ প্রসিদ্ধই আছে । ( ৪ ) “যেখানে অতি নিকৃষ্ট বস্তুমাত্রেও অতি নিকৃষ্ট জনও সদাকাল বাস

---

\* বামন পুরাণ ষষ্ঠাধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে দক্ষশ্রুতা তনুত্যাগ করিলে হর দক্ষযজ্ঞে বিনাশ করিয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন । তখন কন্দর্প সুর্যোগ বুঝিয়া অপভ্রুক মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া ‘উন্মাদাস্ত্র’ নিঃক্ষেপ করিলেন । তৎপর মহাদেব ঐ অস্ত্রে উন্মত্ত হইয়া যমুনাজলে পতিত হইলেন । শঙ্কর জলনিমগ্ন হইলে সেই বাণও দক্ষ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল এবং তখন হইতে যমুনা জলও নীলবর্ণ ধারণ করিল । শঙ্করের উন্মত্তাবস্থা দর্শনে যমুনা ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া গহ্বর আশ্রয় করিলেন ।



করিয়াও কোনও দিনের তরে বিন্দুমাত্রও তৃপ্তি পায় না। ‘অহো! কি আশ্চর্য্যের কথা! কি ভূঃখের বিষয়!!’ ইত্যাকার বিবেচনা করিয়া কোনও মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি বৃন্দাবনে বাস করা শ্লাঘা মনে করে না।”—  
[ এই অর্থে নিন্দা ]। স্তুতিপক্ষে—‘অহো! কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার!! ব্রহ্মাও, বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণও, যে ধামে কোনও বস্তুতেই তৃপ্তি অর্থাৎ পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না, অর্থাৎ যতই কেন আশ্বাদন করুন না, তাঁহাদের অতৃপ্তিই থাকিয়া যায়,’ এই কথা বিচার করিয়াই কোনও বিরল-প্রচার স্ববুদ্ধি জন বৃন্দাবনে চিরকাল বাস করিয়াও আত্মশ্লাঘা মনে করেন না, যেহেতু তাঁহাদের তৃপ্তির অভাব সর্বদাই বর্তমান থাকে এবং ভক্তিজননী দীনতারও অসম্ভাব হয় না। (৫)  
‘এই বৃন্দাবন অখিল ধামের অর্থাৎ লোকালোকবর্তি ভগবদধিষ্ঠান-সমূহের সার (শ্রেষ্ঠতম) এই বোধে যে প্রাণী ইহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, কি আশ্চর্য্য! আমার মনে হয় যে ঐ অপরিতাগের ইচ্ছা ইহাতেই সমুদ্ভূত অত্র পুণ্যরাশিই তাঁহাকে সেই ধামে বাস করায়, স্থিরতর করে, স্নেহশীল করায় বা সম্যক্ প্রকারে ধারণ পোষণ করে। [ পার্থাত্তরে—বিচিত্র আনন্দরাশিবহুল অত্রসুস্কৃতিপুঞ্জই তাঁহাকে ঐ ধামে বাসনিষ্ঠার জন্ত প্রেরণা দিয়া থাকে ইত্যাদি ]।

### ছয় প্রকৃতির সুখমা

(৬) ‘যে স্থানে ছয় প্রকৃতি একে অত্রের বরণ্য (প্রধান) এবং পরস্পরের প্রতিযোগী (বিরুদ্ধ) হইলেও কিন্তু পরস্পরের সুখসম্পত্তির অথবা তাৎকালীন শোভা বৈচিত্রী প্রভৃতির কোনই হানি হয় না’—  
অহো! এই (বিরুদ্ধধর্ম্মভাবশীল বস্তু-সমূহের নির্বিরোধে সহবাসরূপ) শিক্ষাই কি ইহাদের নিকট হইতে নিখিল প্রাণী গ্রহণ করিতেছে? (৭—৮)  
নদীর অবস্থানে ও বায়ুর প্রচারে স্নিগ্ধ শীতল দেশে কিকী (চাম পক্ষিদের) ও হারীতক প্রভৃতি বিহগ-সকলের পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনিতে [ হেমন্ত ও শীত ]—দেদীপ্যমান মণির কিরণজাল-সমুদ্ভাসিত প্রদেশে ঝিল্লিকা (ঝিঁঝি) সকলের শব্দে (গ্রীষ্ম)—পর্বতের ঝরণা সমূহের প্রপাতময় দেশে চাতক প্রভৃতির কোলাহলে (বর্ষা)—মেঘাত্মরে (শরৎ কালে) বিমনজলে হংসাদি ও নিখিল-পুষ্পদ্বারা সুরভিত স্থলে



( বসন্ত ) কোকিলাদির পৃথক্ পৃথক্ নিনাদে ‘এই ঋতুর ইহাই প্রসূতি-ভূমি, ঐ ঋতুর ঐ বিভাগ’ ইত্যাদি রূপে যে ধাম সকল মানুষের বিতর্ক-যোগ্য হইয়া থাকে। ( ৯ ) যে ধামে সরোবর-সমূহ সমানভাবে সুধাময় জলবিশিষ্ট হইলেও অসুয়াপরবশ হইয়াই যেন জল-পানকারী মুরারির মুখ হইতে জলের সহিত ক্ষরিত মাধুর্যাতিশয় মুহু মুহু আহরণ করিয়া থাকে। ( ১০ ) সুখময় শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অব্যক্ত মধুর নিনাদ-মাধুরী দ্বারা মুহুমুহু উদ্বেলিত হইয়া যে স্থানের নদীগুলিও সান্ধ্য ব্রজভাব-প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্তির অতিলোভে চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ( ১১ ) যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বংশী কলনাদে আহ্বান করিয়াই যেন ( স্বয়ং ) চুন্ধসুধাসবনীলা ধেনুগণের নব নব শ্রেণীকে প্রতিবৃক্ষশ্রেণী হইতে পত্রপল্লব নবাস্কুর ইত্যাদি চয়ন করিয়া করিয়া স্বয়ংই ভোজন করাইয়া থাকে। ( ১২ ) মলয়জ পবন সমগ্র পৃথিবীকে সুগন্ধিত করিবার জন্ত যাত্রা করিয়া যাহার অতুলনীয় সৌরভে ধনী হইয়াই যেন মত্ততাবশতঃ চঞ্চল লতা ( বধূ ) দিগের সহিত নৃত্যরসে প্রবৃত্ত হইয়াছে! ( ১৩ ) যে স্থানে নবীন বা স্তূত্য তমালতুলা এক অদ্ভুত জঙ্গম কল্লতরু ( শ্রাম ) বিরাজমান আছেন—যিনি স্বয়ংই সংকল্পপূর্বক লোককে ( পৃথিবী সমূহকে অথবা ব্যক্তিমাত্রকেই ) মনের অগোচর বিলাস-পরম্পরা দ্বারা সুখী করিয়া থাকেন !! ( ১৪ ) শতকোটি লক্ষ্মীরও আকর্ষণকারী গুণরাজি বিশিষ্টা সেই গোপসুন্দরীগণ যে স্থলের পত্র পুষ্পাদি চয়ন করিতে থাকিলে তাঁহাদের সেই অধীশ্বর ( অধিনায়ক ) শ্রামসুন্দর তাঁহাদের নিকট হইতে কর ( রাজস্ব ) গ্রহণ করেন ( অথবা দীলাক্রমে হস্তধারণ করেন ) এবং যথেষ্টবিলাস-সম্পাদনে উপভোগ করিয়া তাঁহাদিগকে পালন করেন অর্থাৎ পরিতুষ্ট করেন। ( ১৫ ) যে স্থলে ভ্রমরগণ মনোজ্ঞ কুঞ্জ-সমূহে সঙ্গত ( সংলগ্ন ) হইয়াছে, কুঞ্জসমূহ মধ্যভাগে মণিবেদি সমূহে শুভ্র—বেদিসমূহও আবার উত্তমোত্তম পুষ্পশয্যার শোভমান—ঐ শয্যাগুলিও পুনরায় প্রিয়তমা সখীগণ কর্তৃক সমাহৃত কৃষ্ণের বাঞ্ছনীয় বস্তুরাজিতে পরিপূর্ণ; ( ১৬ ) এবম্বিধ সান্ধ্য ( ঘন ) পুষ্পশোভিত বৃন্দাবনে মনোরম বিহার-শালিনী চন্দ্রবদনা গোপীদের কিরণতরঙ্গচ্ছটা বর্ষনশীল মেঘের ক্রোড়ে ঘন বিদ্যুদামের তায় শোভা পাইতেছিল।



## সখীগণের পরস্পর বাক্যবাক্য

( ১৭ ) “এই বৃন্দাবন মধুধারা-প্রবাহে শ্রীরাধাকে অভিষিক্ত করিতেছে এবং ভবিষ্যতে উদয়েচ্ছু সেই অভিষেক-লক্ষ্মীকে সূচনা করিয়াই যেন আমাদের মনে আনন্দ দান করিতেছে। ( ১৯ ) হে সখি ! কবে বা আমরা কৃষ্ণের সাক্ষাতে রত্নময় কুন্তের জল দ্বারা সাতিশয় কম্পনশীলা শ্রীরাধাকে এবং বিস্তারিত নয়নের জলধারায় আমাদের দেহলতাকে স্নান করাইব হে ? ( ১৯ ) কবে হেলা ও লীলা-প্রকাশে বৃন্দাবনের পুষ্পরাজি-চয়নকারী মৃদুমধুর হাস্য-শোভিত সেই ব্রজনাগরেন্দ্রকে শ্রীরাধার নির্দেশ মত নিবারণ করিব হে ? ( ২০ ) বকনামান শ্রীকৃষ্ণের বনভূমির অধী-শ্বরী সখীর অতিমধুর সান্ত্বনাক্যসমূহও ক্রোধভরে অগ্রাহ করিয়া অযত্নে পুষ্প চুরি করিতে থাকিলে আমরা মুখরা অতএব দণ্ডনীয়া পদ্যাকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ঘাটন করাইব অর্থাৎ তাহার বজ্রাদির আবরণ উন্মোচন করাইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অব্বেষণ করাইব ? ( ২১ ) হে সখীগণ ! তোমরা উৎকণ্ঠিত হইও না, যেহেতু ঐ মহোৎসব-লক্ষ্মী আগতপ্রায়। হে স্ননয়নাগণ ! তাহাই যদি না হইবে, তবে কেন আমার বামচক্ষু পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতেছে হে ? ” ( ২২ ) এইভাবে সখীগণ পরস্পর কথা বলিতে বলিতে আনন্দভরে দূরদেশে স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হইলেন। তখন সম্মুখবর্ত্তিনী শ্রীরাধার রশ্মিকুলই [ কিরণমালা রূপরজ্জু সমূহই ] কেবল তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

## শ্রীরাধার অভিসার ও তীব্রব্যাকুলতার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-মিলন চিন্তা

( ২৩ ) প্রিয়তম রূপ সিন্ধুর উদ্দেশ্যে স্বয়ং মহাপ্রেম-বিকার রূপ নদী কর্তৃক সর্বদা বাহিতা শ্রীরাধা স্থলবিশেষে ঐ প্রেমনদীর রস-কোটিল্য-বশবর্ত্তিনী হইতে পারে—এই ভাবিয়াই বুঝি তিনি ঐ প্রিয়-সিন্ধুর গুণে অতীব আকৃষ্টা হইতেছেন ! ( ২৪ ) ‘এস্থানে পথের একচতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হইল, এ স্থলে অন্ধৈক হইয়াছে, এবার এই-স্থানে সম্পূর্ণ পথই অতিক্রম করিলাম’। এইরূপে পথ-পরিমাণ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমতী চলিয়াছেন। ( ২৫ ) ‘এই ত বৃন্দাটবী ; ঐ ত



কুসুমবন—ইহারই সম্মুখে ঐ যে পুষ্পশয্যার উপরি নাগরেন্দ্র বিরাজমান’  
—এইভাবে পূর্ব হইতেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। (২৬)  
আমার ক্ষুণ্ণিতে তাঁহার বিলাস পূরণ হয়, যেহেতু যাহাকেই নয়নে  
দেখিতেছেন, তাহাকেই নাগরী বলিয়া মনে করিতেছেন!’ অহো ঐ  
রতহিণ্ডক নাগরবরের কেলি স্মরণ করিতে করিতে তিনি সান্ধ্যভাবেই  
যেন তাঁহার সহিত বিলাসাদি ভোগ করিয়া চলিয়াছেন। (২৭)  
কান্তিতে মেঘকে, বদনে চন্দ্রকে, বসনে উদীয়মান সূর্যকে ও লোচন-  
যুগলে চঞ্চল তারকাকে অনুকরণ করিয়াছেন যিনি—সেই শ্রামসুন্দর  
স্বভাবতঃই তদীয় অন্তঃকরণে মুহুমুহু ক্ষুরিত হইয়া চিরকাল অবস্থান  
করায় শ্রীরাধা যেন আকাশ-তুল্যই হইয়াছেন। (২৮) “পক্ষির  
সঞ্চালনে কিম্বা সেই কৃষ্ণের আগমনে পত্রসমূহে মর্মরধ্বনি হইতেছে  
কি না একবার দেখিত; একবার জানি ত [ব্যাপারটা কি?]”—এইভাবে  
অভিসারের সময়ে দর্শন-শক্তি হারাইয়া তিনি প্রতিমূহূর্তেই অনুতাপ  
করিতেছেন!! (২৯) ‘ঐ ত কৃষ্ণ সখীগণকে বঞ্চনা করিবার অভি-  
প্রায়ে লুক্কায়িত হইয়া আমার নিকট সুন্দররূপে আত্মভাব প্রকাশ  
করিতেছে!! এখন একবার ছলক্রমে তাঁহাকে দেখিব।’ এই বলিয়া  
তিনি মুখ ফিরাইয়া সখীগণের নিকট তমালসমূহকেই স্তব করিতে  
প্রবৃত্ত হইলেন। (৩০) ‘হায়! হায়!! এই যে ব্রজনারীগণের সেই  
মদন সখীগণ সমক্ষেই আমাকে ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে।’ এইভাবে  
তিনি শঙ্কাকুলা হইয়া হাশুপরা সখীজনের ক্রোড়দেশে শীঘ্রই আত্ম-  
গোপন করিতেছেন। (৩১) পুনরায় স্বাভিলাষ-আশঙ্কাকারিণী সখী-  
দিগের মৃদুহাস্য দেখিয়া প্রেমময়ী অশ্রুয়ার সহিত দ্রুতগতির সঙ্গে আরক্ত-  
নয়না হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে অতিক্রম করতঃ সুন্দর অথচ চঞ্চল  
পদবিক্ষেপে দূরে চলিলেন। (৩২) তিনি ভার বোধে অঙ্গরাগসমূহও মার্জন  
(দূর) করিলেন। কুচযুগলের গুরুত্ব (ভার) বোধ করিয়া সখী-  
স্বক্কে করগ্রাস করিলেন। এইভাবে হরির সঙ্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অভি-  
লার-পথে যাইতে যাইতে কোমলাঙ্গী রাধা প্রেমাতিশয়বশতঃ মুহুমুহু  
স্তব্ধ হইয়া প্রানিবোধ করিতে লাগিলেন।



## বৃন্দাবনের উদ্দীপন-বিভাব-বর্ণনা

(৩৩) হে অবলাগণ! দেখিতেছ কি—ঐ বনের উর্দ্ধপ্রদেশ কোকিল সমূহ রূপ সেনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত, চতুর্দিক ভ্রমররূপ বাণসমূহ দ্বারা সংব্যাপ্ত, এবং ভূমিতল সচেষ্ঠ কাম রতি ও বসন্ত প্রভৃতি রূপ মৎশ্রাকৃতি পতাকাধারী পদাতিকগণ কর্তৃক অপরূপ হইয়াছে!! (৩৪) এইরূপে কৃষ্ণের ভাবি-অদ্ভুত-কেলিরূপ-জালময় নিকুঞ্জসমূহকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া করিয়া সংলাপ-দক্ষ সখীগণ মুখ্য রাধাকে লইয়া উহা-দিগকে অতিক্রম করিলেন।

## শ্রীরাধা সহ সখীগণের উক্তি প্রভৃতি

(৩৫) সখীগণ বলিলেন—‘হে রাধে! কুঞ্জে কুঞ্জে তোমার নানাবিধ বিনোদ-সৌভাগ্য-প্রকারের কথা ত দূরেই থাকুক—বৃন্দাবনের এই অপূর্ণা লক্ষ্মী (শোভা সম্পত্তি) একাই (প্রথমতঃ) চিত্তকে জড় করিয়া দিতেছে! (৩৬) শ্রীরাধা বলিলেন—কামময়, শ্রেষ্ঠ গুঞ্জা মালাদি-ভূষণধারী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণের ত্রায় পুষ্পরূপ বাণসমূহ দ্বারা পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুঞ্জালতা প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত, গাঢ় নীলবর্ণ কৃষ্ণবনকেও অগ্র তোমাদের বশবর্তী করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। (৩৭) সখীগণ—হে বরোরূ! বকারি কৃষ্ণের এই বন—কুসুম সমূহে হাস্তযুক্ত, প্রবাল (কিসলয়) সমূহে পুলকিত ও ভঙ্গগণে স্তুতিপাঠক হইয়া বায়ুভরে সম্যক নত নিজ মস্তক সাক্ষাৎভাবে তোমার চরণেই যেন অর্পণ করিতেছে! (৩৮) শ্রীরাধা—হে সখীগণ! অগ্র পুষ্প বিকাশে শ্বেতবর্ণ অথবা পুষ্পদ্বারা নিবদ্ধ অর্থাৎ কুসুমিত এই বৃন্দাবন সর্বত্র আমার কৃষ্ণ-স্মরণই করাইতেছে; শুধু তাহাই নহে, কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণবর্ণ যাবতীয় বস্তুরই স্মৃতি করাইয়া আমার চিত্তকেও সর্বথা রক্তবর্ণ (অনুরক্ত) করিতেছে—ইহাই আশ্চর্য্য!! (৩৯) সখীগণ—হে মাধবীলতে! যে নীলবর্ণ ও প্রস্ফুটিত বনরাজির প্রিয়—যাহা ইতস্ততঃ সঞ্চালনে ক্রীড়াপরায়ণ ভ্রমর-পংক্তিদ্বারা শোভিত—এবং পূর্ণচন্দ্রের শোভাতিশয়-যুক্ত রাধা (বিশাখা নক্ষত্র) সমায়ুক্ত সেই মাধবকে



( বৈশাখ মাসকে ) কে না স্তব করে ? পক্ষান্তরে হে মাধবি ! \*  
 ‘নীলবর্ণ ও প্রস্ফুটিত বনরাজি যাহার ক্রীড়োদ্দীপক বলিয়া বাঞ্ছনীয়—  
 যিনি দিব্য দিব্য বিলাসভরে চঞ্চল কুঞ্চিত কেশকলাপ সমূহে বিরাজিত—  
 পূর্ণচন্দ্রের শোভাতিশয়-সংযুক্তা রাধা যাহার প্রেয়সী—সেই মাধবকে  
 কে না স্তব করিয়া থাকে ? ( ৪০ ) **শ্রীরাধা**—দেখত সখীগণ ! এই  
 বনভাগ কামময় বসন্ত-সুসমা বহন করিয়া প্রফুল্ল ( প্রস্ফুটিত ) হইলেও  
 কিন্তু ভ্রমরীগণকে সম্যকরূপে আলিঙ্গন করিতেছে ! অতএব শ্রাম-  
 তনুতে ( শ্রামসুন্দরে ) বিশ্বাসময় রাগ ( আসক্তি ) হয় না । ( ৪১ )  
**সখীগণ**—হে রাধে ! ঐ মধুসূদন ( ভ্রমর, কৃষ্ণ ) লতারূপ বধুদিগের  
 দুই তিন বিন্দুমাত্র মধুপান করিতে আরম্ভ করিয়াই কিন্তু ভানুজাত  
 ( সূর্য্যাকিরণে প্রস্ফুটিত ) সুন্দর পদ্মলতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া [ পক্ষান্তরে  
 —বৃষভানু-কুমারীরূপ পদ্মিনী নারীর দিকে তাঁহারই গন্ধভরে সমা-  
 কৃষ্ট হইয়া ] ধাবিত হইতেছে !! ( ৪২ ) **রাধা**—অথ কিন্তু ব্রজযুবতিগণ  
 সহ স্মরণ ভৃঙ্গগণই মধুরাশি পান করিয়া উন্নত হইতেছে । [ পক্ষা-  
 ন্তরে—নাগরেন্দ্র নানাবিধ বিলাসে বহুবিধ নায়কগুণ স্বীকার করিয়া  
 ব্রজযুবতি সকলের মধুময় বিলাসরস আশ্বাদন করিয়া হৃষ্ট হইতেছে !! ]  
 অতএব এখনও এই বনের বায়ু ঐ ভৃঙ্গগণের সহিত বংশীকলনাদ  
 বহন করিতেছে না কেন ? [ অর্থাৎ বংশীধারীর অঙ্গগন্ধ বা বংশীনাগের  
 কোনও উদ্দেশ্য পাওয়া যাইতেছে না কেন ? ] ( ৪৩ ) **সখীগণ**—  
 হে বরালি ! শ্রীহরির গন্ধ তোমারই অধিকতর সেব্য, বোধ করি  
 এখন ভৃঙ্গগণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবে ! বায়ু জগৎপ্রাণরূপে খ্যাত  
 হইলেও ব্রজে ইহা সাক্ষাৎ প্রাণপদবাচ্যই হইয়াছে !! [ জগতে অন্ত্র  
 ‘বায়ু’ প্রাণাপানাদির বাচক হইলেও ব্রজে সাক্ষাৎ প্রাণই, তদ্বিরহে  
 মরণ অবশ্যস্তাবী, অর্থাৎ শ্রামাদ্ধ-স্পৃষ্ট বায়ুর অভাবে বিরহিণী নারীদের  
 সাতিশয় কষ্ট অনিবার্য্য ! ] ( ৪৪ ) **রাধা**—বল দেখি ঐ কোকিল-  
 গণ নিজ বৃন্দাবনেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই বা এত গান  
 করিতেছে কেন হে ? অথবা তিনিই সর্ব্বত্র তোমাদিগকে বিমোহিত  
 করিবার জন্ত উহাদিগকে আদেশ দিয়াছেন !! ( ৪৫ ) **সখীগণ**—

\* স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকাকে যদি পরম প্রেমবশ নাগরেন্দ্র ক্ষণকালও ত্যাগ করিতে  
 অসমর্থ হন—তবে সেই নায়িকাই ‘মাধবী’ নায়িকা বলিয়া রসশাস্ত্রে উক্ত হন ।



হে সখি ! গুঞ্জন শব্দরূপ গর্জ্জন-শীল ও তৃপ্তিভরে মধুত্যাগ (নিষ্ঠীবন) রূপ বৃষ্টিকারী ভৃঙ্গসমূহ রূপ ঐ মনোহর মেঘজাল দর্শন করিয়া কলাপী (মদুর) গণ এই মধুমাসে (চৈত্রে) এক্ষণে নৃত্য করিতেছে ! (৪৬)

**রাধা**—হে সখীগণ ! দেখ দেখি—অনঙ্গরাজের নিকুঞ্জ-সভ্যরূপ মৃদু-হাস্ত শোভিত (ঈষদ্বিকসিত) এই সুমনাঃ মহাশয়গণের (পুষ্পসমূহের) সহিত মৃদু গুঞ্জন-পরায়ণ ভ্রমরগণ কৃষ্ণদূত সকলের আয় কেমন আলাপ করিতেছে !! (৪৭)

**সখীগণ**—হে সখি ! এই কৃষ্ণ ভ্রমর (কৃষ্ণরূপ বিট্টনায়ক) তোমার কর্ণে অব্যক্ত স্বরে কি বলিয়া গেল হে ! অহো ! চঞ্চলাক্ষি !! ঐ কথা শুনিয়াই ত তুমি মুহুমুহু ক্রয়ুগল অবনত করিয়া বক্রভাবে নিজ মস্তক ঘূর্ণন করাইয়াছ ? (৪৮)

**রাধা**—হে সখীগণ ! নিজ বদন পদ্মরস-দানে ঐ ভ্রমর-প্রবরকে তোমরা উন্মত্ত করিয়া এক্ষণে আমাকেও উদ্বেজিত করাইতেছ এবং আনন্দে এই লীলা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ইহা কি তোমাদের উচিত ? (৪৯)

**সখীগণ**—হে সখি ! ঐ বাসন্তী (মাধবী) লতা দ্বারা রচিত মনোহর কুঞ্জবর কি তোমার পরিচিত ? আমাদিগকে বিনা যে স্থানে গিয়াও তুমি এই দাসীগণ কর্তৃক কৃষ্ণসারিণী (কৃষ্ণসার-মৃগযুক্তা পক্ষে কৃষ্ণানুরাগিণী) বলিয়াই দৃষ্ট হইয়াছিলে হে ? (৫০)

**রাধা**—হে সখীগণ ! এই স্থলে বহু বেতসবৃক্ষ বিদ্যমান আছে—আমি এখানে তাঁহারই ভয়ে লুক্কায়িত হইলে সেই শ্রামল পুরুষ আমার প্রতিনিধি স্বরূপা তোমাদের কঞ্চুলিকাগুলি বলাৎকারে অপনয়ন করিয়াছিল হে !! (৫১)

**সখীগণ**—হে চন্দ্রাননে ! ইহা ত হরির (শ্রামের) স্মৃগন্ধ নহে ; কিন্তু তাঁহারই অঙ্গসেবাপরায়ণ তোমার অঙ্গ-সৌরভ । ওহে দেবি (ক্ৰীড়াশীলে) ! এই নীল কান্তিকেও তোমার চঞ্চল নয়নের কান্তি বলিয়াই জান । (৫২)

এইভাবে সেই গোপীগণ পরস্পরের প্রেমময় বাঞ্ছাসমূহের কথা বিস্তারে আবিষ্ট হইলে শ্রীরাধা তাঁহাদের সহিত গন্তব্য বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দে কৌতুকবশতঃ বলিলেন—

—শাপকিত (৫৩) ||

—

—



## কুসুমচুরি দর্শনে শ্রীরাধার প্রেমালাপ

( ৫৩ ) অতঃ এই বনে মঞ্জরী সহিত মনোজ্ঞ মনোজ্ঞ কুসুমরাজি কে চুরি করিয়াছে হে ? আমার মনে হয় যে ব্রজস্বীগণের বসনচোর ব্যতিরেকে অতঃ কাহারও এই কার্য্য নহে !! ( ৫৪ ) দেখ বিশাখে ! যদি হরি তোমাকে অবরুদ্ধ করে, তবে তাঁহাকেও অবরোধ করিতে সমর্থ একমাত্র ললিতাই । আর যদি হে সখি ললিতে ! তোমাকেও সে আকর্ষণ করে, তবে তাহাকে বারণ করিতে কি আমরা পারিব না ? ( ৫৫ ) আমাদের সাহায্যে চঞ্চল ভ্রূপচাপশালিনী তোমাকে সেই বনিতাগণ-চোর স্পর্শ করিতে পারিবে না । যদি বা আমরা সকলেই যুগপৎ অতঃ চলিয়া যাই, তবে ঐ কুঞ্জমন্দির-সমূহই তোমাকে রক্ষা করিবে । ( ৫৬ ) হে সখি ! যদি বা সেই ধূর্ত বিলাসমত্ত হইয়া কুঞ্জে লুকাইয়া তোমাকে স্পর্শও করে, তবে তুমি পদ্যরূপ গদা নিঃক্ষেপ করিয়া পূর্বেই স্বপরাক্রম প্রদর্শন করাইও, [ শ্লেষপক্ষে—পুরুষায়িতভাব অর্থাৎ বিপরীত বিলাস অঙ্গীকার করিয়া আনন্দরসের পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইও । ] ( ৫৭ ) কিন্তু যদি পুনর্বার অতঃ অবলা আগমন করে, তবে তুমি তাহাদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়া হরির নিকটে পলায়ন করিও ; তখন তুমি সেই নির্জনস্থানে স্বতন্ত্রভাবেই তোমার চন্দ্রাবলী ( স্বর্ণাভরণ সমূহ ) সমর্পণ অর্থাৎ উন্মোচন করিয়া লীলারস আশ্বাদন করিও ; [ পক্ষান্তরে—তুমি তখন শ্রামের বক্ষে নখরচন্দ্ররাজি অঙ্কিত করিয়া অঙ্গাবরণ উন্মোচন পূর্বক সর্বথা শৃঙ্গারসুখ উপভোগ করিও । ] ( ৫৮ ) হে প্রাণসখি ! সেই পদ্যপলাশলোচন হরির সঙ্গ তুমি অঙ্গীকার না করিবেই বা কেন ? সখি ! তোমরা ত আর আমার হার্য সতীদিগের অচল পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে নিবারণিত হইতেছ না ? ( ৫৯ ) হে সখীগণ ! তোমরাও স্বীয় মনোরথ পূর্তিকারী সেই সতৃষ্ণ কৃষ্ণকে সত্য সত্যই অন্বেষণ করিতে থাক ; আর আমিও সেই নিজ পুষ্পচৌরের উদ্দেশে পুষ্পবায়ুর পথ অনুসরণ-ক্রমে [ শ্লেষপক্ষে—কামধানে আকৃতা হইয়া ] গমন করিতেছি !



## সকলের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ এবং তদদর্শনে উদ্বেগ

( ৬০ ) “ঐ যে স্বর্ণযুথিকা সমূহ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সম্মুখে শোভা বিস্তার করিতেছে—উহা ত তমাল বৃক্ষ নহে; হাঁ, নিশ্চয় জানিয়াছি—লতারাজি কর্তৃক গোপিত ( লুক্কায়িত ) পীতবসনে আবৃত শ্রীকৃষ্ণই ত বটে !! ( ৬১ ) হে হরে ! বিলাসিনীগণের মুখসুখা উত্তমরূপে পান করিয়া করিয়া তোমার সাতিশয় মদ-বিভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে অপহৃত পুষ্পরাজি দ্বারাও তুমি গণিকা ( যুথিকা ) বেষ্টিত হইয়া যে বিলাস করিতেছ, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে !! [ শ্লেষপক্ষে—বেশ্যাগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া যে এক্ষণে বিলাস করিতেছ—ইহা তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্তই হইয়াছে !! ] ( ৬২ ) হে সখীগণ ! তোমরা কি প্রকারে সেই পুষ্পচোরকে এ স্থলে অন্বেষণ করিতে পারিবে? যেহেতু সেই চোরই স্বীয় ব্যাপক স্বভাব উদ্ভাবিত করিয়াছেন অর্থাৎ সর্বত্র নয়ন পথে দৃশ্যমান হইতেছেন এবং আমার প্রতি তিনি ইন্দ্রজালও বিস্তার করিয়াছেন !! ( ৬৩ ) হে স্ননয়নাগণ ! হায় !! ঐ জনার্দনকে ( জনঘাতীকে ) ত প্রতিস্থলে প্রতিকুঞ্জে প্রতিবৃক্ষতলে, প্রতিপত্রতলে সুন্দররূপে অন্বেষণ করিলাম। তবে ত বোধ হয় শ্রামসুন্দর এস্থলে আসেন নাই !! ( ৬৪ ) অহো ! এই সায়ং কালের করুণার কথাই বা কি বলিব? যেহেতু শ্রামান্বেষণ করিতে করিতে আমাদের যেন একটি কল্পই অতীত হইল !! আর কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথাই বা কত বলিব? যেহেতু তিনি এখনও দৃষ্টি গোচর হইলেন না !!” ( ৬৫ ) উদ্বিগ্না রাধার সেই বাক্যরাজি শ্রবণ করিয়া সখীগণ নীরব হইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহারা এস্থলে বৃন্দার এক সখীকে দেখিতে পাইলেন।

## মালতীর আগমন, তাহার মুখে কুসুম- চুরির ঘটনা শ্রবণ

( ৬৬ ) সেই সখীর নাম—মালতী। ধূমরহিত চিত্তানলে সন্তপ্ত ব্রজবধুগণ তাহাকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অত্যুত্তম প্রিয়তারূপ ধর্ম-বিশিষ্টা সখী মালতীও ঘর্মজলে স্নাত হইয়াই যেন বলিতে লাগিলেন



—( ৬৭ ) হে শ্রীরাধিকে ! তোমার মূর্তির প্রতিবিম্ব-শোভাও কল্প-লতা-পরিবৃত বৃন্দাবন-রাজ্য কর্তৃক নীরাজনীয় ( নির্মজ্জিত ) হয় । আমি সাক্ষাৎ ভাবে স্বচক্ষে বাহা বাহা দেখিয়াছি—তোমরা তাহা তাহা কর্ণগোচর কর । ( ৬৮ ) হে বরাহি ! সেইদিন নান্দীমুখীর মুখে আমাদের নয়নযুগলের ভাবি সুখকর সেই ( অভিষেক ) ঘটনার কথা শুনিয়া আমি কুসুমশয্যা রচনা করিতেছিলাম ; তখন কপট বাক্য বলিতে বলিতে পদ্মা সমাগত হইল । ( ৬৯ ) তৎপরে আমি নিকুঞ্জ-গৃহের অন্তরালে থাকিয়া পদ্মা প্রভৃতি সখীগণের সংলাপ শ্রবণ করিলাম । হে আকর্ণবিস্তৃত-নয়নে ! তুমি এক্ষণে আমার মুখ হইতে তাহার বজ্রবৎ নিদারুণ দন্তোজ্জিও শ্রবণ কর ।

### পদ্মা ও শৈব্যার কথোপকথন এবং চন্দ্রাবলীর বৃন্দাবনরাজ্য- প্রাপ্তি-সূচনা।

( ৭০ ) হে পদ্মে ! সেই বধূবিড়ম্বী, বৃন্দাবনে বথেষ্টবিহারী শ্রাম-সুন্দর যদি এ স্থলে আসেন—তবে তাঁহার এই বনে কুসুমাদি চয়ন করিতে দেখিলে তোমাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তিনি প্রকাশভাবে অন্ত্রেষণ করিবেন । ( ৭১ ) হে সখি শৈব্যো ! শারীমুখে শ্রীরাধার অভিসার-বার্তা শ্রবণ করিয়া আমি বিষণ্ণ হইয়াছিলাম ; তৎপরেই আবার চন্দ্রাবলীকেও অভিসার করাইয়াছি । সেই শ্রাম সখী চন্দ্রাবলীর ধামে ( বিগ্রহে ) জড়ীভূত অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন । [ পক্ষান্তরে—বিশাখা নক্ষত্রের অভিসার-কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রপ্রিয়া পদ্মার ( পদ্মলতার ) দুঃখই হয়, তৎপরে চন্দ্রের উদয়ে তাহার আনন্দ হয় ] । অতএব শ্রীকৃষ্ণের এস্থলে আগমন সম্ভাবনাই নাই । ( ৭২ ) হে পদ্ম-লোচনা পদ্মে ! ছি ছি !! বৃন্দাবনাধিরাজ্যের উপযোগী প্রচুর-বৈভব-শালিনী চন্দ্রাবলীকে বিভূষিত করিবার জন্য আমরা নিত্যই এই কয়েকটি মাত্র মনোহর পুষ্প চয়ন করিব কেন হে ? ( ৭৩ ) হে সখি শৈব্যো ! চন্দ্রাবলীর বৃন্দাবনরাজ্যে সিদ্ধপ্রায় অভিষেক কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সুসিদ্ধ ( সুনিষ্পন্ন ) হইলে তখনই তুমি যথেষ্টভাবে রাধিকা-প্রভৃতির পুষ্পবাটিকাও লুণ্ঠন করিবে । ( ৭৪ ) হে সখি পদ্মে ! আমরা যদি



শ্রীরাধার বিহারস্থলী এই পুষ্পবাটিকার কুসুমচয় চরন করি—তবে মনে হয় দুর্ললিতা ( দুষ্টমতি ) ললিতা বিবাদ ঘটাইবে । ( ৭৫ ) হে কোমলে ! তোমাকে ধিক্ ! তুমি ললিতার বিবাদকে ভয় করিতেছ কেন ? কুসুমই চরন করত দেখি !! হে রন্তোরু ! যখন তাহাদের কৃষ্ণ-বিরহই সংঘটিত হইতেছে, তখন স্বয়ং দেবী বাণীও ( সরস্বতী ) স্তম্ভিত হইবেন অর্থাৎ তাহাদের বাকরোধ হইবে !!

### আলতীর তীত্র প্রতিবাদ ও পদ্মার ছুরাক্তি

( ৭৬ ) হে প্রিয়তমালি ! এই সব কথা শুনিয়া আমি প্রকাশ-ভাবে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং ভবদীয় সেবাগত অভিমান প্রকট করিয়া বাম্যা সখী পদ্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিকূল কথাই বলিলাম । তোমার কৃপাপাত্র জন সর্বত্রই সকলের শিরোমণি হইয়া থাকে । ( ৭৭ ) আমি বলিলাম—‘হে বালা ( মূর্খা নারীগণ ) ! তোমরা গান্ধার্বিকার কেলিকলা-বনের পুষ্পগুলি চুরি করিও না ! যেহেতু ললিতাদি সখীগণ একথা শুনিলে তোমাদের বিপদ ঘটবে । ( ৭৮ ) এস্থানে এইসব গোপীগণ মধ্যে হরির প্রিয়া এমন কে আছে যে অবুদ অবুদ গর্বভরে মহাভিমানিনী হইয়া রাধা কর্তৃক স্বল্পমাত্র ঈঙ্গিত পুষ্পবৃন্দের একটি মাত্র পরাগেও তৃষ্ণাশীলা হইবে ? ( ৭৯ ) অয়ে ! পূর্ণচন্দ্র যেমন নিজ কলাসমূহ দ্বারা মৃগচিহ্নকে আবৃত করে, তদ্রূপ শ্রীরাধার কলাসমূহ ( ৬৪ কলাবিছা ) দ্বারা এই বৃন্দাবন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । এই বৃন্দাবন বশবর্তী করিতে পারে, এমন কোন্ প্রমদা আছে হে ? ( ৮০ ) হে চন্দ্রাসখীগণ ! সখীগণ সহ অনালস্ত্রা শ্রীবৃষ-ভানুজাশ্রী ( জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যজাত শোভা, পক্ষান্তরে—ভানুনন্দিনীর শোভা-সম্পত্তি ) সমাগতপ্রায় । সেই সূর্যমা উদয়-পর্যন্তের প্রান্তভাগে অধিষ্ঠিত হইতে না হইতেই অর্থাৎ শ্রীরাধার অভিষেক-মঞ্চে আরোহণ করা মাত্রই চৌরগণের ( তোমাদের মত বিপক্ষদের ) ধৈর্য্যরাশি বিনষ্ট হইবে । ( ৮১ ) হে ভানুছলানি ! আমার বাক্য-রচনার পরি-পাটী বিচার করিয়া—ক্রোধনু কুণ্ঠিতাও অর্থাৎ কোপাতিশয় ব্যক্ত করিয়া নিভৃতভাবে হাস্য করিতে করিতে পদ্মা যাহা বলিয়াছে, তাহাও এক্ষণে শ্রবণ কর—( ৮২ ) “হায় রে হায় !! দেখ দেখি সখি ! চন্দ্রাবলীর



( চন্দ্রশ্রেণীর ) শীতল চরিত্র ও তার পাইলেও এই মালতী (পক্ষে নতা) কিন্তু এ স্থলে আমাদের প্রতাপরূপ সূর্য্য কিরণ-সমূহ দ্বারা দীপ্ত এই বৃন্দাবনকেও দেখিতে পাইতেছে না !!! ( ৮৩ ) হে বৃন্দাসখি ! তুমি কি আনন্দ-ঘন গোবিন্দ-মহাভিষেক বার্তা অবগত নহ? হায় ! হায় !! বিমুঞ্জে ! এস্থলেও চন্দ্রাবলী যে শ্রীহরির ক্রোড়-পালঙ্কের সম্রাজ্ঞী হইরাছেন, তাহাও কি তুমি জান নাই? ” ( ৮৪ ) তখন সেই পদ্মা মাৎস্ত্যায় ( বলবান্ কর্তৃক দুর্ব্বলের পীড়ন রূপ শাস্ত্র ) অধ্যয়ন করিয়াই শতাবধিক প্রবলা নারীর সহিত ক্রোধভরে পুষ্পরাজি চরনপূর্ব্বক চলিয়া গেল । আমি একাকী আর কি করি ? তোমার পথের দিকে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলাম !! ( ৮৫ ) পূর্বে চন্দ্রাবলির রাজ্যাভিষেক-বৃত্তান্ত শুনিলেও আমরা বিশেষ বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু এই তাহাদের নির্জন সংলাপই এক্ষণে আমাদের বিশ্বাস করাইয়া দিতেছে !!

### শ্রীরাধার মান ও ব্রজে গমন

( ৮৬ ) [ সন্ধ্যাকালে রক্তবর্ণ ও ম্লান পদ্মরাজি বেরূপ রাত্রির আগমনই সূচনা করে, তদ্রূপ ] সেই বার্তারূপ সন্ধ্যার গুণে ( প্রভাবে ) শ্রীরাধার রক্তবর্ণ ও পরিম্লান দশা-প্রাপ্ত নেত্ররূপ পদ্মদ্বয় মহামানরূপ রাত্রির আগমনের লক্ষণ-সমূহ প্রকাশিত করিল । অর্থাৎ শ্রীরাধা দুর্জয়মান-বশবর্তী হইলেন । ( ৮৭ ) [ পদ্মালয়া লক্ষ্মীর একটি নাম ] সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাও পদ্মালয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, [ যেহেতু তিনি চরণদ্বয়, করদ্বয়, নেত্রদ্বয়, কুচদ্বয় ও নাভি এবং মুখে দশটি কমল ধারণ করিতেছেন । ] এক্ষণে পদ্মা কর্তৃক সন্তাপিতা সেই পদ্মপলাশ-লোচনা রাধার করপল্লবের অগ্রভাগ হইতে ভীত ও সমুৎকম্পিত হইয়াই বুঝি ( লীলা ) পদ্মটিও ভূপতিত হইল । ( ৮৮ ) ‘তোমার চরণযুগলের নখগুলিকেই চন্দ্রাবলী-স্বরূপে অভিষেক করাইব—চন্দ্রাবলি ত আর নখসমূহ হইতে ভিন্ন নয় !!’—এই সান্ত্বনা বাক্য-প্রয়োগ করিয়াই যেন শ্রীরাধার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় অধুনা রক্তবর্ণ ধারণ করতঃ অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল ; [ অথবা তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকট করিয়া কৃষ্ণের চরস্বরূপ নয়নযুগল সান্ত্বনাচ্ছলে অশ্রু বিসর্জন করিতে-ছিল !! ] ( ৮৯ ) তখন শ্রীহরির প্রেমানল হইতে উত্তীর্ণ কোপরূপ



তাপে সন্তপ্ত শ্রীরাধার তনুলতা হইতে রোমরাজি রূপ ভ্রমরগণ দণ্ডায়-  
মান হইয়া স্বেদরূপ মধুবিন্দুরাশি পথে ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল  
অর্থাৎ প্রেমকোপে সন্তপ্তা রাধার দেহে ঘনঘন রোমাঞ্চ ও প্রচুরতর  
স্বেদ হইতে লাগিল। (৯০) বৃষভানুকুমারী গুবাক্ তাম্বুলাদি আস্বাদন  
করিলেন না—মস্তকের বসন দূরীভূত হইয়াছে—দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস  
সমূহে মাণ্যটিও মলিন হইয়া গেল !! প্রধানা সখীগণ এইসব ব্যাপার  
সাক্ষাৎ দর্শন করিলেও কিন্তু চিত্রপুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।  
(৯১) নিজ কেলিপুষ্পরাশির অপহরণ-কারিণী পদ্মা-সখীর (চন্দ্রা-  
বলীর) কলাবিদ্যায় নিজ কান্তকে মোহিত মনে করিয়া শ্রীরাধা তখন  
গাঢ় অরুণবর্ণ নেত্রযুগল মার্জন করিতে করিতে গদগদ বাক্যে বলিলেন  
—(৯২) ‘হে বয়শ্রাগণ! এই কুসুম-চুরি আমাকে পীড়া দিতেছে  
না, শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বাধা-প্রদানও আমার তত দুঃখকারণ হয়  
নাই; কিন্তু আমাদের নাম ধরিয়া (অথবা আমাদের কথা বলিয়া)  
যে তিনি অভিমানাতিশয্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতেই আমার মস্ত  
পিষ্ট হইয়াছে !! (৯৩) অহো! সেই কৃষ্ণ এক্ষণে বৃন্দাবনরাজ্য-  
লক্ষ্মীকে সোমাতার (চন্দ্রাবলীর) হস্তে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন !!  
হায়রে! যাহা কখনও চিন্তা করিতে পারি নাই, তাহাই সংঘটন  
করিতে প্রয়াসী তাঁহার চক্ষুতেও কি লজ্জা নাই?

### ললিতার প্রতিজ্ঞা

(৯৫) এই বলিয়া শ্রীরাধা তাম্বুল নিষ্ঠীবনের (ত্যাগের) সহিত  
বাক্যও ত্যাগ করিয়া তখন ব্রজের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন।  
তাঁহার এই ভাব দেখিয়া সখীমণ্ডলী ললিতার মুখের দিকে নিরীক্ষণ  
করিয়া থাকিলে সেই ললিতা তখন মৃদুমন্দভাবে বলিতে লাগিলেন—  
(৯৫) “চন্দ্রাবলী বৃন্দাবন-রাজত্ব যথেষ্ট লাভ করুক, করিয়াছে বা  
করিবে—আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এই বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকে  
অভিষেক করিবার জন্ত প্রবেশ করাইবই করাইব। (৯৬) হে সখি!  
সঙ্কুচিত পদ্যসমূহের কোনও সময়ে হানি হইতে দেখিয়াছ কি?  
যেহেতু ইহাদের অন্তরে পূর্ণমাত্রায় রস বিद्यমান থাকে। দেখনা কেন,  
সেই তৃষ্ণাকুল ভ্রমর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া কোথাও শান্তি পাইবেই না।



[ পক্ষান্তরে—নাগরেন্দ্র পদ্মিনী নারীগণকে সাময়িক ত্যাগ করিলেও তাহাদের ইহাতে হানির কোনই কারণ নাই, যেহেতু তাহাতে তাহাদের রসাতাব ঘটে না ! পরন্তু রস-লম্পট সেই ধুষ্ট নায়ক ক্ষুদ্রা নায়িকা-গণের সঙ্গ করিলেও কিন্তু কোথাও পরমা শান্তি না পাইয়া পুনরায় তোমারই নিকটে রতি-ভিক্ষা করিবেই করিবে !!! ]” (৯৭) তদন-  
ন্তর সখীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত রাধা মানোথ গান্তীৰ্য্য ও ঈর্ষ্যা সহকারে নিজপীড়ায় বিদীর্ণদেহ হইয়া মৃচ্ছমন্দগতিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন !!

### তাৎকালীন বৃন্দাবনের অবস্থা

(৯৮) শ্রীরাধা কোপ করিয়াই যেন বৃন্দাবনবাসী স্থাবর জঙ্গমের দৃষ্টিরত্ন হরণপূর্বক তাহাদের চিত্তরূপকোষকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করতঃ মানময়ী হইয়া ব্রজের দিকে চলিয়াছেন। (৯৯) সেই মহামনা ব্রজসুন্দরী-গণের দর্শনে তখন বৃন্দাটবী মধুবর্ষণচ্ছলে প্রেমাশ্রুধারাপাত করিতে লাগিল এবং তত্রস্থিত প্রাণিবৃন্দের নয়নাশ্রুরাজিও বায়ুভরে কম্পিত পল্লবরূপ হস্তসমূহ দ্বারা যেন মার্জন করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল !! (১০০) পূর্ববৎ স্নিগ্ধ বধুবরগণের স্নিত-বাক্যেও ইঁহারা কোনও প্রমোদ করিলেন না—তঁাহারা উৎকণ্ঠিত হইলেও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না ; ইঁহারা কিন্তু মানাধীন হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন !! (১০১) এই সকল গোপীগণ তাহাদের মিত্র (প্রিয়তম) শ্রামের সঙ্গ হারাইয়া স্নানবদনে বহুকাল যাবৎ নীরবই রহিলেন। সায়ংকালে (সূর্য্যকিরণ-বঞ্চিত) মধুকরের ঝঙ্কার-বিহীন স্থলপদ্মগণের সাদৃশ্যই ইঁহারা প্রাপ্ত হইলেন !!

### শ্রীরাধার কোপভবনে গমন ও সখীগণের দেহলীতে রাত্রি-জাগরণ

(১০২) এদিকে শ্রীরাধাও চিন্তারানিতে চিত্ত নিবিষ্ট করতঃ বৃণা-পূর্ণ পদ্মলোচনের সৌন্দর্য্য ধারণ করতঃ সে স্থান হইতে হঠাৎ বদনচন্দ্র অবনমিত করিয়া নিদ্রাচ্ছলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১০৩) বন্ধু সূর্য্যের বিরহে পদ্মিনী সমুদয় সাতিশয় ক্লিষ্ট হইল, ভ্রমরসমূহ তাহাদের অন্তরদেশ ত্যাগ করিল এবং এই জগৎও শোকাতুর হইয়াই যেন অন্ধকারে



আত্ম-সমর্পণ করিল; অর্থাৎ প্রিয়তমের বিরহে এই পদ্মিনী গোপীধন সাতিশয় বিক্লবগ্রস্তা ও বিবর্ণা হইলেন, এই পৃথিবীও যেন তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অন্ধকারাবৃত হইল। (১০৪) সখীমণ্ডলী দ্বারের অগ্রবর্তী চত্বরের মৃত্তিকায় বসিয়াই রহিলেন— প্রেমসীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া ইঁহারা প্রবলতর উৎকণ্ঠায় পুনঃ পুনঃ উঠিয়া উঠিয়া নীরবে শ্রীরাধাকে দেখিতে দেখিতেই সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত করিলেন !!

### অধ্যায়-সমাপন

(১০৫) যাহা অনেক দূর হইতে তুর্লভ ঈক্ষিত বস্তুকে প্রকটিত করে, বাহা তদ্বিরোধী বস্তুর প্রতি পুনঃ পুনঃ নিজ তেজের প্রভাব বিস্তার করে এবং যাহা প্রণয়-রসবিলাস নামক তেজোযুক্ত—রাধার ক্রোধরূপ সেই বিচিত্র সূর্য্য আপনাকে রক্ষা করুক। (১০৬) যে দয়াদ্রুদয় নিখিলজনমধ্যে মহাকুৎসিৎ আমাকে নিজ চরণ-কমলের প্রান্তভাগে আনয়ন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নিজ ভজনপথে রাখিয়াছেন— সেই মহারূপবান কৃষ্ণদেবকে নিত্য সেবা করি। (পক্ষান্তরে) সেই কৃষ্ণ-ভজনকারী পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণগোস্বামিমহোদয়কে নিত্য সেবা করি ॥

### ইতি দ্বিতীয় উল্লাসঃ



## তৃতীয় উল্লাস

### বৃন্দাদূতীর আগমন ও কৃষ্ণের সঙ্কেতে অনুপস্থিতির কারণ-নির্দেশ

(১) ‘বসন্ততিলক’ নামক পুষ্পের কান্তিবৎ রক্তবর্ণমণ্ডল-বিশিষ্ট সূর্য্যদেব উদয়-পর্ব্বতরাজের বনসমূহে কিরণমালা বিস্তার করিতেছেন— এমন সময় মহাব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে পাঠাইয়াছেন—তিনি উপস্থিত হইয়া সখী-সমাজকে এই স্থানে দর্শন করিলেন। (২) মান-রহিত (অসংখ্য) হইলেও ঐ নারীগণকে মানযুক্ত (মানিনী) জানিয়া বৃন্দা দূতী অবৃন্দা (একাকিনী) তথায় উপস্থিত হইলেন। গোপীগণ বাম্য হইলেও কিন্তু সত্বরই দাক্ষিণ্য (সরলতা) বশতঃ ইহাকে প্রীতিময় অভ্যর্থনা করিলেন। (৩) সখীগণ নীরব হইয়া আছেন। শ্রীরাধার অবস্থা-নির্ণয়ের জন্ত বৃন্দার আগমন হইয়াছে বুঝিয়া ললিতা কতক্ষণ পরে কেবলমাত্র অধর কম্পন করিয়াই (অতিধীরে) বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“অহো! দেবি!! দৈবভূবিপাকে নিহত আমাদিগকে এস্থলে দর্শন করিতে আপনি কেন আসিয়াছেন?” (৪) ললিতার বাক্য শুনিয়া বৃন্দার হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও মৃদু মধুর হাস্য করিয়া যেন তিনি প্রশ্ন করিলেন—“ঐ কৃষ্ণ কিই বা অপরাধ করিয়াছে?” তখন বিবর্ণা ললিতাও পুনর্ব্বার উত্তর দিতে লাগিলেন। (৫) “হে সখি! যখন প্রিয়সখী রাধা তাঁহার সর্ব্বেশ্বরী ছিলেন, তখন কি আমরা তোমাদের সম্ভাষণ-যোগ্য ছিলাম না? এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থায় (ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে) ভস্মপূর্ণমুখী হইয়া আর কিই বা আলাপ করিব হে? (৬) হে সখি! তাঁহার চরিত্র ত সবই তোমার জানা আছে! হে দেবি! তবে কেন আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ হে? হায়! সেই চরিত্র উদ্ঘাটন করিলে আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম মর্ম্মস্থলও স্ফুটিত হইবে!! বল দেখি, কি করিব? (৭) হে সখি! ইহা দক্ষিণ (দক্ষিণ দেশোদ্ভব), এই জ্ঞানে প্রিয়কর চন্দনবৃক্ষকে যে কুলপর্ব্বতে যত্নসহকারে আরোপণ করিয়াছিলাম; হায়! এক্ষণে আমাদের অঙ্গ-



বায়ুর রসায়ন লাভ করিয়া দীপ্ত ঐ কুলপর্কতেই কিনা চন্দনবৃক্ষে নিশ্চল-  
ভাবে অবস্থানকারী সর্পরাশিই বেষ্টন করিতেছে !! [ পক্ষান্তরে—হে  
সখি ! ‘ইনি অতি উদার, সরল’—এই ভাবিয়া যে কুলরাজে ( উত্তম-  
কুলে ) সুন্দরকান্তি প্রিয়জনকে যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, হায় !  
এক্ষণে আমাদের অঙ্গসঙ্গরূপ পবিত্র রসায়ন-লাভে অত্যাঙ্গুল হইয়া সেই  
প্রিয়জনই নিজমারারশি বিস্তার করিয়া ঐ কুলরাজকেই নাশ করিতে  
বসিয়াছে” !!! ]

### বৃন্দার সান্ত্বনা—কৃষ্ণের নির্দোষত্ব-স্থাপন

( ৮ ) মহাছঃখিতা ললিতার কথা শুনিয়া অনুনয় বিনয়াদি-ব্যবহারে  
সুনিপুণা সেই বৃন্দা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং  
গোষ্ঠী সহিত বিশাখাকে দেখিয়া শপথ করিয়া গদগদবাক্যে বলিতে  
লাগিলেন—( ৯ ) হে গোষ্ঠদেবীগণ ! নিজেদের অন্তরাগ্না হইতেও প্রিয়তম  
সেই কৃষ্ণের মিথ্যা অপরাধ কল্পনা করিয়া তোমরা কুপিতা হইয়াছ  
কেন ? আমার কথা শুনিয়া যদি তোমাদের চিত্ত শান্ত না হয়, তবে  
আমাকে মিথ্যাবাদিনী বলিয়াই জানিও । ( ১০ ) অত্যাগ্ন নারীগণের  
সহিত শ্রীরাধিকার সাধারণত্ব ( সমান ব্যবহার ) শ্রীমাধব আদৌ পছন্দ  
করেন না ! দেখনা কেন—ঘৃতধারা পান করিলেও কি দেবগণ সুধা-  
ধারার কথা নিরন্তরই চিন্তা করেন না ? ( ১১ ) নান্দীমুখীর মুখে  
শ্রীরাধার অভিসার-বার্তা শ্রবণে তিনি ( জাতি ) মালতীবনের দিকে  
যাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন—তাহাতে দৈবছবিপাকবশতঃ নিকটেই  
চন্দ্রাবলীকে পাইয়া শ্রীরাধার ভ্রমে সাতিশয় সত্ত্বমসহকারে বলিলেন—  
( ১২ ) ‘পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া যে চঞ্চল-  
চকোর আশাভরে পূর্বেই চলিতেছিল—সেই চন্দ্রজ্যোৎস্না যদি স্বয়ংই  
নিকটে উপস্থিতি হয়, [ পক্ষান্তরে—যে পূর্ণচন্দ্রবিগ্রহ শ্রীরাধাকে পাইবার  
উদ্দেশ্যে লালসান্বিত ও চঞ্চল হইয়া আমি পূর্বেই ধাবিত হইতেছিলাম—  
সেই প্রিয়তমা রাধা যদি স্বয়ংই নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, ] তবে  
কল্পবৃক্ষরাজসদৃশ বিধির গুণ আর কি বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় ?  
( ১৩ ) শ্রীকৃষ্ণের ঐ আদি ( প্রথম ) বাক্য সপ্রেমগর্ভ মনে করিয়া  
চন্দ্রাবলী দ্বিধা হস্ত করিয়া অবনতা হইলেন—পরন্তু রাধানামযুক্ত অত্যাগ্ন



বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া স্নানমুখী হইয়া আগমন-পথে (গৃহাভিমুখে) যাত্রা করিলেন। (১৪) তখন মুকুন্দচন্দ্র গৃহে গমনাভিলাষিণী চন্দ্রাবলীর কোপাবেশ দেখিয়া তাহাকে চন্দ্রাবলী বলিয়াই বুঝিলেন এবং প্রণয়ী কৃষ্ণ বিস্থিত চিত্তে কেবল এই কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। (১৫) ‘আমরা উত্তমা প্রণয়িনীগণ মধ্যে চন্দ্রাবলী মাননীয়, অতএব এই চন্দ্রাবলীর অনুনয় করা আমার অবশ্য কর্তব্য বটে; কিন্তু যদিও আমার হৃদয় রাধা কর্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীতই হইয়াছে, তথাপি আমি নায়ক-নীতির অভিনয় করিতে কদাপি ত্রুটি করিব না।’ (১৬) তখন স্বয়ং শ্রীমসুন্দর অনুনয় করিতে থাকিলেও তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াই চন্দ্রাবলী সহসা গৃহে চলিলেন। পদ্মা তাঁহাকে পথমধ্যে দেখিয়া বিশ্বয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল ব্যাপার বুঝিলেন এবং নিজের অহঙ্কারময় বাক্য-সমূহকে সার্থক করিবার অভিপ্রায়ে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—(১৭) “দেখ সখি! সমুদ্র যেমন নিখিল নিব্বার-সমূহের একমাত্র আশ্রয়—তদ্রূপ তিনিই সকল গোকুলজনের একমাত্র বন্ধু। হে মূঢ়! সেই সাগরে ইতস্ততঃ আবর্তবেগে উথিত বিচ্যুতিরানি সংঘটন হইলেও কি তাহা গণনাযোগ্য হয়? পক্ষান্তরে—সেই জীবিতনাথের ভ্রমাতিশয়-বশতঃ যদি গোত্রপালনও হয়, তাহাতে কি দোষ ধরিতে হয়?” (১৮) এইরূপে সেই চতুরা পদ্মা শীঘ্রই চন্দ্রাবলীর গতিরোধ করিয়া এবং রাধাতে নিবিষ্টচিত্ত হরিকেও অদূরে প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—হে বীর কৃষ্ণচকোর! চন্দ্রশ্রেণীর রসকলাসমূহে অর্থাৎ জ্যোৎস্নায় তরঙ্গ-দর্শনে বুথা ভ্রান্ত হইতেছ কেন? পক্ষে—হে নাগরেন্দ্র! চন্দ্রাবলীর পরিহাসরসে বা পলায়ন-বিছার কোটিল্য দর্শন করিয়া অন্ত্র গমন করিতেছ কেন? [চন্দ্রাস্বাদনে যদি তোমার অভিলাষই থাকে, তবে অবিলম্বে তাহার নিকটেই যাও] ॥ (১৯) পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলী অঘনাশন (দুঃখহারী) কৃষ্ণের নিকট আসিলে তিনি রাধাসৌন্দর্য্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়াও গান্ধীর্ঘ্যাবলম্বনে নন্দাদিব্যবহারে নিমিষমধ্যেই চন্দ্রাবলীকে সন্তুষ্ট করিয়া ধেনুপ্রবেশ (গোসস্তালন) কালের ছলে মৃদুমন্দগতিতে ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।



## মালাতীসহ বন্দার সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন

(২০) শ্রীকৃষ্ণের মিত্র মধুমঙ্গল নামক ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনিয়া আমি শীঘ্রই সেই জাতিবনের দিকে যাইতেছিলাম—এমন সময় পথমধ্যে মালাতীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও নয়নের অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া আমাকে (বক্ষ্যমাণ) এই কথাগুলি বলিয়াছে—(২১) “হে সখি! দেখ দেখি—চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার কুপরাগর্শের ফলে সাতিশর মনঃপীড়াবশতঃ শ্রীরাধিকা গৃহে গমন করিয়াছেন—তাহার এই দুর্জয়মানবার্তা আমার মুখে শ্রবণ করিয়া সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আর্ত হইয়া কি দশাই যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ত বলিতে পারি না!” (২২) “হে দেবি! স্বয়ং বৃন্দাদেবী আপনি এবং বৃন্দাবনের নিখিল শরীরী বাহার রাজত্ব আকাজক্ষা করিতেছেন—সেই রাধিকাকে জয় করিতে ইচ্ছাশীলা নারীর কথায় এই পৃথিবীতে কাহার কর্ণজর না উপস্থিত হয়? (২৩) “হে সখি! পদ্মাকৃত কুসুম-চুরিতে এবং চন্দ্রাবলীর জন্ত বৃন্দাবনাভিষেক-প্রার্থনায় ললিতা কোপ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—তাহা যদি মুকুন্দ শ্রবণ করেন, তবে যে কি ব্যাপারই ঘটে, তাহা ত জানি না!! (২৪) “বৃন্দাবনে ঐ প্রসিদ্ধ রাজত্ব না পাইরা শ্রীরাধিকা যদি তাহাতে বিহার না করেন, তবে ইহাই চক্ষুশ্মান্গণের পক্ষে মহাপ্রলয়ে আকাশমণ্ডলচারী নির্ঝাধ সূর্য্যবর্গবৎ চক্ষুঃপ্রদাহকর নহে কি? (২৫) “এক্কেণে আবার আমাকে শ্রীহরি বিশাখা-প্রমুখ গোপীগণসমীপে সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছেন—সম্প্রতি তাহার কি প্রকারে তাহার চাটুবাণ্য অবধারণ করিবেন? যেহেতু উহার সহিত মিলনের সময়েও তাহার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না!! (২৬) “হে দেবি! আমার মুখে এই সব বার্তা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণা-সমুদ্রের পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া বাহা বাহা করিয়াছেন (যে সকল ভাব-বিকার ধারণ করিয়াছেন); তাহাই বা কি প্রকারে আমি সম্যক্ বর্ণনা করিব হে? অহো! সেই ভাবনায় অণু কোনও কথাই যে আর মুখে আসে না!!” (২৭) এইরূপে মালাতীসখীর বিলাপে আমার মনঃস্থল ছিন্নভিন্ন হইল; আমি অন্ধ, মূক ও বধিরাদির যাবতীয় লোকধর্ম



প্রাপ্ত হইলাম। বহুক্ষণ পরে সেই সখী আমার চেতনা সম্পাদন করিল ! তখন আমি বিবেকপূর্ণ এক সুন্দর মন্ত্রণাও করিলাম। ( ২৮ ) ‘হায় ! অগ্নি শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার বিপক্ষাগণের অনাদরের কথা শুনিয়া আমি কি চিন্তা করিব বলত ? শ্রীরাধার মহামহাশয়রাজিতে শ্রীমাধব বশীভূত হইয়াছেন ; অতএব বৃন্দাবন-রাজ্যলাভ তাঁহার অতি নিকটবর্তীই জানিবে। ( ২৯ ) অতএব পূর্বে বিরহজ্বরে কাতর সেই শ্রামসুন্দরের সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দান করিব—এবং পরে আবার বৃথা মানভারে পীড়িতা রাধার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহাকে সম্যক প্রবোধদানে শীঘ্রই যাত্রা করিব।’ ( ৩০ ) সেই অনুগতা মালতীর সহিত কতদূর যাইতে যাইতে আমি দেহ সঙ্গোপনপূর্বক শ্রামসুন্দরের নিকট উপস্থিত হইলাম। হে সখি ! সেইস্থানে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়-সকল ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ কর।

### শ্রীকৃষ্ণের বিরহান্তি বর্ণনা

( ৩১ ) তাঁহার অঙ্গে কম্প, সমাধিতে চিত্ত নিবিষ্ট, প্রচুরতর ঘর্ম্ম হইতেছে, বৈবর্ণ্য প্রকাশ পাইতেছে। অশ্রুধারা পাত হইতেছে, ভূষণ-বলি দূরীকৃত করিতেছেন এবং শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া তোমাদের সখী শ্রীরাধাবিষয়ে বিলাপ করিতেছেন !!! ( ৩২ ) তাহাতে বৃক্ষরাজি শুষ্ক হইয়াছে, পর্বতসমূহ হইতে আর নির্ঝর প্রবাহ ছুটিতেছে না ! পৃথিবীও বিদীর্ণ হইয়াছে !! অহো ! আমার ধৈর্য্যও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে !!! হা হা ! হরির সেই সেই বিলাপধ্বনিতে কাহার কাহার না অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শেষদশা ( মূর্ছা ) প্রাপ্ত হইয়াছে ? ( ৩৩ ) ‘হায় কোথায় যাইব ? এইত রাধিকা বিরাজ করিতেছেন ! হে সখি ! পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইওনা ! আমি যে কাতর হইয়াছি !! হে কামদেব ! আমার এইভাব সত্য কিনা—এই আশঙ্কানীল আমার মনকে একক্ষণের জন্তও আর হিংসা করিও না !! ( ৩৪ ) রে ধৈর্য্য ! ধীরত্ব স্বীকার করিয়া তুমি একক্ষণের জন্তও রাধার দর্শন করাইয়া আমাকে কৃতার্থ কর ! তুমি যদি আমার আশা পূরণ না কর, তবে হায় ! তোমার আশ্রয়-স্বরূপা আশাকে ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে আত্মঘাতীই বলিতে হইবে। অতএব তোমাকে আর কেই বা উপরোধ করিবে হে ? ( ৩৫ ) তাঁহার এই



চরিত্র দর্শন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলেও তাঁহার নিকটে উপনীত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সম্বোধন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ কিছুই শুনিলেন না। তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে বলিলেন—(৩৬) ‘নিকটে এই আপনি কি বৃন্দা? আপনি এখানে কেন আসিয়াছেন? আচ্ছা, বলুন দেখি—যাঁহার অতি রক্তবর্ণ চক্ষুযুগল কামোজস্বরূপে আমার হৃদয়কে শতধা ছিন্নভিন্ন করিতেছে, আপনি সেই ললিতা-সখী রাধাকে দেখিয়াছেন কি? (৩৭) সখি হে! ঐটি (শ্রীরাধার মুখ) ত সূর্য্যই বটে, কখনও চন্দ্র নহে; যদি উহা চন্দ্রই হইত, তবে কি আমার দেহকে (আমাকে) এত সন্তাপ দান করিত? শ্রীরাধার অঙ্গ-সঙ্গ পাইয়া বাহা আমাকে সর্বদা প্রীতিদান করিত অথবা অঙ্গসঙ্গ করিবার জন্ত আমাকে প্রেরণা দিত, তাহাই বা এক্ষণে সন্তাপ দিতেছে কেন? অতএব বুঝিলাম যে উহা তাঁহারই মুখের কোনও অনির্বচনীয় পরম ভাব বিশেষই (আনন্দদায়ক হইয়াও যুগপৎ গ্লানি-সমর্পক) হইবে!! (৩৮) হায় রে! বিধাতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত যে শঠতার (নিষ্ঠুরতার) বলে সেই রাধাও স্মরণপথে আসিয়াই আমাকে তাপিত করিতেছে, চন্দ্রদ্বারাও সাতিশয় তাপ দান করাইতে সেই নিষ্ঠুর বিধির কতই বা প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে হে?’ (৩৯) এইভাবে বলিতে বলিতে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তিনি শ্রীরাধার জন্ত প্রগাঢ় চিন্তায় আত্মসমর্পণ করতঃ সমাধিগ্রস্ত হইয়া অবস্থা-বিশেষ অর্থাৎ মুচ্ছা প্রাপ্ত হইলেন; আমিও হঠাৎ তাঁহাতে অনগ্রভাবপ্রযুক্ত তাঁহারই আনুগত্য করিলাম অর্থাৎ মুচ্ছিত হইয়াছিলাম। (৪০) তখন মালতী আমার চেতনা সম্পাদন করিল; দৈবক্রমে তমালবৃক্ষস্থিত শ্রীরাধার স্বহস্তরচিত মাধবীমালাটি আনিয়া মধুসূদনের নাসিকা-নিকটে মৃদুমন্দভাবে সঞ্চালন করিলাম। (৪১) শ্রীরাধার করপদ্মদ্বারা সুবাসিত সেই মাধবীপুষ্পের উত্তম পরিমল আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে পুলক সঞ্চার হইল—তখন ঐ কমল-নয়ন কৃষ্ণ নেত্রকমল উন্মীলন করিয়া ক্ষণকালের জন্ত প্রকৃতিস্থ হইয়াই যেন আমাকে বলিলেন।



## শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ত্তক শ্রীরাধার নিকট সংবাদ

### প্রেরণ, ভূষণাদির সমর্পণ

( ৪২ ) “হে দেবি বৃন্দে ! তুমি সেখানে যাও, স্তবস্তুতি করিয়া কাকুশ্বরে আমার নিখিল অবস্থা সখীগণসকাশে নিবেদন কর এবং তৎপরিবর্তে ( তন্মূল্যে ) শ্রীরাধা হইতে প্রসাদ-রত্ন আনয়ন কর, যাহাতে আমার শোক সত্ত্বই বিনষ্ট হয় । ( ৪৩ ) রাধা-স্বভাব অনুধাবন করিয়া সেই মদন-হতকণ্ড আমার বিরুদ্ধে অভিযান পূৰ্ব্বক শত শত পীড়াদান করিতেছে ! অতএব হে সখীগণ ! তোমরাই না হয় তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে প্রবোধ দিয়া আমার এই সন্তপ্ত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শান্তিবিধান কর !!” ( ৪৪ ) শ্রীকৃষ্ণমুখের এই কথা শুনিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে আমি চলিয়া আসিতেছিলাম । সেই মাধবীমালাটি ও মালতীসখী তথায় অবস্থান করিতে লাগিল । এমন সময় অনতিদূরদেশ হইতে তিনি আবার ডাকিলেন—‘হে স্নিগ্ধে !’ আমি নিকটে প্রত্যাগত হইলে তিনি পুনরায় অশ্রুপূর্ণনয়নে আমাকে বলিলেন—( ৪৫ ) “হে বৃন্দে ! বনদেবি !! শ্রীরাধা-ব্যতিরেকে অগ্নিকণাব্যাপ্ত ( তদ্বৎ সন্তাপ-দায়ক ) এই ভূষণ সমূহেরই বা কি প্রয়োজন ? বিড়ম্বনাকারী এই বেণুরই বা আর কি আবশ্যক ? অতএব শ্রীরাধাসখীগণের নিকট শীঘ্র গিয়া এই সকল সমর্পণ কর !!” ( ৪৬ ) হে সখীগণ ! এইরূপে মুরারির পুনঃ পুনঃ অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিলাম ; বিক্রবতাবশতঃ তাঁহার চঞ্চল কর ও চরণযুগলে ধরিয়া অতিকষ্টে তাঁহার কণ্ঠে একমাত্র বনমালাটিই রাখিয়াছি ; তাহাও আবার দীর্ঘনিঃশ্বাসে মলিন হইয়া গিয়াছে !! ( ৪৭ ) হে সখি ললিতে ! এই সব ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় আমি যাত্রা করিলাম । বনপথে আসিতে আসিতে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হওয়াতে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়াও যে প্রিয়সখী রাধা কৰ্ত্তক সংবর্দ্ধিতা লতারাজি দেখিতে পাইলাম না—ইহাতেই এক্ষণে আমার নিদারুণ বেদনা হইতেছে !!



## তাৎকালীন বৃন্দাবনের অবস্থা বর্ণনা

( ৪৮ ) হায় রে ! অত্ রাধিকা বৃন্দাবন ত্যাগ করিলে মধুকরগণও মধুগন্ধমাত্র ত্যাগ করিয়াছে ! কিন্তু তথাপি ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে ( নানা-বৈবশ্যযুক্ত চেষ্টাদি সম্বলিত যুগ্ম প্রাপ্ত হইতেছে !! ) লতাও বৃক্ষমাত্রই মধুশূন্য হইয়াছে !! এবং হিংসা-দেষাদিরহিত পশুপক্ষিগণও নিজ নিজ দেহেরই হিংসা বিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে !!! [ অজ্ঞান পশুপক্ষিদিগের, অচেতন বৃক্ষবল্লরীর যে এতাদৃশ বিরহ-বিহ্বলতা, তখন চেতন প্রাণীদের, তাহার মধ্যে আবার মানুষের, তাহার ভিতরে আবার আমাদের হ্রায় স্নেহশীলাদের কি অবস্থা হইতেছে, একবার ভাবিতেছ কি ?? ] ( ৪৯ ) হে সখি ! যে স্থানে হরি বিরাজিত আছেন, সেই স্থানে তাপ থাকার সম্ভাবনা নাই—এই কথাও বলিতে পার না ; হায় ! ইহার অঙ্গ-স্পৃষ্ট বায়ু পর্য্যন্ত যাহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, তাহারাই যে কি প্রকার গতি ( অবস্থা-বৈলক্ষণ্য ) প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি না !! ( ৫০ ) এই ভাবে পৃথক্ পৃথক্ কষ্টরাশি আমি বুকে ধারণ করিয়াছি ! এক্ষণে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই । সম্প্রতি চক্ষুর জলধারার সহিত আমি অক্ষয় দীপ্তিশীল হরিভূষণাবলী এবং অশেষ স্বাভিলাষ-ব্যঞ্জক বাক্যাবলিও তোমাদের গোচরে উপস্থাপিত করিলাম । হে কৃশাঙ্গী অবলাগণ ! তোমাদের হৃদয়ে যাহা সমুচিত বলিয়া বিবেচিত হয়—তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন কর—এই আমার প্রার্থনা !!

## শ্রীকৃষ্ণ-সান্ত্বনায় বিশাখার প্রয়াস

( ৫১ ) বৃন্দার এই বাক্যে এবং মুরারির বেশ-ভূষার অবস্থাদি পর্য্যালোচনে রাধার সখীদের হৃদয়ে যে দ্রব ( কারুণ্য-বেগ ) উপস্থিত হইল, তাহা কণ্ঠদেশে উঠিয়া ( বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া ) পরে নেত্রযুগলে আসিল ( অশ্রুভারে চক্ষু নিপীড়িত হইল ) ; কিন্তু ধৈর্য্যদ্বারা উহার পতন-পথ রোধ করিলেন অর্থাৎ কণ্ঠে অশ্রুপাত সম্বরণ করিলেন । ( ৫২ ) বহুকণ যাবৎ সেই গোপীমণ্ডলী নীরব হইয়া থাকিলেন ; তখন আবেগে ও প্রেমভরে বিবশা বিশাখা ললিতার কর-পদ্য কম্পিত যুগল



দ্বারা ধারণ করতঃ চাটু ( প্রিয় ) বাক্যে বলিলেন—( ৫৩ ) ‘হে প্রধানা সখি ললিতে ! আমাদের সখী রাধার অনাদরে আমাদের একবার নিহত করিয়া পুনরায় নিজ-পরিত্যক্ত বসনভূষণাদি দ্বারাও কি তিনি বিড়ম্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? অতএব সাক্ষাৎ ভাবে ইহাকে নিন্দাগর্ভ তিরস্কার বাক্য শুনাইতে চঞ্চলচিত্ত হইয়া তোমার অনুমতি যাচ্ঞা করিতেছি ।’ ( ৫৪ ) তখন ললিতার দিকে মুখ ও নয়ন দিয়া অত্যান্ত গোপীগণ বলিলেন—‘আমরা কি করিব হে ? সেই মানময়ী সখী ত কোপই করিবেন ! সেই পুরুষটিও ত দুই প্রকারেই আমাদের শ্লানিকর ; প্রথমতঃ তিনি সম্প্রতি এখানে নাই ; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার নিকটে এ অবস্থায় যাওয়াও অনুচিত !!’

### বৃন্দার সহিত বিশাখার শ্রীকৃষ্ণ সকাশে গমন ও নিজ ভাব-প্রকাশন

( ৫৫ ) ললিতা সকল কথা শুনিয়া বৃন্দাকে বলিলেন—‘যদি তাঁহার নিকটে এই কোমলা সখী ( বিশাখা ) যায়, তবে তুমি আমাদের এই সংবাদটি তাঁহার কর্ণপথের গোচর করিও ।’ ( ৫৬ ) ‘যদি বা চন্দ্রাবলী-কর্তৃক নিবিড় কুঞ্জরাজিদ্বারা ঘন অন্ধকারময় নিজ অরণ্যকে উজ্জ্বল করিতে উত্ততই হইয়া থাক, তবে তুমি আর বৃথা অশ্রুপাত করিয়া কালযাপন করিতেছ কেন ? অথবা তুমি ভানুজাম্বরকুচির [ সূর্য্যকিরণ দ্বারা উদ্ভাস্বর আকাশের দীপ্তির, পক্ষান্তরে—বৃষভানুহলালীর বস্ত্রের কান্তির ] জন্তই রোদন করিতেছ কি ?’ [ উদকময় স্বচ্ছ চন্দ্রবিশ্বে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইলেই চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত হয়, স্বভাবতঃই উহা উজ্জ্বল নহে ; নিজেই যখন উজ্জ্বল নহে, তখন ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিতে পারেই না । তদ্রূপ শ্রীরাধা ব্যতিরেকে যখন তোমার স্বাভিলাষ-পূর্তি হইতেছেই না—অথচ তুমি চন্দ্রাবলী-মুগ্ধ ; এক্ষণে ঐ চন্দ্রাবলী দ্বারাই কার্য্য সাধন কর—রাধার জন্ত বৃথা অনুশোচনা কেন ? ] ( ৫৭ ) তদনন্তর বৃন্দা সখীগণের অনুমতিক্রমে বিশাখার সহিত শ্রীহরির নিকট-বর্ত্তী স্থলে উপনীত হইলেন ; তাঁহার আদেশ চিন্তা করিয়া চন্দ্রাবলীর আধিরাজত্ব ( মনঃপীড়াবাহুলা ) রচনা-কারিণী, [ পক্ষান্তরে চন্দ্রকান্তিচরী রাধাকে সাম্রাজ্য সমর্পণকারিণী ভগবতী ] পৌর্ণমাসীর সহিত পরামর্শ



করিবার উদ্দেশ্যে প্রিয়সখী সেই বিশাখাকে তথার রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। (৫৮) এদিকে শ্রীহরি বৃন্দার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ বিশাখাকে দেখিয়া ফেলিলেন। বিশাখা তখন মালতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ‘হে সখি! প্রিয়সখীর সেই মালাটি কোথায়?’ মুরারি তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চয় করিলেন যে হাঁ বিশাখাই ত বটে! তখন তাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হইল!! সুখভরে ঞ্জলিত-পদে তথায় গমন করিয়া বিশাখাকে বলিতেছেন—(৫৯) “প্রিয়সখি হে! তুমি শ্রীরাধার লবমাত্র অঙ্গসঙ্গ-কারিণী এই মালাটির প্রতি গুরুতর পক্ষপাত করিতেছ, অথচ তাঁহার সহিত তাদাত্ব্যভাবপ্রাপ্ত হইয়া যে বহুকাল বিলাস করিয়াছিল, তাহার জীবন রক্ষা-বিষয়ে বার্তাটিও একবার জিজ্ঞাসা করিতেছ না?” (৬০) তখন বিশাখা রোষচ্ছলে মুখপদ্ম আবৃত করিলেন—কৃষ্ণের অতি মলিন মূর্তি দর্শনে যে অনবরত অশ্রুপাত হইতেছিল, তাহা মার্জন করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রতি ক্রীষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—(৬১) “হে ভগবন্! আপনি যে বেদনা (জ্ঞান বা পীড়া) গোপীদিগকে দান করিয়াছেন—তাহাতেই তাহার নিৰ্ব্বাণত্ব (মোক্ষ বা চরম বিশ্রান্তি) লাভ করিয়াছে!! বজ্রে অগ্নি ধরিলেই যেমন উহা দগ্ধ হয়, অথচ তাহার রেখামাত্র অবশেষ থাকে, তদ্রূপ রেখামাত্রাবশিষ্টা হতপ্রায়া গোপিকাগণ এক্ষণে কি প্রকারেই বা আপনাকে বা নিজেকে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিবে হে? (৬২) হে চন্দ্রাবলীর রতিপতি! আপনি আমার সেই সখী রাধার গ্লানি আনয়ন করিয়াছেন—এই বার্তা পাইয়াই পদ্মা প্রভৃতি কত কত সখীগণ কি প্রচুরতর আনন্দই না করিতেছেন? হায়! হায়! এখনও আপনার প্রেমের উপযুক্ত পাত্রী হইয়া মুহুমুহুঃ শ্বাসগ্রহণ করিতেছি অর্থাৎ জীবন ধারণ করিতেছি!! মাদৃশ নারীকে শত ধিক্!!! (৬৩) আপনার চিন্তা (অনুধ্যান) করিতে করিতেই আমার যে সখী এখনও জীবিতা আছে—কিন্তু কথাও বলে না, কিছু শুনেও না, অথবা কোনও দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করে না!! অহো! তাহার ক্রোধজনক ও তীক্ষ্ণ যে স্তব তুমি বৃন্দাধারা প্রেরণ করিয়াছ—তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা, কৈতবময় বা তোমার ছলনা-প্রকটন মাত্র! এই সব কুটিলতা শ্রীরাধার মনকে সম্যক্ প্রকারে ভীত করিয়াছে! যেহেতু তুমি ত পুতনাস্তক—বাল্য-



কালাবধি জীবন করিতে করিতে তোমার স্বভাব অতি নিষ্ঠুর হইয়াছে—এবং তাহাতে তোমার বিন্দুগাত্রও দ্বিধা বা ভয় নাই !

### শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বৈকল্য ও বিশাখার সান্ত্বনাদান

( ৬৪ ) তখন শ্রীকৃষ্ণ মুখপদ্ম অবনত করিয়া নেত্র জলধারায় মালাটিকে অভিষিক্ত করিলেন। আর অঙ্গুষ্ঠের সহিত তর্জনী দ্বারা ঐ মালাটিকে মৃদুভাবে মর্দন করিতে করিতে মহাকাশের স্রোতের সহিত বিশাখাকে বলিতে লাগিলেন—( ৬৫ ) “সেই প্রিয়তমা আমার জীবন-লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন, আর এই কৃষ্ণও তাঁহারই বশবর্তী বনিয়া তুমিও অবগত আছ। হে বিশাখে! তুমিও আমাদের জীবাত্ম-স্বরূপা সখীই আছ! হা ধিক্!! ইহাতেও কেন ঐ কাণ্ড ঘটিল!! ইহাকে ভবিতব্যতাই ( ভাগ্যই ) বলিতে হয় আর কি? ( ৬৬ ) তখন কৃষ্ণ কাকুবাদ করিতে করিতে অতিশয় কাতর হইয়াছেন দেখিয়া বিশাখার মুহুমুহ হৃৎকম্প হইতে লাগিল, ধৈর্যধারণ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইল; অশ্রুধারার সহিত মন দ্রবীভূত হইয়াই যেন বহির্দেশে প্রকাশমান হইতেছিল এবং তীব্রবেদনার বশবর্ত্তিনী হইয়া বিশাখা বলিতে লাগিলেন—( ৬৭ ) “হায়! চন্দ্রলেখাতুল্যা বয়স্শাকে আমার তুমিই ত পূর্বেই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপেই যেন সাতিশয় ভস্মীভূত করিয়াছ হে! আবার অগ্নি কেন তুমি এই ক্ষুদ্রা নারীকেও নিজ বৈষ্ণবরূপ-ঘাত প্রক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ পেষণ করিতেছ হে? ( ৬৮ ) ‘রাধিকার মন ত চিরকাল থাকিবেই না, ব্রজেন্দ্রনন্দনও এখানে অতিসন্তপ্ত হইয়াছেন! অতএব ভঙ্গীক্রমে ইঁহাকে আশ্বাস দান করাই যুক্তিযুক্ত।’ এই চিন্তা করিয়াই বিশাখা পুনরায় বলিলেন—( ৬৯ ) দেখ, আমি জ্ঞাতিতে ( স্বভাবতঃই ) মৃদু, সখীগণ বিচিত্র রুচিসম্পন্না—ললিতাও বাম্যভাবাপন্না, কাজেই সন্ধি ( শ্রীরাধাসহ মিলন ) কি প্রকারে হইতে পারে? হে মুকুন্দ! ললিতাদিকে না হয় কোন প্রকারে অনুকূল করা বাইতে পারে। কিন্তু সেই কুটিলনয়না রাধার সমক্ষে কে যাইবে? ( ৭০ ) “হে শ্রীকান্ত! যদি আমি তাহাদিগকে না জানাই, তবেও তোমার দীনতাই উহাদিগকে তোমার বিষয়ে ক্লপান্বিত করিবে, আর



আমারও কোনও দোষ হইবে না’—একথা যুক্তিযুক্তই বলিতেছ বটে, কিন্তু তুমি দোষী হইয়াও যে আমার সহিত এই বাক্যালাপ করিতেছ, ইহাতেই তাঁহারা আমাকে ওলাহন দিবেন বলিয়া আমার ভয়ই হইতেছে !! (৭১) ‘হে কেশব! কাকু করিতেছ কেন? তোমার অভীক্ষিত সেই রাধা রূপ সুধা সহচরীগণ রূপ ব্যুহ মধ্যে বিহ্বমানা আছে; তুমিও পাপাচরণ করিয়াছ; এক্ষণে কৃষ্ণব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই কি প্রকারে শীঘ্র শীঘ্র গুণু লোভ করিয়াই সেই সুধা লাভ করিবে হে? (৭২) অরি মালতি! তুমিও কি নিজনাথের মুখ দেখিয়া অতি অসঙ্গত কথাই বলিতেছ হে? ইনি অত্র নারীকে যথাসর্বস্ব দান করিয়াছেন, অথচ এক্ষণে আমার সখী রাধার নিকট কি আর দেহদান চলিবে?’ (৭৩-৭৪) “হে সখি! তোমারই সুহৃৎ রাধিকার এই বন সমূহ, হে সখি! তোমারই সুহৃৎ রাধিকারই এই লীলা, তোমারই সখী রাধিকারই এই মদীর আশ্রয়—আর পৃথিবীতে অত্র দেয় বস্তু কি আছে বল দেখি।” —শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া কুতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে থাকিলে মালতী বিশাখার ইঙ্গিত-ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—‘হে মাধব! এ সকল নারী বাম্যভাবাপন্ন—নিজের ইচ্ছাটি অভিযাক্ত হইবার জন্ত কণ্ঠদেশে উপস্থিত হইলেও ইহারা তাহাকে পুনরায় অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেন। অতএব তাঁহার ইচ্ছাটি আমার মুখে গুন। (৭৫) “গান্ধার্বী যখন এই কুঞ্জ হইতে মানভরে নিজমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি নয়নজলে আগ্নুত-বদনা হইয়া তোমার নিকটে নিবেদন করিবার জন্ত আমাকে এই সোৎপ্রাসবাক্যটি (স্তুতিময় নিন্দাবাদ) বলিয়াছেন—(৭৬) ‘হে দেব! অত্র আমরা বৃন্দাধিরাজা [বৃন্দাবন-রাজত্ব, শ্লেষপক্ষে—বৃন্দপরিমিত অসংখ্য মনঃপীড়াই?] অভিলাষ করিয়া আনন্দভরে রাধার সহিত তোমার সকাশে উপস্থিত হইয়াছিলাম! হে হরে! তোমার গুণাবলী [পক্ষে—অবগুণসমূহ] আর কতই বা কীর্তন করিব? যেহেতু তুমি ত স্বয়ং পূর্বেই মহাধিবৃন্দ [মহোৎসবের সুন্দর আয়োজন বিশেষ, পক্ষে মহামনঃপীড়ারশিই] সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ !!!



## শ্রীরাধার বৃন্দাবন-রাজত্ব জন্য মান শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ

( ৭৭ ) এই কথা শ্রবণে তখন ঐ প্রফুল্ল-দেহ কৃষ্ণরূপ মেঘ বিশাখারূপ বিদ্যাংকে হৃদয়ে পরিধান ( ধারণ ) করিলেন ; ধৃত্য দেবনাগগণও ( দেব-শ্রেষ্ঠগণ, পক্ষে দেবহস্তিগণ ) তদুপরি ঘন পুষ্পপূর ( ঘন ঘন কুসুমরাশি, পক্ষে জলসমূহ ) বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দশ ভুবনকে অশেষ বিশেষে সুখী করিলেন । অর্থাৎ কৃষ্ণ বিশাখাকে আলিঙ্গন করিলে দেবলোক হইতে কুসুমবর্ষণ হইতে লাগিল এবং জগতের লোক সুখী হইল । ( ৭৮-৭৯ ) মহাসমুদ্র যেমন নারায়ণের ঈষদিত বিশ্রামস্থল, তদ্রূপ রাধাভিষেকও ত কৃষ্ণের অতীষ্ট ভাবসমূহের আকর—মহাসমুদ্রে নারায়ণ যেরূপ অনন্ত-দেবের উত্তম ফণা সমূহের কান্তিরাশিদ্বারা দীপ্ত—তদ্রূপ ঐ অভিষেকে কৃষ্ণের অনন্ত উৎকৃষ্ট ভোগাভিলাষ প্রচুররূপে বিদ্যমান ; নারায়ণের সর্বদা আলিঙ্গন করিয়া যেমন লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা আছেন, তদ্রূপ হরির সর্বদাই পুলক-শোভায় বিলসিত হইতেছে । অতএব এই কৃষ্ণ নারায়ণের অতি প্রসিদ্ধ আনন্দঘন বৈভব-রাজিও প্রকৃষ্টরূপে অনুকরণ করিয়াছেন । অপরন্তু নারায়ণ যেমন নিজনাভি-কমলজাত ব্রহ্মাকে স্বাসদ্বারা প্রবর্তিত অতীষ্ট ক্রতিসমূহ অধ্যাপনা করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রামও সর্বতোভাবে কামদেবকে চরিতার্থ করিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তমা নারীগণের বা সজ্জনগণের কর্ণরসায়ন কথা বলিতে লাগিলেন । ( ৮০ ) “হে সখি ! শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করাইবার জন্ত যে তাঁহার বৃন্দাবনাধিপত্যই তুমি উৎকোচ ( ঘৃষ ) স্বরূপে প্রার্থনা করিয়াছ, এই মহোপকার রূপ রত্নবর-দানের পরিবর্তে যে কি বস্তু দিব, তাহারই জন্ত আমার মন নিরতিশয় চঞ্চল হইতেছে !! ( ৮১ ) “তুমি অতঃপর আমার বহুদিনের অন্তরঙ্গ বাঞ্ছিত বস্তুটিকেই উদ্ঘাটন করিয়াছ হে [ এই রাধিকাভিষেক আমার মহানন্দেরই বস্তু !! হে ভাবিনি ! দেবগণ সিদ্ধ নির্মাণ করিয়া সদাকালের জন্ত মঙ্গল-নিদান চন্দ্রকেই ত লাভ করিয়াছেন ! ( ৮২ ) “হে প্রিয়সখি ! যাহাকে নিরতই আমার হৃদয়াধিরাজ্য দান করিয়া অতঃপর আমার আত্মা পরিতৃপ্ত হইতেছে না ; সেই শ্রীরাধাকে যে বনাধিপত্য প্রদান করিব, তদ্বিষয়ে আমি শপথ করিয়াই বলিতেছি যে আমি স্বতঃই



লজ্জিত হইতেছি !! (৮৩) “শঙ্কর-মূর্তি যেরূপ পরম মঙ্গলময়, এবং অসাধারণ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রলেখাই তাঁহার আনন্দপ্রদ হইয়া ললাটে অধিরোহণ করিয়া সকলের ঔৎসুক্য বর্দ্ধন করে—তদ্রূপ বৃন্দাবন আমার পরম মঙ্গলময় ধাম এবং শ্রীরাধাও অমর্যাদা গুণগৌরব-বিশিষ্টা। বৃন্দাবনের আনন্দদায়ক অধিনায়কতার পদ শ্রীমতীই অলঙ্কৃত করিতে পারেন। অতএব আমার সাতিশয় উৎকণ্ঠাই হইতেছে [কোন শুভ মুহূর্তে ইহাকে বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে দর্শন করিব?] (৮৪) “অতএব এখন আর বিনয় করিও না, ললিতাদি সখীমণ্ডলীকে ও তোমার সখী রাধাকে আমার বিনয়-বাক্য প্রাপ্তি (শ্রবণ) করাও”—মুরারি এই বলিয়া বিশাখাকে প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে বৃন্দাকে সমুপাগতা দেখিয়া বিশাখা মুহুমধুর হাস্তে বলিলেন—

### বৃন্দার আগমন ও বিশাখা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বৈশভূষা-সম্পাদন

(৮৫) ‘হে দেবি! তুমি ত নিশ্চয়ই চৌরী নহ! আর আমার প্রতিও তোমার প্রেমাতিশয়ে কখনও দোষদৃষ্টি হইতে পারে না!! তবে জিজ্ঞাসা করি—সখীর মালাটি নিভৃতভাবে বনমালী কৃষ্ণের উপরে নিঃক্ষেপ করিয়াই যে তুমি আত্মগোপন করিলে, ইহার হেতু (তাৎপর্য্য) কি?’ (৮৬) বৃন্দা তখন অনুমানে বুঝিলেন যে বিশাখার এই বাক্য নিজের আগমনে শ্রীহরির সাক্ষাতে কেবল ছলনা মাত্র এবং নিজ মনোরথও সুসম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং বিশাখার এই ভঙ্গীময় ও হাস্ত-শ্রীমণ্ডিত বাক্যে আনন্দে দুই তিন ক্ষণ যাবৎ বৃন্দার ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সব স্থগিত হইয়া গেল!! (৮৭) তখন বৃন্দা বিশাখাকে বলিলেন—‘দেখ হে! তোমার সখীর এই মালাই কেবল গোবিন্দের শান্তি-বিধায়ক কথা-বিশেষ মুহুমুহু বলিয়া দিতেছে!’ তত্বত্তরে বিশাখাও বলিলেন—‘আমার সখী এই উপভুক্ত মালা কখনই পরিবে না, পুনরায় ইহা কৃষ্ণকণ্ঠেই সমর্পণ কর।’ (৮৮) বৃন্দা হাস্তমুখে বিশাখার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—‘তুমি স্বয়ংই ইহাকে আশ্রয় কর হে!’ বৃন্দা সেই ভূষণাবলি ও সেই মালাদ্বারাই পুনরায় ঐ সখী বিশাখা কর্তৃক রাধা-প্রাণবল্লভকে সজ্জিত করাইলেন। (৮৯) বিশাখা শ্রামকে ভূষিত



করিতেছেন—এবং শ্রামসুন্দর পুনর্ব্বার বৃন্দার নিকটে শ্রীরাধার অভিষেক বার্তা বলিতেছেন। বৃন্দার মুখে ললিতার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিতে পাইয়া ইনি বিশাখাকে বলিলেন—‘তোমরা ক্রুর-প্রকৃতিই বটে !!’

## বিশাখাকে লইয়া পৌর্ণমাসীর শ্রীরাধা- সকাশে গমন

( ৯১ ) সম্পূর্ণ কালনিয়মে উপনীতা পূর্ণিমাতিথিকে ও মেঘ-নিম্নুক্ত নিমল চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হইয়া ওষধি ( কদলী ধাত্ত প্রভৃতি ) বৃক্ষ যেমন ঐ কিরণ সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই পঞ্চশাখাবিশিষ্ট হইয়া উল্লসিত হয়—তদ্রূপ যাহার ব্রতকাল সম্পূর্ণরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে, সেই পৌর্ণমাসীকে এবং মৃদুমধুর হান্ত-জ্যোৎস্নামণ্ডিত উল্লসিত-চন্দ্রবদনা নিজ সখী বিশাখাকে প্রাপ্ত হইয়াও তখন সখীগণ পৌর্ণমাসীর চরণ ও বিশাখার হস্তধারণ করিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। ( ৯২ ) অনন্তর পৌর্ণমাসী তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহাদের নেত্র-কুমুদের অশ্রু মার্জনা করিয়া শত শত আশীর্ব্বাদ দান করিলেন। ‘আমি সম্প্রতি কিছু যাচ্ঞা করিব’—এই বলিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন।—( ৯৩ ) “যে উদ্দেশ্যে আমি নানাবিধ ব্রতাচরণ করিয়াছি, বৃন্দাবনের লম্বাক্ষ তৃপ্তিদানে সমর্থতম, রাধার অভিষেকবারি-সমূহ দ্বারা পুষ্ট সেই অভিলাষ-বৃক্ষ উত্তমোত্তম পুষ্পরাজি-ভূষিত হইয়া শীঘ্রই ফল-প্রদব করিবে; তোমরা তাহা অঙ্গীকার করিও অর্থাৎ ঐ ফল আশ্বাদন করিও।” ( ৯৪ ) তাঁহারা বলিলেন—‘হে দেবি! আপনার আজ্ঞারূপ মাল্যসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত এই অলঙ্কার আমরা ধারণ করিতেছি [আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম।] যদি পুনঃ অতিমানবশা সেই সখী ইহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে খেদযুক্ত না করেন।’ ( ৯৫ ) ‘হে সখীগণ! তোমরা সেই বিজন-প্রদেশে আসত, যিনি কখনও এত মান করেন নাই, তিনি কি করিতেছেন, একবার নিরূপণ করিব!’ ভগবতী পৌর্ণমাসী এই কথা বলিলে তখন সখীগণ তাঁহার সহিত হর্ষভরে তাহাই করিলেন। ( ৯৬ ) ললিতার হস্ত উত্তমরূপে ধরিয়া ভগবতী অতি ধীরে ধীরে অন্ধকার-পূর্ণ অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিয়া



অলক্ষিতরূপে অবস্থান করিতেছেন। সখীগণ বিশাখার নিকটে দণ্ডায়মানা  
আছেন—তখন তাঁহারা শ্রীরাধার সক্রন্দন বাক্যাবলি শ্রবণ করিলেন।

### কলহাস্তুরিতা শ্রীরাধার অনুতাপাদি

( ৯৭ ) “অহো ! প্রাণি-সমূহের প্রলয়-সাধনে উদ্ভূত কলান্ত কালের  
প্রচণ্ড বাড়বানলসমূহ ঘেরুণ শতবার্ষিক বর্ষধারায় নির্ঝাপিত হইয়া  
শান্ত হইয়াছিল, [ কুর্মপুরাণ ৪২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ]—তদ্রূপ আমারও  
পঞ্চমহাভূতের বিনাশের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুকালে উথিত এই মানও  
বহুকাল যাবৎ বর্ষাধারাবৎ অশ্রু প্রবাহের ফলে নির্ঝাপিত হইয়া শান্ত  
হইয়াছে—এ কথা অত্ন কাহাকেই বা শুনাইব ? ( ৯৮ ) “হায় ! আমি  
কাহাকে বলিব ? এখানে যে মানিনী হইয়া রহিয়াছি !! অহো ! আমার  
এই চিত্ত যে মদভরে আক্রান্ত—ইহা ত কেহই জানে না !! হে পৃথিবী !  
তুমিই শীঘ্র এই রাধার শরণ্য হও। হে মাধব ! তুমি আর চতুষ্পাশ্বে  
জালধর্ম্য বিস্তার করিও না !!” ( ৯৯ ) “হা ! তখন কিন্তু ইঁহার দূতীর  
মুখ দর্শনমাত্রই আমার মহাবিলোড়িত মন হইতে তীব্র বাক্যাবলিই  
বহির্গত হইল কেন ? অথবা স্বভাবতঃই আর্দ্র ও স্নিগ্ধ হৃদয়কে মগ্নন  
করিলেও দারুণ দীপ্ত অগ্নি বমন করিয়া থাকে ! ( ১০০ ) “অত্ন স্বপ্নে  
দেখিলাম—দেবী বৃন্দার হাতে শ্রীহরি অনুনয় বিনয় করিয়া নিজ  
ভূষণ-সমূহ পাঠাইয়াছেন, আমি কিন্তু মানহতা হইয়া একবারও যখন  
তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম না, তখনই বিধাতা আমাকে অন্ধই করিল  
না কেন ? ( ১০১ ) “হায় ! নিষ্ঠুর-স্বভাবা আমার মান-তীব্রতার সংবাদ  
পাইয়া মুকুন্দ স্বয়ং আমার শয্যার সম্মুখে পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন ;  
হায়রে ! কম্পান্বিত-কলেবর এবং আমারই স্তুতিকারী সেই প্রিয়তমকে  
এই নারী অবজ্ঞাই করিয়াছে !! কাজেকাজেই আমার বুদ্ধিরূপা  
শফরীও মরুভূমিতে পড়িয়াছে অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি সব লুপ্ত হইয়াছে !!!  
( ১০২ ) “অহো ! শত শত জন্মে উগ্র তপশ্চা করিয়াও আমি যাহার  
দাসীত্ব পদ পাইতে পারিব না—সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন আমাকে নিজ  
আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া লালন করিতে থাকিলেও কিন্তু আমি  
মানকেই বরণ করিয়াছিলাম ! অহো !! আমাকে শত ধিক্ !!”



## পৌর্ণমাসীকৃত প্রীতিময় তিরস্কার ও কৃষ্ণের গুণ উদ্দেশ্য প্রকটন

( ১০৩ ) এইভাবে মুহমূর্ছ শ্রীরাধার নির্বেদবাণী শুনিতে শুনিতে সখীগণ যেন স্বেদ-ধারায় পুতলিকাবৎ হইয়া গেলেন। তৎপরে বিশাখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এক্ষণে তোমার কি করিতে ইচ্ছা, বলত’ এই কথা বলিতেই তিনি ফুৎকার করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাও বিশাখাকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের অশ্রুজলে পরস্পর স্নান করিলেন। ( ১০৪ ) পূর্ণিমা তিথির সহযোগে অনুরাধা নক্ষত্র সহিত বিশাখা যেমন রজনীমুখে ( প্রদোষ কালে ) গ্রহ-নিলয় ( উদয়াচল ) হইতে চন্দ্রকান্তিকে উদয় করাইয়া কুবলয় ( পদ্ম ) রাজিকে সাতিশয় আনন্দ দান করে—তদ্রূপ দেবী পৌর্ণমাসীর অনুমোদন পাইয়া অনুরাধার ( ললিতার ) সহিত বিশাখা সখী মিলিত হইয়া মান-ভবনে আসিয়া শ্রীরাধাকে স্বর্গহাভিমুখে উদিত করাইয়া পৃথিবীমণ্ডলে অপূর্ব আনন্দ বিস্তার করিলেন। ( ১০৫ ) শ্রীরাধা মানিনী হওয়া অবধি তাঁহার ক্লান্তিরূপ মহানিদাঘের ( গ্রীষ্মের ) সূর্য্য-কর্তৃক তপ্তা সখীদের নয়নাবলী রূপ যমুনা এক্ষণে অমৃতস্রাবিনী ( শ্লেষে—জলদায়িনী ) নব্যা ( নুতনা, পক্ষে—প্রশংসনীয় ) ও ঘনশ্রী [ পরমসৌন্দর্য্যশীলা, পক্ষে মেঘসম্পত্তিযুক্তা অর্থাৎ ধারাসম্পাত-বিশিষ্টা ) শ্রীরাধাকে সম্যক্ লাভ করিয়া ক্ষণকাল উষ্ণ ও শীতল সহস্র সহস্র ধারাই প্রবাহিত করিয়াছিল অর্থাৎ তীব্র-সন্তাপে ও প্রচুরতর আনন্দে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা অশ্রুপাতই করিতে থাকিলেন। ( ১০৬ ) শ্রীরাধার মৃত্তিকা-লুপ্তিত বস্ত্র কোনও সখী তুলিয়া ধরিলেন, কোনও সখী অঞ্চল-সঞ্চালনে ভ্রমর নিরসন করিলেন। অত্র সখী কর-কমলদ্বয় দ্বারা তাঁহার মধ্যদেশে ধরিলেন ; কেন না, এখানকার অত্যুত্তম ভূতাজীবিকা রূপে ‘প্রণয়’ নামক রত্নটিই লভ্য। ( ১০৭ ) তাঁহারা সেইস্থানে রাধাকে বসাইলেন। ভগবতী পৌর্ণমাসী পূজা ( সাদর অভ্যর্থনা ) ও আসন প্রভৃতি গ্রহণ করিলে শ্রীরাধা তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তখন দেবী তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়নযুগল মার্জনা করিয়া নিজে অশ্রুপূর্ণ হইয়া ভ্রুকম্পনে ( কটাক্ষে ) সখীগণকে বাধ্য করিয়া বলিলেন—( ১০৮ ) “তুমি আজন্ম পবিত্র-চিত্তা



ও শ্রীহরিতেই মন সমর্পণ করিয়াছ। তোমার প্রিয়তমও পুণ্যচরিত্র এবং তোমাতে প্রচুরতর আসক্তি-সম্পন্ন। তোমাদের উভয়ের মিলন-ব্যাপারে এই সখীগণও শীতলগুণা (শীতলরজ্জু-স্বরূপা অথবা স্নান্নিক গুণশালিনী)। এক্ষণে বল দেখি, এই উষা (সন্তাপদায়ক) মান-ব্যাপারটি কোথা হইতে ঘটিল? (১০৯) “হে বালে! (মুগ্ধে) যদি তুমি সামান্য প্রয়োজনে এই মানরূপ খেদ ইচ্ছাই করিয়া থাক, তবে রত্নকাল হইতে তোমাদের অনুবর্তিনী এই বুদ্ধাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলে না কেন হে? অথবা ইহাতে তোমার স্বীয় বাল্যভাবপ্রাপ্ত স্বভাব-সম্পত্তির পরিচয়ই দিয়াছ কি? (১১০) “ব্রজবাসীদের পক্ষে যিনি চিন্তামণি—তিনিই তোমার রতি-নাশক; সর্বসম্পৎপ্রদ কৃষ্ণবনই তোমার প্রমোদকানন। তোমার প্রেমসিন্ধুর হর্ষবর্দ্ধিনী এই আমি পূর্ণিমা তোমারই বদন-চন্দ্রকেই উপজীব্য করিয়া বিচুমানা আছি!! অতএব তোমার আর অকল্যাণের কারণ কি হে?” (১১১) শ্রীরাধা অধোবদনে পদ্মপলাশলোচনযুগল নিমীলন করিয়া রহিয়াছেন—পৌর্ণমাসী পুনরায় এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন—‘হে রাধে! কুমুদিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও কিন্তু পদ্মরাশির পীড়নকারী বলিয়াই কি চন্দ্রের চরিত্র শুনা যায় না? [পক্ষান্তরে—তোমার অজ্ঞাতসারে পদ্মাকে পরাভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্বভাব প্রকটিত হইয়াছে—ইহা নিশ্চয় জান।] (১১২) কৃষ্ণ নিজাধীন হইয়াছে মনে ভাবিয়া একদিন পদ্মা শ্রীহরিকে বলিলেন—“দেখ হে! আমার হৃদয়ে কোনও বাষ্প (তাপ) আছে! হে চন্দ্রাবলির দ্যুতি-(জ্যোৎস্না) বিলাসী মেঘ [পক্ষে—চন্দ্রাবলী-রতিলম্পট কৃষ্ণ!] তুমি নিজ কান্তি (শোভা, পক্ষে ইচ্ছা) রাশির প্রয়োগে শীঘ্রই ইহাকে অপসারিত কর। (১১৩) “বহুদিন যাবৎ কাত্যায়নীর সেবা করিয়া সখী চন্দ্রাবলীর জন্ত তোমার বৃন্দাবন-রাজত্বই কামনা করিয়াছিলাম—অতএব, হে বৃন্দাবনাধীশ! তুমি যাহার দয়া, নিরন্তর সঙ্গ বা প্রসঙ্গ ভিক্ষা করিয়া থাক—সেই চন্দ্রাবলীকে ঐ রাজ্য অঙ্গীকার করাইবার জন্ত তুমিও আমাকে প্রার্থনা করিবে বা উৎসুক করিবে। (১১৪) “হে রাধে! বহুদিন পূর্বে ঐ প্রার্থনার কথাটি আমার নিকট শুনিয়া তোমার প্রিয়তম ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তোমাতেই স্বরাজ্য দান করিবেন। কিন্তু এক্ষণে পদ্মার মুখে



ঐ রাজত্ব প্রার্থনা শুনিয়া তিনি মঙ্গল-স্বচনাচ্ছলে মুহুমূহ কল্পাই ধারণ করিলেন এবং ঐ পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি বলিলে হে?’ পদ্মাও বলিলেন—( ১১৫ ) যাঁহার নামের আদিতে ‘চন্দ্র’ এই নামাক্তিত আছে, [ চন্দ্রাবলী, পক্ষে চন্দ্রকান্তিচরী ]; যিনি মাধবের সহিত বেদে একসঙ্গে উক্ত হইয়াছেন; সেই রাধিকাদিরসদাই [ রাধা প্রভৃতি নারীগণের রস-নাশিনীই, পক্ষান্তরে—সেই আদি ( শৃঙ্গার ) রসদান-কারিণী অথবা সারে [ সামর্থ্যে, প্রেমে, রূপে, গুণ ইত্যাদিতে ] যিনি অধিকা সর্বোত্তমা এবং শৃঙ্গাররস-পরিবেশিনী ] কৃষ্ণের বনলক্ষ্মী ( বনাধিপত্য ) প্রাপ্ত হউন । \* অতএব এ সম্বন্ধে আমার আর বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই !! ( ১১৬ ) “হে রাধে ! প্রাচীনকালে তুমিই বিভূতিরূপে (অংশতঃ) **চন্দ্রকান্তি** নামিকা গন্ধর্ব্বাকে স্বীকার করিয়াছিলে; ঋক্-পরিশিষ্টের—‘রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা’ ইত্যাদি উক্তি অনুসারেও মাধবের সহিত তোমার নামই ‘রাধামাধব’ নামের অংশরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । অতএব কৃষ্ণ নিজের সাতিশয় অপেক্ষণীয় বস্তুটি শ্রবণ করিয়াই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাশ্ব সহকারে বলিলেন—‘তাহাই হউক !’ ( ১১৭ ) [ পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রের অমৃত-বিন্দু ক্ষরিত হইয়া নির্জল বনে আধার-বিশেষে সংস্থাপিত হয়, ঐ অমৃত চকোরগণের আশ্রয়, অথচ তদ্বিরোধী চাতকগণ ইহার কোনও সন্ধানই পায় না—ইহাই কবিসময়-প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ ] দেবী পৌর্ণমাসী নির্জনে সখীদের কর্ণরন্ধ্রে শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময়ী নীতির কথাটি প্রবেশ করাইলেন; ইহা সমুচিতই হইয়াছে, যেহেতু দেখা যায় যে উহা যোগ্যপাত্র ললিতাগণের সবিধেই উপস্থাপিত হইল, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহাদের বিরুদ্ধপক্ষা পদ্মা প্রভৃতি বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিল না !! অতএব দেবী কাত্যায়নীর আশীর্ব্বাদও ঐ ললিতাদি গোপীগণই লাভ করিলেন ।

\* প্রথম পক্ষ পদ্মার অভিপ্রেত, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের বরদান ।



## অধ্যায়-সমাপন

( ১১৮ ) যাহা কৃষ্ণরূপ গ্রীষ্মকালীন সূর্যের প্রসন্নতায় সৌন্দর্য্যাবহ হইয়াছে, যাহা কৃষ্ণ ও শীর্ণ কুমুদশ্রেণীকে অর্থাৎ তৎস্বরূপা সখীগণকে আনন্দিত করিয়াছে, যাহা রোমরাজিরূপ বনকে আর্দ্র করিয়াছে এবং কাঞ্চীরূপ তারাগণের স্থানিত-গুণতা ( নীবীবন্ধন-মোচন ) সম্পাদন করিয়াছে, সেই রাধামুখচন্দ্র তোমাদিগকে প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া পরিপালন করুন। ( ১১৯ ) অশুচি, ভক্তিয়োগে নিরন্তর অরুচিশীল, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অপরাধ-পরায়ণ এবং সকল প্রাণিহইতে অতি-অধম এই পাতকী জীবকেও যিনি সাতিশয় কৃপামৃত-বর্ষণে সতত রক্ষা করিতেছেন—সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে নিরন্তর সেবা করি অথবা পরমপূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামিচরণের নিত্য সেবা করি ॥

ইতি তৃতীয় উল্লাসঃ ॥ ৩ ॥

## চতুর্থ উল্লাস ।

শ্রীরাধাভিষেক জন্য বৃন্দার প্রতি

শ্রীকৃষ্ণের আদেশ

( ১-২ ) ব্রজবনে শ্রীরাধার অভিষেক-পর্ব ( ক্ষণ ) উদিত হইলে ইতস্ততঃ জনমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-দিনব্যং আনন্দিত হইল এবং মঙ্গল-ময় শাকুন ( শুভচিহ্ন ) রাজিও সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গোবিন্দ নিজ প্রেমরাশির আনন্দমদে বিযুক্তচিত্ত হইলেন এবং নিখিল বনশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনের মঙ্গলময় আসনে অভিষেক-মঙ্গল দ্রব্য-সমূহে সুষজ্জিতা



শ্রীরাধাকে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া শীঘ্রই বৃন্দাকে আদেশ করিলেন —( ৩ ) “হে সখি বৃন্দে ! বনরাজ্যে নিজের অভিষেক না হওয়া পর্য্যন্ত রাধা কিছুতেই আসিবে না, অতএব তুমি অতু আমার শক্তিতে অজড় ( স্ননিপুণ ) হইয়া শীঘ্রই ললিতার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর । ( ৪ ) “দেখ, এমন ভাবে সকল ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে অভিষেক-দর্শনে মাতৃবর্গের আগমনে আমার বা তাঁহার লজ্জা না হয়, অথচ তাঁহাদের আনন্দও হয় এবং যাহাতে বনরাজ্যে আমাদের উভয়েরই সমানভাবে সমুচিত অধিকার সূচিত হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিবে [ লজ্জা-নিবারণের জন্ত বাহিরে আমার নাম থাকিবে বটে, কিন্তু তাঁহারই অধিকার সূচিত হওয়া চাই । ]

### বৃন্দাকৃত আকাশ-বানী

( ৫ ) অনন্তর বৃন্দা দেহ-দৈহিক হিতকর কার্য্য সকল বিস্মৃত হইয়া ক্ষণকাল আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎপরে বাহ্যভাব প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ দৈত্যারি কৃষ্ণের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । ( ৬ ) শ্রীকৃষ্ণও তখন আনন্দভরে প্রিয়তম নর্মসখাবৃন্দের কার্য্যকলাপ দর্শনাভিলাষে এবং এই পর্বোপলক্ষে স্বীয়গণের বৈচিত্রী রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া ধেনুবৃন্দের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন । ( ৭—৯ ) শ্রীরাধাকে ব্রজবনে অভিষেক করিবার জন্ত প্রবল উৎকণ্ঠা-গ্রস্তচিত্ত এবং অভীষ্টতম এই মুরারির নিজ বৃন্দাবন-রাজ্যাভিষেককালীন বিচিত্র ভাবরাজি সন্দর্শন করিতে শ্রীরাধা উৎসুক হইলেন । এ দিকে যুগলকিশোরের লীলা ও সৌন্দর্য্যদর্শন-বাঞ্ছায় সখীগণ ব্যাকুল ও কালবিলম্ব সহ করিতে না পারায় খেদযুক্ত হইলেন । ইহাদের সকলেরই প্রচুরতর সুখসৌভাগ্য-দর্শনাকাজক্ষায় দেবী পৌর্ণমাসী নানাবিধ কার্য্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তখনই উদ্বুদ্ধদেশে দণ্ডায়মানা বৃন্দা আকাশবাণীচ্ছলে দূর হইতে নিজের বাক্যরূপ সুধারানি বর্ষণ করিয়া প্রেমার্দ্ৰ ব্রজবাসীগণের কান্তি ( শোভা বা ইচ্ছা ) রূপ কল্পলতাকে আনন্দভরে সাতিশয় উৎফুল্ল করিলেন । ( ১০ ) “হে যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসি ! বিশ্ব-বন্দিত বৃন্দাবন-ভূমিতে স্ববর্ণ-সমূহের মহাসৌন্দর্য্য-মণ্ডিত মণি-খচিত সিংহাসনে অতুলগুণ-সমুদ্র-জাত এই চন্দ্রলক্ষ্মী রাধাকে



শীঘ্রই অভিষিক্ত কর। (১১) “চন্দ্রমাতে জ্যোৎস্না রাশির উদয়বৎ  
 রাধাতে এই অভিষেক-কান্তিধারা বৃন্দাবনে, গোকুলে এবং সমগ্র  
 পৃথিবীতে অতুলনীয় শোভা-সমৃদ্ধি আনয়ন করিবে। যেহেতু যোগ্য  
 পাত্রে বিভব (ধন, ঐশ্বর্য ইত্যাদি) উপস্থিত হইলে জগতেরই প্রীতি  
 দান করে। (১২) “বৃন্দাবনের যাহা বিভূতি (সম্পত্তি, মাহাত্ম্য  
 ইত্যাদি) আছে, এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাণা ও প্রিয়সখী-পরিবেষ্টিতা যে রাধা  
 আছেন—তাহাতে অগ্নী শ্রীকৃষ্ণ মহোৎসব-সম্পাদনে তাঁহাকে অভিন্ন  
 সম্পত্তি-শালিনী করিয়া স্বয়ং প্রেমভরে অভিষেক করিতে চেষ্টা  
 করিতেছেন।” (১৩) “ব্রজ যেরূপ আমার প্রতি প্রেম প্রকাশ  
 করিতেছে, তদুপযুক্ত উপকৃতির সীমায় থাকিতেও আমার যোগ্যতা  
 নাই অর্থাৎ আমি ঐ প্রেম-ঋণ শোধ করিতে সমর্থ নহি”—এইবোধে  
 সম্প্রতি বনদেবী ঐ ব্রজের দৃষ্টিপথে আসিতেও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছে।  
 (১৪) “অতএব হে পৌর্ণমাসি! যশোদা প্রভৃতি পুরন্দ্রীগণ কর্তৃক  
 শ্রীরাধাকে তাঁহার মূর্তিপ্রতিম সখীগণ-সন্মুখে এই গোষ্ঠরাজ বৃন্দাবনে  
 আনিয়া অধিবাস-কার্য্য সমাধা কর। অথবা শ্রীরাধার অংশরূপা  
 ‘চন্দ্রকান্তি’ নামে যে গন্ধর্বা আছে, তাঁহার সখীগণ সমবেত হইলে  
 ইহার অধিবাস কার্য্য সম্পাদন কর। তুমি স্বয়ং বনদেবী বৃন্দাদি ও  
 ছায়া সংজ্ঞা প্রভৃতি দেবীগণ কর্তৃক তাঁহাকে বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষিক্ত  
 কর। (১৫) ব্রজবন যেভাবে শোভা পায়, যে ভাবে রাধারও শোভা-  
 সমৃদ্ধি হয়, এবং যেরূপে অগ্নোত্ত-মিলনশোভার চমৎকারিত্বও হয়,—  
 ইহাদের মাধুর্য্যে অলৌকিকত্ব ত তুমি স্বয়ংই উপলব্ধি করিতে পারিবে,  
 অতএব তদ্বিষয়ে বর্ণনার প্রয়োজন নাই। (১৬) হে পৌর্ণমাসি!  
 আগামী কল্য এই মধু (চৈত্র) মাসের পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধাকে ত  
 অবশ্যই অভিষেক করিবে। অগ্নিই নিখিল উৎকৃষ্ট-গুণরাজি-বিরাজিতা  
 শ্রীরাধার গন্ধাদি দ্বারা অধিবাস-মঙ্গলও সমাধা করা চাই। (১৭)  
 হে রাধে! তুমিও ইহাতে ধৃষ্টতা-বুদ্ধিতে সঙ্কোচ করিও না—যেহেতু  
 ইহাতে নিখিল ছঃখনাশ হইবে। দেখাও ত যার যে অধৃষ্টা (সলজ্জা)  
 কুল-কণ্ঠারোও সভায় বিগতলজ্জা হইয়া পতিবরণ করিতে যাইয়া থাকে।”  
 (১৮) শ্রীরাধা-সখীগণ এই পৌষ্কর [ আকাশ-সমুত, শ্লেষপক্ষে পদ্মজাত ]  
 বাক্যরূপ মধু কর্ণরূপ চবকে মুহুমুহু পান করিয়া নিজ নিজ নিকটস্থিত



সখীগণকে পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা ক্ষণকালের জন্ত নিজপর-ভেদ-রহিত হইলেন!! (১৯) তখন ব্রজ-মণ্ডলে সকল লোকের মহা কলকল নাদ এবং বিবিধ বাতের মহাধ্বনি সমূহ শ্রুতিজরী হইয়াছিল অর্থাৎ বেদধ্বনি-সমূহকে পরাজয় করিল অথবা অত্র কোনও ধ্বনিই শ্রুতিগোচর হইল না!! ঐ তুমুল শব্দের সহিত তুলনায় অমৃত-মহুনের সময়ে মহাগজ নোখ গর্ভাদির আতিশয্য বহন করিয়াও সিন্ধু খর্ব্বতাই স্বীকার করিল!!

### বৃন্দার আগমন ও কার্য্যতৎপরতা

(২০) তখন এইস্থলে পৌর্ণমাসী উপবেশন করিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত; বৃন্দা তাঁহার কথা না ভুলিয়া নিকটেই উপস্থিত হইলেন—আনন্দব্যাঞ্জক-গদগদস্বরবিশিষ্টা এবং নিখিল-সখীগণের মালা সমূহে ভূষিতকরা বৃন্দা বলিলেন—(২১) “যে বাঞ্ছিত লক্ষ্মী (সমৃদ্ধি) হুঃখকর কোপের অভ্যুত্থান করিয়াছিল—তাহাই এক্ষণে প্রচুরতর আনন্দজনক মহোৎসবে সহায় হইল। অহো! লোক (পৃথিবী বা জন) সমূহের রতিনাশন অমাবস্থা তিথিকে পূর্বে রাখিয়াই তৎপশ্চাৎ চন্দ্রমা জগতের নেত্রোৎসবদান করিয়া থাকে! (২২) “হে ভগবতি! আমাদের কর্ণগোচরীভূত আকাশবাণী অনুসারে বৃন্দাবনরাজ্য-শাসনের জন্ত শ্রীরাধাকে প্রিয়তম শ্রাম কর্তৃক গ্রথিত বা স্পৃষ্ট এই প্রসাদরূপ মালা-সমূহ দ্বারা ভূষিত করিয়া ইহার অধিবাস কার্য্য সমাধা করুন!” (২৩) বৃন্দার এই রমণীয় বাক্য শুনিয়া সেই সুন্দরীগণ ও পৌর্ণমাসী ক্ষণকাল কিং কর্তব্যবিমূঢ় হইলেন; কেন না, আনন্দ-বত্না পূর্বেই বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্মত্ত করিয়া থাকে। (২৪) সেস্থানে তখন চতুর্দিক হইতে শ্রীরাধার প্রণয়ময়-স্বভাবে মঙ্গলময়ী পদমনয়না নারীগণ উপস্থিত হইলেন! তাঁহাদের ভূষণ-ধ্বনিতে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই যুগপৎ মুখরিত হইতেছিল। এবং গমনভঙ্গীতে হংসরাজিও পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। (২৫) পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না-দর্শনে যেমন চকোরগণ আনন্দিত হইয়া আগমন করে—তদ্রূপ আনন্দিতা কুন্দলতা সেস্থানে উপস্থিত হইলেন; অত্যাৎকৃষ্ট প্রমদমদে বিতোর হইয়া ধনিষ্ঠাও আসিলেন এবং প্রেম-সৌন্দর্য্য ও রসভরে আনন্দিতা নান্দীমুখীও সমাগতা হইলেন।



## কুন্দলতার মুখে ব্রজমণ্ডলব্যাপী

### আনন্দের সংবাদ

( ২৬ ) এই তিনজন পৌর্ণমাসীকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দাশ্র-  
পাত করিতে করিতে সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন। তখন সুভদ্র-  
পত্নী কুন্দলতা মধুধারা দ্বারা জগৎ সমূহকে পরিষিঞ্জন করিয়াই যেন  
বলিতে লাগিলেন—( ২৭ ) “এই মহোৎসব-উপলক্ষে সম্প্রতি বন্ধুগণের  
হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না; আর ইয়ত্না করিয়া বলাও চলে না।  
এই প্রমোদ শীঘ্রই ব্রজভূমিকে পরিপূর্ণ করিয়া চতুর্দিকে প্রসৃত হইয়া  
সমগ্র জগৎকেও আপ্সুত করিয়া তুলিয়াছে!! ( ২৮ ) কৃষ্ণ-বন্ধুগণ  
কেহ কেহ গদগদ বাক্যে পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, কেহ বা  
তঁাহাদিগকে পুলকাঙ্কিত দেহে পরিহাসই করিতেছেন—আবার কেহ  
কেহ বা হাস্য করিতে করিতে নিজ নিজ বেশ-বিশ্বাস করিতেছেন—  
অপর কেহ বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া করিয়া শোভাবিস্তার করিতেছেন!  
( ২৯ ) ব্রজেন্দ্র ( নন্দ মহারাজ ) কর্তৃক নিযুক্ত ভূত্যগণ আভীর-  
পত্নীর রচনা জন্ত ঘোষণা করিতে ( লোক ডাকিতে ) গিয়া আনন্দাতি-  
শয্যে বাক্সস্তম্ভই প্রাপ্ত ( মুক ) হইলেন—পূর্বেই যদি লোকেরা স্বয়ং  
এই কার্যে যোগদান না করিত, তবে যে রাজভূত্যগণ কি উপায় করিতেন  
বলা যায় না!! ( ৩০ ) “হে ব্রজেন্দ্র! স্নেহতরে এই কথাটি যেন অণু  
ভুলিও না—‘শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা সমগ্র জগতের শিরোদেশে বিরাজ  
করেন।’ পুনঃ পুনঃ উক্তি এই নীরব বাণী কি সত্য না হইয়া পারে?  
সেই **নন্দমহারাজ** বিস্ফারিত-নেত্রে কেবল এই কথাই মনে মনে  
বলিতেছেন! ( ৩১ ) সম্যক্ দীপ্ত জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্য যেরূপ নিজকণ্ঠা  
যমুনার সৌন্দর্য্য কামনা করিয়া প্রথমতঃ জলরাশি সঞ্চর করে, তৎপরে  
মনোরম বর্ষাকাল প্রাপ্ত হইয়া উহার প্রতি জলসিঞ্জনচ্ছলে আনন্দের  
সহিত জগতে বর্ষা করিয়া থাকে—তদ্রূপ প্রফুল্লমনা রাজা **বৃষভানু**  
নিজ কণ্ঠা রাধার সৌভাগ্য বাঞ্ছা করিয়া বিশ্বের যত ধন আছে, সকলই  
সঞ্চর করিতেছেন; তঁাহার এই ইচ্ছা যে শ্রীরাধার শোভমান অভিষেক-  
মহোৎসব আগত হইলে তিনি এই ধন সকল জগদ্বাসীকে সহস্র প্রকারে  
আনন্দে বিতরণ করিবেন। ( ৩২ ) **বৃদ্ধাগণ** অণু মুহুমুহু এই সুন্দর



কথাই বলিতেছেন—বাল্যকাল হইতে আমরা যত পুণ্যপুঞ্জ অর্জন করিয়াছি, তাহার ফলে যেন আমরা মহাভিষেক-শোভাসমৃদ্ধিমতী গান্ধীকে দেখিতে পাই !! ( ৩৩ ) শ্রীরাধার অভিষেকোৎসবে অতিমতা জীর্ণদেহা **মুখরা** গোপরাজ-মহিষীর সভায় সমাগতা গোপীমণ্ডলীর সন্মুখে এমন নৈপুণ্যের সহিত গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন, যাহাতে কলকলধ্বনিযুক্ত এক মহাহাস্তরস মূর্তিমান্ হইয়া উঠিল !! ( ৩৪ ) ‘শ্রীরাধার বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষেক আমিই সম্পাদন করিব।’ এই ভাবিয়া উহারই প্রতি পদে পূরণ কামনা করিয়াই কি **কীর্তিদার স্তম্ভ** অনবরত ক্ষরিত হইতেছিল ? ( ৩৫ ) কীর্তিদা নিজ কন্ঠার অভিষেকোৎসবের পরামর্শ-উদ্দেশ্যে ব্রজেশ্বরীর নিকট গেলে মা যশোদা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন **সভাস্থ সকলেই** অশ্রুসিক্ত-নয়নে বলিয়া উঠিলেন—“এই ভাবে বহু বহু স্মৃতোৎসব করিয়া আপনারা দুইজনে আমাদিগকে সতত পালন করুন !” ( ৩৬-৩৭ ) “আহা ! কোটি কোটি প্রাণ দিয়া নির্মজ্জন করি—অপত্যের প্রতি আমাদের দুইজনের কোনই ভেদবুদ্ধি নাই ! অতএব হে সখি ! তোমার কন্ঠা রাধাকে পাঠাইয়া আমার প্রাণরক্ষা করিও ; একথা তোমাকে বলাই ব্যর্থ।” এই বলিয়া ব্রজেশ্বরী পক্ষবুদ্ধি গোপীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তৎপরে কৃপাসিক্ত-নয়নে আমাকে, ধনিষ্ঠাকে ও নান্দীকে সন্মুখে দেখিয়া আর্ঘ্য পৌর্ণমাসীর শ্রীচরণে প্রণয় পূর্বক এই বিজ্ঞাপন পাঠাইয়াছেন—

### কুলরক্ষাদেব পৌর্ণমাসী সন্দেশে আজ্ঞা-প্রার্থনা

( ৩৮ ) “হে ভগবতি ! আমরা সতত আপনার আগমন-পথের দিকে নিরীক্ষণ করিয়াই আছি—সম্প্রতি রাধিকার গৃহে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া এই দাসীগণ আপনার শ্রীচরণ-কমলে প্রণাম পূর্বক এক্ষণে এস্থলে আপনার শুভ বিজয় ইচ্ছা করিয়া একটি নিবেদন করিতেছে—( ৩৯ ) ‘সম্যক্ দৃষ্টপূর্ব ও শ্রুতচর পদার্থ-সমূহবিনিমি এই বৃন্দাবন—ব্রজের জীবনরূপেই শোভাবিস্তার করিতেছে। আবার নিপুণগুণা রাধাও ইহার সৌভাগ্যলক্ষ্মীস্বরূপা, অতএব শ্রীরাধার বৈভব এবং স্বভাব এই ব্রজে পরিস্ফুটই রহিয়াছে। ( ৪০ ) ‘হে ভগবতি ! এই গোষ্ঠে



আপনিই পূর্ণকুন্তলক্ষ্মীরূপা অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ ব্রজের সুখ-সৌভাগ্য প্রভৃতির মূলীভূত আশ্রয়। আবার শ্রীরাধাও এই ব্রজমণ্ডলে সদা সুখদানের নিয়ম-রূপ ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। অতএব বৃন্দাবনের মণিবেদিতে রাধাকে অভিষেক করিবার জন্ত আপনাকে আমরা ভক্তিভরে ভজ্ঞন করিতেছি। (৪১) ‘অতএব শীঘ্রই আপনি অধিবাসপর্ব-লক্ষ্মীর প্রারম্ভ রচনা করুন। আমরাও তাহাতে লব্ধকাম হইব (আমাদের ইচ্ছাও ইহাতেই পূর্ণ হইবে!)। ঐ মহোৎসব-সৌন্দর্য্য স্বয়ংই সকলের নয়নরাজি আকর্ষণ করিতে সমর্থ; কিন্তু তাহার সহিত যদি মহালক্ষ্মী (সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা) উদ্ভিত হইলেন—তবে যে কি হইবে বলাই যায় না!! (৪২) ‘শ্রীরাধার স্বভাবে মোহিত হইয়া আমি পূর্বে তাহার জন্ত যে সকল মণিগণ-মণ্ডিত হারাবলি গ্রহণ করিয়াছিলাম, অতঃপর এই মঙ্গলময় অভিষেকশোভার সহিত পরম মনোহারী ঐ মুক্তামালা-সমুদয়ও প্রতিপদেই শ্রীরাধাকে সুসজ্জিত করুক।’ (৪৩) এইরূপে কৃষ্ণমাতা যশোদার আজ্ঞারূপমালা প্রাপ্ত হইয়া আমরা উৎফুল্লচিত্তে শীঘ্রই এখানে আসিতে আসিতে পথে পথে হর্ষভরে ভ্রম হওয়ার দরুণ বা ভ্রমরগণ কর্তৃক পরিব্যাপ্ত হওয়া বশতঃ নিজেদের দেহেও বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিয়াছিলাম বা বিভ্রমবতী হইয়াছিলাম। আমরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম।

### শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিশেষ বর্ণনা

(৪৪) বিস্তারিত মেঘমালা প্রাপ্তিতে বিদ্যুৎ যেমন তৎক্রোড়ে খেলা করে এবং ঐ মেঘও আবার পর্বতে নিজকান্তি প্রতিফলিত করিয়া তত্পরি পুনঃ পুনঃ গতাগতি করে—তদ্রূপ মহামহোৎসবাভিলাষী বন্ধুগণ ফুল্লাঙ্গ রসময় গোবিন্দকে প্রাপ্ত হইয়া (তাঁহার নিকটে আসিয়া) নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণও তখন শ্রীরাধার বিগ্রহে নিজ জ্যোতি উত্তমরূপে বিকীরণ করিতে করিতে স্রবলের হস্তধারণপূর্বক পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন।



## চন্দ্রাবলী ও তৎসখীগণের ভাব

( ৪৫ ) বৃন্দাবন-রাজত্বলাভে লুপ্তচিত্তা কোন্ কৃষ্ণকান্তাই না গোষ্ঠে বিরাজমানা আছেন? এক্ষণে শ্রীরাধার রাজ্যপ্রাপ্তির কথায় কোন্ রমণীই না প্রশংসা করিতেছেন? উপাধিশূন্য প্রেমময় এই ব্রজে এই ভাব যুক্তিযুক্তই বটে !! ( ৪৬ ) অতঃ ত্রিভুবন ব্যাপিয়া কেবল হর্ষই (আনন্দই) বিরাজ করিতেছে। কিন্তু চন্দ্রাবলির হৃদয়ে কিন্তু উহাই মহা আধির. (মনঃপীড়ার) কারণ হইল !! অধিক আর কি বলিব? লোকলজ্জার চন্দ্রাবলি অতঃ মঙ্গলোৎসব বলিয়া ভ্রমোৎপাদক বাষ্পপ্রবাহ দ্বারা নিজের গর্ভজনিত ব্যাধিকে গোপন করিলেন কি? অথবা সমানভাবাপন্ন গোপীগণের লজ্জায় নিজের আধিরূপ ধনকে ঐ অশ্রুপাত গোপন করিয়াছে কি? ( ৪৭ ) পদ্মার নাম যখন পদ্মপুষ্পের সাদৃশ্য বহন করিতেছে তখন চন্দ্রাবলী (চন্দ্রকিরণ) সহ সখ্যবিধান যুক্তিযুক্ত নহে; এইজন্তই কি এই মহাধিরাজ [ সম্রাজ্ঞী রাধা, পক্ষে মহামনোব্যথা ] চন্দ্রাবলীর দর্শনেই পদ্মাকে নিরতিশয় ম্লান হইতে আদেশ করিয়াছে? [ সূর্য্যদর্শনে যে রূপ চন্দ্র এবং তৎপক্ষীয়গণের কান্তিনাশ হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধার মহোদয় দর্শনে চন্দ্রাবলী ও পদ্মার পরমদুঃখ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নামসাদৃশ্যে সূর্য্যপক্ষীয় হইয়াও কিন্তু চন্দ্রাবলীর সম্পর্কে আসাতে পদ্মারও মলিনত্ব-প্রাপ্তি হইয়াছে !! ]

## অন্যান্য গোপীগণের ভাব-বাহুল্য

( ৪৮ ) তটস্থা ( ভদ্রাদি ) নারীগণ এই কৌতুকে স্নহদ্যাব অবলম্বন করিলেন, শ্রীরাধার স্নহৎপক্ষ ( শ্রামলাদি ) তাঁহার সহচরীত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং ললিতাদি সহচরীগণও হর্ষভারে স্তব্ধ হইয়াই যেন অতঃ ( সাহচর্য্য-ব্যতিরিক্ত অতঃভাব ) প্রাপ্তি করিতে পারিলেন না !! ( ৪৯ ) ঐ দেখ—গান্ধর্ব্বার গৃহে বিকসিতনেত্রা রসময়ী সখীমণ্ডলী আসিতেছেন। তাঁহারা দ্রুতচিত্ত আমাদের মহোৎসবরূপ এই সমুদ্রে নদীবৎ আগমন করিয়া সাহায্য করিতেছেন। [ অর্থাৎ নদী যেমন অত্যাশ্রয় জলাশয় সমূহকে সমুদ্রে পতন করিবার জন্ত সাহায্য করে, তদ্রূপ উঁহারাও



অশ্রুসিক্ত-নয়নে আনিয়া আমাদের স্বভাবতঃ দ্রুতচিত্তকে অধিকতর সংসিক্ত করিতেছেন।]

### পূর্বকৃত্য সম্পাদন জন্য পৌর্ণমাসীর আদেশ

( ৫০ ) যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসী কুন্দলতার মুখে এইসব কথা শুনিয়া প্রফুল্লদেহা হইয়া রাধার সখীগণকে অভিষেকের কৃত্য করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার এই আদেশ-বাণীর সমসময়েই পুষ্পবৃষ্টি হইলে জনমণ্ডলী মনে করিল যে তাঁহার সেই বাণীই যেন মূর্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে !! ( ৫১ ) সখীগণ তখন মহোৎসবের সকল অনুষ্ঠান রচনা করিলেন, কি সেই মহোৎসবই সখীগণকে কার্য্যপ্রবৃত্ত করিয়াছিল—তাহা জনগণ সম্মুখে দর্শন করিয়াও বিন্দুমাত্র নির্দ্ধার করিতে পারিল না !! ( ৫২ ) প্রধানা প্রধানা সখীগণ পরস্পর দেহে বাহুলতা দ্বারা আলিঙ্গিত ও স্বরযোজনায় মিলিত ( একতান ) হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে গান করিতে লাগিলেন—এবং চিত্তেও তাঁহারা সকলে যে দ্রবভাব প্রাপ্ত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইলেন—ইহা আদৌ বিচিত্র নহে !!

### তত্রত্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপার

( ৫৩ ) সেই মহোৎসব-সুখমা—শিল্পকলাবিদগণের চিত্রাবলি-রচনায়, লেখনেচ্ছুদিগের জগতের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনাবলি-নির্মাণে এবং সখীদিগের অলঙ্কার-নির্মাণকালে মনে ও হস্তে উত্তমরূপে স্ফুর্তি পাইতে লাগিল। ( ৫৪ ) পূর্বশৈলবৎ উচ্চ মণিকুণ্ডিমের উপরিভাগে যে দেদীপ্যমান **চন্দ্রাতপ** প্রসারিত ছিল—তাহা গান্ধার্য্যরূপ শারদপূর্ণচন্দ্র-মূর্তির সান্নিধ্যই তখন সংস্থচনা করিতেছিল। ( ৫৫ ) গৌরাঙ্গী গোপাঙ্গনাগণ ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত বেদীসমূহের উপরে পৃথু পৃথু স্বর্ণনির্ম্মিত **পূর্ণকুন্তরাজি** বিস্তার করিতে লাগিলেন—তাহাতে মনে হইল যেন হাশ্বনয়না সখীগণ শ্রীমসুন্দরের বক্ষে নিজ স্তন-শোভা সমর্পণ করিয়া অনুরাগে রঞ্জিতই হইয়াছেন। ( ৫৬ ) তৎপরে চতুর্দিকে **ধূপধূমরাজি** মেঘাকারে উথিত হইয়া পরিমল বর্ষণ করিলে লোকগণ আনন্দিত হইল। তদনন্তর অভিষেক-মঙ্গলের পুষ্পশোভিত **দীপাবলি**-রূপ-কদম্বমালা



উত্তোলিত হইয়া সর্বত্র আনন্দ বিস্তার করিল। (৫৭) সখীগণ **মঙ্গলমধুরধ্বনি** দ্বারা চতুর্দিক মুখরিত করিতেছেন—(শ্রামপক্ষ) কলহংসবৎ তাঁহাদের নয়নসমূহ কর্তৃক উহ্মান হৃদয়-রথে আরোহণ করিয়া শ্রীরাধা ঐ **রত্নসিংহাসনে** সুন্দররূপে বিজয় করিলেন। (৫৮) তৎপরে শ্রীসখীগণ পৌর্ণমাসীর নির্দেশমত বিধিপূর্বক **অঙ্গমার্জনা**দি করিয়া শ্রীরাধার শোভা সম্পাদন করতঃ নিজ নিজ করকমলদ্বারাই তাঁহাকে মহোৎসবে অভিষেক করিলেন এবং নিজ নয়নরূপ উত্তম নট-সমূহকে **নৃত্য** করাইলেন। (৫৯) সুস্ববস্ত্রদ্বারা তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মার্জিত হইলে তাঁহাকে তখন ধৌত কোষের **বস্ত্র পরিধান** করান হইল। তাহাতে এক অনির্বচনীয় কান্তির উদ্গম হইল। তাঁহার এই **লাবণ্যকে** পর্বোপলক্ষে সমাগত লোকসমূহ নানাভাবে **নির্মগ্ন** করিয়া অন্তরে সাতিশয় সুখানুভব করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে আবার তাঁহাদের বিভ্রান্তিও উপস্থিত হইল!! (৬০) উত্তম তুলিকা-রচিত অশ্রু একটি সুন্দর আসনে পাদপদ্মদ্বয় ধারণ করিয়া শ্রীরাধা মঙ্গলকলস দীপাদি ও সভ্যগণ কর্তৃক সাক্ষাৎ ভাবে সেবিত হইয়া মঙ্গল কিরণমালা বিকীর্ণ করিতে থাকিলে মনে হইল যেন আলোকরাজির কুলদেবতাই বিরাজমান রহিয়াছেন। (৬১) তৎপরে প্রধানা সখীগণ বহুবিধ কুসুম ও মৃগমদ-চন্দন প্রভৃতি **বিলেপনাদির** সুষমায় বিচিত্রাঙ্গী করিলেন। সুন্দর-ভাবে তাঁহার **বেণী-গ্রন্থন** করিলেন। তাঁহারা মৃদুহাস্তমণ্ডিত মণিময় **দর্পণরূপ নয়নে** তাঁহার কান্তি দর্শন করিলেন এবং নিজ **কান্তি-প্রদীপে** ও **ভূষণশকা**দিক্রূপ **ঘণ্টাশঙ্খ**বাতে তাঁহাকে অর্চনা করিলেন। (৬২) অধিবাসমঙ্গল করিতে করিতে সখীগণ মনে মনে ভাবিলেন যে ব্রজেশ্বরী-পরিচালিত সভা (সভ্যগণ) যদি এইস্থানে উপস্থিত হন—তবে মঙ্গলই হয়। ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে এতাদৃশী গোপীগণের সংকল্পরূপ কল্পবৃক্ষ-বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইতে না হইতেই ফলবান্ হইবে!! (৬৩) তৎক্ষণাৎ **যশোদা** প্রভৃতি পুরন্দ্রীগণ শ্রীরাধার অধিবাস-মঙ্গল সাধন করিবার জন্ত শীঘ্রই তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা কিন্তু পূর্বেই শ্রীরাধার আনত অঙ্গলতাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজেরাই অধিবাসিত (সুগন্ধিত) হইলেন। (৬৪) ব্রজেশ্বরী যখনই শ্রীমতীকে অশ্রুসিক্তনয়নে আলিঙ্গন করিলেন—তখন বিধিমত অভিষিক্ত



হওয়ার পূর্বেই শ্রীরাধা ব্রজবনাধীশ্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন—সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ শ্রীরাধা সম্বন্ধে মা যশোদার এতাদৃশ প্রেমা স্বতঃই প্রকাশ হয়, কিন্তু রাজ্যার্পণেই যে এই স্বরূপ প্রকট হইল, তাহা নহে। (৬৫) যখন মা **রোহিণী** তাঁহার শিরোভ্রাণ করিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পুলকাকুর সমূহের উদগম হইতেছিল—শ্রমজলসহ অনুরাগের রক্তিমায তাঁহার অঙ্গ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং তিনি নিখিল আনন্দরাশিরও বন্দনীয় (অতুৎকৃষ্ট) প্রমোদরাজি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৬৬) ‘দৌহিত্রী রাধার এই সম্পত্তি দেখিবার জন্তই এই বুদ্ধা জীবিতা আছে।’ এই বাক্য বলিয়াই **মুখরা** শ্রীরাধার মুখ বারম্বার চুম্বন করিতে থাকিলে তখন কোন্ জনই বা হাত্ত সম্বরণ করিতে পারিয়াছিল? (৬৭) স্তম্ভপ্রবাহে রাধার অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইতে পারে—এই ভয়ে মা **কীর্তিদা** তাঁহাকে মৃহুভাবেই আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন—‘জননি! মুখ আচ্ছাদন করিও না, তোমার মহোৎসব উপলক্ষ করিয়াই এই সুন্দরীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। (৬৮) তাঁহারাও তখন বলিলেন—‘মা, তোমার সঙ্কোচের কথা আমার বিশেষভাবেই অবগত আছি। আমাদের চক্ষু তোমার মুখশোভা দর্শন জন্ত সাতিশর তৃষিত—কাজেই নিজের এই (শোভা) সম্পত্তি দ্বারা আমাদেরকে শীঘ্র প্রীতিদান কর (সম্ভুষ্ট কর) ॥

### অধিবাস-কৃত্য-বর্ণনা

(৬৯) এই মহাধিবাসকৃত্য আরম্ভ করিবার জন্ত এই নারীগণ পরস্পরের নিকট অনুজ্ঞা যাচঞা করিতে লাগিলেন। যেহেতু একই বিষয়ে অত্র নিরপেক্ষ হইলেও প্রেমিকগণ স্বজাতীয়শয়-সম্পন্ন যুখে পারবশ্ত্র অঙ্গীকার করেন। অর্থাৎ পরস্পর উত্তমরূপে পরামর্শ করিয়া প্রেমাস্পদবস্ত-বিষয়ক কৰ্ম সমাধা করেন। (৭০) রাধার সেই অধিবাস-মঙ্গল আরম্ভ হওয়ার সময়ে এক বিচিত্র সম্পত্তি প্রকট হইয়াছিল—যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসী শান্তিপাঠ করিতে থাকিলেও কিন্তু দর্শক-মণ্ডলীর চক্ষুর অশান্তি (অতৃপ্তি) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ (৭১) যে সকল মরুৎ (দেব) গণকে দীপাদির ব্যাঘাত না করিয়া সূচাক নৈপুণ্য-সহকারে কুসুমবর্ষণ করিতে ইন্দ্রদেব অনুশাসন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই শুভকার্য্যে দেবকুসুম (পারিজাত, মন্দার প্রভৃতি) সমূহের



মনোজ্ঞ বর্ষা করিয়া প্রকৃষ্টরূপে শোভাবৃদ্ধি করিলেন। ( ৭২ ) সর্বোত্তম বিবিধ পণব ( ঢকা ) প্রভৃতি বাঘ বাজিতে লাগিল—নিখিল সভ্যসমাজ বিস্ফারিতনয়ন হইলেন—তখন বৃন্দাদেবী মাল্যসমূহ অর্পণ করিয়া শ্রীরাধাকে নিজ বনাধিপত্যে বরণ করিলেন। ( ৭৩ ) তখন শ্রীরাধার বদন-চন্দ্র দর্শন করিয়া অগ্নি ( আকাশস্থ ) চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া চকোরগণ সখীসকলের নয়নচ্ছলে এবং তারকাবলি বরণ-কালীন মণি-প্রদীপের ছলে আনন্দভরে ইতস্ততঃ নর্তন করিতে লাগিল। ( ৭৪ ) শ্রীরাধার সকল বিয়েরই শান্তি করিবার মানসে যোগীশা মুহুমূহ বেদমন্ত্র ও তন্ত্র-মন্ত্রাদি বিগ্রাস ( পাঠ ) করিতে লাগিলেন, নিজের হর্ষাতিরেকে কিন্তু মোহবশতঃ সন্দিক্ত বা বিচার্য্য বিষয়ের প্রতিবিধান করিতেও জানিলেন না !! ( ৭৫ ) অহো ! নিজসৌন্দর্য্যের সহিত যে অর্থ বন্ধুগণের [ পাঠান্তরে—বিয়গণের ] ঘন ঘন কম্প উৎপাদন করিয়াছিল—সেই অনর্থ্য মহামূল্য বা মহাপূজ্য অর্থ ( ছর্বাঙ্কত চন্দনপুষ্পাদি মিশ্রিত জল ) শ্রীরাধার দেহে পৌর্ণমাসী কর্তৃক অর্পিত হইয়া স্তম্ভন কার্য্যে স্থিরতরঙ্গ আনয়ন করিল। ( ৭৬ ) হে রাধে ! তোমার পদ-নথরে বন্দী অথবা পদনথ-বন্দনাকারী এই শুভ্রচন্দ্রের সহিত তোমার মুখ কখনও সখ্যবিধান ( একত্রাবস্থান ) করিতে পারে না—অতএব মৃগনাভি দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ এই প্রশস্ত ললাটদেশে ঐ সখ্য হউক—এই মনে করিয়াই বৃদ্ধি পৌর্ণমাসী মৃগমদ দ্বারা তথায় চন্দ্রলেখা অঙ্কিত করিলেন। ( ৭৭ ) অনন্তর আর্য্যাগণ শত শত স্নগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুবাসিতা শ্রীরাধাকে ওষধাদি মঙ্গলময় কবচধারণ করাইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বস্ত্রাবৃত হরিদ্রারস ও তৈলযুক্ত দুর্বাগ্ণের দ্বারা তাঁহার রক্ষাবন্ধন করিলেন। ( ৭৮ ) বৃন্দাবন ‘শ্রীরাধা সুরতনাথের উজ্জল রসসত্র’ বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত, উহা কৃষ্ণরাজ্য বলিয়া সর্বজগদ্বিলক্ষণ শোভা-সম্পত্তিযুক্ত, অতুৎকৃষ্ট গন্ধশীল পুষ্পফলাদি ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ফলপাকান্ত বৃক্ষপ্রভৃতি দ্বারা উজ্জল এবং পক্ষিগণের উত্তম কাকলিধ্বনিরূপ সম্পদ-বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করেন। এই বৃন্দাবন-বিভূতির গ্রায় শ্রীরাধাও অগ্নি কৃষ্ণকর্তৃক বৃন্দাবনরাজত্ব লাভ করিয়া উমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি নারী-গণেরও আরাধ্য মহাসুখসাধারণ করিয়াছেন, উত্তমোত্তম গন্ধ, কুসুমাদি এবং অষ্ট মহৌষধি ( মহাস্থানীয় দ্রব্য বিশেষ ) দ্বারা সুদীপ্ত অর্থাৎ



নির্মল হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণোচ্চারিত বেদপাঠাদির মূর্ত সম্পত্তিরূপে বিরাজমানা হইলেন। (৭৯) শ্রীরাধার কোমল করসন্ধিতে অঙ্গুলি সমূহ দেদীপ্যমান হইতেছিল এবং তাহাতে প্রতীসর (হস্তসূত্র) বন্ধনে সূচাক্তার উদয় হইল। মনে হয় যেন মুরারিকে শীঘ্রই জয় করিবার জন্য কামদেব পঞ্চবাণ একত্র করিয়াছেন!! (৮০) সেই অধিবাস-মঞ্চে তাঁহার করপদ্মে দর্ভ (কুশ), দর্পণ ও ছুরিকা প্রভৃতির উত্তম দীপ্তি বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং শ্রীরাধা বিশ্ববাসী সকলেরই নয়নমঙ্গল মাস্কল্যোচিত দ্রব্যসমূহ ধারণ করিয়া সৌন্দর্য্য বিস্তার করিলেন। (৮১) তৎপর কুলান্ধনাগণ স্ত্রীজনোচিত আচারবশতঃ অভিষেকোৎসবের মহামদে উন্মত্তা হইয়া পরস্পরের অঙ্গে দধি, নবনীত ইত্যাদির সিঞ্চন-কেনি করিতেছেন—এই বিলাস ব্যতীত অত্র কোনও আচারই করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না!! (৮২) পরিহাস-পরায়ণা কোনও কোনও গোপী ঘন হরিদ্রারসের সহিত গলিত স্নগন্ধি দ্রব্যাদি বা দধিঘৃতাди চতুর্দিকে বিকীরণ করিতে করিতে পরস্পরের চক্ষুমধ্যে হঠাৎ সিঞ্চন করিয়া করিয়া পলায়ন করিতেছেন—অহো! সেই সময়ে যে ইহারা মনেও দ্রবতা (স্নিগ্ধতা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা কিন্তু আদৌ বিচিত্র নহে!! (৮৩) কোনও কোনও প্রোঢ়া নারী জটীলাকে নিপুণতার সহিত আকর্ষণ করিয়া দধিঘৃত-কর্দমরাশিতে নিঃক্ষেপ করিলে তিনি তথায় ভীষণ চীৎকার করিতেছেন!! শ্রীরাধা নিজ স্বশ্রুকে সেই উৎসবে সমাগতা দেখিয়া বদন অবনত করিয়া জনমণ্ডলীর হাস্যের প্রতিবিশ্বচ্ছলে নিজেও ঈষৎ মৃদুমধুর হাস্য করিলেন। (৮৪) দেবী পৌর্ণমাসীর অনুমতিক্রমে অত্রজনের অলঙ্কিতে শ্রীরাধা যজ্ঞাবশেষ কিঞ্চিদ্ভিন্ন গ্রহণ করিলেন। বিধিবিধানানুসারে ঐ দেবীকে সম্মুখে করিয়া স্বগণে শ্রীরাধা সংস্কৃত যজ্ঞভূমিকে পূজা করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

### চত্বরে গমন, তত্রত্য সুষমা, পূজাদি

(৮৫) পূর্ব হইতেই যে পথে পুরুষের গমনাগমন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, অগ্রগামী বৃদ্ধাবন-কর্তৃক নির্দ্বারিত সেই পথে মা যশোদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রিয়সখীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়াও তিনি মস্তক অবনত করিয়াই চলিতেছেন। (৮৬) ব্রজবনিতাগণ তাঁহাকে সঙ্গীত-



সমূহের সুখা পান করাইতেছেন এবং তাঁহার নয়ন যুগলের স্মিত-  
(মৃদুহাস্য) সুখাপান করিতেছেন। এইরূপে সেই প্রফুল্লা নারীগণ  
শ্রীরাধার চতুর্দিক পরিবৃত্ত করতঃ আনন্দক্রীড়া করিতে করিতে অনুগমন  
করিতেছেন। (৮৭—৮৯) শ্রীরাধা নিজরাজ্যাভিষেক-লক্ষ্মীকে (সুখমাকে)  
সম্মুখে নর্ত্তকীবৎ নেত্রের সুন্দর তারকাসমূহের অধীন করিলেন অর্থাৎ  
দর্শন করিলেন—ঐ লক্ষ্মী বহুবিধকান্তিযুক্ত দিব্যপুষ্প-সমূহের বর্ষণচ্ছলে  
উত্তমবস্ত্র পরিধান করিয়াছে, সুন্দর আলেখ্য (চিত্র) সমূহ দ্বারা  
অত্যুৎকৃষ্ট চন্দনবিলেপনাদি-মণ্ডিত দেহধারী হইয়াছে; প্রদীপমালা দ্বারা  
স্বর্ণাভরণ পরিধান করিয়াছে—পূর্ণকুন্তশ্রেণীচ্ছলে বহুবিধহারের সৌন্দর্য্য-  
বহন করিতেছে; জনমগুলীর আহ্বান, সঙ্গীত ইত্যাদি দ্বারা যেন  
গান করিতেছে, কুলকামিনীগণের গতাগতিচ্ছলে নৃত্য করিতেছে;  
পতাকারাজির ইতস্ততঃ সঞ্চালনে যেন বস্ত্র উড়াইতেছে; রস্তাসমূহের  
বিচিত্র পংক্তিচ্ছলে পুলক ধারণ করিতেছে, এবং নিজ তোরণদ্বারের  
সৌন্দর্য্যচ্ছলেই বুঝি নিজ কোতুকার্থে তারা (মুক্তা) মালা ধারণ  
করিয়াছে !!

### শ্রীরাধা ও সখীগণ কর্তৃক পরস্পরের শোভা সন্দর্শন ইত্যাদি

(৯০—৯৯) মনে হয় ঐ সখীগণ শুভ অদ্ভুত তেজোরাশির অধিষ্ঠাত্রী  
দেবীকেই পূজা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। তাঁহারাও তথায় যেন  
নেত্রসকলের মূর্ত্তিমান্ স্কৃতিপূজ্য হইয়া কিম্বা সংকল্পসিদ্ধিদাত্রী লক্ষ্মীগণই  
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন !! শ্রীরাধা নিজ সুখমাসুখাধারা  
দ্বারা ইহাদিগকে যথেষ্ট সিঞ্চন করিলেন—ইহারা তাহাতে প্রফুল্ল  
তনুলতার বিকাশ করিলেন। তিনি গমনভঙ্গীতে ও মণিময় নূপুর  
ধ্বনিতে হংসলীলা প্রকট করিতেছেন—ইহারাও নেত্রযুগল দ্বারা তাঁহার  
চরণযুগলের পদ্ম-কান্তি আহরণ করিতেছেন। তিনি সুবিপুল স্তন ও  
জঘনদেশের ভারে মুহুমূহু সর্ব্বাঙ্গে সাতিশয় রক্তবর্ণধারণ করিতেছেন,  
আর তাঁহারা ঐ ব্যাপার দেখিয়া বিবশা হইলেও পরস্পর অতি নিকটে  
থাকিয়া রক্তিমাভ হইলেন এবং তাঁহার চরণযুগলকেই অবলম্বন করিলেন।  
কোনও সখীর হস্তের কেলিপদ্ম-লক্ষ্মী গ্রহণ করিলেন—কোথাও বা নিজ-



হস্তে কোনও সখীর হস্তধারণ করিলেন। আর ইঁহারাও মার্জন-প্রক্ষালনাদি দ্বারা উজ্জলীকৃত নিজেদের মুখের ত্রায় সেই রাধাকে বিবিধ সংক্রিয়া অর্থাৎ প্রিয়নর্মলাপে সাতিশয় আনন্দ দানকরতঃ প্রতিমুখবৎ উল্লসিত হইতেছেন। ঈষৎ কম্পমান স্কন্ধদেশে সুন্দর কর্ণভূষণদ্বয়ের প্রকাশ (দীপ্তি) দ্বারা তিনি লতার (ইতস্ততঃ সঞ্চালন) বিলাস ও (পুষ্প) হাশুকে জয় করিতেছেন। তাঁহার বাক্যরূপ কেলিমঞ্জরীসমূহে তাঁহারাও ভ্রমরীবৎ মণিময় আভরণ সমূহের ঝাণৎকারে গুণগুণ করিয়াই যেন ঘুরিতেছেন। চতুর্দিক হইতে অনবরত নিপতিত কুসুমসমূহের রেণুপুঞ্জে ও অবিরল নির্গত শ্রমজলে বিলিপ্তমূর্তি হইলেন আর তাঁহারাও প্রচুরতর কদম্বধারাপ্রণীত ত্রায় পুলকভরে স্নশোভিতা হইতেছেন। ষাঁহারা নানাবিধ উপচৌকন হস্তে তাঁহার নিকট আসিতেছেন, শ্রীরাধা তাঁহাদিগের পুর-গৃহাদির বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তাঁহাদের ও শ্রীরাধার উত্তর প্রত্যুত্তরাদি নিকটস্থ সখীগণই প্রেমজহাশ্রুভরে ও বাক্যে বলিয়া দিতেছেন। শ্রীরাধার বচনের বা ভূষণাদির ধ্বনি, মনোহর গন্ধরাশি, দীপ্তি, অঙ্গ এবং ললিত (বিলাস-বিশেষ) প্রভৃতি ক্রমশঃ বিকাশশীল হইতেছে এবং সখীগণও নেত্রসমূহের শত শত স্নকৃতিফলে দর্শন করিতে করিতে লোভ করিতেছেন যেন চত্বর প্রাঙ্গণস্থিত সকলেরই নয়নসমূহ প্রাপ্তি করেন অর্থাৎ ছুই চক্ষুতে আশা পূর্তি না হওয়ায় প্রার্থনা করিতেছেন যেন সকলের চক্ষুই তাঁহার দেহে প্রকাশিত হয়; অথবা নেত্রসমূহের শতশত পুণ্যফলে দর্শনকারিণী চত্বরস্থ নারীগণের চক্ষুসমূহকে বিমোহিত করিতেছেন। সেই চত্বরের চারিপার্শ্বে স্ত্রী ও বালকগণ অত্যুৎকর্ষাভরে ও বিস্ফারিতলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং সখীগণ এই দর্শকগণের দেহে প্রেমোৎখ বিকারাবলি আর তাঁহার সূচারুলীলা (বিলাস) মণ্ডিত মুখখানি দেখিতেছেন। বহুবিধ চিত্র, কুসুম, চন্দ্রাতপ ও পূর্ণকুন্ত-প্রভৃতি-বহুল, অদ্ভুত রচনা দ্বারা সূচারুরূপে বিচিত্রিত, ঐ চতুষ্পথে নিজাধিবাস-মণ্ডপে তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রবেশ করাইয়া নিজেরাও তৎপরে প্রবিষ্ট হইলেন।



## শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লালসা

( ১০০ ) শ্রীহরির চরণ চিহ্নরূপ বিচিত্র সম্পদরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া চত্বর-লক্ষ্মী চিত্ত-বিভ্রম ঘটাইতেছে ! দেবীগণের নয়নজলে সেই পদাঙ্কসকল বিলুপ্তপ্রায় হইলে ঐ লক্ষ্মী স্বয়ংই পুনরায় ঐ জল শোষণ করিতেছেন !! ( ১০১ ) [ শ্রীরাধা স্বগত বলিতেছেন ] এই উৎসব আমার অত্যুত্তম মঙ্গলরাশিই আনয়ন করিয়াছে ! আরও দেখিতেছি—নানাদিক হইতে পথ আসিয়া এই চত্বরে মিশিয়াছে, ঐ বিলাসী কৃষ্ণও সর্বত্র বিহার করিয়া থাকেন ! তাহাতে মনে হয় যেন বহুকাল পরে আমার চক্ষুর ভাগ্য লাভ হইবে !! ( ১০২ ) যদি সেই মনঃপ্রাণহারী হরির সর্বত্র প্রসারী ঐ গন্ধ স্মুরিতই হয়, তবে আমার দেহের ত্রায় এই জন মণ্ডলীও ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতেছে কেন ? অর্থাৎ তাঁহার গন্ধ পাইলেও লোক স্থির নয়নে তাঁহারই আগমন-প্রতীক্ষা করিবে ত ? অথবা মাধব নিকটেই সাক্ষাৎ ভাবে বিলাস করিতেছেন কি ? তাঁহাকে আমি প্রতিদিকেই দর্শন করিতেছি কেন ? ( ১০৩ ) হে চতুষ্পথ ! হে সূচতুর ধাম ! তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাধবের পাদপদ্ম চুষ্মন করিয়াছে !! ব্রজবনরাজ্যে তোমাকেই গন্ধাদি দ্বারা আমার পূজা করা উচিত । সদয় দৃষ্টিপাতে আমার প্রতি প্রসাদ বিস্তার কর— আমি নিত্যই যেন বৃন্দাবনের ঘনশ্রামকে লাভ করিতে পারি !! ( ১০৪ ) ঐ দূরবর্তী কদম্বরাজের নীচে সেই পুরুষরত্ন ত স্বয়ংই প্রকাশ পাইতেছেন হে ; ঐ যে তিনি সখাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত আছেন !! কিন্তু তাঁহার অঙ্গের স্মৃতিশীল সৌন্দর্য্যরাশিতে নিবিষ্টমনা আমার নেত্রযুগল ত এস্থল হইতে আর অত্মত্ব ঘাইতেছে না !! ( ১০৫ ) এই প্রকারে তিনি কৃষ্ণচিন্তায় ব্যাকুলা হইয়া এই রহঃকথা জল্পনা করিতে করিতে নিজের সর্বার্থ-সিদ্ধিই করিলেন । যেহেতু ঐ প্রকার কৃষ্ণৈকচিত্তা বল্লভার হৃদয় রূপ শ্রীহরির বিবিধ বিহার-নিকেতনে সম্ভোগ-বিপ্রলম্বাদি [ নিত্য মিলনে নিত্যবিরহ এবং নিত্যবিরহে নিত্য মিলনাদি ] সজাতীয় বিজাতীয় রসপ্রবাহ মিলিত হইতে পারে ; যেমন শ্রীবিষ্ণুর বিশ্রাম ভবন ক্ষীর-সমুদ্রে বিরুদ্ধনামরূপ-বিশিষ্ট জলরাশি সমাশ্রয় করিয়া সকল বৈপরীত্য পরিহার পূর্বক একরসতা প্রাপ্ত



হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীরাধারও বিজাতীয়ভাবের সম্মিলন হইতে কোনই বাধা হইতে পারে না। (১০৬) ঐ উৎসব উপলক্ষে রাধা হরিপদাঙ্কিত যে চত্বরের সানন্দে ও বিবিধোপচারে পূজা করিলেন, সেই চত্বরই স্বয়ং তত্রত্য বৃক্ষসমূহের ফল ও পুষ্প রূপ মঙ্গলে এবং নিজ বক্ষে সমাগত জনগণের প্রসন্নতা-রূপ কুসুম-সমূহে তাঁহাকেও অর্চনা করিলেন। (১০৭) এই স্থানে শ্রীরাধা নিজকর-পল্লবে বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট সামগ্রী আনন্দিত মনে দান করিতেছেন। তৎকালে ‘প্রফুল্লা দেবগ্রামলতাই (কল্ললতাই) বিলাস করিতেছে’—এই মনে করিয়াই জনসমূহ উন্নত-মস্তকে ও রসভরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

### পৌর্ণমাসী ও যশোদা প্রভৃতির আশীর্বাদ

(১০৮) যোগীশ্বরী ও ব্রজরাজ-মহিষী প্রভৃতি গুরুগণ কায়মনো-বাক্যে মুহুমূহ আশীর্বাদ প্রদান করিয়া শ্রীরাধাকে আনন্দিত করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ মন্দিরের পাঠাইবার জ্ঞপ্তি ইচ্ছা করিলেন।

### অধিবাস মঙ্গল-সমাপ্তি ও অধ্যায় শেষ

(১০৯) তদনন্তর [স্বগৃহে গমনকালে] শ্রীরাধা গুরুপত্নীগণকে অগ্রভাগে করিয়া যাত্রা করিলেন—দেবলোক হইতে তখন দিব্য দিব্য কুসুম-বর্ষা হইয়া তাঁহাকে অভিষিঞ্চন করিতে লাগিল। আনন্দাশ্রু-বিহারে তিনি সকলের নয়ন-রাজির নায়িকা (তাহাতে প্রতিবিম্বিত) হইলেন। এইভাবে তিনি অধিবাসমঙ্গল সমাধা করিয়া ঐ পুরুষীগণসহ নিজ গৃহে গমন করিলেন। (১১০) দিবাভাগে পূর্বত্র নয়নরূপ কুমুদশ্রেণীকে স্মৃতি করিয়া—নিশাভাগে চতুর্দিকে লোকরূপ পদ্ম সমূহকে জাগরিত করিয়া এবং উষাকালে পুনরায় নিজ অপূর্ব সুষমা বিস্তার করিয়া ঐ উৎসবে শ্রীরাধার বিচিত্র জ্যোতিরূপ সূর্য্য জয়যুক্ত হউন (সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করুন)। (১১১) চন্দ্র যে প্রকার সুধারানিকে সকলের নিকট অভিব্যক্ত করে ও সিন্ধুকে পালন অর্থাৎ আনন্দে সংবর্দ্ধিত করে—তদ্রূপ যিনি বিকল এই মাদৃশ জীবকেও মুনিজনমতি-ভুলভ (মুনিগণের ধ্যানেরও অগম্য) অথচ বন্ধুগণের হৃদয়-সিন্ধুর বুদ্ধিকর বৃন্দাবনীয় নিজ চরিত-



সুধারামি সম্যক্ প্রকারে প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন—সেই মহারূপবান্  
কৃষ্ণদেবকে নিত্য ভজন করি ; [ পক্ষান্তরে—সেই পূজাপাদ শ্রীকৃষ্ণসেবী  
শ্রীরূপগোস্বামিপাদকে নিত্য সেবা করি ॥ ]

ইতি চতুর্থ উল্লাস ॥ ৪ ॥

## পঞ্চম উল্লাস ॥

ব্রজমণ্ডলে অভিষেকের আয়োজন

নন্দকুলচন্দ্রমা শকারমান বংশীর সম্পদে (বংশীনির্নাদে) সুহৃদ্বরগণকে  
আনন্দ দান করিতেছেন—এই বার্তা-শ্রবণে ব্যাকুলিতা শ্রীভানুকুমারী  
সুস্তাদি সাত্ত্বিক ভাবরাজিতে ভূষিত হইয়াছেন । (২) সখীগণ প্রমোদাতি-  
শয্যে উন্নত হইয়া রাজ্যাভিষেকোচিত কৰ্ম করিতেছেন—রাধার ও  
কৃষ্ণের মাতৃবর্গ প্রফুল্লচিত্তে মঙ্গলময় বস্ত্রসমূহ আহরণ করিতেছেন ।  
(৩) পৌর্ণমাসী কোনও অনিবাচ্য আনন্দ-প্রচুর অভিলাষ বন্ধে ধরিয়া  
শান্তি ও সৌভাগ্য উদ্দেশ্যে মন্ত্রজপে একতান হইয়াছেন । মহাস্ববুদ্ধি  
গোপরাজ প্রভৃতি সকলেই অত্র বিষয় ভুলিয়া পরস্পর এই মহোৎসবের  
কথাই বলিতেছেন । (৪) এবং কোলাহল-পরায়ণ জনগণ ও নর্তকগণ  
কর্তৃক সংস্তোভিত (সংস্কৃত) হইয়া শত শত মুদ্রা দান করিতেছেন ।  
এইভাবে নৈমিত্তিক মঙ্গল কৃত্য সম্পাদন করিতে করিতেই রাত্রি শেষ  
হইয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সমাগত হইল । (৫) নিশান্তকালে যেসকল বালক  
নিদ্রিত হইয়াছিল, তাহারাও তখনই সেইস্থানে শুভ মুহূর্ত্ত পাইয়া আনন্দে  
বিতোর হইল এবং নিজেদের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রোমাবলিরও জাগরণ  
করিল অর্থাৎ তাহাদের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল । (৬) এই পর্বোপলক্ষে  
ধেনুরূপ ধনসম্পন্ন সকল গোপই ধেনুগণের দোহন করিতে নিষেধাজ্ঞা



করিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ গো-গণই তাহাদিগকে প্রত্যাদেশ করিয়াই বুঝি তখন ধরাকে ক্ষীরসমুদ্রে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়া ছুগ্ন ক্ষরণ করিতেছিল। (৭) পৌর্ণমাসী নিত্যকৃত্য শীঘ্রই সমাপন করিয়া ঐ মঙ্গলময় গৃহে গোপীগণের সহিত মিলিত হইলেন; তাহাদিগকে আশীর্বাদ দান করিলেন; এবং নিজাসনে বসিয়া তাহাদের অর্চনাাদি গ্রহণ করিলেন।

### পদ্মাকৃত অভিষেক-ব্যাপ্যাত এবং পৌর্ণমাসীকৃত তন্নিরাকরণ

(৮) পৌর্ণমাসী রাধা-সখীগণের মুখচন্দ্র-চন্দ্রিকা মন্দপ্রসাদ অর্থাৎ স্নান অথচ চতুর্দিকে মঙ্গলময় শকুনরাজিও দর্শন করিয়া তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। (৯) তখন অনুরাধা (ললিতা) পৌর্ণমাসীকে বলিলেন—যে কারণে তোমার এইস্থলে আগমন জন্ত বৃন্দাকে প্রেরণ করিয়া ছিলাম—সেই কথাটি তুমি এই ললিতার মুখেই শ্রবণ কর। (১০) চন্দ্রমার সৌন্দর্য্য সর্বদা নিজরসদানে পদ্মাকৃতি (পদ্মের আয় আকৃতি যুক্ত) কুমুদকেই পালন করে—কাজেই ঐ ‘পদ্ম’ সংজ্ঞক পুষ্পটি স্নানবদন হইয়া থাকে; দেখ ত, সকলেই স্বভাবের বশ—পরের বশ কেহই নহে !! [ পক্ষান্তরে—গোকুলচন্দ্রমা নিজ রস-সঞ্চারে পৃথিবীর আনন্দদায়িনী পদ্মিনী স্ত্রীরাধাকে সর্বদাই পালন করেন, তজ্জন্ত পদ্মা স্নানমুখী হইয়াছেন; ইহা ও যুক্তিযুক্তই বটে; যেহেতু পদ্মা স্বভাবোচিত কার্য্যই করিয়াছেন, কিন্তু পরম (পুরুষ-রত্ন) কৃষ্ণস্থখে তাহার তাৎপর্য্য নাই। (১১) প্রচণ্ডবাত্যাভিঘাতে যেমন জলধর দূরদেশে অপসারিত হয় এবং জীবের জীবনোপায় শস্ত্র-সমূহের উপর জল বর্ষণ হয় না, তদ্রূপ পদ্মা নিজ মন্ত্রণা-প্রয়োগে ভেদ ঘটাইতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং বৃদ্ধা জটিলার নিকট কয়েকজন বাতুল (উন্মত্তা) নারীকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন—যাহাতে সেই জটীলা রসদানকারী কৃষ্ণকে নিবারণ করিয়া তাহার প্রাণ-সর্বস্বা রাধার অভিষেক কার্য্যটি পণ্ড করিয়া ফেলে !! (১২) “হে বৃদ্ধে জটিলে! তোমার হিতের জন্ত তোমার নিকট আসিলাম। অদ্য ভাগ্যবলে তোমার বধুকে রাজ্যাভিষিক্ত কর [ অথবা



—যদি ভাগ্য থাকে ত, রাজ্যলাভ সময়ে বধুকে সন্মুখে সন্মুখে রাখিও ] ।  
কিন্তু তাহাকে মুকুন্দের লোচন হইতে রক্ষা করিবে ; ইহাতে যাহা  
লাভ হইবে, তাহা আমি অঙ্গীকার করিব না !! ( ১৩ ) “চুষক-  
ধর্মবিশিষ্ট কৃষ্ণের লোহবৎ ( কঠিন ) ধর্মশীলা যে যে নারীর প্রতি রুচি  
( আকর্ষণ ) লাগিয়াছে, সেই নারীই নিজ গুরুগৌরব দূরে বিসর্জন  
দিয়া শীঘ্রই তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে !! ( ১৪ ) সেই সময়কার  
আকাশবাণী [ বনদেবীগণ, সুর-লক্ষ্মীগণ প্রভৃতি সকলেই এই ব্রজবনে  
শ্রীরাধাকে অভিষেক করিবে ] অনুসারে সেই কৃষ্ণ তাহাকে দর্শন করিতে  
আসিবে ; অতএব তুমি তাঁহার তথায় গমন-পথ নিরোধ কর এবং  
বধুকেও বাধাসমূহ এবং মোহভয় ইত্যাদি হইতে রক্ষা কর ।” ( ১৫ ) হে  
মুনীশ্বর ! এইভাবে সখী পদ্মাকৃত বিরুদ্ধাচরণের ফলে ( ঐ কথা শ্রবণ  
করিয়া ) বৃদ্ধা যাহা বলিয়াছেন তাহাও আপনি শুনুন । নিজ প্রাণরক্ষা  
কার্য্যে ব্যাপ্ত জন-সকাশে প্রাণনাশক লজ্জায় মজ্জন করা হিতকর  
নহে । ( ১৬ ) “রাধারূপ পদ্মবনবাসিনী সতীকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ  
রসবিঘাতী সম্পৎ ( রাজ্যাভিষেক ) রসাতলে ষাউক !! হা ধিক্ !  
বিপুলকিরণশালী বিধুও সুবিস্তৃত প্রভা বিকীরণ করিয়াও যে নারীর  
রুচি দান করিতে পারে না, তাহাকে ধিক্ !!\* ( ১৭ ) পক্ষান্তরে, সেই  
কৈতব-পটু জটীলা সেই ভীষণা গোপী ভারুণ্ডার সাহায্যে তৎপুত্র  
গোবর্দ্ধন মল্লকেও এই অভিষেক-পর্বে আনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন !!  
অহো ! সেই গোবর্দ্ধন মল্লের কথা আর কি বলিব ? তিনি কংসের  
আনুগত্য করিতে করিতে অসুর-স্বভাব রজসু-মো-গুণগুলিও উত্তমরূপে  
অঙ্গীকার করিয়াছেন !! [ এক্ষণে আপনি যাহা ইচ্ছা করুন । ]

( ১৮ ) মেঘদ্বারা চন্দ্রমার সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইলে যেমন তারাগণ-  
শোভিত সৌন্দর্য্য-নিধান আকাশও আর শোভা পায় না, তদ্রূপ এই  
প্রসঙ্গ-শ্রবণে সখীগণ ব্যাকুল হইয়াছে এবং এই গোকুল দিব্য মহোৎসব-

\* [ সরস্বতী পক্ষে—রাধাই পদ্মবন লক্ষ্মী, যদি সেই রাজ্য সম্পত্তি তাহাকে পরিত্যাগ  
করিয়া অত্র চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে গমন করে, তবে তাহা রসশূন্য হইয়া পাতালেই  
ষাউক । হে পদ্মা ! তোমাকেই ধিক্ ; যেহেতু বিশালহস্তযুক্ত ও কেয়ুর অঙ্গ প্রভৃতি  
ভূষণে সুশোভিত-দেহ গোকুলচন্দ্রমা সুবিপুল কান্তিমালা বিস্তারে বা মহাভিলাষ  
প্রকাশনেও তোমার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলেন না, অতএব তোমাকেই ধিক্ !! ]



সজ্জায় সুসজ্জিত হইলেও আর তাহাদের আনন্দদায়ক হইতেছে না !!  
 ( ১৯ ) পূর্ণিমা তিথি যেরূপ মীন-বহুল সমুদ্রকে আনন্দভরে উদ্বেলিত  
 করিয়া নিকটবর্ত্তি জনগণের নিরতিশয় আনন্দদান করতঃ পরিস্ফুট ভাবে  
 চিন্তামণিকে উদ্ধে উত্থাপিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৌর্ণমাসীও এই  
 গোপীদের মুদ্রিত-প্রায় নেত্র-বিশিষ্ট চিত্তকেও পরিঘূর্ণন করিতে করিতে  
 নিকটস্থ লোকসমুদয়কে পরমানন্দ দানপূর্ব্বক আনন্দভরে এক অত্যাংকুষ্ট  
 চিন্তা উদ্ভাবিত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—( ২০ ) “হে বৎসাগণ !  
 নিজ নিজ আধি ( মনঃ পীড়া ) ত্যাগ কর । দুর্দান্ত বিল্বদ্বয়ই স্কন্দ ও  
 উপস্কন্দ নামক দৈত্যদ্বয়বৎ \* পরস্পর ভিন্ন হইয়া বিনাশ পাইবে ।  
 দেখনা কেন, সজ্জনগণের বিদেষ্টাগণ পরস্পরই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।  
 ( ২১ ) মুনীশ্বরী অভিষেক কার্য্য শীঘ্র সম্পাদনার জন্ত সখীগণকে প্রবোধ  
 দিতেছিলেন, এমন সময়ে **জটিল** আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ।  
 প্রস্তাবশেষে পৌর্ণমাসী তাঁহাকেও সব কথা বুঝাইয়া দিলেন । অহো !  
 পুণ্যবান জনগণের সকল কার্য্যই একসঙ্গে নিষ্পন্ন হয় । ( ২২ ) স্মৃতিচিন্তা  
 বৃদ্ধা পৌর্ণমাসী প্রাচীনকালের দৈত্য-জন্তু প্রতিবন্ধের সেই বার্ত্তা শুনাইয়া  
 অতিবৃদ্ধা জটিলাকে ত প্রথমতঃ সাক্ষাৎ তিরস্কারই করিলেন—পুনরায়  
 সাস্তুনা-বাক্যে তাঁহার আনন্দ বিস্তার করিয়া নানা প্রকারে শিক্ষা দিলেন ।  
 ( ২৩ ) “হে বৃদ্ধে ! যে অঘনাশের নাম ও জন্ম ( প্রভাবাদি ) বশতঃ  
 দানব বিনাশাদি দ্বারা জনগণ শান্তি পাইয়াছে আর এখনও এই ব্রজ-  
 মণ্ডলে শান্তাত্মা মাদৃশী ( তপস্বিনী ) সাক্ষাৎ সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে  
 তোমার বধুর অভিষেকোৎসবে আশঙ্কার স্থান কোথায় হে ?” ( ২৪ )  
 তখন জটিল তাঁহার চরণযুগল নিজহস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া অশ্রু মোচন  
 করিতে করিতে ( গদগদকণ্ঠে ) বলিলেন—“হে দেবি ! ( যজ্ঞ-জ্ঞানশীল

---

\* পদ্মপুরাণে ও মহাভারতে এই বর্ণনা আছে যে ‘স্কন্দ ও উপস্কন্দ’ নামক দুই দৈত্য  
 ব্রহ্মা হইতে বরলাভ করিয়া মহাদৃপ্ত হইয়াছিল ; তাহাদের অত্যাচারে ত্রিভুবন কম্পিত  
 হইলে ব্রহ্মা এক উপায় ঠিক করিলেন । স্কন্দরীগণ হইতে এক এক তিল সৌন্দর্য্য  
 আহরণ করিয়া ‘তিলোত্তমানামক এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি গঠন করিয়া উহাদের নিকট  
 পাঠাইলেন । তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া দুই ভাই যুগপৎ তিলোত্তমার দুই  
 হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ; তখন পরস্পর কলহ করিতে করিতে  
 শেষে দুইজন দুইজনকে গদাঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয় ।



ব্যক্তির নিকট নিবেদিত ) যজ্ঞবেদীবৎ এই বধূকে জানিবে ও সতত রক্ষা করিবে ।’ [ সরস্বতীপক্ষে—নাগরেন্দ্রে নিবেদিত সুরতযজ্ঞবেদীস্বরূপে ইহাকে জানিবে এবং তদুপযোগিনী করিয়া বিধি-ব্যবস্থা করিবে । ] ( ২৫ ) সকলের নিকট বিশ্বস্তা পূর্ণিমা বৃদ্ধা জটীলাকে প্রসন্ন করিলেন এবং নিজে সংশয়-রহিত হইয়া অতি-আনন্দে শ্রীরাধাকে আনিঙ্গন করিলেন । তৎপরে নিজেই নাচিতে নাচিতে যেন বাদকগণকে বাচ্য করিতে আদেশ করিলেন । ( ২৬ ) পূর্ণিমা যে সখীগণের নিকট আবার শ্রীরাধাকে অর্পণ করিলেন—তাহাতে তাঁহারা নিজেদের আত্মারই সমর্পণ বলিয়া মনে করিলেন । যাহাদের জীবন পরম্পরের জীবনের উপর নির্ভর করে অথবা পুনর্লব্ধজীবন লোক স্বয়ং জীবনদাতার নিকট অথবা প্রাণপ্রদ বস্তুর লাভে নিরতিশয় প্রত্যুপকারিত্বই প্রাপ্ত হয় ।

### বাণ, নৃত্য গীত প্রভৃতি আনন্দ-বিস্তার

( ২৭ ) মনোজ্ঞ বাণমঙ্গল উত্থিত হইলে সেই ব্রজমণ্ডল যেন বহুবিধ শব্দের—করতাল, কাহাল ইত্যাদি কাংশ্রযন্ত্রের এবং দ্রুত নৃত্য গীত বাণ প্রভৃতির প্রসব-ভূমি ( আকর ) বলিয়াই মনে হইল । যখন মেঘের গর্জনবৎ দ্রুত গীতাদির সংমূর্ছনা হইতে লাগিল, তখন বৃন্দাবনে ময়ূর-সমূহও আনন্দে মহানিনাদ করিতে লাগিল । ( ২৮ ) অনন্তর স্বর্গ ও মর্ত্যালোক এমন সুন্দর ভাবে বাণ-বিণায় উভয়ে উভয়ের ছাত্র স্বীকার করিল যে প্রতিধ্বনিচ্ছলে উহারা ঐ শব্দ আবৃত্তি করিয়া পরম্পরের ধ্বনির অনুবাদ করিতে লাগিল ।

### অতিপ্রভূষে শ্রীরাধার অভিষেক-মণ্ডপে গমন-প্রকার

( ২৯ ) চন্দ্রমণ্ডল পরিষ্কার রূপে লীন হইল ; বড় বড় নক্ষত্র-গুলিও লজ্জাবশতঃই যেন মুখ আচ্ছাদন করিল ; লক্ষ্মীর বসতি-স্থান পদ্মলতায় সূর্য্যদেব স্বয়ং রশ্মি-পল্লব ( কিরণ-রূপ অলঙ্করণ ) নিঃক্ষেপ করিলেন ; ( ৩০ ) এমন সময়ে জ্যোতির্বেত্রী আসিয়া শুভ মুহূর্ত্তের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিলেন । বেদজ্ঞা ও ধীরবুদ্ধি পৌর্ণমাসী গোপরাজ-মহিষী যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীরাধাকে মঙ্গলদ্রব্য-পরিপূর্ণ



অভিষেক-মণ্ডপে লইয়া যাইবার জন্ত উদ্যোগ করিলেন। ( ৩১-৩৩ ) তখন পৃথিবী যুত-সম্পদে যেন নিজের স্নেহাতিশয্য আবিষ্কার করিল, মধু-সম্পদে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিল; দধি-সম্ভারে হাস্য করিতেছিল, দেদীপ্যমান রত্নরাজিচ্ছলে নানাবিধ উপহার ধারণ করিল। প্রশস্ত অক্ষুর ধারণচ্ছলে যেন পুলকের উদ্গম করিল। বৃন্তযুক্ত কদলী ফলাদি ধারণচ্ছলে যেন অত্যাংকুষ্ঠ ফল লাভ দেখিয়া [ দন্তপংক্তি দেখাইল অর্থাৎ ] হাস্য করিল। ধেনুযুক্ত বৎস গণের দ্বারা পৃথুরাজ-কর্তৃক নিজ দোহনব্যাপারের দৃষ্টান্তচ্ছলে দেখাইল যেন নিজের সর্বসম্পত্তি নিকাশিত হইয়াছে। এইভাবে শ্রীরাধাকে ধরা স্বয়ংই অভিষেক করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ মস্তকে কুন্তরাশি ধারণ করিল এবং রত্ন-চত্বরে অভিষেক-বেদি মধ্যে তাঁহার গমন জন্ত সমাদৃত আসনও নিবেদন করিল। ( ৩৪ ) তৎপরে উৎকৃষ্ট কঙ্কলিকাবৎ আসন-যুক্ত, কুসুমরাজি রূপ মালাধারী এবং রত্নসমূহ-পরিপূরিত সম্পূটরূপ স্তনমণ্ডিত মৃত্তিকানির্মিত বেদীর বক্ষঃস্থলে সূচাকৃ গৃহাদিশোভিত বা প্রবেশ-পথাদিযুক্ত অঙ্গনে শ্রীরাধা গমন করিলেন। ( ৩৫ ) তখন চন্দ্রাবলি ( চন্দ্রাতপরাজি ) শোভিত গৃহে সেই তুলিকাসনে উপবেশন করিয়া সমগ্র জগৎকেই স্নখদান করিবার জন্ত দুগ্ধ-সমুদ্রে পদ্মালয়া ( লক্ষ্মী )-বৎ প্রকাশমানা হইলেন অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ-চন্দ্রাতপ-বিরাজিত মণ্ডপে শ্বেতবর্ণ-আসনে তিনি বিরাজমানা হইলেন। ( ৩৬ ) আভরণযুক্ত কর্ণে তিনি কুসুমিত লতার সাদৃশ্য বহন করিলেন, তাঁহার বদনরূপ পদ্মে নৃত্যপর নেত্ররূপ খঞ্জন বিরাজিত—বেণী ময়ূর সদৃশ, তাঁহার মূহূহাস্ত রাজহংসবৎ শুভ্র। অতএব যাত্রাকালীন মঙ্গল বস্তুর [ পুষ্পিত লতা, পদ্ম, খঞ্জন, ময়ূর, রাজহংস ইত্যাদি ] সহিত তিনি সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ( ৩৭ ) এই পর্বোপলক্ষে মৃত্তিকায় রচিত পদ্ম সমূহে চরণ অর্পণ করিয়া করিয়া বিপক্ষ স্পর্ধাশীল জনে দণ্ড বিধান করিতে করিতেই যেন সেই বেদীতে আরোহণ করিবার জন্ত চলিয়াছেন। তৎকালে তাঁহার বাম বাহু, উরু ও লোচন স্পন্দিত হইতেছিল, এবং জনমণ্ডলীর দেহেও ঘন ঘন পুলক সঞ্চার হইতেছিল।



## গমনের পরিপাতি

( ৩৮ ) সৰ্বাগ্রে বাতুকলাবিদগণ, তৎপরে খই, পুষ্পাদি হস্তে মহাকোলাহল করিতে করিতে নারীগণ, তৎপশ্চাৎ পৌর্ণমাসী, বিপ্র-পত্নীগণ, চতুর্দিকে মহোৎসব-দর্শনাকাজ্জলী পূজনীয়া নারীবর্গ গমন করিলেন । ( ৩৯ ) তৎপরে নৃত্যকারিণী নারীগণের কার্যে সহায়কারী লোকগণ, তৎপশ্চাৎ আমোদ প্রমোদের সামগ্রী হস্তে মহাকান্তি-বিশিষ্ট লোকগণ, তৎপরে বীণাবাদক, মুরলীবাত-বিশারদগণ এবং তৎপশ্চাৎ মহোৎসবের বস্ত্র সামগ্রী হস্তে লইয়া অত্যাশ্চর্য রমণীগণ চলিলেন । ( ৪০ ) এইভাবে ক্রমনিষ্কাশন করতঃ বৃন্দাবনীয় পুষ্পরাজি-পরিবাস্ত পথে তাঁহারা চলিয়াছেন । এমন ভাবে তখন কুসুম বর্ষণ হইতেছিল, মনে হইল যেন স্বয়ংই শিরোদেশে একটি আবরণ ( চন্দ্রাতপ ) প্রস্তুত হইয়াছে ; সখীগণ-বেষ্টিতা রাধা এইভাবে ক্রমবন্ধনে যাত্রা করিলেন । ( ৪১ ) অভিষেক-মণ্ডপে উপস্থিত বৃন্দাদি সকল লোকই তখন উৎকণ্ঠিত চিত্তে ‘কখন শ্রীরাধার আগমন হইবে’—এই প্রতীক্ষায় ছিলেন । তাঁহাদিগকে আশ্বাসদান করিতেই যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার অঙ্গ-স্পৃষ্ট শীতল পরিমলযুক্ত মনোহর বায়ু মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইল । ( ৪২ ) অত্যুত্তম দীপমালার বিমল দীপ্তিতে অধিকতর সমুজ্জল ( মধ্যবর্তী ) সেই পুষ্পময় পথে রাধিকাদি গোপীগণ বিরাজ করিতেছেন,—মনে হয় যেন গ্রহাবলি-ভূষিত ছায়াপথে চন্দ্রশ্রেণী মূর্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন । ( ৪৩ ) শ্রীরাধা ক্রমশঃ ও ক্রমভঙ্গ-পূর্বক ( ইতস্ততঃ ) শ্রীকৃষ্ণের শত শত লীলাস্থলী দর্শন করিতে করিতে এমন এক অনিবার্য শোভা-বিশেষ ধারণ করিলেন, যাহাতে নিজ সখীগণও যেন তাঁহাকে পূর্বে কখনও দেখেন নাই !!! ( ৪৪ ) ‘আস, যাও’; ‘আন, নেও’ প্রভৃতি শব্দই ব্রজসুন্দরীদের মুখে প্রায়ই গীতের মূচ্ছনাবৎ উঠিতে লাগিল । আবার অল্প দিকে স্বর্গসুন্দরীগণ বলিতে লাগিলেন—‘ইনিই ধন্যা, উনিই ধন্যা, উনিও অতিধন্যা’ ইত্যাদি ।



## শ্রীরাধার রূপ-লাবণ্যে মোহিত দেবী গণের আনুগত্য

( ৪৫ ) কোনও কোনও দেবী রাধার সৌন্দর্য্য-দর্শনে লজ্জিতা হইয়াই যেন মোহ প্রাপ্ত হইলেন; অপর কেহ কেহ বা শ্রীরাধার অনুগমন করিতে অভিলাষ করিয়া নিজ সখীর নিকট এইভাবে মনোভাব বর্ণনা করিতে লাগিলেন—( ৪৬ ) “ঐ দেখ হে! এই রাধা দীর্ঘতর-কিরণযুক্ত সৌন্দর্য্য-প্রবাহে এই নিজ গণের অন্তর বাহির সম্যক্ রঞ্জন করিয়া দূর হইতেই সুরসুন্দরী আমাদিগকেও আসক্তচিত্ত করিয়া ইহারই আনুগত্য করিতে উপদেশ করিতেছেন!! ( ৪৭ ) “লক্ষ্মীদেবী সুবহু তপশ্চা করিয়াও যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই, সেই কৃষ্ণের শত শত বাঞ্ছার পূর্তিকারক অঙ্গপ্রভা-বিশিষ্টা অথবা অভিলাষবতী শ্রীরাধার পাদপদ্ম-গন্ধ চিরকাল আশ্বাদন করিতে পারি—এমন সৌভাগ্য কি আমাদের কখনও হইবে? ( ৪৮ ) “এই গোপীগণ রাধার মুখপদ্মমাধুরী নিরন্তর সেবা করে, বিধাতা ইহাদিগের নয়নে নিমেষ রূপ আবরণ করিয়াছেন; আবার আমাদের নয়নে পলক নাই, অথচ আমাদিগকে বহু দূরে রাখিয়াছেন। এইভাবে বিধি দ্বিপ্রকার মূঢ়তাই প্রতিপন্ন করিতেছেন!! ( ৪৯ ) “দেখ দেখ সখি! যদিও রাধার সমান রূপ-বিশিষ্টা অবলামণ্ডীর মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে ‘কোন জন রাধা’ বিনিশ্চিত হইতেছে না, তথাপি সকলের নয়নের ভঙ্গার ( একমাত্র আশ্রয় ) স্বরূপে উনিই যে স্বয়ং রাধা—তাহার বিশেষ পরিচয় হইতেছে!!”

## দেবীগণ মুখে শ্রীরাধা-মাধুরী

( ৫০ ) “হে সখি! ইহা ত সন্ধ্যাচ্ছাদিত চন্দ্রলেখা নহে, আবার রক্তপরাগযুক্তা লতাও হইতে পারে না। তবে কি জান? সুষমা ও বিলাসের অত্যুত্তম সারই ( শ্রেষ্ঠাংশই ) মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া রক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শ্রীরাধা রূপে বিরাজ করিতেছেন!! ( ৫১ ) বহুবিধ কুসুম শ্রীচরণযুগলে ( সেবা করিবার জন্ত ) মিলিত হইলে তাহাদের অরুণ বর্ণটি ঐ চরণ-পল্লবে সুন্দররূপে সংক্রমিত হইয়াছে!! আবার তাহার অলঙ্ককচিহ্ন হইতেও ঐ পুষ্পসমূহ যথেষ্ট রক্তবর্ণ



আহরণ করিয়াছে !! অধিকন্তু লজ্জাবশতঃই বুঝি ঐ চরণযুগলে স্বীয় মৃত্যুতা (কোমলতা) ও সমর্পণ করিয়া থাকিবে !!! (৫২) “দেখ দেখি—এই পথাটি পুষ্পময় হইলেও কিন্তু এই ভ্রমর-পংক্তি শ্রীরাধার চরণেই পতিত হইতেছে !! আমার বোধ হয় যে উহাদের স্নগন্ধভরে আকৃষ্ট হইয়া উহারা ঐ চরণযুগলকে জঙ্গম (গতিশীল) পদ্য বলিয়াই মনে করিয়া থাকিবে !! (৫৩) “শ্রীমতী চলিতে চলিতে কোনও প্রিয়সখীকে নয়ন দ্বারা কুকুম (বা চন্দন) বিলিপ্ত করিলেন, কাহাকেও হস্ত-সৌন্দর্য্য সমর্পণ করিয়া অলঙ্কৃত করিতেছেন—অপর কোনও সখীকে বা বাক্য-সুধাই আনন্দে আশ্বাদন করাইতেছেন—এইভাবে তিনি পথে পথে সুখ-বর্ষণই করিতে লাগিলেন ॥

### সখীগণের ক্রম-রচনাদি-ব্যবস্থা।

(৫৪) “দেখ সখি ! ঐ অনুরাধা **ললিতা** নামে বিখ্যাতা—ইনি শ্রীরাধার দক্ষিণদিকে হর্ষভরে বিরাজ করিতেছেন এবং পিঙ্গু-রচিত মনোজ্ঞ ব্যজন ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া রাধা কাতরতার সহিত কটাক্ষভঙ্গী করিলেন। (৫৫) “হে সখি ! এই **বিশাখা** তাঁহার বামে চলিয়াছেন—ইনিই দেহান্তরে [ভিন্ন প্রকাশে] যমুনা বলিয়া সকলের সম্মত। ইহার হস্তে শ্রীহরির চিত্রপট অঙ্কিত রহিয়াছে (অথবা ইহার হস্তে শ্রীহরি চিত্রকলা-প্রকাশে অঙ্কিত করিয়াছেন) দেখিয়া ইনি ঐ হস্তস্পর্শ করিয়াই রোমাঞ্চিত কলেবরে সাতিশয় কম্প প্রাপ্ত হইলেন !! (৫৬) “বিশাখার পশ্চাতে যিনি বিরাজমানা আছেন—তিনিই **চম্পকলতা**। ইনি কৃষ্ণের জন্ত একটি ক্ষুদ্র রত্নময় উজ্জল সম্পূট ধারণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা উহা দেখিয়া নিজ চিত্ত বলিয়াই মনে করিলেন !! (৫৭) “হে সখি ! ঐ দেখ **চিত্রা**—শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে শ্রীরাধার তিলক স্বেদজলে বিলুপ্ত হইলে ইনিই উহার সংস্কার করেন। তিনি যে কেবল শ্রীরাধার অঙ্গে চিত্র (তিলকাদি) রচনাই করেন, এমন নহে; পরন্তু বিশ্ববাসীর হৃদয়েও তিনি বিচিত্রতা (বিস্ময়) সমর্পণ করেন !! (৫৮) “সখি হে ! চিত্রার সম্মুখে যিনি বিরাজিতা—তাঁহার নাম **তুঙ্গবিদ্যা**। ইনি শ্রীহরির গুণবর্ণনা করিতে করিতে রাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎই চলিতেছেন। অহো ! ইনি যে যে কথাই আনন্দভরে



উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা তাহাই তাঁহাকে সাক্ষাৎ সরস্বতী বা পদ্মিনী নারী বলিয়া পরিচয় করাইতেছে ! ( ৫৯ ) “ঐ যে দক্ষিণদিকে অগ্রগমন করিতেছেন—উনি **ইন্দুলেখা** । ইনি রহোলীলাবসরে সখী রাধাকে তাম্বুল দান করেন [ অথবা ইনি রহঃসখী অর্থাৎ রহস্য নিগূঢ় কথা বলিবার সুযোগ্য পাত্র এবং তাম্বুল-দানকারিণী । ] বৃষভানু-নন্দিনী ইঁহাকে পাইয়া বদনপদ্মে রক্তিম ও চিত্তে আসক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন । ( ৬০ ) “যিনি অচেতন বীণাকেও হরিগীতে ভাবিত করিয়া নির্মাণ করিতে পারেন, তিনি যে শ্রীরাধাকে হরিগীত-ভাবিত করিবেন,—ইহাতে আর সন্দেহ কি ? বস্তুতঃ যিনি মূর্ত্তিমতী সঙ্গীত-লক্ষ্মী-রূপেই প্রকট হইয়াছেন, সেই **রঙ্গদেবী** ঐ বামদিকে যাইতেছেন । ( ৬১ ) “নিত্যই হরিপ্রেমমদ-ভরে ভ্রমাকুলা রাধার পৃষ্ঠদেশে **সুদেবী** চলিয়াছেন । ইনি শ্রীরাধার দেহের সহিত অদ্বিতীয়তা ( অভিন্নত্ব ) প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ভাবের জ্ঞাতা ও মনস্তত্ত্ববিৎ ॥ ( ৬২ ) এই যে সন্মুখে যিনি চলিয়াছেন—ইনি **কুন্দলতা** । বিশেষ বিশেষ নন্দ্যবাক্য প্রয়োগে ইনি রাধার স্তব করিতেছেন । ভ্রতঙ্গীসহ মৃদু হাস্ত নিষ্কাশনকারিণী সখীগণ ( বা ভ্রমরগণ ) যেন ইঁহাকে সন্মুখের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন !! ( ৬৩ ) “সখি হে ! ঐ দেখ—রাধিকার পশ্চাতে, সন্মুখে ও সঙ্গে সদা উন্মত্তা ও অনুগতা সখীসমাজ চলিয়াছেন । অহো ! ‘আকর্ষণ-কার্য্যে প্রণয়ই সর্ব্বদা সুনিপুণ’ এই ভাবিয়া বিধাতা এই মহাগুণের সৃজন করিয়াছেন !! ( ৬৪ ) ‘ঐ ভানুমতী-প্রমুখ সেবাসুখা শতাধিক গোপী রাধার মুখদর্শন করিয়া আনন্দভরে নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারে অমৃতই বুঝি বমন করিতেছে এবং মনে হইতেছে যেন অমৃতভোজী দেবী তোমাদিগকে পরিস্কার ভাবে নিন্দাই করিতেছে !! ( ৬৫ ) নিজেদের প্রত্যেক পথে ( গৃহে ) যেমন কৃত্তিকাদি নক্ষত্রমণ্ডলী চকোরের প্রমোদ-বুদ্ধিকারী চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়—তদ্রূপ নিজ নিজ বাসস্থান হইতে মঙ্গলদ্রব্য হস্তে লইয়া পথে পথে বহু রমণী সেই হাস্তনয়না শ্রীরাধার নিকট সমাগত হইতেছেন । ( ৬৬ ) দেখ সখি ! সংপ্রতি চন্দ্রাবলীর অত্যন্তম পুরীর তটদেশ হইতে ইতস্ততঃ তোরণাদির সৌন্দর্য্য-দর্শনে রাধা-সখীগণ মৃদুহাস্তসহকারে কটাক্ষপাত করিয়া যেন শত শত চন্দ্রাবলীরই ( চন্দ্ররাজিরই ) সৃজন করিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের হাস্তেই শত চন্দ্রের



উদয় হইল !! [ দেবীগণ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ] ( ৬৭ )  
 ‘হে রাধাসখীগণ ! তোমরা ঐ চন্দ্রকে দ্বেষ করিও না—কিন্তু তোমাদের  
 স্তনরূপ পূর্বশৈলসমূহ দ্বারা চন্দ্রাকর হইতে ভানুজা-কিরণকে আবরণ  
 কর অর্থাৎ তোমাদের দেহের আবরণ দ্বারা চন্দ্রাবলির কিরণ বা  
 হস্ত হইতে শ্রীরাধার অঙ্গ-রশ্মিকে আচ্ছাদন কর। [ তখন অগ্নি  
 দেবী বা তাঁহার সখী বলিলেন—] কোটি বিদ্যুদ্বিজয়ী অরুণ আকাশের  
 সৌন্দর্য্য যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই চন্দ্রকে গ্লান করিয়া থাকে, তদ্রূপ  
 শ্রীরাধার অগ্রগামিনী তাঁহার সখীগণই অরুণবসন-শোভায় ঐ চন্দ্রাবলীকে  
 পূর্বেই গ্লান করিয়া ফেলিয়াছেন !! ( ৬৮ ) আমাদের এতাদৃশ আনন্দ-  
 বাক্যে উর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া সখীগণ হাস্তভরে আমাদিগকে দেখিয়া  
 দেখিয়া যেন এই মনঃকথাই বলিতেছেন—‘আমাদের প্রাণেশ্বরীর  
 সৌন্দর্য্য ত দূরেই থাকুক—ঐ চন্দ্রাবলি ( গোপী অথবা চন্দ্রশ্রেণী )  
 আমাদেরই মুখ-সৌন্দর্য্যেই পরাজিতা ( হতশ্রী ) হইয়াছে !! ( ৬৯ )  
 জম্বুদ্বীপ ও ক্ষীরসমুদ্রের সীমায় হংসী যেমন অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিয়া  
 পরম শোভা বিস্তার করে, তদ্রূপ বনসীমা এবং ব্রজের মধ্যে গব্য  
 ( দধি ছুগাদি ) সংস্থাপন হেতু ঐ শুভ স্থান দিয়া বাইতে বাইতে  
 কটিস্থিত মনোজ্ঞ কাঞ্চীর অব্যক্ত মধুর ধ্বনি দ্বারা শ্রীরাধা সাতিশয়  
 চিত্তচমকপ্রদ হইয়াছেন !!

### শ্রীকৃষ্ণদর্শনভয়ে সখীগণ কর্তৃক শ্রীরাধার আবরণ

( ৭০ ) অহো ! কদম্বরূপ উদয়-পর্বতে সহচরগণরূপ তারকারাজির  
 সহিত শ্রীহরিরূপ চন্দ্রের উদয়-দর্শনে সখীগণ লজ্জারূপ মধুনাশের ভয়ে  
 কামরূপ ভ্রমরের আক্রমণ হইতে পদ্যবৎ সুন্দর-নয়না সেই শ্রীরাধাকে  
 আবরণ করিলেন।

### যশোদা পুরক্লীগণ কর্তৃক পৌর্ণমাসীর হস্তে রাধা সমর্পণ

( ৭১ ) ঐ দেখ—ব্রজেশ্বরীর সহিত কীর্তিদা-প্রমুখ পুরক্লীগণ এই  
 স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন মনে করিয়া রাধার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার



হস্তকমল শ্রীপৌর্ণমাসীর হস্তে সমর্পণ করতঃ অশ্রুজলে স্নাত হইয়া কাকুবাদে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—(৭২) “হে দেবি! কৃষ্ণ ও রাধা সদাকালের জগৎ আপনারই করে সমর্পিত হইয়াছে! অতঃ কিস্তি বিশেষ-ভাবেই সমর্পিত হইতেছে—বনলক্ষ্মীর প্রভাব (সৌন্দর্য্য সুষমা) প্রভৃতি কর্তৃক সংপুষ্ট অঙ্কুরযুক্ত আমাদের এই জীবিতৌষধিকে পালন করিতে আপনিই একমাত্র উপযুক্ত আশ্রয়।” (৭৩) বিদায়-সময়ে প্রথমতঃ তাঁহারা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া অতিকষ্টে বিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অশ্রু-মার্জনসহকারে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে সাতিশর উৎকণ্ঠিতই হইলেন; তৎপরে ঐ মহোৎসব-কথা সুধার আপ্লুত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

### দেবীগণের পৃথিবীতে অবতরণ ও গোপীবেশে অনুগমন

(৭৪) ‘হায়! এখানে বৃক্ষশাখার অন্তরাল হওয়ায় এই হরিণ-নয়না গোপীগণকে ত আর দেখিতে পাইব না!’ এই বলিয়া সেই সুর-সুন্দরীগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে শীঘ্রই চতুর্দিকে উপস্থিত হইলেন। [ পাঠান্তরে—আমরা গোপীবেশ-ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবশতঃ ইহাদের দর্শন করিব!! (৭৫) দেবীগণ এইভাবে বর্ণনা করিয়া সেই বরাদ্ধনা শ্রীরাধাকে উত্তমরূপে দর্শন করিবার লালসার পুষ্পিত বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মুহুমুহু বিকসিত কুসুম-রাশি বর্ষণ করিয়া করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ]

### রাধাসকাশে সখীগণের বৃন্দাবন- মাহাত্ম্যচ্ছলে তাঁহার অভ্যর্থনা বর্ণন

(৭৬) তখন সকলেই বহুকন্ম্বে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পরস্পরের সুখদান করিতে করিতে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে পরে রঙ্গপরা প্রধানা সখীগণ আনন্দভরে সেই গন্ধগজেন্দ্র-গামিনী গান্ধবিকাকে বলিলেন—(৭৭) “হে সখি! এই বৃন্দাবন **মধুসূদন** (ভ্রমর পক্ষান্তরে কৃষ্ণ)-যুক্ত হইলেও কিস্তি তোমার বিরহে পূর্ব্বে শীর্ণদেহ হইয়াছিল; এক্ষণে তোমার



সঙ্গমে প্রফুল্ল হইয়া নমস্কার পূর্বক তোমাকে গাতরূপ মন্ত্রের প্রয়োগে আনন্দভরে অর্চনা করিতেছে । ( ৭৮ ) “হে পদ্মবদনে ! তুমি হুঃখিতা হইওনা, সম্মুখভাগে অবস্থিত ঐ তমালচূড়ামণি ( লীলাবিনোদী কৃষ্ণ ) তোমাকে পাইতে লালসা করিতেছে !! তুমি তাহার অঙ্ক-লক্ষ্মী ( ক্রোড়-সৌন্দর্য্য ) প্রাপ্ত হইলেই নিজ সুষমা বিস্তারে তুমি এই বৃন্দাবনকেও আনন্দ-দান করিবে । ( ৭৯ ) “দেখত সখি ! তোমার এই কৃষ্ণবনে প্রবেশ-কালে এই চম্পকমালা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত বায়ুভরে চঞ্চল লতারূপ শত শত হস্তে মহাসুগন্ধি চম্পক-কোরকরূপ প্রদীপরাজিদ্বারা তোমার নীরাজন করিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে !! ( ৮০ ) “হে সখি ! ঐ দেখ—অনুগত বৃক্ষ-কর্তৃক প্রেমভরে উৎসৃষ্ট অতএব শিথিলিত পুষ্পযুক্ত পল্লবরূপ হস্তদ্বারা পুষ্পপাতচ্ছলে ঐ মাধবী তোমার চতুর্দিকে মঙ্গলময় **লাজই** ( থই ) যেন ছড়াইতেছে !! ( ৮১ ) “হে রাধে ! ঐ দেখ—ফুল্লস্থলপদ্মিনীসমূহ পরাগপুঞ্জ-ব্যাপ্ত অতুলনীয় বিচিত্র **আসনে** তোমাকে বসাইয়া পুষ্প ( কোষ ) কলসীসমূহ হইতে ক্ষরিত **মকরন্দ**-ধারায় বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে তোমাকে উত্তমরূপে **অভিষিক্ত** করিতেছে । ( ৮২ ) “ঐ দেখ—কোকিলগণ মনোজ্ঞ পঞ্চমস্বরে **সঙ্গীতালাপ** করিতে থাকিলে ও চন্দন ( মলয় ) বায়ু প্রবাহিত হইয়া পত্রবাণ্ড করিলে তোমার রাজ্যাভিষেকোৎসবে ঐ লতাগুলি কেমন নৃত্য করিতেছে ! ঐ বৃক্ষসমূহও রসিকগণবৎ **শিরঃকম্পন** করিতেছে !! ( ৮৩ ) “এই উৎসব উপলক্ষে মৃদুমন্দ পবনসমূহ গধুব্যাপ্ত পীতবর্ণ পুষ্পপরাগরাশি ইতস্ততঃ বিস্তার করিতেছে, অথবা ঐ লতারাজি **তৈলযুক্ত হরিদ্রাচূর্ণ**-সমূহই পরস্পরকে সিঞ্চন করিতেছে ! ( ৮৪ ) “হে বিচিত্রচন্দ্রবদনে ! তোমার উৎসব-প্রভাবে অগ্নি দিবাভাগেও জলাশয়ে ঐ **কুমুদিনীরাজি** প্রফুল্ল হইয়াছে এবং ভৃঙ্গসমূহের গুঞ্জনচ্ছলে যেন পদ্মসমূহের সহিত কলহই করিতেছে । ( ৮৫ ) “তোমার এই মহোৎসব-প্রসঙ্গে ঐ **শুকগণ** না পড়িয়াও তোমার কীর্ত্তিগাথা-সমূহ সুন্দরভাবে গান করিতেছে । অহো ! এক্ষণে আবার তোমার বাক্য-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া স্তম্ভতাব প্রাপ্ত ( নীরব ) হইয়াছে !! ( ৮৬ ) “এই অভিষেকামৃতের ( জলধারার ) বর্ষণ-সম্পত্তির উদয়ে এই সুন্দর **ময়ূরগণ** কোনও অনির্বচনীয় মদভরে ভঙ্গিপূর্বক নাচিতেছে ! অহো !!



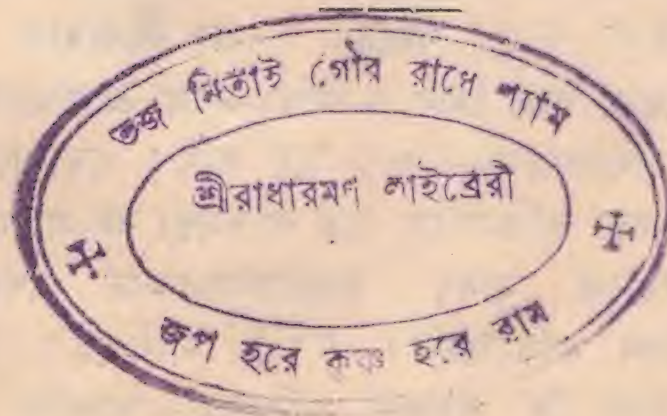
ইহাদের পুচ্ছ-নর্ভনের সহিত আমাদের চক্ষুগুলিকেও যেন উহার।  
নাচাইতেছে !! (৮৭) “এই **হরিণীসমূহ** নিজ নিজ শাবকগুলিকেও  
দূরে পরিত্যাগ করিয়াই তোমার গমন পথে আসিয়াছে এবং **অর্ঘ্যদান**  
করিবার ইচ্ছাতেই বুঝি ইহারা মুখে দুর্কা ধারণ করিয়াছে !! অহো !  
ইহারা তোমার নয়ন-সৌন্দর্য্যে বিস্মিতও হইয়াছে !!! (৮৮) “হে সখি !  
ঐ দেখত—তোমার স্তনে, কৃষ্ণপদে ও তৎপরে তৃণোপরি ক্রমশঃ  
সংক্রমিত কুসুমরাশি দ্বারা নিজদেহকে ভূষিত করিয়া এই **পুলিন্দীগণ**  
এক্ক্ষেণে আবার তোমার অঙ্গচ্যুত গৈরিক ( গিরিমুক্তিকা ) ও গুঞ্জাবলি  
আহরণ করিতেছে !! (৮৯) “হে সখি ! বৃন্দার সখীগণ ও কৃষ্ণবনের  
বৃক্ষবাটিকা সমূহের রক্ষয়িত্রীগণ তোমার উৎসব-সম্পাদন জন্ত সমাগত  
হইয়াছে ; কিন্তু এক্ক্ষেণে তোমারই মুখ-সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কৃত্যকার্য্যে  
[ ব্যাঘাত হওয়ার দরুণ ] অনুতাপ করিতেছে !! (৯০) “এই ত  
আমরা রাজ্যাভিষেক স্থলে সমাগত-প্রায় । ঐ যে জনমণ্ডলী ওখানে  
স্থগিত হইয়া রহিয়াছে । **বাঘসমূহ**ও পরস্পর পৃথক পৃথক ভাবে  
ঘনীভূত হইয়া এক্ক্ষেণে মহামধুর আনন্দোন্মাদ দান করিতেছে । (৯১)  
“হে সখি ! ঐ যে চত্বর হইতে বৃন্দার সহিত তোমার ( অগ্ৰাণ ) সখীগণ  
তোমার নিকট আসিতেছে । ইহারা নিজেদের নয়নসমূহকে তোমার  
রূপলাবণ্যের অমৃতধারায় আপ্লুত করিতেছে । (৯২) “এই ত সন্মুখে  
কুঞ্জময় বৃন্দাবন শোভা বিস্তার করিতেছে । উহা উত্তম হাশ্রভরে যেন  
সমুজ্জ্বল হইয়াছে এবং তোমার রাজ্যসম্পদে উন্মত্ত হইয়াই বুঝি ইতস্ততঃ  
চঞ্চলায়মান **পতাকারূপ** জিহ্বা সমূহ দ্বারা স্বর্গের সৌন্দর্য্য-রাশিকেও  
গ্রাস করিতেছে !! (৯৩) “হে সখি ! ঐ দেখ—সন্মুখেই **মুনীন্দ্র-**  
**বন্দিতা** দেবী **পৌর্ণমাসী** এই পুরদ্বারে আনন্দভরে দণ্ডায়মানা  
হইয়াছেন । বাৎসল্য-রঞ্জে ইনি সঙ্গীত-মঙ্গল করিতেছেন এবং সঙ্গিনী-  
গণের সহিত উৎকণ্ঠাতিশয্যে তোমার পথের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া  
রহিয়াছেন !!” (৯৪) এইভাবে সখীগণ স্তখে রাধার বর্ণনা সমাপন  
করিলেন, দেবীগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধাও  
শোভাঘারা লোচনের সুখদায়ক কর্মসমূহের অত্যুত্তম বিশ্বকর্মারূপে  
অর্থাৎ সকলের নয়নানন্দ বিধান করিতে করিতে পুরীদ্বারে গমন করিলেন ।



## অভিষেকস্থলীতে আগমন ও অধ্যায়-সমাপ্তি

( ৯৫ ) এক্ষণে এই অভিষেক-মণ্ডপে শ্রীরাধার মুখচন্দ্রজ্যোৎস্নার উদয় হইল ! প্রত্যেক বক্তির নয়নাবলিরূপ চকোরশ্রেণীও তখন ঐ কান্তিধারা সমগ্রটুকুই পান করিবার অভিপ্রায়ে উদ্গ্রীব হইয়া রহিল । অহো ! তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়াই কিন্তু উহারা সাতিশয় মদাক্রান্ত হইয়া জাড্যই প্রাপ্ত হইল !! ( ৯৬ ) এই সম্মুখস্থ কুঞ্জবর্ষ্যে যিনি উদয়ানন্দ লাভ করিয়া তৎপরে নিজ হাশুরূপ জ্যোৎস্নাদ্বারা নিখিল তরুণতা-মণ্ডলীকে প্রফুল্লিত করিয়া ইহাদিগকে নিজ অশ্রুস্বধাধারায় সেক করিতেছেন—সেই বৃন্দাবনীয় পূর্ণচন্দ্রলক্ষ্মীই বিজয়লাভ করুন । ( ৯৭ ) যিনি আমার গ্রায় তাপদঙ্ক জীবের হৃদয়ে নিজপদনখর-চন্দ্রমা দান করিয়াছেন—অজিত ( অবিচ্যুত ) ভক্তিদানে যিনি আমার চিত্তদর্পণ সম্যকরূপে পরিষ্কার করিতেছেন—যিনি যে কোনও বস্তু কামনা করিলেও সাক্ষাৎ চিন্তামণিই দান করেন—সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে নিত্য সেবা করি [ পক্ষান্তরে—কৃষ্ণসেবী পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-চরণকে নিত্য ভজন করি । ]

ইতি শব্দম উল্লাস !!





## ষষ্ঠ উল্লাস ।

### নিকুঞ্জ দ্বারে বন্দাকৃত শ্রীরাধাভ্যর্থনাদি

( ১ ) অনন্তর মহোৎসবের যাত্রীগণ পশ্চাতে ও সম্মুখে যথাক্রমে দ্রুতগতি ও মন্থরভাবে চলিতে থাকিলে বৃন্দাদেবী নিজ নিকুঞ্জপুরীর দ্বারদেশেই শ্রীরাধাকে সম্যকরূপে পূজা করিলেন। ( ২ ) অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধ প্রভৃতি শুভ বস্তুরাজিদ্বারা ‘জয় জয়’ শব্দ উচ্চারণ করতঃ তাঁহার পূজা করা হইল ; তখন দেবশিল্প-মূর্তির গ্রায় সেই তরুপুরীকে ( নিকুঞ্জ-মন্দিরকে ) শ্রীরাধা নিজধামরূপে অঙ্গীকার করিলেন ।

### শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-পাকলাভ ও বৃন্দা কহুক কৃষ্ণ- বার্তা-প্রাপ্তি

( ৩ ) তৎপরে নিজ নিকুঞ্জপুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই অত্যুৎকট উৎকণ্ঠায়ুক্ত হইয়াও তিনি শ্রীহরির অঙ্গ-পরিমলে শান্তমতি হইলেন এবং নিজনে বনদেবতাকে বলিলেন—( ৪ ) হে দেবি ! সেই হরিকে নয়নে দেখিয়াছি না কি ? অথবা তাঁহার অঙ্গগন্ধ প্রসারিত হইলেই ভ্রম-বুদ্ধিবশতঃ ঐরূপ মনে হইল কি ? বল দেখি তোমার অধীশ্বর এখানে বিলাস করিতেছেন কি ? তাহা হইলে আমি নিজমতি শান্ত করিতে পারি !” ( ৫ ) বনদেবী তখন শ্রীরাধার নয়ন-পদ্মের বারি মার্জন করিতে করিতে চঞ্চল ও কাতর-নয়না শ্রীরাধাকে মহাশান্তি-পূর্ণ মধুর বাক্যে বলিতেছেন—( ৬ ) “হে সখি ! তোমাদের উভয়ের প্রণয়িতা দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে পুত্র অভিমন্যু সহ এখানে যে জটীলা আসিয়াছিলেন—তাহাতে মাধব নাতিহর্ষযুক্তমনে সখাগণ সহ ঐ মাধবিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। ( ৭ ) “সখি হে ! শৈব্যা বৃদ্ধা জটিলার নিকট গিয়া কি শঠতাই করিয়াছে—তাহাও শ্রবণ কর। যেহেতু স্নহদের নিকট নিজ মনোদুঃখ না বলিলে তাহার প্রথরতা ( তীব্রতা ) নাশ হয় না। শৈব্যা বলিল—‘হে বৃদ্ধে ! তুমি নিজ বধুকে হরির তত্ত্বাবধানে গ্ৰস্ত করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছ !! [ ব্যঙ্গোক্তি ]



তখন কিন্তু রাধা-সঙ্গে যাহাতে হরি না থাকে, এইভাবে রাধার নিকট হইতে ঐ যুবতিমোহন-নয়নশীল কৃষ্ণকে ব্যবধান করিয়া দাও । ( ৯ ) “এক্ষণে তুমি পুত্রের সহিত ওখানে যাও, এবং শান্ত জনের নিকট নিজ জিতেন্দ্রিয়তার কথা বিস্তার করিতে থাকিলে ঐ কৃষ্ণকে এই কথাটি বল—‘হে কৃষ্ণ ! এই মহোৎসবে তুমি ও আমি বধুর পশ্চাতে ব্যবধানে একসঙ্গে থাকিব ।’ ( ১০ ) “হে সখি ! এইভাবে শৈব্যা কর্তৃক ভেদিত-মতি হইয়া স্বপুত্র অভিমন্যু সহিত সেই অন্ধপ্রায়া জটীলা এখানে প্রবেশ করিতেছে দেখিতে পাইয়া আমি হস্ত-সঙ্কেতে তৎপুত্রকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিলাম—( ১১ ) ‘ঐ দেখ আকাশে দেবীগণ হাসিতেছেন, কেননা তুমি নিজ বধুর রাজ্যাভিষেকের দ্রষ্টা হইতে আসিয়াছ !! অহো ! ধিক্ !!’ আমার এই কথা শুনিয়াই জটীলা-নন্দন কাম্যবনের দিকে পলায়ন করিয়াছে !!!’ ( ১২ ) “পুনরায় আমি বৃদ্ধা জটীলার সম্মুখে গিয়া এই কথা বলিলাম—‘হে বৃদ্ধে ! তোমার পুত্র ত বাতরোগী । অহো ! মুহুমুহু কি জানি কি জপ করিতে করিতে যমুনার দিকে ছুটিয়া গেল !!’ ( ১৩ ) “এইভাবে তাহাকেও নিরসন করিয়া হরি-সাম্বনার জন্ত মালতীকে অতি শীঘ্রই বিনিয়োগ করতঃ কল্যাণময়ী তোমার নিকট এই আসিলাম । সখী হে ! নিজ মনকে আর বিন্দুমাত্রও খেদান্বিত করিও না ।’ ( ১৪ ) অনন্তর বৃন্দার এই উত্তিরূপ-স্বধারসে আপ্লুতা রাধা অদৃষ্টচরী নির্জন পুরীমধ্যে [ অথবা নিভৃত সুখ-প্রাপক পুরীমধ্যে ] শ্রীহরির সঙ্গমাশায় প্রবেশ করিলেন । তিনি অন্তরে নিগূঢ় কামনা রাখিয়াও বাহ্য চাপল্য-বর্জিতই ছিলেন অথবা নিভৃত কামনাশীলা বৃন্দার সহিত ঐ নায়ক-বিরহিত কুঞ্জ-মন্দিরে যাত্রা করিলেন । ( ১৫-১৬ ) “হে বৃন্দে ! যদিও এই অত্যুত্তম লতাপুরী ( নিকুঞ্জ ) আমি সম্যক্ প্রকারে দর্শন করি নাই, তথাপি ইহা আমার চক্ষুতে অসেবিত অর্থাৎ সেবার অযোগ্য বলিয়াই মনে হইতেছে ; যেহেতু এই কুঞ্জে আমাদের কোনও বিশিষ্ট কেলিকলার স্ফুরণ হইতেছে না অথবা বিশেষ ভাবে হিতকর সুরত-সন্তোগাঢ্য কেলি-বিচার প্রচার নাই বলিয়া মনে হয় । শ্রীরাধা এইভাবে প্রতি কুঞ্জেই বনদেবতা বৃন্দার হস্ত মৃদুভাবে ধারণপূর্বক নয়নজলে বক্ষঃ প্লাবন করিয়া পুলকাঙ্কিত-কলেবরে বলিতেছেন । আর শ্রীরাধার অনুযোগ শুনিয়া তখন বৃন্দাও বলিলেন—



## নিকুঞ্জ পুরীর রচনা-বৈশিষ্ট্য, সুসমা ও বৈচিত্রী প্রভৃতি

( ১৭ ) “হে রাধে ! নিকটে এই লতাগৃহ শোভা পাইতেছে । উহা কুমুম, পল্লব ও ভ্রমররাজি-বিরাজিত হইয়া বিচিত্রতা বহন করিতেছে । উহাতে তরু, নিকুঞ্জ ও মণিময় ভূমিভাগ শোভা বিস্তার করিতেছে !! নানাবিধ ভঙ্গিময় চত্বর ( প্রাঙ্গণ ) ও ( কুটীর ) তোরণদ্বারাও তাহাতে বিরাজিত আছে । ( ১৮ ) “হে প্রধানা সখি ! ইহাতে যথাক্রমে উন্নততর ছয়টি প্রকোষ্ঠের একটি প্রকাণ্ড কক্ষ আছে ; চারিদিকে চারিটা বৃহৎ দ্বারযুক্ত শোভায়মান এই লতাপুরীটি বহুকাল পূর্বে আমি তোমার জন্ত নির্মাণ করিয়াছি । ( ১৯ ) “সখি হে ! তোমার এই নিকুঞ্জময় পুরীর বর্ণনা করিতে যদি সাক্ষাৎ চতুরানন ( ব্রহ্মা ) ও চিরকাল প্রযত্ন করেন, তথাপি অবিলম্বেই তিনি অচতুরানন ( নির্বাক ) হইবেন, সন্দেহ নাই !! ( ২০ ) এই লতানিকুঞ্জ-রাজি স্বয়ং উল্লগামী কিরণ-জালে মণিময় গৃহকেও জয় করিয়াছে । মধুপ ( ভ্রমর বা মধু-পানোন্মত্ত নাগরেন্দ্র ), কুমুম ও পিকাদির সেই অনিবার্য বা অদ্ভুত মাধুরী কি উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে ? অর্থাৎ তাহাদের প্রভাব অতিমাত্রায় ইহাদের উপরে প্রতিকলিত হইয়াছে । [ পাঠান্তরে—মধুরসে অন্ধ কোকিলাদি ও ভ্রমরমণ্ডলী ঐ লতা নিকুঞ্জ সমূহে দৃষ্টি করিয়াছে কি ? ]

### প্রথম কক্ষ

( ২১ ) “হে সুমুখি ! এই লতা-পুরী দীপযুক্ত মণিময় কলসীসমূহ ধারণ করিয়াছে, ফলভারে প্রণত হইতেছে ; এক্ষণে তোমার মহোৎসব বা কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল দেহযুক্ত হইয়া ভাববতী নারীর গায় জুস্তাত্যাগ করিতেছে । [ ভাবিনী নারী মণিময় আভরণ পরিধান করে, সুন্দর কুচযুগলে শোভিতা হয় এবং তাহার ভারে আনতাও হয় ; অথচ স্বাভিলাষ-প্রকাশ জন্ত জুস্তা ত্যাগ করে, তদ্রূপ এই লতাপুরীও ভাব-বিশেষ প্রকাশ করিতেছে !! ] ( ২২ ) হে রাধে ! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুর আশ্রয়-গ্রহণকারী ঐ শতপত্রিকা ( গোলাপ ) বৃক্ষ সমূহের



আভরণ স্বরূপে এই কুসুমচয় কেবল কান্তিতে নয়—কিন্তু উন্নত প্রদেশে সঞ্চালন হেতুও নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত সখ্যবিধান করিয়াছে !! (২৩) “হে কৃষ্ণবরালি ! ( কৃষ্ণের প্রধানা সখীস্বরূপে ! ) ময়ূরগণ তোমাদের উভয়ের সৌন্দর্য্য-দর্শনাকাজ্জল্য নিরন্তর এইস্থানে আসিতেছে । ইহারা তোমাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া বিহ্বাদযুক্ত মেঘরাজিকে সদাসর্বদা ভজন করে !! (২৪) “হে সখি ! এই নাট্যকলোচিত গৃহ-সমূহে যদি তুমি প্রণয়ীর সহিত খেলা কর, তবেই এই মৃগীগণের নয়ন-প্রশস্ততার সার্থক হয় এবং বিধাতার শুভ বিধানেরও ফলোদয় হয় !! (২৫) “তোমার এই মহাভিষেকাবসরে প্রকৃষ্ট হর্ষযুক্ত দেব-সুন্দরীদের পঙ্ক-সমূহের আনন্দাতিশয়বশতঃ ইতস্ততঃ নিপাত হওয়াতে মনে হয় যেন তাঁহারা মুহুমুহ ( তাঁহাদের পক্ষে ) অকল্যাণময় সনিমেষত্বই ( মানবত্বই ) প্রাপ্ত হইয়াছেন !!”

### দ্বিতীয় কক্ষ

(২৬) “সখি হে ! এই দ্বিতীয় অন্তঃপুর **বকুল ও রঙ্গণ** (কিংগুরু) কুসুমে পরিব্যাপ্ত মন্দির-শোভিত । অহো ! ইহাতে ঐ পরিমল কি মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে অথবা উজ্জল রাগ ( রক্তিম ) বিগ্রহই ধারণ করিয়াছে, কিছুই ত বুঝিতেছি না !! (২৭) দেখনা কেন, রঙ্গণপুষ্পে বকুলের গন্ধ বিद्यমান, আবার বকুলেও রঙ্গণের সুবাস বর্ত্তমান ! এইজন্ত এই লতানিকুঞ্জ-মধ্যে ভ্রমরগণ একবার রঙ্গণপুষ্পে যাইতেছে, পুনরায় তৃষ্ণাভরে বকুলের দিকে যাইতেছে এবং মনে মনে ভাবিতেছে—“অহো ইহা কি বস্তু ?”

### তৃতীয় কক্ষ

(২৮) “হে রাধে ! এই তৃতীয় কুঞ্জপুরীতে প্রবেশ কর, ইহা প্রস্ফুটিত **পাটল ও মল্লিকা** পুষ্পজালে উজ্জল হইয়াছে । সান্ধ্য ( সন্ধ্যাকালীন ) রক্তিমার মধ্যে তারকারাজি-কর্তৃক উল্লসিত চন্দ্রকলার স্মরণে ( উদ্দীপনে ) মন চঞ্চল হউক । (২৯) এই লতানিকুঞ্জ চন্দ্ররশ্মি-সমূহের বারণাবৎ অত্যন্তম মল্লিকাসকলের রসপ্রবাহে চন্দ্রকান্তমণিবৎ আচরণ করিতেছে অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণি যেমন চন্দ্রজ্যোৎস্নার দ্রবীভূত হয়,



তদ্রূপ এই নিকুঞ্জও মল্লিকা সমূহের রসপ্রবাহ উদ্গার করিতেছে।  
আবার সূর্য্যাকিরণে প্রস্ফুটিত পাটলরূপ অনলরাশি ধারণ করিয়া সূর্য্যকান্ত-  
মণিবৎ প্রতিভাত হইতেছে !!”

### চতুর্থ লতা-নিকুঞ্জ

( ৩০ ) “সখি হে! চতুর্থ লতাগৃহ এইটী—ইহাতে প্রস্ফুটিত  
কর্ণিকার রাজি প্রকাশমান হইয়া স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে! ইহাতে  
প্রবেশ করিয়া তুমি নিজ কান্তি দ্বারা অগ্নবস্তুর কথা দূরে থাকুক, মলিন  
ভঙ্গ সমূহকেও স্বর্ণবর্ণ কর। ( ৩১ ) হে সখি! এই প্রকোষ্ঠে গৃহবৎ  
প্রকাশশীল কর্ণিকার বৃক্ষে সূমেরু পর্বত-ভ্রমে খেচরগণ ঘাইতে থাকিলে  
তাহা দেখিয়া তোমার অপরূপ মাধুর্য্যই আনন্দের সহিত তাহাদিগকে  
স্থগিত করিয়া পুরপালকজনবৎ শোভা বিস্তার করে।”

### পঞ্চম কুঞ্জকক্ষ

( ৩২ ) “হে সখি! এই পঞ্চম কক্ষটি লবঙ্গলতার স্নললিত  
সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে এবং মধুসূদন ( ভ্রমর বা কৃষ্ণ ) কর্তৃক পরি-  
মিলিতও হইয়াছে! অতএব তুমিও নিজলীলা প্রকট করিয়াই এই  
কক্ষ মধ্যে প্রণয়িতা লাভ কর। ( ৩৩ ) এই কুঞ্জপুরীতে লবঙ্গলতা-  
গৃহের অত্যুত্তম সৌরভ প্রসৃত হইতেছে। ঐ দেখ—এ স্থানে ভ্রমর-  
রাজি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকিলে লোকের মনে এই ভ্রম হয় যে  
সুগন্ধি ধূপধূমরাশিই বুঝি দেখা যাইতেছে !!

### ষষ্ঠ লতা-মন্দির

( ৩৪ ) হে সখি! তমালবৃক্ষাক্রুত চম্পকলতা-শোভিত এই  
অতুলনীয় ষষ্ঠ গৃহে প্রবেশ করিয়া ইহাকে সুখী কর। ‘তোমাদের  
যুগলের কান্তি ধারণ করিয়াছে’ বলিয়া এই লতাগৃহটি নয়নামৃত-ধারায়  
সিক্ত হইয়াই যেন এত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। ( ৩৫ ) যে ব্যক্তি  
ইন্দ্রনীল-মণিজটিত হেমময় গৃহসমূহের সহিত এই নিত্য সংস্কৃত শোভা-  
মণ্ডিত তমালকর্তৃক আলিঙ্গিত চম্পকলতারাজিকে অতিমাত্রায় তুলনা



করে—বলিতে হইবে যে তোমাদের শোভা তাহার ভ্রান্তিপ্রদ নয়নকান্তি আলোকিত করে নাই !!

### সপ্তম লতাপুরী

( ৩৬ ) “হে সখি ! বিচিত্র লতাজাল-ব্যাপ্ত এই সপ্তম মন্দির-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর। হে সুমুখি ! এক্ষণেই ইহা মোহনত্ব ( সুরত-সন্তোগ, পঞ্চবাণ কামের প্রথম বাণ, অথবা মোহকারক-স্বভাব ) প্রাপ্ত হইয়া ‘মোহন’ নামের যথার্থতা সম্পাদন করুক। ( ৩৭ ) হে রাধে ! এই লতাপুরী বিবিধ-কান্তিবিশিষ্ট কুসুম-নিচয়ে তোমাদের উভয়ের ভাব-বিষয়ক প্রচুর চাকু কান্তি বিকীরণ করিতেছে এবং পক্ষিদের বিবিধ কাকলিধ্বনিতে নিখিল মণিতের ( রতিকুজনের ) অনুকরণ করিতেছে।

### পূর্বদিকে নৃপাসন, উত্তরদিকে অভিষেক-সামগ্রী ইত্যাদি

( ৩৮ ) এই পুরীর মধ্যস্থান হইতে পূর্বদিকে সর্বদা প্রসিদ্ধ একটি গৃহ আছে। দিক্চক্রবালরূপ বধূগণের সমান রাগ-( রক্তিম বা অনুরক্তি ) বিশিষ্ট ঐ স্থলে রাজাসন রূপ সূর্য্যদেব প্রকাশমান। ( ৩৯ ) সখি হে ! তুমি অভিষেকের পরক্ষণেই এই স্বর্ণসিংহাসনে শুভ বিজয় করিবে। তখনই বৃন্দাবনের ভাগ্যানিধি ( রত্নময় আভরণাদি বা রুম ) স্বয়ং আনন্দিতচিত্তে তোমার নিকটে আগমন করিবে। ( ৪০ ) এক্ষণে প্রথমতঃ এই গৃহের উত্তরদিকেই প্রবেশ কর। হে শুভে ( পরম-কল্যাণস্বরূপে ! ) অভিষেক-সামগ্রীপূর্ণ এই চত্বর সর্বত্রবিস্তারি কান্তি ধারণ করিয়া সুন্দর নক্ষত্ররাজি-বেষ্টিত গগনবৎ শোভাসম্পন্ন হইয়াছে এবং তুমিও ইহাতে চন্দ্রমাবৎ উদয় লাভ করিয়া বিরাজমান হও। ( ৪১ ) ঐ দেখ—এস্থলে মুনীশ্বরী পৌর্ণমাসী তোমার অভ্যুদয়ের জন্ত বটু ( ব্রহ্মচারী ) গণদ্বারা নিপুণতার সহিত যজ্ঞ-রূপে শিবের ( মঙ্গলের বা মহাদেবের ) রচনা করিতেছেন। হে সুমুখি ! স্বতের দ্রব্যধারায় যেন গঙ্গাই ক্ষুণ্ণি পাইতেছেন এবং ঐ শিবের ধূমজটা ও ( ধূম্রবর্ণ জটা পক্ষে ধূম্ররূপজটা ) উপরিভাগে দৃষ্টিগোচর হইতেছে !!



( ৪২ ) এইভাবে বিপিনদেবতা বৃন্দা কর্তৃক উক্তা রাধা এই নিজ-  
পুরীতে যেমন আসক্ত হইলেন, ( শ্লেষপক্ষে—নিজদেহে অনুরঞ্জিত  
হইলেন ), তদ্রূপ ঐ বৃন্দার অঙ্গকান্তি বা পরিধেয় বস্ত্রকেও উত্তমরূপে  
রঞ্জিতই করিলেন । এইরূপে দেহগেহে পরস্পর অনুরঞ্জন সুন্দরভাবে  
স্থির হইয়াই রহিল ( স্থায়িত্ব লাভ করিল । ) ( ৪৩ ) তৎপরে কুসুমময়  
তোরণদ্বারযুক্ত মণ্ডপ-শোভিত, সুমনোহর দীপ ও কলসরাজি দ্বারা  
অত্যুজ্জ্বল, অভিষেকোচিত মঙ্গল বস্তুরাশি-পরিপূরিত এবং কামদোৎ-  
সবময় সেইপুরী-মধ্যে শ্রীরাধা আগমন করিলেন । ( ৪৪ ) তদনন্তর  
তন্মধ্যে কুসুমরাজি-বিরচিত, চতুষ্কোণ, বিশহস্ত-পরিমিত এবং ধ্বজা-  
শোভিত এক অনির্বচনীয় স্থান দেখিলেন—ইহাকে **সার্বভৌমগৃহ**  
বলা হয় । ( ৪৫ ) দিক্‌পর্বত-সমূহের মধ্যবর্তী চন্দ্রমা যেমন নিজ-  
কিরণে উদ্ভাসিত আকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মণিময়  
ভূমির মধ্যস্থানে উত্তমবৃক্ষ-শ্রেণী-চতুষ্টয়মধ্যে **কুসুমগৃহটি** বর্তমান ।  
( ৪৬ ) ( প্রকাশ ) বহুমূর্তি মুরারি ও প্রেরসীগণের প্রতিনিধি-স্বরূপেই  
বুঝি ইন্দ্রনীলমণিখচিত কলস ও দীপিকামালা সেই বৃক্ষমণ্ডলে ( নিকুঞ্জে )  
পরস্পরের দুই দুইয়ের মধ্যদেশে শোভা বিস্তার করিতেছিল । ( ৪৭ )  
নিজগর্ভে উদয়শীল চন্দ্রমা বেরূপ সমুদ্রকে শোভিত করে, তদ্রূপ ঐ  
মকরতমণি-খচিত বেদিটী মহালক্ষণাধিত শুভকান্তিযুক্ত এই কুসুমগৃহ  
দ্বারা সাতিশয় শোভিত হইতেছে !! ( ৪৮ ) দেবী পৌর্ণমাসী কর্তৃক  
অতি সাদরে পরিলালিত ও পরিবারগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া শ্রীরাধা  
তখন সিংহাসনের নিকটবর্তী বিস্তৃত ও অত্যুৎকৃষ্ট চন্দ্রাতপ-শোভিত  
**দক্ষিণদিকের** চত্বরে সমুপবেশন করিলেন ।

### পৌর্ণমাসীকৃত শান্তিকার্য্য, শুভ শকুন ও দেবীগণের স্মরণ

( ৪৯ ) মুনিবরা পৌর্ণমাসী শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন—  
ব্রতচরণ করিয়া শান্তিকার্য্য সম্পাদন পূর্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন  
এবং অগ্নিতে ঘৃতাহৃতিকালে শুভ নিমিত্ত ( শকুন ) দেখিতে পাইলেন ।  
( ৫০ ) তখন ঘনঘন রথধ্বনি হইতে লাগিল—অগ্নির শিখাসমূহ  
দক্ষিণদিকে আরত্ভগান হইতে লাগিল ( দক্ষিণাবর্ত হইল )—তৎপরে



প্রদক্ষিণকারী জনগণও কলকল ধ্বনি করিয়া উজ্জলতা-বৃদ্ধির সহিত তাহারই ( অগ্নির ) অনুকরণ করিতে লাগিল অর্থাৎ দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ( ৫১ ) তখন সুরসুন্দরীগণ মুহুমুহু কুসুমরাজি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং উহাদের সখীগণ ( কুশীলব ) স্তুতিপাঠকের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া হাস্যচ্ছলে যেন দেবীগণের কুসুমবর্ষার প্রতিবর্ষণই করিলেন। ( ৫২ ) তখন চতুর্দিক হইতে এই এক শব্দই উঠিতে লাগিল—‘হে পূজ্যপাদ দেবী পৌর্ণমাসি ! আপনি শীঘ্র এখানে বিধিমত সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান করুন।’ তৎপর ভগবতীও দেবীগণকে নিজ অন্তরে স্মরণ করিয়া করিয়া বাহিরেও প্রকট করিয়া ফেলিলেন অর্থাৎ সেই স্থলে দেবীগণের আগমন হইল।

### দেবীগণের আগমন, আশীর্বাদ, পৌর্ণমাসী- কর্তৃক অভিষেকে আহ্বান

( ৫৩ ) সূর্য্যপত্নী ছায়া ও সংজ্ঞার সহিত শিবানী, একানংশা ও মানস-গঙ্গার সহিত যমুনা সহসা এইস্থানে সমাগত হইয়া শ্রীরাধার শিরোদেশে পারিজাতাদি স্বর্গীয় কুসুমচয় সংস্থাপন পূর্ব্বক ( ৫৪ ) মুহুমুহু তাঁহাকে নিরীক্ষণ করতঃ শুভ আশীর্বাদ করিলেন এবং তৎপরে সখীগণকে ও মুনিবরা পৌর্ণমাসীকে সম্যক্ অভিনন্দন জ্ঞাপনপূর্ব্বক অশ্রুস্নাত ও পুলকাঙ্কিত-কলেবরে সৈর্য্য ধারণ করিলেন। ( ৫৫ ) তখন শ্রীরাধার দেহের সৌন্দর্য্য এবং পরিজনগণের প্রণয়-মহিমা দর্শন করিয়া ইহারা অক্ষিজল-প্রবাহে স্বমধু-বিন্দুস্নাত কাঞ্চনবর্ণ প্রস্ফুটিত লতাবৎ শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। ( ৫৬ ) শ্রীরাধিকার অপরূপ সৌন্দর্য্য-পানের তৃষ্ণাবেগে দেবীগণ বিমোহিত হইলেও তাঁহাদিগকে প্রবোধিত, ধৈর্য্যশীলা ও স্নেহাধীন করিয়া পৌর্ণমাসী আনন্দাতিরেকে বলিলেন—( ৫৭ ) হে দেবসুন্দরীগণ ! আপনারা যখন ব্রজে আগমনই করিয়াছেন—তবে শীঘ্রই কৃষ্ণবনে ইহাকে অভিষিক্ত করুন—যাহাতে বিশ্ববাসিগণ মহাবিস্ময়ই প্রাপ্ত হয় !!



## ছায়ার সন্দেহ, বিদ্যাবাসিনী কর্তৃক তাহার নিরসন এবং বৃন্দাবনমহিমা

( ৫৮ ) এই কথা শ্রবণে তখন শনির মাতা ছায়া মুনিবরা পৌর্ণমাসীকেও যেন শিক্ষাদিবার জন্তই যাহা বলিলেন, অহো ! তাহা নিজ অনুগত জন-বিষয়ে পরম শিক্ষারই কারণ হইল !! ( ৫৯ ) [ ছায়ার প্রশ্ন— ] “হে দেবি ! আপনার তুল্য আদেশ আমরা দেব-কুসুমের ত্রায় শিরোধার্য্য করিলাম । কিন্তু আমার সন্ধিচ্ছিত্তে ইহাতে ত বিপুল আনন্দ লাভ হইল না !! ( ৬০ ) “আমরা মূর্ত্তিমান্ বেদের মুখে শুনিয়াছি যে এই রাধার সহিত লক্ষ্মীও তুলনীয় নহেন । কিন্তু খেদের বিষয় এই যে পঞ্চযোজন ( বিশক্রোশ মাত্র ) পরিমিত এই বৃন্দাবনে ইনি রাজ্য করিবেন কি ? [ এই রাধাকে সর্বব্রহ্মাণ্ডাবলির আধিপত্যে অভিষেক করিলেই আমার মনস্তৃপ্তি হয়—ইহাই আন্তরার্থ । ] ( ৬১ ) তৎপরে শনৈশ্চর-মাতার মুখোচ্চারিত এই বাক্যে উদ্ভূত হস্ত-রসে স্নাতা পৌর্ণমাসী তখন দেবী বিদ্যাবাসিনীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি পুলকান্বিত দেহে বলিতেছেন—“সখি হে ! শ্রবণ কর । ( ৬০ ) “বেদে বস্তুজ্ঞাপকলক্ষণ যে বৈভব আছে, তপস্তায় বরণীয়-বিশেষপ্রাপকত্ব ; জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-সমূহে বিশিষ্ট ফলোৎপাদকত্ব, মন্ত্র সমূহে দুর্ঘটন-ঘটকত্ব, দেবগণে সর্বেশ্বর্য্যভোগ-মত্ততা, অগ্নিমা প্রভৃতি সিদ্ধি-নিচয়ে ঐশ্বর্য্য-সুখপ্রাপকত্ব, তীর্থচয়ে পরম পবিত্রতাবিধায়ক, মহাজনগণে ( সিদ্ধগণে ) যোগৈশ্বর্য্যাদি এবং পরমধাম-সমূহে স্বর্গাদিতে ইন্দ্রিয়জসুখবিশেষ-প্রাপ্তকত্ব রূপ যে সকল তারক ( ত্রাণকারী ) ও পারক ( প্রেমপ্রদ ) বৈভব-রাজি আছে, তৎসমস্তই একাধারে ঐ মথুরা মণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে !! ( ৬৩ ) “ভগবানের বসতি ( সন্ধিনী ) শক্তি এই স্থলেই বিরাজমানা, উহাই চিৎসংজ্ঞকা অন্তরঙ্গ বা স্বরূপ শক্তি, ভগবানের সহজ প্রতিকৃতি-সদৃশী ; যেহেতু শক্তি ও শক্তিমানে কোনই ভেদ নাই । [ সর্বগ, অনন্ত, বিভূ কৃষ্ণতনু সম—শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ ] কাজেই এই ধাম ও চিচ্ছক্তির নিরন্তর সহযোগিতা বা নিত্যসংযোগ-সম্বন্ধ হয় ; তাহার দৃষ্টান্ত—সূর্য্য ও তাহার কিরণমালার সম্পাদ্বয়ে পরস্পর অনবচ্ছিন্ন সাহচর্য্য বিদ্যমান আছে ; [ তদ্রূপ



ধাম এবং ভগবৎ-স্বরূপে বিভিন্নতা হয় না]। (৬৪) “যে সর্ব-বিলক্ষণ তেজোযুগ্ম এই মথুরা মণ্ডলকে জন্মস্থানরূপে বা নিত্যনিবাস-স্থলরূপে উত্তমরূপেই অঙ্গীকার করিয়াছেন—তঁাহারাই এই ব্রজবনে ঘনীভূত হইয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ মূর্তি পরিগ্রহ করতঃ গতাগতির নিরোধ না করিয়া (প্রকটভাবে সর্বত্র) বিহার করিতেছেন!! (৬৫) “পঞ্চ যোজনাত্মক বৃন্দাবন—এই কথাই সর্বত্র প্রসিদ্ধ, কিন্তু অত্র প্রকার নহে; তাহা হইলেও প্রাচীনকালে স্বয়ং ব্রহ্মাই এই বৃন্দাবনের একাংশেই শত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডাবলি দর্শন করিয়াছেন!! (৬৬) “যে ধাম শ্রীহরির নিত্যধাম বলিয়া স্বীকৃত নহে, ক্রীড়াবিলাসাদি করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাহাতেও নিজশক্তি সমর্পণ করিয়া থাকেন। আর সহজ পূর্ণবিলাসময় এই বৃন্দাবনে যে সেই সকল শক্তি নিত্য বিরাজমান আছে—ইহাও কি বলিতে হইবে? (৬৭) “অতএব হে সখি! বুদ্ধির অগোচর ও প্রণয়সারময় পারক (প্রেমদ) যে সকল বৈভবরাজি আছে, তাহার। ত নিশ্চয়ই তন্ময় [শ্রীহরির বিলাসচিহ্নিত প্রেমভূমি] বৃন্দাবনে সদাকাল অবস্থান করিতেছে এবং ইহাতেই শ্রীরাধিকা অধীশ্বরী পদে অভিষিক্তা হইতে সম্পূর্ণ যোগ্যা—এই মর্যাদাই যথার্থতঃ অবগত হও।” (৬৮) এই বাক্যরূপ শরদাগমে তখন সভারূপ সরোবরে সকলের বদনরূপ পদ্মসমূহ প্রফুল্ল বা বিকসিত হইল। শ্রীরাধিকাও তখন উৎকণ্ঠিতা এবং নম্রমুখী হইয়া সাতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন—

### শ্রীরাধার কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা ও পৌর্ণমাসী-কর্তৃক তদানয়ন-প্রকার

(৬৯) “হায়! আমার এমন পরমভাগ্য হইবে কি যে নিজবন-রাজ্যের মহোৎসবে তঁাহাকে (শ্রামকে) এবং তঁাহার কোনও অনির্বচনীয় বিলাসাদি দর্শন করিতে পারিব? হায়রে! এক্ষণে যে তঁাহার গন্ধলেশও অতি দুর্লভই হইয়াছে!! (৭০) “অহহ! অত্র শ্রীহরি নিজবনের রাজ্যভার আমার প্রতি সমর্পণ করায় আমার মন এমনই হইয়াছে কেন যে দেববধূগণের সাক্ষাতেও তঁাহার মুখচন্দ্রমা দর্শন করিতে নিরতিশয় তৃষ্ণাশীল হইতেছে? (৭১) “সখে হে! তুমি এক্ষণে কোথায় বিলাস করিতেছ গো? সম্প্রতি আমার নিকটে বহুবিধ (ভাবের) লোক



বর্তমান। অহহ! আমার এই সময় (বিয়োগকাল বা সঙ্কেত) পূর্ণিমাও কি স্মরণ করিতেছেন না? [যদি তাঁহার স্মরণ-পথে আসিত, তবে যে কোনও প্রকারেই তিনি কৃষ্ণদর্শন করাইয়া আমাকে প্রাণে রক্ষা করিতেন!!] হা কৃষ্ণ! তবে আমি কি উপায়ে তোমাকে দেখিব হে? [এই জন-সজ্জ হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাকে রহঃস্থানে লইয়া চল—] ইহাই 'কৃষ্ণ' শব্দে ব্যঙ্গ্যার্থ।] (৭২) এই মনঃ-কথাটি তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া ভগবতী বুঝিতে পারিলেন এবং বনদেবতাকে বলিলেন—“ওহে বৃন্দে! সেই ব্রজমঙ্গল মরকতটিকে (ইন্দ্রনীলমণিকে) সত্বরে আমার নিকট আনয়ন কর ত। [পক্ষান্তরে—মরকতকান্তি ব্রজমঙ্গল শ্রাম-সুন্দরকে সানন্দে নির্জনে এস্থলে আনয়ন কর হে!!] (৭৩) ললিতাদি সখীগণও ঐপ্রকার [শ্রামসহ রাধার মিলনোপায়] চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা পৌর্ণমাসীর ঐ কথা শুনিয়া প্রচুর আনন্দ পাইলেন। সেই ভানুছলানীও তখন স্বগত বলিলেন—“অহো! চপলচিত্ত!! সমাশ্বস্ত হও॥”

### সরস্বতীর আগমন ও দেবীগণ প্রেরিত বস্তুসমূহের নিবেদন

(৭৪) তৎপর কুসুম-সৌন্দর্য্যে গগনমণ্ডল পূর্ণ (শোভিত) হইলে কুসুমসুখমার অধিষ্ঠাত্রীদেবী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়াই যেন সরস্বতীরূপে আগতা হইয়াছেন দেখিয়া যমুনা যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসীকে জানাইলেন। (৭৫) অনন্তর পৌর্ণমাসীর অনুমতি পাইয়া নদী-স্বরূপা দেবী সরস্বতী স্নতেজোময় মঞ্জুষা (পোটিকা) হস্তে লইয়া সেইস্থানে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীর অগ্রে ঐ মঞ্জুষা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বলিলেন—(৭৬) “ব্রহ্মাণী (সাবিত্রী) এই কমল-মালা, ইন্দ্রাণী (শচী) এই স্বর্ণাসন, কুবেরপত্নী (ঋদ্ধি) মণিময় অলঙ্কার-সমূহ, বরুণগৃহিণী (গৌরী) এই উত্তম স্বর্ণদণ্ড, (৭৭) বায়ুভার্য্যা (শিবা) শ্বেতচামরদ্বয়, অগ্নি-প্রিয়া (স্বাহা) উত্তম বস্ত্রদ্বয় এবং যমপত্নী (ধূমোর্ণা) মণিদর্পণ ইত্যাদি আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছেন—(৭৮) “এই সমস্ত বৃন্দাবনীয় ধন-সম্পত্তি পূর্ব্বক অস্মরণ চুরি করিয়াছিল—দেবগণ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া পুনরায় ঐ সকল বস্তু লাভ করেন; সম্প্রতি তাঁহারা আমাদিগকে ঐ সব সমর্পণ করিয়াছেন। (৭৯) কিন্তু আমাদের এই অতু্যজ্জল দেবাসনা-পরিবারে



ইহাদের উজ্জ্বলতা স্বর্গবন্দ্যজ্যোতি বিনাশই করে, এইজন্ত উপভোগ না করিয়াই এই সব বস্তু প্রেরিত হইতেছে। ইহারা রাধিকার অঙ্গলাবণ্যে নবনবায়মান রুচি (আসক্তি বা মঙ্গ) লাভ করুক।” (৮০) তখন ব্রহ্মভানুসুতার অঙ্গকান্তি সহিত ঐ প্রতাপিত দিব্য পরিচ্ছদচয়ের কান্তিরাশি দূর হইতেই সখ্যভাবের মিলন সংস্থাপিত করিলে সখীগণ নারদমুনির পূর্বকথিত (প্রথম উল্লাস ১৩১) বাক্যকেই বন্দনা করিলেন। (৮১) ভগবতী পৌর্ণমাসী পূলকাঞ্চিতা হইয়া এই সকল বস্তুজাত ললিতার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং দেবাস্ত্রনাদিগকে বলিলেন—  
“আপনারাই স্বয়ং এই মঙ্গলকার্যের অনুষ্ঠান করুন।”

### গঙ্গাদি নদী, নিখিল সরোবর ও তীর্থরাজির আগমন

(৮২) অনন্তর বৃহৎ বৃহৎ ঢক্কা প্রভৃতি বাত্মঘন্ত্রসমূহ যুগপৎ বাজিতে লাগিল; জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর অত্যাৎকৃষ্ট জলধারা দক্ষিণহস্তের ব্যবধানে যুগপৎই সমুদ্রগত হইল। (৮৩) নিখিল তীর্থশিরোমণিগণ, বৃন্দাবিপিনের উপাধ্যায় পৌর্ণমাসীর বর্ষাজলপ্রবাহ এবং অনতিদূরদেশ হইতে বেগে সমাগত নদীর সকল এইস্থানে বৃহৎ সরোবররূপে পরিণত হইল। (৮৪) তখনই মণিময় স্থলটি জলব্যাপ্ত হইয়া বিবিধ পদ্মপুষ্পসমূহে সংশোভিত হইল। বিবিধ পক্ষিগণের কাকলিধ্বনিতে উৎসবদায়ী এবং সভার সহিত শীঘ্রই উচ্ছলিত অর্থাৎ আনন্দময় হইল।

### অভিষেকের জলানয়ন পর্ব

(৮৫) সেই শুভ মুহূর্তের অদ্ভুত প্রভাবে সমগ্র জনমণ্ডলী প্রফুল্ল হইল, নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যা দ্বারা উন্নত, মঙ্গলকর ও উল্লসিত বাত্মঘন্ত্র সমূহ পরিমূর্ছিত (সপ্তমগ্রামে উপনীত) হইল। (৮৬) নদীত্রয়ের সহিত যাহারা পরস্পর আনন্দাতিরেক বশতঃ প্রথম হইতেই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া স্বরযুক্ত হইয়াছিল অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সুর ধরিয়াছিল—তাহারাও নদীগণের বা শ্রীরাধার পরিকরগণের সহিত প্রেমে মিলিত হইয়া সমধিক পুষ্টি প্রাপ্ত হইল। (৮৭) তৎপরে পৌর্ণমাসীর অনুমতি-



ক্রমে প্রতিনিব্ধিত এবং দেবাস্থানাগণ-কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া বৃন্দার সহিত ললিতাদি অষ্টসখী আনন্দ সহকারে সেই নয়টী ঘট ধারণ করিলেন। (৮৮-৮৯) তখন তাঁহারা উপরিভাগে সঞ্চাল্যমান অত্যুত্তম চন্দ্রাতপের ছায়ার ছায়ায় গমন করিতে লাগিলেন এবং নবরত্নময় সেই নয়টি উৎকৃষ্ট কলসকে পুষ্প, পল্লব, গন্ধ ও ফলাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া আনন্দভরে নিপুণতার সহিত নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। সুবর্ণ-মণ্ডিত মূৰ্ধ (কুলা) স্থিত দীপযুক্তা, সঙ্গীত করিতে করিতে গমনকারিণী শত শত যুবতীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরস্পরের যুখে পরস্পরের হাস্ত-কান্তি প্রতিফলিত করিয়া হাস্তযুক্ত ও রসময়ী হইয়া তাঁহারা বিরাজমানা হইলেন। (৯০) অনন্তর চতুর্বিধ বাণ্ড [ বীণাও ঢাকাতির 'তত' বাণ্ড ; মুরজ, পটহ প্রভৃতির 'আনন্দ' বাণ্ড ; বংশী, কাহল, ও শঙ্খাদির 'শুধির' বাণ্ড এবং কাংসা করতাল ঘণ্টা নুপুরাদির 'ঘন' বাণ্ড ] ও সঙ্গীত সহকারে বিধিবোধিত মতে পূজিত দিব্য তড়াগের জলে সুন্দরীগণ কলস সমূহকে সম্পূরিত করিলেন ; বোধ হইল যেন তাঁহারা নিজ নিজ মনোভাব-সম্পত্তিকেই নিবিড়রসে পরিপূর্ণ করিলেন। (৯১) সখীগণ মস্তকে মণিময় মঙ্গল কলস-সমূহ মুকুটবৎ ধারণ করিয়া ঘাটের তটে শোভা বৃদ্ধি করিলেন এবং ইহাদের চতুর্দিক হইতে সুন্দরীগণ তখন কুসুমরাজি ও নিজ নিজ মনের সুন্দর বর্ষা করিয়া সম্মান করিতে করিতে চলিতেছেন। (৯২) এই যুবতীগণ সুন্দর উরুযুগলে হস্তি-সমুদয়ের গুণ্ডের পুষ্টতা (গৌরব) অপহরণ করিয়াছেন—গতি-বিলাসে উহাদের গমন-ভঙ্গীকেও পরাজয় করিয়াছেন। অহো! করি-কুন্ত সমূহও ইহাদের কোনও অঙ্গ চুরি করে নাই কি? (স্তন মণ্ডল) নিশ্চয়ই তাহাও চুরি করিয়াছে। (৯৩) নবনিধি-[ পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীলা এবং বর্চ্চ বা থর্চ্চ ] প্রসূত, শক্তিময়, দেবমূর্তি-সদৃশ এই মণিময় কলস নয়টি স্বয়ংই এই তড়াগ হইতে চলিলে মনে হইল যেন ইহারা ঐ কোমলা সখীগণে পরিপাটীর সহিত শোভাই বৃদ্ধি করিয়াছিল। (৯৪) তৎপরে কতিপয় সুন্দরী ঐ মঙ্গলঘটরাজ-সমূহের সহিত কুসুমগৃহে সমাগতা, সম্মুখবর্তিনী স্বর্ণ-সিংহাসনের দিকে মুখ করিয়া অবস্থিত ঐ ললিতাদি সখীগণকে মণিবরসমূহ দ্বারা নির্মজ্জন করিতে লাগিলেন।



## কলস সমূহের সংস্থাপন ও অর্চনাাদি ব্যবস্থা

( ৯৫-৯৭ ) তাঁহারা পরিক্রমা-ক্রমে অন্তঃপুরের পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অষ্টদিকে এবং স্বর্ণপট্টতলে ( স্বর্ণ সিংহাসনের নিম্ন-দেশে ) শালিধাত্তের উপরিভাগে এই নব কলস স্থাপন করিলেন ; কুঙ্কম, রক্তবস্ত্রযুক্ত মাল্যাদি, বহুবিধ গন্ধ ও মহৌষধির জল এবং কলসী মুখমধ্যে চন্দন-লিপ্ত নব পল্লবাদি স্থাপন করিয়া মস্ত্রপূত করিলেন । তখন ঐ কলসরাজগণের অধিদেবতা ভগবতী-প্রমুখ সকলেই নিজ নিজ মূর্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই যেন প্রকট করিয়া বর্তমান থাকিলে সকল লোকেরই নয়নরাজি প্রফুল্ল হইয়াছিল ।

## শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণাগমন বার্তা বিজ্ঞাপন

( ৯৮ ) এদিকে যোগীশ্বরী এস্থান হইতে কোনও সখীদ্বারা শ্রীরাধাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে ‘শ্রীহরি নির্জনে আসিয়াছেন ।’ এই সন্দেশজাত আনন্দরাশিই তখন তত্রত্য মঙ্গলবস্ত্র সমুদয়কে প্রীতিপূরিত করিয়াছিল !! ( ৯৯ ) পৌর্ণমাসী-প্রেরিতা সেই সখী কিন্তু শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণাগমন নিবেদন না করিতেই প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের পরিমলে ( বার্তা-রূপ গন্ধে ) নির্মলান্তঃকরণা সখীকৃত-সঙ্কেতেই শ্রীরাধা সব ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন ।

## শ্রীরাধার অভিষেক-মণ্ডপে গমন ও তদদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বিহ্বলতা

( ১০০ ) ঐ সকল গোপিকাগণ পুনরায় নিজ নিজ হস্তে অত্যুত্তম মঙ্গল বস্ত্রজাত ধারণ করিলেন এবং পৃথিবীভূষণ রমণীগণ তাঁহাদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন । তখন তাঁহারা শ্রীরাধাকে ঐ অভিষেক-মণ্ডপে আনয়ন করিবার ইচ্ছায় ‘আপনি এক্ষণে বিজয় করুন’—এই বলিয়া শ্রীরাধার স্তব করিতেছেন । ( ১০১ ) তখন বিবিধ নৃত্যগীত-বাছাদি দ্বারা ত্রিভুবন যেন পরস্পরের বিজয়েচ্ছা করিতে লাগিল ; শ্রীভানুকুল-



লক্ষ্মী শ্রীহরির বিহারবনের অধীশ্বরীত্ব-লাভের জন্ত পরমশোভা-সমৃদ্ধি-যুক্ত গমনভঙ্গী অঙ্গীকার করিলেন এবং ( ১০২ ) শ্রীহরি নির্জন বন-প্রদেশে হইতে শ্রীরাধার দর্শন পাইয়া বাক্যে বিবর্ণতা ( গদগদতা ) ও দেহে বৈবর্ণ্য ( মলিনত্ব ) ধারণ করিলেন, তাঁহার অঙ্গে পুলক, কম্প ও ঘর্ষা হইতে লাগিল ; নয়নযুগল হইতে অশ্রু-প্রবাহ ছুটিল এবং দেহচিহ্নে জড়বৎ অবস্থা ( জাড্য ) প্রাপ্ত হইলেন । ( ১০৩ ) পুনরায় পদ্মপলাশ-লোচন শ্রাম নিভৃত নিকুঞ্জ-মন্দির হইতে সেই স্থানেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া হতচেতন হইলে সুবলের চেষ্ঠায় সচেতন হইলেন এবং আনন্দাতিরেক সহকারে পুলকাঙ্কিতবিগ্রহে মৃদুমন্দস্বরে সুবলকে বলিলেন—( ১০৪ ) “সখে সুবল ! ইনিই আমার পুণ্যপুঞ্জের চরম পরিণতি বা অভ্যুদয়ের অন্ত্যাকাষ্ঠা । ইহাকে ছাড়া আমি আনন্দলেশও পাই না ! ঐ ত আমার সম্মুখবর্ত্তিনী চেতনা ( বুদ্ধি বা আত্মা ), আমার মন ত ইহাকে ছাড়িয়া ধৈর্য্য ধরিবে না !! ( ১০৫ ) “সখে হে ! ইঁহার কান্তি-কুঙ্কুম সূর্য্যকে বিজয় করিয়াছে, ইঁহার দেহলতাটি বিদ্যুৎকেও বিড়ম্বিতই করিয়াছে ; ইঁহার বদন-পদ্মটিও চন্দ্রমাকে বিজয় করিয়াছে ! আমার হৃদয়াকাশে এই সকল জ্যোতিঃই ( সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও চন্দ্র-বিজয়ি-কান্তিসমূহই ) যুগপৎ প্রকাশমান হইয়াছে ! ( ১০৬ ) তিনি চন্দ্রকলাকে পাদ-নথরেই স্থান দিয়াছেন—তাঁহার রতিকলা-প্রারম্ভেই কামপত্নী রতি বিস্মিত হইয়া থাকে, গুণ-চন্দ্রে কমলাও পদ্মবৎ সঙ্কুচিত হইয়াছেন ; সখে সুবল ! তাঁহার তুলনা আর কোথায় হইবে বলত ! সুতরাং অপরা ( সর্বোত্তমা রাধা ) অপরাই ( অদ্বিতীয়াই ) বটে !! ( ১০৭ ) কনককান্তিময় মানস-কুঞ্জগামিনী ও বক্র অর্কনৃত্য-পরায়ণ-নয়নকান্তিবিশিষ্টা, মত্তমাতঙ্গরাজবৎ গমনশালিনী এই সুন্দরী ললিতা-সখী রাধা প্রতিবিব্রমেই ( প্রতিবিলাসেই অথবা শৃঙ্গারজ ভূষা-স্থান-বিপর্য্যয়াদি দ্বারা ) আমাকে জয় করিতেছে হে !! ( ১০৮ ) দেবীগণের যশোরানি যেরূপ শ্রীরাধার মহামহিম যশো-মণ্ডলীর মধ্যে পরিদৃষ্টই হয় না, তদ্রূপ বৃষভানুসূতার স্মিত-কান্তিতে দেবান্ধনাগণের হস্ত হইতে নিপতিত শত শত কুসুমপুঞ্জও বিন্দুমাত্র দৃষ্টি গোচর হইতেছে না !! ( ১০৯ ) হে সখাশ্রেষ্ঠ সুবল ! ঐ যে ললিতা হাসিতে হাসিতে এই পদ্মলোচনা শ্রীরাধার কর্ণপ্রান্তে বৎ কিঞ্চিৎ বলিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে স্মৃতিরকাল পরে আমারই কোনও ভাগ্য-



প্রস্তাবই করিতেছে হে !! ( ১১০ ) “হে রাধে ! বিভব-রাজি বিশিষ্ট, প্রশস্ত চত্বরযুক্ত, দিব্যযানবৎ প্রতীয়মান অথবা সুবিশাল ‘বিমান’ নামক সার্বভৌম গৃহেরই বাঞ্ছা ( অনুসরণ ) কর। কিন্তু মনঃপ্রাণ-হরণ-ধর্মশীল কৃষ্ণের ক্রীড়া কৌতুকাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া যাও ; [ যদি বল, ইহাতে প্রাণ-প্রিয়তমের অপমান করা হইবে, তবে বলি শুন ] অপমানের বিচার ত্যাগ কর অথবা বিশিষ্ট মানে অর্থাৎ চিত্ত-সমুন্নতিতে অনাদর ত্যাগ কর ; [ যেহেতু মানই নারীগণের পরম সম্পৎ ইত্যাদি ]। অথবা শ্রীহরির বিনোদ ও প্রীতির গন্ধযুক্ত বনপ্রদেশে মানের প্রতি অনাদর ত্যাগ কর। পক্ষান্তরে—শ্রীহরির ‘বিনোদ’ নামক রাজগৃহ-বিশেষে ক্রীড়াকৌতুকাদির সম্বন্ধভাগী হইয়াই যাও অর্থাৎ তত্রত্য নিকুঞ্জবরে গমন পূর্বক স্বাভিলাষ চরিতার্থ কর। অথবা বিনোদ অর্থাৎ কামশাস্ত্রোক্ত আলিঙ্গন-বিশেষে প্রীতিলাভ করিয়া যাও ; অথবা—হরির সুরতক্রীড়া দ্বারা তোমার চিত্ত-সন্তোষণ হইলে ত্বদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লিপ্ত মলয়জ অগুরু কস্তুরী প্রভৃতির পরিমলে স্নগন্ধিত বনে মানের বিচার বা মানের প্রতি বিশেষ সম্মান ত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত। ( ১১১ ) [ ললিতাকৃত অধিক্ষেপার্থ গ্রহণ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণ বলিতেছেন ] হে ভাবিনি ! যদিও বা কৃষ্ণ তরুগৃহ হইতে আসিয়া ভবিষ্যতে নয়নের অনুভাবাদি ( কামকটাক্ষাদি ) প্রকাশও করে এবং সম্মুখে উপস্থিতও হয়, তথাপি হে সখি ! তোমার নিজ নয়নকে যেন আনন্দভরে বিলাস-মত্ততা বশতঃ সঞ্চালন করিয়া কোনও প্রকারেই সন্মমযুক্ত করিও না। অথবা, হে রাধে ! যখন শ্রাম নয়নকটাক্ষ সমূহ দ্বারা তোমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবে, তখন তুমিও তাঁহাকে প্রতিনয়নবাণে ভেদ করিতে পার। ইহা তোমার ইচ্ছামূলক জানিও। তাহাতে কোনও বাধাদির সম্ভাবনা হইবে না, যদিও বা কিঞ্চিৎ উদয় হয়, আমি সকল সমাধান করিব, জানিবে ॥” ( ১১২ ) অহো ! মদীয় নিকুঞ্জগৃহ-দর্শনাভিলাষিণী প্রিয়তমাকে ললিতা কি এই প্রকার শিক্ষা দিতেছে ? এদিকে কিন্তু আমাতে আবিভূত কামদেব আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিতই বুঝি আমাকে নিষ্পীড়ন করতঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে !! ( ১১৩ ) হে সখে ! ঐ দেখ—অমল পুষ্প-গৃহোপরি স্তন্দররূপে উদীয়মানা এবং নিজ জনগণের নেত্ররূপ চকোররাজি কর্তৃক



সেবিতা আমার রাধা পুনর্বসু নক্ষত্রে স্ব-গৃহস্থ ( কৰ্কটরাশি গত ) চন্দ্রমা-  
বৎ প্রকাশ পাইতেছে !! ( ১১৪ ) ঐ দেখ, স্বর্ণাসনসম্মুখে যোগীশ্বরী,  
সখীগণ, স্নহদগণ ও দেবীগণ কর্তৃক বেষ্টিতা শ্রীরাধাকে রবিরমণী ছায়া  
নিজের উত্তমোত্তম মণিদীপ দ্বারা অনবরত নির্মঞ্জুন করিতেছেন। (১১৫)  
তখন সভাসদগণ গদগদবাক্যে মঙ্গলগীত গাহিতে লাগিলেন, এবং  
অনবরত অশ্রুপাত করিতে করিতে পুলকাবলি-ভূষিত হইলেন। ভানু-  
কুমারীর সুষমার সমীপে রত্নসমূহ ( নীরাজনকালে ) ভ্রমণ করিতে থাকিলে  
আমার হৃদয় ভ্রান্ত হইল !! ( ১১৬ ) দেখ সখে ! শ্রীরাধার সিংহাসনের  
দুই পার্শ্বে পূৰ্বদিকে সখীগণ দুইটি কলস রাখিয়াছে, মনে হয় যেন  
উহারা নিজ দেহস্থ মঙ্গল কলসযুগলই ( স্তনদ্বয়ই ) হইবে ! অথবা ঐ  
কলসদ্বয়ই স্বয়ং তাহাদের হৃদয়ে ( বক্ষে ) [ স্তনরূপে ] নিজস্থান প্রাপ্ত  
হইয়াছে কি ? ( ১১৭ ) পণ্ডিতেরও অতর্ক্য প্রভাবশালিনী শ্রীমতী  
যে স্বর্ণপাত্র আতপতগুল, যবাকুর ও ফলাদি স্থাপন করিলেন, তাহাতে  
ঐ পদ্মবদনা লক্ষ্মী মহোৎসবকে শুভ অখণ্ডিতাকুর-বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব  
সাফল্যমণ্ডিতই করিয়াছেন। ( ১১৮ ) সুবল ! ঐ দেখ—সম্মুখবর্তিনী  
পৌর্ণমাসীর অনুমতিক্রমে এবং নিখিললোক-কর্তৃক স্তুত এই রাধা  
নিজদেহে ( সাক্ষাৎভাবে ) এই স্বর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ করিতেছেন  
এবং নিজ কান্তিতে ক্রমশঃ বুদ্ধিশীলা হইতেছেন অথবা ঐ আসনের  
কান্তি-বুদ্ধিসম্বন্ধে সহায়তাই করিতেছেন অথবা মনে হয় যেন কান্তি  
দ্বারা ঐ আসনকেও অতিক্রম করিলেন !! ( ১১৯ ) নিকুঞ্জ-মন্দিরে  
গ্রথিত বেদির অত্যুত্তম নৃপাসনে কামবৃত্তা ( কামময়ী অথবা কাম কর্তৃক  
বাঞ্ছনীয় ) ঐ বরবর্ণিনী রাধা বহুক্ষণ পর্যন্ত চতুর্দিকে রুচি ( অভিলাষ  
বা কান্তিরাশি ) বিকীরণ করিয়া আমাকেই নিরুদ্ধ করিয়াছে !! ( ১২০ )  
মণিগণ-খচিত অতুলনীয় চিত্র বিচিত্র স্বর্ণাসনে সেই স্বর্ণপদ্মমুখী ভানু-  
কুমারী স্বর্ণদণ্ডাদি রাজোচিত সম্পত্তি দ্বারা আমার মনকে বলপূর্বকই  
আকর্ষণ করিতেছে হে !! ( ১২২ ) সখে হে ! পরিহিত-বসনা, জগতে  
অপূর্বতরা কোনও জনমোহিনী এ স্থানে আবিভূত হইয়াছেন কি ?  
অথবা, আমার রাধিকাই বিবিধ মোহজনক সম্পত্তির প্রকট করিয়া  
এখানে বিলাস করিতেছেন হে ? ( ১২২ ) অহো ! আমার রাধিকার  
অত্যাশ্চর্য দীপ্তিরাশি-দর্শনে এই ললিতাদি সখীগণ অধিকতর বিমুগ্ধ ও



প্রকৃষ্টতম আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া এক্ষণে বাক্য, কার্য বা দর্শন-ব্যাপারাদি কিছুই করিতে পারিতেছেন না !! ( ১২৩ ) সুবল রে ভাই ! অহো ! ইনি আমাদের সেই রাধিকাই বটে !!! আমার প্রতি মান পরিহার করিয়া সম্প্রতি ইনি অভ্যুদয়শীলা হইতেছেন ! এক্ষণে ইনি আমার ত্রায় রাজপদেও অভিষিক্ত হইবেন ; তবে আর আমার অধিকতর ঈশ্পিত বস্তু কি আছে ?” ( ১২৪ ) মুরারি এইভাবে সখার সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন, আর শ্রীরাধাও তাঁহাকে দর্শন করিতে নিরতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন—মুনিবরা পৌর্ণমাসী বিশাখা-মুখে এই সংবাদ অবগত হইলেন ।

### পৌর্ণমাসী কল্ক ক্রীকৃষ্ণানয়ন

( ১২৫ ) অনন্তর মুনি-মাতা ভগবতী পৌর্ণমাসী সকল কথা জ্ঞাত হইয়া শিবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বল দেখি ভবানি ! এক্ষণে কি স্মঙ্গল প্রাপ্ত হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব ?’ ( ১২৬ ) তখন ভবানী বলিলেন—“এই ভুবনমধ্যে ব্রজই জীবমাত্রেরই সুযোগ্য স্মঙ্গল স্থান—আবার ইহার মধ্যেও গোপেন্দ্রনন্দনই ভাবুকগণের মঙ্গলরাজি দান করিতে সমর্থ !” ( ১২৭ ) তৎপরে পৌর্ণমাসী মৃদু হাস্তে বলিলেন—‘আমার যোগবল দেখ দেখি !’ এই কথা বলিয়া তিনি সেই বিজন-প্রদেশ হইতে মৃদুমন্দভাবে হস্তে ধরিয়া হাস্তশোভিত আনতমুখপদ্ম হরিকে এইস্থানে আনয়ন করিলেন ।

### তাৎকালীন শ্রীকৃষ্ণশোভাদি

( ১২৮ ) বিদ্যাবিজড়িত পাট কৃষ্ণ মহাচঞ্চল মেঘ যেমন চন্দ্রকলার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যুজ্জ্বল হয় এবং জল বিকীরণ করে, তদ্রূপ পীত-বসনধারী, কৃষ্ণকান্তি মুরারি তখন রাধিকার সম্মুখে নিরতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করতঃ নিবিড় রস বিস্তার করিতে লাগিলেন । ( ১২৯ ) [ ময়ূর যেমন চঞ্চলায়মান পুচ্ছ বিস্তার করিয়া পরিস্ফুট কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, এবং মেঘদর্শন করিয়া তাহাতে প্রচুরতর আসক্তিই প্রকাশ করে, তদ্রূপ ] সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ-সমূহ-ভূষিত, গুঞ্জামালা দ্বারা গ্রথিত ইহার চূড়াযুক্ত



কেশকলাপরূপ ময়ূরও শ্রীরাধার অভিষেকরূপ বৃষ্টির সৌন্দর্য্যে প্রকটভাবে রাগময় হইয়াই যেন প্রকাশমান হইতেছে !! ( ১৩০ ) কামদেব যেমন হান্তশোভিত, পুষ্পশরধারী, রতির রুচিপূরক, মকরাক্ষবিভূষণ এবং জনতার চিত্তকোভকারী, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও বদনমণ্ডলে হান্তরূপ পুষ্পবাণ ধারণ করিয়াছেন, ঐ বদন-দর্শনে কামপত্নী রতিরও অভিলাষ জন্মে অথবা অনুরাগ উদ্দীপন করে; কর্ণে স্বর্ণময় মকরাকৃতি কুণ্ডল দোহ্যল্যমান; ঐ অভিষেকোৎসবে সমাগত জনমণ্ডলীর চিত্তে ভাব-বিকার উপস্থিত হইতেছে—অতএব শ্রীকৃষ্ণ মদন ( মত্ততা-বিধায়ক ) বদনমণ্ডলে সাতিশয় দীপ্তিশীল হইয়াছেন !! ( ১৩১ ) সুবিস্তৃত আকাশ যেমন তারকারাজি-বিরাজিত হইলেও কিন্তু তাহাতে সুষমা-বিশেষ আনয়ন করিবার জন্ত পূর্ণিমা তিথিতে বিশাখানক্ষত্রযুক্ত বিপুল চন্দ্রমাকে বরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীহরির বক্ষঃস্থল মণিহার-সমূহে অতুজ্জ্বল হইলেও কিন্তু তাহাতে অপূর্ব্বতর লাবণ্য-রাশি সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে দেবী পৌর্ণমাসী কর্তৃক পরিচালিত এই মহোৎসবে শ্রীরাধার সান্নিধ্যরো-বিশতি চন্দ্র কর্তৃক বিভূষিত দেহকে ( নিজের ক্রোড়ে ) শীঘ্রই সংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেছে !! ( ১৩২ ) সেই মদ-বিলাসী গজরাজ হস্ত- ( শুণ্ড ) স্থিত মুরলীর কলনাদরূপ অমৃতদ্বারা ঐ কমলিনীকে স্বয়ং অভিষেক করিবার জন্তই বুঝি এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ! হায় রে !! এমন ভাগ্যঘটনা কোথায়ই বা দেখা যায় ? ( ১৩৩ ) সেই অভিষেকরূপ মঙ্গলে সম্যক পুষ্ট, সমান-কান্তিযুক্ত-দীপ-সমন্বিত-কদলীশ্রীযুক্ত, মণিখচিত কাঞ্চিদামযুক্ত সুন্দর বসন-শোভিত শ্রীহরি-সকৃথি ( উরু ) যুগল বিশেষ শোভা পাইতেছিল। ( ১৩৪ ) ( এই মহোৎসবের ) কোতুকবশতঃ জাগরণশীলা লক্ষ্মীর অত্যধিক অরুণ-বর্ণ লোচনের সাম্য প্রাপ্ত হইয়াই কি মুকুন্দের অত্যুত্তম পাদপদ্মযুগলে নখমণিসমূহও সাতিশয় কান্তি বিস্তার করিতেছে ? ( ১৩৫ ) যিনি কান্তিতে চন্দ্র-জয়ী, বয়সে সান্ধাৎ কামেরও প্রকৃষ্ট মত্ততা-বিধায়ক, গুণগণে সদগুরু ( আচার্য্য অর্থাৎ নিখিল কল্যাণগুণগণ-মণ্ডিত ) এবং প্রণয়-প্রাচুর্য্যে সেই প্রিয়তমাকে নিজ হইতেও সমধিক প্রীতি করিতে করিতে সেই রাধারই বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন !! ( ১৩৬ ) মাধুর্য্যামৃতের জন্মস্থান, নবযৌবনরূপ উজ্জ্বল মণিগণের প্রভবস্থলী, রস-সমুদ্র সেই শ্রাম মহারসময় প্রিয়সখাগণ



সহ শ্রীযুগভানু-কুমারীকে অভিষেক করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিরতিশয় শোভা প্রকাশ করিলেন !!

### পরস্পরের অঙ্গে মিলিত সুষমা-বর্ণনা

( ১৩৭ ) সভাস্থলে সেই যুগলকিশোরের দেহদ্বয়ের পরস্পর মিলনের অবসর নাই—এই বুঝিয়াই কি বহুপূর্বেই তাঁহাদের সুন্দর সুষমাদ্বয়ই শীঘ্রই স্বয়ংই পরস্পরের সঙ্গমন ( মিলন ) করিয়াছে ? ( ১৩৮ ) শ্রাম-সুন্দরের কান্তিরূপ যুগমদের মৃদু বিলেপন দ্বারা সেই ক্ষণপ্রভা ( বিজ্ঞাৎ-কান্তি রাধা ) শোভিত হইলেন এবং সেই নবঘনশ্রামও তাঁহারই কিরণ-মালায় ভূষিত হইলেন । যেহেতু এইরূপ পরস্পরের বর্ণ-মিলনে উভয়ের প্রকৃতি স্বভাব-সিদ্ধই বটে !! ( ১৩৯ ) শ্রীহরির দেহরূপ নিকষ-পাষাণে রাধাভ্যতিরূপ স্বর্ণময়ী লেখাসমূহ প্রকাশ পাইল । অহো ! মদন কর্তৃক উপহৃত সেই হরিণীকে [ স্বর্ণপ্রতিমাকে বা উত্তমা নারীকে ] সেই প্রমদন ( মহামদন ) পরীক্ষা করিতেছেন কি ? ( ১৪০ ) অহো ! কোথাও এরূপ তেজোময় তিমির ( কৃষ্ণবর্ণ ) নাই, আর কোথাও এমন স্বর্ণোজ্জ্বল চন্দ্রকান্তিও দেখা যায় না !! হায় ! সূচিরকাল পরিশ্রান্তমনে তপশ্রা করিলেও কেহ কি যুগলকিশোরের কান্তি-সমুদ্রের রুচিরতার ( মনোহরত্বের ) ভজন করিতে সক্ষম হইবে ? ( ১৪১ ) এইস্থলে অভিষেকযজ্ঞ-দর্শনে উদ্দীপিত [ সম্যক্ তৃপ্তিযুক্ত ] যুগলের যে কান্তি-চন্দ্রমা দেবীগণের নয়নরূপ পদ্যসমূহকে সম্যক্ প্রকারে বিকসিত করিল, সখীদের প্রমোদ-সমুদ্রবর্দ্ধনকারী এই কান্তিচন্দ্রের পক্ষে উহা কিন্তু ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ( আশ্চর্য্যজনক ) নহে !! ( ১৪২ ) চতুর্দিকে গুরুজন, সম্মুখে শ্রীহরি, আবার মন পরমোৎকণ্ঠিত হইলেও কিন্তু লজ্জার উদয় হইল ! এইজন্তই কিন্তু ঐ হরিণনয়না রাধার নয়ন-যুগল বক্রগতিতে গমনাগমন করিতে লাগিল !! ( ১৪৩ ) অতঃপর নিখিল জন-মণ্ডলী আনন্দে বিভোর হইলে তখন ললিতাদি সখীগণ আনন্দাতিরেকে অবয়ব-সমূহে অপরিমিত অর্থাৎ স্ফীত হইয়াই যেন বিপুলপুলকভরে এই কথাটি স্মরণ করিলেন । ( ১৪৪ ) “মুরারি স্বর্ণসুন্দরীগণ কর্তৃক আমারই সেই সখী রাধিকাকে বৃন্দাবনেশ্বরীপদে অভিষেক করাইতেছেন । হে নয়ন ! এই ত তোমারই অভিরাম মদ-মাধুরী আসিয়া উপস্থিত হইল হে !!”



## শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ত্তক শ্রীরাধার কটাক্ষপ্রাপ্তি বিবরণ ও অধ্যায় সমাপ্তি

( ১৪৫ ) নিখিল জনগণের মন হৃষ্ট হইল, সৰ্ববিলক্ষণা শ্রীরাধাকে রত্নসিংহাসনপৃষ্ঠে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীহরিও স্বগত বলিলেন—‘অহো ! এই সময়ে তিনি কি একবারও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন !’ তদনন্তর শ্রীরাধাও রসবর্ষণ-সহকারে তাঁহার প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । ( ১৪৬ ) নিজমহোৎসবের প্রতি হান্তপূর্ণ-প্রভা বিস্তার করিয়া—পূজনীয়া নারীগণে বিনয়শীলা হইয়া—শ্রীহরির প্রতি নদীর ত্রায় নানা বিচিত্রভাব সমর্পণ করতঃ—এবং স্বয়ং মদকৃত ঘূর্ণাজাত লাবণ্যরাশিতে পরিপূর্ণা হইয়া ললিতাসখী শ্রীরাধার নেত্রলক্ষ্মী উন্নতি লাভ করুক ॥ ( ১৪৭ ) যিনি এই মৃতপ্রায় জীবকেও প্রসাদামৃত-রাশিতে নিমগ্ন করিয়াছেন, যিনি বাল্যস্বভাববিশিষ্ট বা মূর্থ এই জীবকেও পাদপদ্মের অবলম্বন দান করিয়াছেন, এবং তাহাতেও পুনরায় চঞ্চল দেখিয়া স্নেহদৃষ্টি দ্বারা আবরণ বা সংরক্ষণ করিয়াছেন—[ সেই কোটি কোটি মাতৃবাৎসল্য-বিজয়ী ] শ্রীগুরুদেববরকে বা শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য সেবা করিতেছি ।

ইতি ষষ্ঠ উল্লাস ॥ ৬ ॥



## সপ্তম উল্লাস ।

অভিষেক সম্পাদনের আয়োজন, বাজ  
নৃত্য গীতাদি

( ১ ) অনন্তর শ্রীরাধাকে শীঘ্রই অভিষেক করিবার জন্ত পৌর্ণমাসীর চক্ষুর ইঙ্গিত-ব্যঞ্জক হস্তরূপ কুসুম-শোভিত মূর্তি জনমণ্ডলীর আনন্দ সম্পাদন করিল। অহো! তাহারই জন্ত হর্ষভরে ইঁহাকে আদেশ করিয়াই কি অনুকূল দৈব স্বয়ংই ইঁহাকে মাল্যদানে বরণ করিল?  
( ২ ) রাক্ষস পূর্ণিমাতিথির উদীয়মান ( ক্রম বিকাশশীল ) শোভাবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রমা যেরূপ স্বপ্রকাশে বিরোধী অন্ধকারাদিকে নাশ করতঃ জলোৎখ মহাকলকলনাদ-পরায়ণ সমুদ্রের বেলাভূমিকেও লঙ্ঘন করাইয়া থাকে, তদ্রূপ মহানন্দিতা পৌর্ণমাসীর সমধিক শোভা ও সবিশেষ অনুমোদন লাভ করিয়া গোকুল-চন্দ্রমা বেণুগানেই অসুরস্বভাব বিরোধী ( পদ্মাদি বিপক্ষ ) গণের উৎপাত অথবা অশুভাদি সব দূরীভূত করিয়া ভুবন-বিজয়ী মহাবাঘধ্বনিবিশিষ্ট মহামহোৎসব-কালকে সম্বন্ধনা করিলেন। ( ৩ ) মুরারির সেই মুরলী এবং সেই মহোৎসব-কৌতুক —এই উভয়ে প্রায়ই পরস্পরকে বিজয় করিবার ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে নিজ কেলি-সামর্থ্য প্রকট করিতে লাগিল। তাহাতে একের মাধুর্য্যে নিখিল প্রাণিবর্গ মোহিত হইলে অপরটির গুণ-সম্পত্তি শীঘ্রই তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিল। ( ৪ ) এই মহোৎসব-কৌতুকে আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার পরিলক্ষিত হইল যে সকলেই মহানন্দে যুগপৎ নাট্য-কর্তা ( নৃত্য গীত বাগ্‌কারী ) হইল। নিজগণের মধ্যেও পরস্পর সভাসদ ও নটগুণ ( নৃত্য ) প্রাপ্তি করিয়া একে অত্রের গুণ পরিবর্তন করিল !!  
( ৫ ) এই মহাভিষেকে দেববাঘ মেঘধ্বনি প্রভৃতিরও আতিশয্যকে জয় করিল, অপ্সরাগণ নৃত্যে বিহ্ব্যৎসম্পত্তি প্রকট করিল, মেঘ পুষ্প-বর্ষা করিয়া শিলার সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিল এবং গন্ধর্ব্বগণ গীতে অত্যাৎকৃষ্ট সুধার মাধুর্য্যকে পরাভব করিল !! ( ৬ ) দেবগণ মুহুমুহু



যে কুমুমরাজির বর্ষণ করিলেন, তাহাও আবার পরাগযুক্ত আশ্রেরই (কুমুম)। [আম্রপুষ্প কামশর বলিয়া প্রসিদ্ধ, কাজেই দেবতা-বৃষ্ট কুমুম সর্বত্র কাম-ব্যাপ্তি করিল]। অমৃতসদৃশ পঞ্চবর্ণ চূর্ণ [হরিদ্রা, তণুল, কুমুম, দধিতুষ ও বিল্বপত্রের চূর্ণ] বিকীর্ণ হইলে স্বয়ং সেই রাধাও যেন শীঘ্রই পূর্ণকামা হইয়া নানা বৈবর্ণ্য ধারণ করিলেন। (৭) সঙ্গীতজ্ঞ লোকগণের সহিত কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে আলাপ করিতে লাগিল; উপাঙ্গবিদ (বীণাবাদক) গণের সহিত ভৃঙ্গগণ মৃদু-মন্দস্বরে অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতে লাগিল; এবং নৃত্যকারীদের সহিত ময়ূরসমূহ বাগ্ধ্বনির তালে তালে নাচিতে লাগিল। অহো! মানবের সহিত এই পক্ষিগণের একমত (সঙ্গত) হইল কি প্রকারে হে?

### উমা কতক অভিশেষক পূজাদি সমাধান

(৮) এইভাবে সর্ববিধ মঙ্গলরাজি যুগপৎ উদিত হইলে স্বীয়গণ এবং সূর্য্যপত্নী ছায়া ও সংজ্ঞার আঞ্জাক্রমে উমা রাধিকার মহামহিমাম্বিত পূজা-মঙ্গল করিতে লাগিলেন। তখন কি আর অন্য রাজার রাজত্ব শোভা পায়? অথবা অন্য রাজার স্বভাব ও দস্তবিশেষ থাকিতে পারে? (৯) সভাগৃহে তাঁহার অভিশেষের পূজাবিধান আরম্ভ হইলে সকলের নয়নরাজি বিস্ফারিত হইল। ঐ নয়ন-রাজি কি সদা বর্তমান [বা নিরন্তর বুদ্ধিশীল] বাঞ্ছিত বিলাস-সমূহ দ্বারা পূর্তির জন্ত অথবা যোগ-প্রভাবে নিখিল শোভা আশ্বাদন করিবার জন্তই বিস্ফারিত হইয়াছে? (১০) মন্ত্রপুত সুন্দর সুন্দর কুমুম, দুর্কা, লাজ (খই), শ্বেতসর্ষপ প্রভৃতি দ্বারা বিহিত পূর্বকৃত্যের মাস্তুলিক অনুষ্ঠান, যাহা কিছু গিরিজা করিলেন,—তৎসমস্তই সর্বমঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধাবিষয়ে এবং লোকলোচনে পরম তুষ্টিদই হইয়াছিল। (১১) অনন্তর দেবী বিদ্যাবাসিনী প্রচুরতর আনন্দাতিরেক সহ তাঁহার মহা সুন্দর শিরোদেশে যে অর্ঘ্যদান করিলেন—তাহা সেই মহোৎসবে তোরণ-সৌন্দর্য্য-বিধায়ক নয়নমণি-সমূহের অর্ঘ্য (মূল্য) স্বরূপ বলিয়া ঐ সৌন্দর্য্য-রচনাকারী লোকগণের প্রতীত হইল; অর্থাৎ চতুর্দিকে সমাগত লোক চক্ষু সমূহ দ্বারাই গঠিত পরম সুখমার মূল্য স্বরূপ হইয়াছিল। (১২) পাণ্ডু দিবেন্দন করিতে করিতে উমা বলিলেন—‘হে রাধে! যমুনার



উপকূলে অনবরত কেলিবিলাসাদি সম্পাদন করিতে প্রয়াসশীল আমরা দেবীগণ স্বসন্তোষের জন্ত তোমার নিকটে আসিয়াছি বা ভবিষ্যতেও আসিব। অতএব হে সখি! আমাদিগকে প্রণাম করিও না!!' (১৩) ঐ দেবী 'কর্তৃক সমানীত **আচমনীয়** গণ্ডুষ-জলে প্রতিবিষচ্ছলে শ্রীহরির মুখচন্দ্রবিষপাত হওয়াতে শ্রীরাধা কম্পিত অধর-পুটে তাহা সংস্পর্শ করিয়া আচমন করিতেই 'শীৎ শীৎ' করিয়া শীৎকার করিলেন। (১৪) ইহা অতি সত্য কথা যে অভিলষিত পদার্থের সহিত অত্র পদার্থের সামান্য সামঞ্জস্য থাকিলেও উহাতে সকলেরই চিত্ত হরণ হইয়া থাকে। কাজেই দুর্গা যে **মধুপর্ক** সমর্পণ করিলেন, তাহাতে শ্রীমাধবের অধরের মধুর আভাস (লবলেশ) আছে, এইবোধে তিনি পরমতৃপ্তি প্রাপ্ত হইলেন। (১৫) অনন্তর যথাবিধি পূজার পরে **পুনরাচমনীয়** গ্রহণ পূর্বক নিজের অভিষেক-বর্ষা প্রোদগম (উদয়) করিবার জন্ত তখন কীর্তিদাকীর্তিদায়িনী জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যবৎ দশদিকে অঙ্ককার-নাশন নিজতেজোরাশির বিস্তার করিলেন। (১৬) তদন্তর বিষ্ণ্বাদেবী বহুবিধ **গন্ধ** নিবেদন করিলেন এবং বিকসিত **কুসুম**-রাজি দ্বারা রাধার আরাধনা করিলেন। তাহাতে ভ্রমরাবলি এরূপ বিশাল ঝঙ্কার-বাণী করিতে প্রবৃত্ত হইল, মনে হয় যেন উহারা দৈত্যারি ক্রম্ভের চিত্তকেও নৃত্য করাইতেছে!! (১৭) অগুরুর মহা **ধূপ** রাশি দ্বারা শ্রীরাধার অঙ্গ সুবাসিত করিলে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও বহুবিধ বাসনাজালে বাসিত (ভাবিত বা সুগন্ধিত) হইল। মণিময় **দীপ** সকল দ্বারা শ্রীমতী আলোকিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও নানাভাব উদ্দীপিত হইল; যেহেতু যাহার যে বাসস্থান, সেই বাসস্থানের গতি অনুসারে তাহার চিত্তেরও গতি (ভাব) পরিবর্তন হইয়া থাকে। (১৮) অভিনব যব, দুর্বা, মঞ্জরী, অশ্বখ-শাখা প্রভৃতির সহিত সুন্দর মণিময় সম্পূট দ্বারা দেবী বিষ্ণ্বাসিনী তাহার যে **নীরাজন**-সৌন্দর্য্য সুপ্রকাশ করিলেন—তাহাতে তিনিও অখিলজন-মণ্ডলীর নয়নরত্নরাজি দ্বারা যেন নিজেও নীরাজিতই হইয়াছিলেন!! (১৯) অনন্তর পৌর্ণমাসী অভিষেকে বিহিত পূজাদি শীঘ্রই সমাধা করাইয়া পরে একেবারে বাক্যান্ততই প্রাপ্ত (নীরব) হইলেন এবং অভিষেকের জন্ত অনুজ্ঞা প্রার্থনাকারী যুবতিগণকে নয়নের জলধারার সঙ্কেতেই আদেশ দান



করিলেন। (২০) প্রথমতঃ সেই মুনীশ্বরী অভিষেকের বিষয়বিশেষ  
জ্ঞাত **বসুধারা** [ বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি-পূর্বকর্তব্য চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে  
প্রদত্ত স্বতধারা-বিশেষ ] পাতনাদির বিধান করিলেন। ঐ প্রকার  
মাসুলিক কার্যে সকল সৃজনের চিত্তকেই সম্যক্ সন্তুষ্ট করিলেন বটে,  
কিন্তু দেবী পৌর্ণমাসী স্বয়ং তাহাতে তৃপ্তি পাইলেন না !!

### চন্দ্রকান্তির সখী গন্ধর্বকন্যাদের আগমন ও লীলা গান

(২১) এই মহোৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকান্তির প্রিয়সখী অতি সুকণ্ঠী  
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বকন্যাগণ আগমন করিলেন। দেবী পৌর্ণমাসী ইঁহাদিগকে  
সখী-সমাজে আনন্দভরে আনয়ন করতঃ রাধাকৃষ্ণের চরিত্রে ( লীলায় )  
বিদগ্ধতা সম্পাদন পূর্বক ঐ লীলাই গান করিতে আদেশ করিলেন।  
(২২) এই শ্রীরাধার বিগ্রহে চন্দ্রকান্তির প্রকৃতিযুক্ত অংশের দর্শন  
পাইয়া ঐ প্রফুল্লা সখীগণ তখন অভিনব পথে বিরচিত নিজ সখীর  
প্রমোদকর রসবিশেষে উচ্চ বা নীচস্বরে সভামধ্যে গান করিতে লাগিলেন।  
(২৩) [ শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া ] এই ইনিই আমাদের প্রাণসখী  
চন্দ্রকান্তির মূল স্বরূপ এবং [ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ] এই ইনিই  
চন্দ্রকান্তির পূর্বতপশ্চায় ক্রীত নাথ—তঁহার এই পট্টাভিষেকও ঐ  
কৃষ্ণ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইতেছে !! রে বাম্প ! হঠাৎ যেন আমাদের  
কণ্ঠ ও নয়নযুগলকে আবরণ করিও না !! (২৪) এই যুগলের একই  
মাধুর্য্যাতিরেক, তাহাতে আবার নিখিলগুণগণ-সম্পৎ, এই বৃন্দাবনে  
তঁাহাদের মুহুমূহ বিলাস, তাহাতেও আবার কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সাম্রাজ্য  
কান্তা শ্রীরাধাকর্তৃক লাভ, আবার তাহাতে উভয়ের গূঢ় স্থিত ( মৃদু  
মধুর হাস্য ) প্রভৃতি এই স্থানেই অতিমাত্রায় প্রসূত ( প্রকটিত )  
হইতেছে !! (২৫) [ সমুদ্রে বায়ুজনিত বিক্ষোভ বশতঃ তরঙ্গরাজির  
সৃজন হয়, তদ্রূপ ] প্রীতিপাত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রীরাধার রসসমুদ্রতুল্য  
অনুরাগ-বিশেষে নিখিল সখীগণকৃত মুহুমূহ শিক্ষাদান-প্রভাব শ্রীরাধাতে  
উৎকণ্ঠাদি অনুভাবসমূহের নিবৃত্তি ( উপশম ) বা আবর্তন ( আলোড়ন )  
করিতে সমর্থ হইল না। অর্থাৎ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার স্বতঃসিদ্ধ  
উৎকণ্ঠা প্রভৃতি ভাবকদম্বের উপর সখীগণকৃত শিক্ষাদি বিশেষ চাঞ্চল্য



আনয়ন করিল না !! (২৬) সৰ্বশাস্ত্র-বিশারদ। সেই পৌৰ্ণমাসী গুরুকার্যে অধিষ্ঠিত। হইলেন, এবং সূর্য্যপত্নী ছায়া ও গৰ্গকতাদি জ্যোতিষোক্ত বিহিত কার্য্য-সম্পাদনে বৃত্ত। হইলেন। অহো! এই অভিষেকে সেই সুপ্রসিদ্ধা সুরেশ্বর ও গ্রহেশ্বরগণ রাধাকৃষ্ণের প্রতি-মুহূর্ত্তে সেবা হইয়াও কিন্তু সেবকত্ব বরণ করিলেন। [ অহো মহামহিমা !! ]

(২৭) বৃন্দাবনের নৃপাসনে মহারাজ্যাভিষেক-মহোৎসবের কালে বৃষভানু-কুমারীর শ্রীঅঙ্গের সুষমা প্রসূত হইলে অত্রত্য সমবয়স্ক লোকগণ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ দেখ, সখীগণও বয়স্ত্রোচিতকৰ্ম্ম পরিচর্যা, চেতনাসম্পাদন ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিতেছেন !!

(২৮) যদিও [ একসময়ে ] নিজের আনন্দ-সিন্ধুর সহিত তুলনায় গোকুলের প্রাণিমাত্রই সহস্রনয়ন ইন্দ্রের সৌন্দর্য্যকেও সম্যকরূপে অবজ্ঞাই করিয়াছিলেন—ঐ দেখ, এক্ষণে কিন্তু শ্রীরাধার অভিষেক-কালে তাঁহারাই আবার সহস্রনয়নের ভাগ্যই বাঞ্ছা করিতেছেন !!

(২৯) হে বিধুমুখি! অতঃ গোপেন্দ্রনন্দনের পুলকাদি ভাবাবলি কি পরকায়ে প্রবেশবিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছে? দেখনা কেন, প্রথমতঃ উহার। শ্রামের অঙ্গে উৎপন্ন হইয়া পরে শ্রীরাধার অঙ্গেও যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছে !!

(৩০) এই ব্রজবন অত্যুত্তম আনন্দরাশিরই ক্ষরণ করিতেছে! এই স্থান, এই লতানিকুঞ্জ—পদ্মা লক্ষ্মীরও কাম্য (বাঞ্ছনীয়); এই স্থানের ঐ কুসুম-গৃহটি স্বর্ণসিংহাসনে বিরাজমান হইয়াছে! এই সকল বস্তুই শ্রীরাধার অঙ্গনিঃসৃত তেজোরাশির বিস্তার করিতেছে অথবা শ্রীরাধাই ততদখিল বস্তুর প্রতি তেজোরাশি প্রতিকলিত করিতেছেন !!

### সখীগণ-কৃত স্নান, অষ্টমৃত্তিকাদি দ্বারা স্নান

(৩১) প্রথমেই সখীগণ পূৰ্বে আনীত ঐ জল-ধারায় শ্রীরাধাকে মুহুমুহু স্নান করাইলেন। তৎপরে তাঁহার। [ নদীকূল, বরাহদত্ত, বেষ্টাদ্বার, বৃষশৃঙ্গ, বন্মীক, সমুদ্র, দেবদ্বার ও গঙ্গা—এই ] অষ্টমৃত্তিকা দ্বারা স্নান করাইলেন। ঐ ঐ জলও মৃত্তিকা সৰ্ব্বত্র সঞ্চরণশীল শ্রীহরির চরণ-কমল হইতে প্রাপ্ত পরিমল (জনমনোহর গন্ধবিশেষ) ইত্যন্ততঃ



প্রস্তুত করিতেছিল। (৩২) অনন্তর **পঞ্চগব্য** দ্বারা আপ্নতদেহা কান্তা (কমনীয়া) রাধা অখিল সখীদিগের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়েরই বিষয়-সমূহ হরণ করিলেন এবং তাহাতে শীঘ্রই মুরারিরও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উৎসাহভরে পঞ্চবাণই ত্যাগ করিলেন কি? (৩৩) ঐ দেখ —এক্ষণে প্রোঢ়া বয়স্তাগণ ও প্রিয়দাসীগণ ক্রমশঃ পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক পর্য্যন্ত বিমল স্বর্ণ ও রূপ্য এবং ষোড়শ-প্রকার প্রশস্ত মৃত্তিকা [পূর্বোক্ত অষ্টবিধ ও রাজদ্বার, চতুষ্পথ, গজদন্ত, নদীর উভয়কূল, নাগর, গোষ্ঠ ও ত্রিপথের মৃত্তিকা] দ্বারা নির্মিত, সুরভি [সুগন্ধি অথবা কদম্ব বা বকুল] পুষ্প, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, ও জলে পূর্ণ কলস দ্বারা ইঁহাকে ক্রমশঃ মজ্জন করাইলেন। (৩৪) এই উত্তম ধাগ্বেদী ব্রহ্মচারী মধুধারা দ্বারা ও ছন্দোগায়ক (সামবেদী) বটু কুশোদক দ্বারা ইঁহাকে স্নান করাইতেছেন। অহো! শান্তিকর্মে সম্যক উপদিষ্ট সূক্ত (মন্ত্র) উচ্চারিত হইলে সম্প্রতি তাহা শ্রীহরির মোহকরই হইয়াছে অর্থাৎ সর্ববিঘ্ন-বিধ্বংস হইলে শ্রীরাধার সহিত নির্ঝাধসঙ্গলাভের আশায় তিনি মোহিতই হইলেন!! (৩৫) সখি হে! দেখ দেখ—ব্রহ্মচারিগণের কলমস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে পৌর্ণমাসী জলধারায়ুক্ত কলসটি উর্দ্ধে তুলিতেছেন। এক্ষণে ‘রাজসূর’ মন্ত্র পঠিত হইলে ভানুকিশোরী রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন কি? (৩৬) ঐ স্নাতক প্রথমতঃ সুগন্ধি কুঙ্কুমচূর্ণদ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া পরে সহস্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট স্বর্ণময় কলসীতে ওষধি, গন্ধ, বীজ, কুসুম, ফল ও মণি প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ করিয়া যজুর্বেদের মন্ত্র পাঠ করিয়া ইঁহাকে **সহস্রধারা** জলে স্নান করাইতেছেন। (৩৭) হে সখি! সমান, রুচির ও সহস্রচ্ছিদ্রযুক্ত ঐ স্বর্ণকলস হইতে শ্রীরাধার শিরোদেশে নিপতিত ধারাসহস্র চতুর্দশ ভুবনে আদৌ সূচ্যক দৃষ্টান্ত (উদাহরণ) না পাইয়া সূচ্যক দৃষ্ট বস্তুসমূহের আশ্রয় অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠই হইল অথবা মনোজ্ঞ দৃষ্ট বস্তুজাতের পরাকাষ্ঠাই প্রাপ্তি করিল!! (৩৮) তৎপরে বটুগণ যথাযোগ্য ঋক্বেদমন্ত্রপাঠ করিতে থাকিলে ঐ পৌর্ণমাসী **গোরোচনা** প্রভৃতি দ্বারা নিজহস্ত সুগন্ধিত করিয়া অশ্রুপ্রবাহে দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত করিয়া কুশধারিণী রাধার শিরঃ ও কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। (৩৯) পৌর্ণমাসী এইভাবে পূর্বকালীন বিধিসমূহ রচনা করিয়া



তৎপরে তাঁহাকে নিধিময় কুন্তের জলে স্নান করাইতে ইচ্ছা করিলেন। কার্য্য-লাঘবের জন্ত ঐ বাজ্ঞাকল্পতরু কুন্তনয়টি প্রত্যেকেই পাঁচটি করিয়া তৎসমান মণিময় ছোট ঘট উৎপাদন করিল। ( ৪০ ) কোনও স্থানে পরিজনগণ ছত্র, চামরাদি রাজলক্ষণ-ব্যঞ্জক বস্ত্রসমূহ হস্তে করিয়া, কোথাও বা বেত্রধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির নিনাদে এবং বিচিত্র ও গুণগণ-গানের প্রতিধ্বনিতে মুখরিত সেই অভিষেকের আশ্রয় কৃত্য করিতে করিতে ঐ জনগণ সন্ত্রমসহকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

### প্রথম অভিষেক

( ৪১ ) “হে পুত্রি ! তুমিই গোপাঙ্গনাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা ; এইজন্ত তুমিই আশ্রয় ( সর্ব্বপ্রথম ) রস ( জল ) দ্বারা [ অথবা আশ্রয় শৃঙ্গাররস ] দ্বারা অভিষিক্ত হও।”—এই বলিয়া মুনিবরা পৌর্ণমাসী আশীর্বাদ দান করিলে শ্রীরাধা মস্তক অবনত করিয়া যেন তাহাই স্বীকার করিলেন। ( ৪২ ) অনন্তর ব্রহ্মচারিগণ-কর্তৃক মন্ত্রপাঠ করাইয়া পৌর্ণমাসী সমীপবর্ত্তী ঘটের জলদ্বারা তাঁহার শিরোদেশ অভিষেক করিতে থাকিলে নয়নানন্দ-দায়িনী শ্রীরাধাও তখন কান্তিরূপ মনোরম সুধা-বর্ষণে জনমণ্ডলীর অঙ্গসমূহ সুন্দররূপে অভিষেক করিতেছেন। ( ৪৩ ) নিধিময় কলসীসমূহের জলদ্বারা ক্ষুদ্র স্বর্ণঘটগুলি পূর্ণ করিয়া তৎপরে শ্রীরাধার অঙ্গে যখন সেই জলের ধারাপাত করা হইতেছিল, তখন মনে হইল যেন উদয়াচলের বনমধ্যে কোনও স্বর্ণলতার অঙ্গে রাকাচন্দ্রের সম্পূর্ণ মণ্ডল হইতে কিরণামৃত-প্রবাহই পতিত হইতেছে !! ( ৪৪ ) বৃষভানুন্দিনীর মুখের উপরিভাগে ঐ রত্নকুন্ত ‘বাম্ বাম্’ শব্দে জল-ধারাপাত করিতেছে, কিম্বা চন্দ্রমণ্ডল তাঁহার মুখমণ্ডলকে স্তব করিতে করিতে নিজেই নিজের অমৃতপ্রবাহ-পাত করিয়া কি ইহার অভিষেক করিতেছে ? ( ৪৫ ) যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসী মহাপদ্মনিধি-সম্ভূত কলস হইতে জল আনয়ন করতঃ শ্রীরাধাকে অভিষিক্ত করিলেন। এক্ষণে মহাপদ্মবদনা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া আমাদের মনেও প্রচুরতর আনন্দ সমুপস্থিত হইয়াছে !! ( ৪৬ ) ঐ দেখ—মাণিক্যময় এই কলস-রাজের জলধারা দ্বারা অভিষিক্ত শ্রীরাধা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার



করিতেছেন। মনে হয় যেন গুরুপক্ষের চন্দ্রকলাই সহস্রকিরণ সূর্যের প্রকাশ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিলবেই তেজোবিস্তার করিতেছে !! (৪৭) শ্রীরাধা অভিষেক-জলে সংক্রান্ত কৃষ্ণবিশ্ব নিজাঙ্গে স্ফটিকরূপে ধারণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও অভিষেকসহ প্রতিফলিত শ্রীরাধার বিশ্ব নিজাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন !! অহো ! এই যুগলকিশোর ব্রজবন-নবরাজ্যে রামসীতার অভিষেক হইতেও দ্বিগুণতর রাজ্যাভিষেকই প্রাপ্ত হইলেন কি ? (৪৮) “অহো ! ইনি আমার গুণপ্রবাহে অন্তরে ধৌতমান (মানশূন্য) হইলেও কিন্তু বাহিরে ত সমধিক সঞ্চিত মানজাত কষায়টি ত্যাগ করিতে পারেন নাই !!”—এই ভাবিয়াই কি সেই কষায়টিও দূর করিবার অভিপ্রায়ে মুরারি পূর্ণিমা দি দেবীগণ কর্তৃক শ্রীরাধার অঙ্গও ক্ষালন করাইতেছেন ? (৪৯) যদিও ‘প্রেম’ নামক দুইজন উত্তম কৃষ্ণকই উভয়ের নয়ন-নীর দ্বারা উভয়ের পুলকরূপ শস্ত্র-সমূহকে সিঞ্চন করিতেছে, তথাপি কিন্তু আমি ঐ শ্রীরাধার প্রণয়-কৃষ্ণকেই সতত স্তব করি ; যেহেতু ঐ কৃষ্ণকই আবার কুন্তসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত (শোভিত) হইয়াই অঘারির নিজের পুলকশস্ত্রকেও তাঁহার কৃষ্ণক দ্বারা সিঞ্চন করাইতেছে [ অর্থাৎ উভয়ের প্রেমাশ্রু পুলকাদি সমানভাবে উদয়লাভ করিলেও কিন্তু শ্রীরাধার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতেছে। শ্রীরাধার মহাপ্রিয়তা ও মহালাবণ্যাদিই শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়ের প্রযোজক, কাজেই তাঁহার ভাবমাধুর্য্যাদি আশ্বাদন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৃদ্ধি হয়। ] (৫০) তৎপর ‘স্তোককৃষ্ণ’ কৃষ্ণকে উপহাস করিয়া ছলক্রমে বলিলেন—‘হে প্রিয়সখে ! তুমি দেখিতে দেখিতে যেন সঙ্কোচ করিওনা—কেননা, এই মহোৎসবে তোমার ভাব কোনও লোকই দেখিতে পাইতেছে না ! যেহেতু ইহারা সকলেই বৃষভানুহুলালীর বিগ্রহের সৌন্দর্য্যে আবৃত হইয়াছে !!’ (৫১) তখন শ্রীহরির নয়ন-শর সভাস্থিতা শ্রীরাধার ধনুর ঞ্চায় কুটিল নেত্রের তৃতীয়াংশে (প্রান্তভাগে) পতিত হওয়া মাত্রই তাহা ত্যাগ করিয়া যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার এবং সখীগণের অন্তর ছিন্নভিন্ন করিল !! অহো ! বৃন্দাবনে অলৌকিক বস্তুর গতি বিচিত্র বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে !!! (৫২) দেখ—এই অভিষেকে সমাগত নানাতাবের জনমণ্ডলী এই যুগলের নব নব বিলাস-সুখমায় নিজ নিজ রস আশ্বাদন করিতেছে ! পরমাত্মীয় বা পরম নিত্য



জীবাত্মস্বরূপ এই ভাবামৃত-সমুদ্রে অনিবিষ্ট হইয়া সেইজন কি কখনও প্রত্যাবর্তন করিতে পারে? ( ৫৩ ) ঐ দেখে হে স্মৃতি! ভানুকুমারীর গাত্র জলবিন্দুরূপ মুক্তামালায় ভূষিত হইলে তাহার অনুপম লাবণ্য-দর্শনে সখীগণের নয়ন-যুগল তাহাতে আবিষ্ট হইয়া স্ফূটারূপে তাঁহারই অনুকরণশীল হইয়াছে এবং প্রমদাশ্রুরূপ মুক্তা-মালাই ধারণ করিয়াছে !! ( ৫৪ ) “হে স্মৃতি! ভ্রমেও যেন হরির প্রতি নয়নকটাক্ষপাত করিওনা, যেহেতু অবলাগণের মানই প্রিয়তমের প্রণয়-প্রাপ্তির কারণ।” সখী-কর্তৃক এই অনভীষ্ট মন্ত্ৰণালাভে তাঁহার চক্ষু কুটিল হইয়া শ্রামসুন্দরের প্রতি ছলক্রমে রোষই যেন প্রকাশ করিল !!

### দ্বিতীয় অভিষেক

( ৫৫ ) জনমগুলীর অক্ষিধয়ের সন্ধিস্থান জলধারায় আপ্প ত হইল বটে, কিন্তু এই পর্বের (মহোৎসবের) রসরাশিধারা নয়নদ্বয় আদৌ পূর্ণ হইল না ; এইজন্তই বুঝি মুনীশ্বরী ঐ রসসমূহ দ্বারা একটি ঘট পূর্ণ করাইয়া পুনরায় দেবী উমা কর্তৃক রসধারা-বর্ষার আরম্ভ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ( ৫৬ ) অনুপম ঐশ্বর্যযুক্ত বৃন্দাবনের মেঘকর্তৃক জলবর্ষণে সিঞ্চিতা, ভ্রমরের আসক্তি, লীলা ও বহুবিধ অভিলাষের সাম্রাজ্যবৎ মহাসুখপ্রদ স্থান-স্বরূপা এবং হরির মুখবৎ চন্দ্রের কিরণজালে অঙ্কুরোদগমশীল ফলপাকান্ত গুল্মসমূহের কান্তিপুষ্টা রাধালতা ভ্রমরগণকে অতিশয় উন্মত্ত করিতেছে। পক্ষান্তরে—নিরুপম-বিতবশীল গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৃন্দাবন রাজ্যে অভিষিক্তা, মধুরিপু কৃষ্ণের সুরতবিলাস ও কাম অর্থাৎ মূর্ত্ত-মহাশূদ্ধারের সাম্রাজ্যভূমি [ যজ্ঞশালা বা শজ্ঞশালা ইত্যাদি! ], শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের কান্তি দর্শনে পুলকবতী রাধা আমাদের নয়নাবলিকে নিরতিশয় উন্মত্ত করিতেছেন !! ( ৫৭ ) নিজসখীরূপা কলাগণ সহিত এই শিবানী ইহাকে পুনরায় অভিষেক করিবার জন্ত উদ্বৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ নিজের অঙ্গই নয়ন-জলে সিঞ্চন করিলেন, যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে দীক্ষিত ( দেব ) হইয়াই দেবপূজা করিতে হয়। ( ৫৮ ) ‘বকরিপু কৃষ্ণের বনে এই অদ্বিতীয়া বন-লক্ষ্মী তোমাকে শ্রীকৃষ্ণেরও অদ্বিতীয়া প্রেমসী করিবার জন্ত এক্ষণে অভিষিঞ্চন করিতেছে।’ এই কথায় আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলে দ্বিতীয়া চন্দ্রকলার গ্রায় রাধা অদ্বিতীয়



(অনুপম) শোভা বিস্তার করিতেছেন—ঐ দেখ হে সখি !! (৫৯) পার্শ্বতী বৈদ্রুম (প্রবাল) রচিত কুন্ত হইতে বিমল জল নিয়া সমান মণিময় ঘটসমূহে ক্রমশঃ পরিপূরণ করিয়া ভানুকুমারীর যে দেহে সিঞ্চন করিতেছেন, সেই দেহ এবং ঘটি জলচ্ছলে অত্যাশ্চর্য্য কিরণ বিতরণ অর্থাৎ পরস্পর তেজের বিনিময় করিতেছেন। (৬০) হে সখি! উপরিভাগে কলসচ্ছলে সূর্য্যমণ্ডল শোভাবিস্তার করিতেছে, তাহার নিম্নভাগে ঐ জলধারার সামান্য কিরণ—তাহারও নীচে আবার কেশ-কলাপের সৌন্দর্য্যযুক্ত মেঘরাজি এবং তন্নিম্নে বদন-কল্প চন্দ্রমা বিলাস করিতেছে; তাহারও অধোদেশে কোনও অনির্বাচ্য জঙ্গমা (বা স্বর্ণময়ী) লতা বিলাস করিতেছে !! (৬১) ‘পদ্ম’ নামক নিধিময় কলসীকুলরাজ রাধাকে অভিষেক করিতেছে; এবং ‘পদ্মা’ নামক সখী হইতে বিবিধভয় আশঙ্কা-কারিণী রাধা পৃথ্বীর অধীশ্বরীরূপে আমাদিগকে স্নাত্তদান করিতেছেন। (৬২) শ্রীরাধার বিশ্বব্যাপক অঙ্গকান্তি এই দিব্য পর্ব্ব-উপলক্ষে প্রতিপদে উদয়শীলা (নবনবায়মানা) সুষমার প্রকাশ করিয়া অভিষেক-মণ্ডপের সকল স্থানকেই পীতবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে! এক্ষণে স্নমেক পর্ব্বতে দেবী (ছোতমানা) গঙ্গার ঞ্চায় লোকগণের পুণ্যাবলির পরিণতি-স্বরূপ জলধারাই বহিতে লাগিল !! (৬৩) পর্ব্বতোৎপন্ন মেঘমালা যে প্রকার অন্তরে জলকণা বহন করিয়া সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া জলার্থী পৃথিবীমণ্ডলে নিরন্তর জলধারা নিঃক্ষেপ করতঃ সকলকে স্নিগ্ধ করে এবং নিজেও স্নাত্ত পায়, তদ্রূপ এই পার্শ্বতী উমাও স্নেহে দ্রুতচিত্তা হইয়া রাধিকাকে অভিষেক করিতে করিতে নিজজীবাভূতরূপ মহারসরাশি ইত্যন্ততঃ বিতরণপূর্ব্বক পরমানন্দিতা হইতেছেন !! (৬৪) হে দেবি! মহাভিমান-সূচক নিজ মহাপূর্ণত্ব অথবা নিজের দানশীলতারূপ পূর্ণতা এই অভিষেকের ব্যাপার দর্শন করিয়া ত্যাগ কর। যেহেতু দেখনা কেন, ঐ নিরন্তর জলবর্ষণশীল কুন্তসমূহ নিধিময় বলিয়া প্রাকৃত কুন্ত নয়, অতএব সর্বদা বর্ষণ করিলেও ইহারা এবং জনগণের নয়ন-সমুদয় কিরূপে সর্বদার তরে জলভারে অন্তঃপূর্ণ থাকে হে? (৬৫) অবিরত জলসেকে শ্রীরাধার মর্দিত পদ্মবৎ কোমল কণ্ঠকে শ্রীহরি স্নিতযুক্ত কটাক্ষরূপ বাণদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিলেন, আবার এই রস-বলিষ্ঠা শ্রীরাধাও শীঘ্রই ক্রোধনু সজ্জীভূত বা চক্রাকৃতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব হরণ করিলেন !!



( ৬৬ ) শ্রীকৃষ্ণ গোপনে শ্রীরাধার নেত্রকোণ ( কটাক্ষ ) প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ উভয়ের কটাক্ষ মিলন হইলে শ্রীরাধা শীঘ্রই বলপূর্বক নিজনেত্রপ্রাপ্ত সরাইয়া লইলেন । তৎপরে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ নেত্র অপনীত করিলে তিনি স্বয়ং তাঁহার সৌন্দর্য্য আশ্বাদন করিতেছেন !! অহো ! যুগল-কিশোর কি এইভাবে [ কটাক্ষাকটাক্ষি ] গতাগতি করিয়া এই মহোৎসবে বিহার করিতেছেন ? ( ৬৭ ) “হে মুকুন্দ ! স্তম্ভদগণের সাক্ষাতে রাধার বদনারবিন্দে নিজ মনোহর কটাক্ষ-ভৃঙ্গ দান করিয়াও কেন গোপন করিতেছ ? দেখ, ইহাতে লজ্জা করিও না । ঐ বদন-পদ্মের সহযোগে মহোৎকর্ষপ্রাপ্ত এই অপাঙ্গ-ভৃঙ্গ সকলেরই মোহ উৎপাদন করিতেছে !!” ( ৬৮ ) **বসন্ত** সখা নির্জনে শ্রামকে ক্রীড়াব্যঞ্জক এই পরিহাসবাক্য বলিলে তিনি কিন্তু রাধার মুখপদ্মে সাতিশয় অভিনিবেশী হইলেন এবং নিজের বামনেত্রপ্রাপ্তে অপর নেত্র অর্পণ করতঃ তাহার সহিত সৌহার্দ্যে কুটিল হইয়াই বুঝি তখন মাধব অন্তরেও দ্বিবিধ স্বাভিলাষ-পূর্ণ ব্যাকুলতাময় ভাব ধারণ করিলেন । ( ৬৯ ) হে বিধুমুখি ! পূর্বে সখীগণের চক্ষুসমূহ ভৃঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল এবং এই যুগলের ভাবরাজিও পদ্মসদৃশ হইয়াছিল ; সখি হে ! ঐ দেখ—ঐ ভাব-পদ্ম ঈষন্মাত্র উল্লসিত হইলেও ঐ নয়নভৃঙ্গসমূহ অত্যধিক মাত্রায় আনন্দভরে ইহাদের প্রতিই ধাবিত হইতেছে !! ( ৭০ ) “হে সখি ! এই জগতে তুমিই ধীরা নারীদের রাজ্ঞী ( শিরোমণি )—ইহা প্রসিদ্ধই আছে । অতএব ঐ কৃষ্ণের প্রতি স্বল্পমাত্রও আত্মতৃষ্ণার ( স্বাভিলাষের ) বিলাস বিস্তার করিও না ।”—বয়স্শ্রার এই রহঃ কথা শ্রবণ করিতে করিতেই শ্রীরাধা স্তুদীপ্ত স্বাভিলাষবশতঃ স্তম্ভভাবই প্রাপ্তি করিলেন ।

### তৃতীয় অভিষেক

( ৭১ ) সখি হে ! ঐ দেখ—সূর্য্যপত্নী ছায়া ও সংজ্ঞা নিধিময় কুস্ত হইতে জল আনিয়া অগ্ন্যাগ্নি ঘটীতে রাখিতেছেন । এক্ষণে শ্রীরাধার অভিষেক করিয়া নয়নের যে ফলোদয় হইল, তাহাতেও কেন সেই দর্শনসুখ রোধ করিয়া অশ্রু উদয় হইতেছে ? ( ৭২ ) দেবসভা সুধর্ম্মার উপমা যাহার নিকট অতি হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই কৃষ্ণকাননে লতাগৃহে রত্নাসনে শ্রীরাধা অভিষিক্তা হইতেছেন । গোকুলচন্দ্রমার



রুচি (কিরণ বা অভিলাষ) ইহার সুখবিধানে নিযুক্ত হইয়াছে। মৃদু হান্তশোভি নয়নের বিলাস রূপ পুষ্পযুক্ত। এই রাধা কল্ললতাবৎ আমাদের নয়নে সুধাই বর্ষণ করিতেছে হে!! (৭৩) ইন্দ্র, অগ্নিপ্রমুখ দিকপতিগণ কর্তৃক রক্ষিত এই পূর্ব, অগ্নি প্রভৃতি দিকসকলে ক্রমশঃ যে মণিময় কলসীসমূহ জলধারা বর্ষণ করিতে করিতে স্বয়ং সুখবিধান করিতেছে—তাহারা যেন দিকপালগণের পদ হরণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজেরাই লোকপাল হইয়াছে!! (৭৪) “হে রাধে! এই ব্রজবিপিনের তুমিই জীবন, মুরারিও ইহার জীবাতুই বটে; তৃতীয়তঃ এই জীবন (জল) তোমাকে বৃন্দাবনেশ্বরীপদে অভিষিক্ত করিয়া ‘জীবন’ নামের সার্থকতা বিধান করুক!;”—ঐ দেবীগণের এই আশীর্বাদ পাইয়া শ্রীরাধা শোভা বিস্তার করিলেন। (৭৫) অভিষেক-বিধিজ্ঞানবতী সংজ্ঞা নিজ কনিষ্ঠা সপত্নী ছায়ার সহিত শ্রীমতীর মেহবিশেষের অতীব অধীন হইয়াই যেন তুমুল শঙ্খনিনাদের মধ্যে ‘শঙ্খ’ নিধি-নির্মিত কলসের জলে শ্রীরাধার অভিষেক করিতেছেন। (৭৬) সখি হে! ঐ দেখ—কেবল মুক্তাময় কলসবরের বিমল জলের ধারাপাত শ্রীরাধাদেহে কেমন শোভা পাইতেছে! ‘শ্রীরাধা কান্ত্যমৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃতরাশির সিন্ধুবেলা ( সাগরের সৈকতভূমি )’—এই মনে করিয়াই বুঝি ঐ কলসরাজের লাবণ্যনদীও এই রাধাতে প্রকৃষ্টরূপে মিলিত হইতেছে!! (৭৭) হে স্মৃতি! দেখ দেখ—ঐগুলি ত জন-গণের নয়ন-ধারা নহে, তবে কি জান? ঐ অশ্রুসিক্ত নয়নাবলিতে শ্রীরাধা সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন, অতএব সকল দিক হইতে সূশীতল ও স্বচ্ছ নিকারসমূহ তাঁহারই অভিষেক জন্ত নিপতিত হইতেছে!! (৭৮) ‘উজ্জ্বল’ সখা তখন শ্রামসুন্দরকে মৃদুমন্দস্বরে বলিলেন—“সখা হে! ঐ দেখ দেখি—শ্রীরাধার বয়শ্রাগগণ ‘ব্রজবনে তাঁহার রাজ্যলাভ দর্শন করিয়া প্রথম নৃপতি শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়াছে’—এই বলিয়া হান্ত করিতেছে! অতএব হে কৃষ্ণ! নিজ কম্পের বিলোপ-সাধন (আবরণ) কর ত।” (৭৯) মৃদু মৃদু জল-প্রবাহেও এই রাধিকাভিষেক ক্রমশঃ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রের সহিতই যেন সাক্ষাৎ ভাবে স্পর্শ করিয়া বিজয়লাভ করিতেছে! অহো!! নয়ন-বিষয়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ অদৃষ্টপূর্ব মহাবৈভবে এবং সেই সেই



রাধার বা কৃষ্ণের অথবা তত্রত্য নিখিল বস্তুরাশির সৌন্দর্য্যে সেই অভিষেক নিরতিশয় চমৎকারকারীই হইয়াছিল !! (৮০) হে সখি ! ঐ দেখ—এই অভিষেক সমুদ্রবৎ সকললোকের মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডলকে উন্নত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং মৎস্য যেরূপ জল ব্যতিরেকে জীবিত থাকে না, তদ্রূপ নিজের নিবিড়রসই একমাত্র জীবাণু যাহাদের, এবম্বিধ নিজজনগণের নেত্ররূপ মৎস্য-সমূহকে যে উহা চঞ্চলায়মান করিতেছে—ইহা আদৌ বিচিত্র বা বিস্ময়কর নহে !! (৮১) “হে সখি ! আমার প্রতি ত তুমি মান-প্রপঞ্চই (কোপরাশিই) বিস্তার করিতেছ ! এই হরিও ত অতি ভীতই হইয়াছে ; আমি আর তোমাকে কিই বা বলিব হে ?” কোনও সখী শ্রীরাধাকে এই রহঃকথাটি বলিলে তিনি তাহাকে দেখিতেই যেন ঘূর্ণিত নয়নের প্রান্তভাগদ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন !!

### চতুর্থ অভিষেক

(৮২) মুহুমূর্ছ অভিষেক করার দরুণ সেই বৃহদায়তন গৃহটি জলময় হইলেও কিন্তু তাহাতে উৎফুল্লদেহ লোকচক্ষুরূপ মৎস্য সমূহের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না ; শ্রীহরি শফর (মৎস্য) দেহে অবতার গ্রহণ করতঃ ক্রমশঃ বৃহদায়তন পরিগ্রহ করিতে থাকিলে যেমন বৈবস্বত মনু তাঁহাকে নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন—তদ্রূপ সেই লীলাই পুনরায় প্রকট করিয়া মুনিবরা পৌর্ণমাসী তত্র সমুপস্থিতা যমুনাди নদীগণকে শ্রীরাধার অভিষেক জ্ঞাত আদেশ করিলেন কি ? \* (৮৩) অনন্তর রসভরে নির্লজ্জা অথচ প্রেমতৃষ্ণাশীলা যমুনা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নদীগণ অনুষঙ্গ নেত্রজলে নিজ বিপুলদেহকেও তীর্থরূপে পরিণত করিয়া অতি প্রফুল্লচিত্তে স্বর্ণকুন্ত-সমুদয়কে কলসীজলে পরিপূর্ণ করিলেন । (৮৪) ‘অতি ধীরে ধীরে তোমরা ইহাঁকে অভিষেক করহে ! দেখত ঐ জল ঘর্ষণেই ইনি রক্তবর্ণ হইয়াছেন ।’—এই বাক্যটি পৌর্ণমাসী অশ্রুসিক্ত-নয়নে উচ্চারণ করা মাত্রই তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্রত্য কাহার চিত্ত না বিগলিত হইয়াছে হে ? (৮৫) “হে সখি ! এই



কৃষ্ণবনে জলাভিষেকে তূর্য্য উপায় দ্বারা অর্থাৎ বাতুধ্বনি সহকারে [ পক্ষান্তরে—‘সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড’ এই উপায় চতুষ্টয়ের চতুর্থ ‘দণ্ড’ দ্বারাও ] তুমি প্রিয়তমের সৌন্দর্য্য ও বিলাসরস আশ্বাদন কর।”—  
 নদীগণের এই আশীর্ব্বাদরূপ সিদ্ধিসূচক পরামর্শ লাভ করিয়া শ্রীরাধা নিজের নেত্রপদ্মদ্বয় দ্বিষৎ নিমীলিত করতঃ পদ্মা-সখীর চিহ্নবিশেষকেই শাস্তি করিলেন। [ অর্থাৎ তাঁহাদের আঞ্জা শিরোধার্য্য করিয়া তিনি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলেন, তাহাতে নিজনেত্রস্থিত পদ্মেরই যেন শাসন করিলেন ; সুতরাং পদ্মা সখীকে সাক্ষাতে শাস্তি করিতে না পারিয়া তাঁহার নামের সাদৃশ্যবহনকারী ঐ ( নেত্র )-পদ্মকেই শাসন করিলেন। ]  
 ( ৮৬ ) মকর কুণ্ডলাদির ধারণহেতু প্রসারিত-কান্তি-বিশিষ্টা শ্রীরাধাকে সেই নদীগণ অভিষেক করিবার জন্য আশ্রয় করিলেন এবং ‘মকর’ নিধিময় কলসরত্ন হইতে নিঃসৃত সেই জলসমূহদ্বারা তাঁহার অভিষেক করিতে লাগিলেন। বৈশাখ মাসের শেষে গ্রীষ্মাত্যয়ে বর্ষাজল লাভ করতঃ লতারাজি যেরূপ উন্নতিশীল হইয়া কুসুমরাজিচ্ছলে হাস্য করিতে থাকে—তদ্বৎ শ্রীরাধাও সেকলাভে সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যরাশি বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষভাবে শোভা বিতরণ করিতে লাগিলেন। ( ৮৭ ) হে সখি ! এই হীরকময় কুন্তলি নিজ কিরণচ্ছটায় যে কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ উৎকৃষ্ট তেজোময় অংশ আহরণ করিয়াছে—তৎসমস্তই যমুনা ও মানসগঙ্গা জলদানচ্ছলে ঐ নিজেদের অধীশ্বরী শ্রীরাধাকেই উপহার দিলেন। ( ৮৮ ) ‘হে ভানুকুমারি ! তুমি রসেন্দ্র [ রসরাজ কৃষ্ণ বা আদিরস শৃঙ্গার ; পক্ষান্তরে জলনিধি ] কর্তৃক সেব্য। নিধি সমূহেরও নিধি মাধব তোমার অনুগত হইয়াছেন। অতএব এই জলরাশি বর্ষণশীল নিধিময় কুন্তলের বা নিবিড় রসরাশি-বষুর্ক মহানিধি কৃষ্ণের তুমিই একমাত্র গতি—” এই বলিয়াই যেন জল ‘বাৎ’ করিয়া স্তবপাঠ করিতেছে !! ( ৮৯ ) ঐ দেখ হে ! এই মহাদীর্ঘা নদীরূপ লতাসমূহও এই অভিষেকে নিজাঙ্গে বিফলতা ত্যাগ করিয়াছে !! দেখনা কেন, উহারাও দন্তকান্তি রূপ শুভ্রপুষ্প ধারণ করিয়া স্নন্দর বক্ষোজরূপ শ্রীফলযুগলও বহন করিতেছে !! ( ৯০ ) ঐ দেখ—বনমালী ছলক্রমে শ্রীরাধার আনন্দভরের পরিণতি-মূলক অপাঙ্গদান বাঞ্ছা করিতেছেন ; ইনিও সেই নিজকান্তকে দর্শন করিতে সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তথাপি উভয়কে যে কোন্ রসই



নিরোধ করিতেছে, তাহা ত জানি না!! (৯১) ‘হে প্রিয়সখা! তোমার মুরলী বিশ্বের মর্ম ভেদ করে; হে প্রিয়তম! এই কটাক্ষও নিজগুণকলা দ্বারা মুরলীর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে! তোমার অঙ্গগন্ধের প্রবর্তনেই এই রাধাও মোহিতাই হইয়া থাকে, অতএব হে মুরারে! অত্ন তাহাই কর যাহাতে এই তিন বস্তু একত্র না হয়।’ (৯২) এইভাবে সখা ‘গন্ধর্ব’ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণান্তিকে মুহূর্মুহু পরিহাস-বিনাস দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইলেও শ্রীবিধু (চন্দ্র, পক্ষে গোকুলচন্দ্রমা) নিজগুণ দ্বিগুণভাবে বিস্তার করিলেন; তখন শ্রীরাধার ভাব-সমুদ্র অতিপ্রফুল্ল (ক্ষীত) হইলেও কিন্তু তাহা লজ্জারূপ বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে পারিল না!! (৯৩) সখি হে! এই যমুনা প্রভৃতি নদীসকলের ইন্দীবরতুল্য নয়নবিশ্ব সহিত যে একসঙ্গে জলধারা ক্ষুরিত (প্রতিবিস্তিত) হইতেছে, তাহা এইস্থানে অতিবিচিত্র নহে; যেহেতু দেখনা কেন, এই রাধার ‘চন্দ্রকান্তি’ নামিকা গন্ধর্বকন্যাও ভানুকুমারীও প্রাপ্ত হইয়াছে! [ পক্ষান্তরে—ঐ জলধারায় চন্দ্রকান্তি জ্যোৎস্নাও সূর্য্যকান্তিবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে!! ] (৯৪) ঐ দেখ হে!—অভিষেক-সৌন্দর্য্যসাগর হইতে জন্ম লাভ করতঃ সখীদের ভাবরূপ এই চন্দ্রমা কোটি কোটি লোকের নিকট বিস্ময়জনক হইতেছে, অথচ ঐ গোপীদেরই মনোরম চক্ষুরূপ চকোরসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে উন্মত্ত করিতেছে!! (৯৫) ‘হে সখি! অত্ন এই রাজ্যাভিষেক-পর্ব্বের কুতুকে প্রিয়তমের দিকে সর্বতোভাবে নিরীক্ষণ করতঃ নেত্রমুদ্রা দুরীভূত কর অর্থাৎ নেত্রদ্বয় উন্মীলন কর। যদি আমার কথানুযায়ী আচরণ না কর, যখন মৃহুমধুর হাশ্বত্রে বিকসিত-নয়নবিশিষ্টা তোমার অগ্রে কৃষ্ণ আসিবেন, তখন আমরাও সকলে আগামী কল্য তোমার প্রতি কোপ করিব, [ পাঠান্তরে—‘অত্ন মান পরিত্যাগ করিয়া হাশ্বত্রেদনে তাঁহাকে কটাক্ষভঙ্গীতেও আদর কর। আগামীকল্য আমরা সকলেই একত্র শ্রামের বিরুদ্ধে ক্রোধের অভিযান করিব।’ ] সখীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যেইমাত্র শ্রীরাধা নয়ন উন্মীলন করিলেন, তখনই তিনি আশ্চর্য্য সহকারে দেখিলেন যে সম্মুখে সেই কৃষ্ণই বিরাজমান!! ]



## পঞ্চম অভিষেক

(৯৬) সখি হে! ঐ দেখ! [ তটস্থপক্ষা ] শ্রামলা মঙ্গলা প্রভৃতিও রাধাকে অভিষেক করিবার জন্ত স্নহদ্যাব অবলম্বন করতঃ উপস্থিত হইয়াছে!! [ শ্রীরাধা বিষয়ে তাঁহাদের এই ভাব আদৌ অযুক্ত নহে, যেহেতু ] এই রাধাকে শ্রীহরিও তুল্যস্বভাবা বা সমানসৌন্দর্য্যা এবং আত্মকমনাঃ মনে করেন এবং এই অভিষেকের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদিকে নিজেরই বলিয়া বিবেচনা করেন; জনগণও এইরূপই মনে করে। (৯৭) ঐ দেখ—সাক্ষাৎভাবে সিংহাসন, চামর, ছত্র প্রভৃতি রাজ্যশোভাই শ্রীরাধাকে গস্তীরচিত্তা করিতেছে! আবার তাঁহার অতি স্নহদ্যাব (মহাসৌহার্দ্য) পাইয়া প্রোদ্ধিতা শ্রামলা তাঁহারই নিকট যেন আপনাকে স্নব্যক্ত করিতেছে!! (৯৮) আবার শ্রীরাধার নিজ সহচরীগণ প্রেমভরে অতি তুষ্ট, তাঁহার নিত্য অভিনব কাস্তি-বুদ্ধিতে সমৃদ্ধা এবং নিত্য মনে ও দেহে ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়াও কিন্তু অথ তাঁহাকে নেত্র-পথের পথিক করিতে সমর্থ হইলেন না, যেহেতু তাঁহারা ঐ উৎসবের দিকেই নয়ন সমর্পণ করিয়াছেন। (৯৯) “হে রাধে! এই পঞ্চম-সংখ্যক জল তোমাকে অভিষিক্ত করুক, [ পক্ষান্তরে—পঞ্চম-স্থানীয় রুচির বা দক্ষ শৃঙ্গারাত্ম্য সান্দ্ররস তোমাকে সেবা করুক ] এবং এই অভিষেকে তুমি অর্থশাস্ত্রোক্ত ‘সহায়, সাধনোপায়, দেশকালবিভাগ বিপত্তি-প্রতিকার এবং সিদ্ধি’ নামক রাজ্যের পঞ্চাঙ্গ মধ্যে পঞ্চম সিদ্ধিরূপ প্রিয় সম্পৎকেই বরণ কর। [ পক্ষান্তরে—অগিমা লঘিমাди অষ্ট-সিদ্ধির মধ্যে পঞ্চমসিদ্ধি প্রাকাম্য অর্থাৎ সংকল্প-পূর্তিরূপ প্রিয় সিদ্ধিকেই তুমি আশ্রয় কর, তাহা হইলে কখনও স্বাধীনভর্তৃকা, আবার কখনও বা ‘মাধবী’ নায়িকার অবস্থা-বিশেষ প্রাপ্ত হইবে। ] এইরূপে শ্রামলা-প্রোক্ত আশীর্বাদ নিগূঢ় তৃষ্ণার অভিসূচনা করিলে শ্রীরাধার হান্ত-শোভিত নয়ন ঐ ঐ ঘনরস, প্রিয়সিদ্ধি প্রভৃতি বস্তুনিচর অঙ্গীকার করিল। (১০০) ‘কুম’ নামক নিধি বিরচিত গর্গরী (গাগরী) জলে রাধা উত্তমরূপে অভিষিক্তা হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। অহো! (এত-দর্শনে) শ্রীহরির ঐ তনুও কি স্বর্গ বা চন্দ্রের সূখা সঞ্চয় করিয়া এই প্রকার গর্গরীরূপ ধারণ করিয়া বিজয় করিলেন কি? (১০১) উপরে



বৈদ্যু্যমণিরচিত কুন্তের নীলকিরণ হরণ করিয়াছে, এবং নিম্নে শ্রীরাধার দেহকান্তির স্বর্ণপ্রভা সংগ্রহ করিয়াছে—এইভাবে নীলগোর-উভয়-কান্তি সখীগণের মনোমধ্য হইতে চুরি করিয়াই বুঝি ঐ জলধারা শোভা বিস্তার করিতেছে !! ( ১০২ ) সেই জলধারা—তাহার কেশকলাপরূপ কৃষ্ণবনে সংলগ্না হইয়া কৃষ্ণা ( যমুনা ) হইল, অধররূপ মধ্যপুরে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মকন্যা ( সরস্বতী ) হইল এবং কুচরূপ গিরিগোবর্দ্ধন যুগলের সন্ধিস্থলে লগ্ন হইয়া হারস্বরূপা মানসগঙ্গা হইল !! এইরূপে [ কৃষ্ণ, রক্ত ও শ্বেতবর্ণে রূপান্তরিত ] শ্রামলাদি তটস্থা সখীগণের স্বকৃত অভিষেকেও শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি প্রতিফলিত হওয়ায় উহা কান্তি-রাশিরও কান্তি-বর্দ্ধক ( পরমদীপ্তিময়ই ) হইয়াছিল। ( ১০৩ ) সখি হে ! শ্রীহরির নয়নযুগল সহ শ্রীরাধার নয়নদ্বয় চকোরের সজাতিত্ব লাভ করিয়াই কি মিথুনীভাব প্রাপ্ত ( মিলিত ) হইয়াছে ? উহারা ( লোচন-চতুষ্টয় ) পরস্পরের মুখচন্দ্রমার কান্তি পরস্পর বেশ পান করিতেছে এবং পরস্পরের সঙ্গও প্রকটভাবেই প্রার্থনা করিতেছে !! ( ১০৪ ) শ্রীরাধারূপ চন্দ্রমা পারাবার-রহিত অমৃতসমুদ্রে ( শ্রীগোকুলচন্দ্রমায় ) সম্যক পূর্তিলাভ করিয়াছেন !! এইজন্তই সেই চন্দ্রে ( রাধায় ) জনগণের নয়ন-চকোর সমূহ নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে ! অহো ! তাহারা আর কোন্ পথেই বা নির্গত হইয়া আসিবে ? ( ১০৫ ) “হে প্রিয়সখ ! কৃষ্ণ ! তুমি যাহার দর্শনে মুহুমুহু কম্পাশ্বিত হও, পুনরায় তাঁহাকেই দেখিতেছ কেন হে ?” এইভাবে কৃষ্ণ-কর্ণে ‘বিদগ্ধ’ নামে সখা তাঁহার শান্তির জন্ত রহঃকথা বলিয়া উপহাস করিলেও কিন্তু নদীর বেগে বিরুদ্ধ বায়ুর অভিঘাত যেরূপ তরঙ্গ-রাশিরই উৎপাদন করে, তদ্রূপ শ্রামের ইন্দ্রিয় সমূহেও ইহা দ্বারা মহাচাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি হইল !! ( ১০৬ ) “হে সুমুখি ! এই মহোৎসবে একবার ছল করিয়াও কৃষ্ণের দিকে নয়ন দাও না হে ! তোমার বুদ্ধির ত্রায় কৃষ্ণের দৈন্ত-ভাবও যেন আমাকে আর তাপ না দেয় !” সরলা সখীর এই বাক্যে সখীর প্রতি রুষ্টা হইয়াই যেন রাধা আনতা হইলেন এবং মণিময় ভিত্তিতে শ্রীহরির প্রতিবিম্ব অতিগোপনে দর্শন করিতে লাগিলেন !!



## ষষ্ঠ অভিষেক

( ১০৭ ) অনন্তর বৃন্দা সগণে শ্রীরাধাকে পুনর্বার অভিষেক করিবার জন্ত আনন্দসহকারে উত্তোগ করিতে থাকিলেন । এইজন্ত তাঁহার বনও প্রেমভরে রোমাঞ্চ ও ঘর্মজল প্রভৃতি ছলে কুসুম ও মধুধারা বর্ষণ করিয়া ক্ষুতি পাইতে লাগিল । ( ১০৮ ) বৃন্দাদেবী বহুকাল পর্য্যন্ত এই কৃষ্ণবন পালন করিতে করিতে যেন বহু পরিশ্রান্ত হইয়াছেন ; আনন্দমূলস্বরূপা শ্রীরাধাকে ত্রিভুবনে পরিচয় করাইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ঐ কৃষ্ণবনের অধীশ্বরী-পদে প্রকাশ্য ভাবেই অভিষেক করিতেছেন এবং সেই বনরাজ্যকেও উল্লাস দান করিতেছেন । ( ১০৯ ) ‘এই বনের ছয় ঋতুর ছয় গুণবৎ রাজোচিত ছয় গুণে ( সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশয় ও দ্বৈধীভাবে ) তুমি এই বনকে পালন কর ; এই জন্তই তোমার ছয় অঙ্গের ( জজ্বাদয়, বাহুদয়, শির ও মধ্যদেশের ) এই ষষ্ঠ অভিষেক হইতেছে ।’—এই বাক্য শুনিয়া দেবী মন্দাকিনী স্বয়ংই জলমধ্যে প্রবেশ করিলে বা তাহাতে মিলিত হইলে সেই জল দ্বারাই শ্রীরাধা অভিষিক্ত হইতেছেন কি ? ( ১১০ ) ‘মুকুন্দ’ নামক নিধিবিরচিত ও কুসুমদ্বারা পূজিত সেই উত্তম কলসটি তখন বাঞ্ছিত-প্রাপণের নিধান-স্বরূপা সেই রাধাকে অভিষেক করাইবার জন্ত কুন্দকুসুমবৎ শুভ্র হান্ত বিস্তার করিল । ( ১১১ ) অনন্তর ( হরিন্মণিঘটিত ) নিধিময় কলসী-বর্ষ্য হইতে শুভ্র জল গ্রহণ করিয়া স্বর্ণময় ক্ষুদ্র ঘটি দ্বারা এই রাধিকা আরাধিত ( অভিষিক্ত ) হইতেছেন । ইহা দেখিয়া লোকগণ স্মরণ করিল যে এই বৃন্দাই রসভরে কৃষ্ণ-সংবাদ আনিয়া শ্রীরাধাকে উপহার দিতেছেন !! ( ১১২ ) ঐ দেখ—এই অভিষেক-বারি তাঁহার কেশ-সৌন্দর্য্যের নিকট মধুতুল্য ( নীলবর্ণ )—মুখচন্দ্রমার নিকট সুধারামির মাধুর্য্যধারী ( শ্বেতবর্ণ ) এবং কুচরূপ গিরি-বুগের মূলদেশে যাইয়া নিজের অন্তরস্থ কান্ত ( কমনীয় বা প্রিয়তমের ) মূর্ত্ত প্রণয়রসের বরণাবৎ ( শ্যামলবর্ণ ) প্রতীয়মান হইতেছে !! ( ১১৩ ) সখি হে ! ঐ দেখ—সহস্রাক্ষ-লক্ষ্মী ( ইন্দ্রাণী ) কর্তৃক এই কৃষ্ণবনে যে শ্রীরাধা রত্নাভিষিক্ত হইতেছেন—একথা সত্য নহে । কিন্তু চতুর্দিক হইতে নিজাঙ্গে প্রতিবিম্বিত সহস্র সহস্র চক্ষুর সুষমা বহন করিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-লালসাতেই যেন সহস্রাক্ষ-লক্ষ্মী রূপে বিরাজ



করিতেছেন, অর্থাৎ সহস্র নয়নের সৌন্দর্য্যধারণ করিয়াছেন। [ শ্রীকৃষ্ণঃ দর্শন সময়ে গোপীগণ সকলেই প্রবল অনুরাগ বশতঃ লক্ষ চক্ষু কামনা করেন, শ্রীরাধার ত এই ভাব হইতেই পারে। স্নানকালে শ্রীরাধার অঙ্গে চতুর্দিক হইতে প্রতিবিম্বিত চক্ষুগণের সুষমাকেই কবি প্রোঢ়োক্তি সহকারে বলিতেছেন যে উহারা শ্রীরাধারই চক্ষু, শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিবার লালসায় দুই চক্ষু অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তিনি সহস্র-চক্ষুই আবিষ্কার করিয়াছেন !! ] ( ১১৪ ) “হে প্রিয় সখা ! যে তোমার ভাববিকার গোপন করিবার অভিপ্রায়ে **কিঙ্কিণি** সখা উচ্চ শব্দ করে এবং এই কিঙ্কিণী ( অলঙ্কার ) নীরব থাকে, এখন সে তুমিই যদি অনবধানতা বশতঃ কম্পায়মান হইলে, তখন এই সখা কিঙ্কিণি বা সেই অলঙ্কার কিঙ্কিণী অবস্থান্তর ( বৈপরীত্য ) প্রাপ্ত হইয়া কিই বা করিতে পারে হে ? ( ১১৫ ) কিঙ্কিণির এই বাক্য শুনিয়া হরি ভাব-সম্বরণ করিতে গিয়া নিজেই সর্ব্বতোভাবে স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। অহো ! বলবান্ ব্যক্তিকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া কাহার না শীঘ্রই ‘পরা’ পূর্ব্বক ‘জি’ ধাতুর কৰ্ম্মসংজ্ঞাত্ব প্রাপ্তি হয় ? অর্থাৎ বলবান্কে পরাজয় করিতে গিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি শীঘ্রই পরাজিত হইয়া থাকে। ( ১১৬ ) গঙ্গা যেমন গিরি-গহ্বরে ক্ষণকাল ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় বেগাতিশয্য-সহকারে সর্ব্বদেশ ভাসাইয়া পরে জলনিধিতে বাঁপাইয়া পড়ে—তদ্রূপ নিজজনের সমক্ষে লজ্জানুভব করিয়া কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় এই পর্ব্বোপলক্ষে দুর্দমনীয় বেগভরে শ্রীরাধার নয়ন-সলিল সর্ব্বত্র প্রসৃত হইতে হইতে শেষে রসনিধি কৃষ্ণের দিকেই অভিসার করিয়া চলিল !! ( ১১৭ ) সখীদের নয়ন-রাজি তখন নির্ণিমেষ-প্রায় হইয়া রাধিকার বদন-পদ্মের মাধুর্য্যই পান করিতেছে। আর সম্ভববশতঃ অতুল [ বিপক্ষাদি হইতে ] ভয় আশঙ্কা করিয়া পুনঃ পুনঃ মধু আশ্বাদনের ভাণ করিতে করিতে মুখকেও ঐ প্রকার মুদ্রাযুক্তই করিতেছে !! ( ১১৮ ) ঐ দেখ—কোনও বয়স্থা শ্রীরাধাকে যেন রহস্য কথাটিই বলিতেছেন—‘হে যুবতি রাধে ! তোমার অভিষেক-সম্পাদনে সমাগতা আমার মতে [ অথবা অভিষেকবতী তোমার ও আমার এই সম্মতি ] কিন্তু শ্রীহরিকেও অতিকুটিল অমৃত-দৃষ্টি-বর্ষণে স্নান করান সঙ্গতই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণও ত এবম্বিধ [ যুবতীগণের ] বিলাসভরে প্রকাশশীল বলিয়াই পরিলক্ষিত হইতেছে !! ( ১১৯ )



অনন্তর রাধা চঞ্চল-নয়ন কৃষ্ণের প্রতি যে আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশদাম-ভূষিত রসপরিপূর্ণ মনোহর নেত্র-বিক্ষেপ ( কটাক্ষপাত ) করিলেন—তাহা অত্যাশ্চর্য্য কেলিনীলোৎপলবৎ হইলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মর্মস্থলকেই বেশ বিদ্ধ করিয়াছিল !! ( ১২০ ) রাধার বৃন্দাবন-রাজেশ্বরী-পদে অভিষেকে সখীদের প্রণয়রূপ ঘন ( মেঘ ) বিকাশই কেবল প্রভু ( কর্তা ) হইয়াছে । সুতরাং এই উপলক্ষে মুনীশ্বরীও বর্ষাকাল-তুল্য ঐ সখীগণকে নিজ-চক্ষুরূপ ময়ূর-নর্তকের নটনকারিণী রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন । অর্থাৎ তাঁহাদিগকে নয়নে নয়নে রাখিয়া সকল কার্য্য সমাধা করাইতেছেন । ( ১২৩ ) হে সুমুখি ! ঐ দেখ—এই রাধাভিষেকে প্রধানা সখীগণ দয়া করিয়া নিজ নিজ যুথবর্ত্তিনী তুল্যভাবে বয়স্কাগণকে ক্রমশঃ অর্থাৎ কনীয়সী কনিষ্ঠানুসারেই যেন অগ্রগামিনী করিয়াছেন । কাব্যকলাকুশল অর্থাৎ কবিগণ এই সখীযুথকে গুরুপক্ষে দ্বিতীয়া তিথি হইতে ক্রমপুষ্ট চন্দ্রের দ্যুতিমালার সহিতই তুলনা করিয়া থাকেন ।

### সপ্তম অভিষেক

( ১১২ ) ধনিষ্ঠা-প্রমুখ নারীগণ কর্তৃক বেষ্টিতা হইয়া ‘কুন্দলতা’ প্রভৃতি গোপীগণ আনন্দিতচিত্তে শ্রীরাধার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন । তখন শ্রীরাধার মুখচন্দ্রের মহাশোভার উৎকর্ষযুক্ত জ্যোতিও প্রসৃত হইল । অহো ! সমান-গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত প্রকৃষ্ট রূপে সঙ্গ অর্থাৎ মিলন হইলে কোনও অনির্ব্বাচ্য কাণ্ডবিশেষই স্মুরিত হয় । ( ১২৩ ) “হে সখি ! এই সপ্তম কলসীর জন দ্বারাও তুমি অভিষিক্ত হইয়া ব্রজবনরাজ কৃষ্ণের চন্দ্রাবলী প্রভৃতি প্রেমসীগণকে এবং ( ভুবাদি ) সপ্তলোকের সেই সেই লক্ষ্মীগণকেও নিজকীর্ত্তি দ্বারা শুভ্র করিয়া [ প্রেমসীগণে রাজ্যাপ্রাপ্তি-জনিত বিষাদে বা প্রতিপক্ষের প্রবল পরাক্রম-জনিত ভয়বশতঃ বৈবৰ্ণ্য এবং লক্ষ্মীগণে কীর্ত্তির শুভ্রতায় শ্বেতীকৃত করিয়া ] এই নবরাজ্য পালন কর । এই বৃন্দাবনই পুষ্পচ্ছলে তোমার শুভ্রকীর্ত্তি ইতস্ততঃ প্রকাশ করিবে । ( ১২৪ ) সখি হে ! ঐ দেখ—সর্বত্র বিস্তারিত নিজের কীর্ত্তি-সৌন্দর্য্য ও বদন-প্রসন্নতার সহিত তাহাদের বাক্যানুসারে আচরণ করিতেই রাধা অভিষেক-জলের সহিত নিজের ঐক্য ভাবনা পূর্ব্বক জগৎকেও জড়ীভূত বা জলাশয় রূপে পরিণত



করিয়া শোভিত হইতেছেন !! ( ১২৫ ) ‘কুন্দ’ নামক নিধিময় কুন্ডের জলে, মনোরথ রূপ সমুদ্রকে স্তম্ভন পূর্বক অথবা দ্রুত মনোরূপ জলাধার-বিশেষ অর্থাৎ স্নেহবিশেষ দ্বারা শ্রীরাধা কুন্দলতাদি গোপীগণ কর্তৃক চারিদিক হইতে অভিষিক্ত হইতেছেন। কোন্ প্রাণধারী জীব না এই ব্যাপার-দর্শনে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে ? ( ১২৬ ) সখি হে ! ঐ দেখ—পুষ্পরাগ-মণিময় এই কলসরাজ বৃন্দাবনের অধীশ্বরীর আসনে রাধাকে বিমল সুগন্ধি জলে স্নান করাইতেছে—মনে হয় যেন সাক্ষাৎ চন্দ্রমাই বিশুদ্ধ সুধা-প্রবাহে কল্ললতাকে অভিষিক্ত করিতেছে !! ( ১২৭ ) হে সখি ! ঐ দেখ—ব্রজেশ্বরীর স্নেহ-পীযুষমূর্তি, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-কৈরবের প্রকাশ-কারিণী, সখীগণের হৃদয়-চন্দ্রকান্তের দ্রব-কারিকা এই রাধা ধনিষ্ঠাদি-কর্তৃক অভিষিক্ত হইতেছেন। ( ১২৮ ) এই বিচিত্র হরিবনে অভিষেকে সেই কুটিল-নয়না [ বা বক্রব্যবহার-শীলা ] রাধার নিজ রমণ-কৃত বিলাসে ঈষদ্ বিকসিত বা হাস্যযুক্ত এবং চঞ্চলায়মান লীলাসম্বলিত ও নয়নরূপ ভ্রমর-মণ্ডিত এই মুখপদ্মটি মধুর সুধা-বর্ষণে [ পাঠান্তরে—প্রকাশশীল অধর-সুধাদানে ] চতুর্দশ ভুবনকেই অভিষেক করিতেছেন। ( ১২৯ ) “হে মুরারি ! শ্রীরাধার ভাবজাত কম্পটিকে জলধারাই গোপন করিতেছে ; তোমার এই কম্প কে গোপন করিবে হে ?”—স্পষ্টবক্তা ‘মধুমঙ্গলের’ এই বাক্য শুনিয়াই শ্রীহরি তখন নিজ নীলপদ্মের মধু দ্বারা বদন পূর্ণ করিলেন !! ( ১৩০ ) রাধা গোপনে নিজ প্রাণনাথের দিকে কটাক্ষ-বিক্ষেপ করিতেছেন, অথচ সখী-কর্তৃক ঐ রূপ কটাক্ষ করিতে অনুরুদ্ধা হইলে নয়ন কুটিল করিতেছেন। অহো ! নিজের ভোগী অর্থাৎ বিলাসী নাগর বা নারীলম্পট বলিয়া প্রসিদ্ধ ইহার সহিত ঐ নয়নের বিশেষ মিলন-সাদৃশ্যই আছে ? কাজেই ঐ নয়নের গতি ( আকার বা গমনভঙ্গী ) বক্রই দেখা যাইতেছে !!

### অষ্টম অভিষেক

( ১৩১ ) হে সখি ! কৃষ্ণের আলিঙ্গনাস্বাদ-বাঞ্ছা হইতে বিরক্তিরূপ ব্রতাচরণকারিণী অথচ নিজসখীর সুখেতেই একমাত্র তৃষ্ণাশীলা এই ‘কস্তুরী’ প্রভৃতি সখীগণ ব্রতফলও লাভ করিয়াছেন, যেহেতু অগ্ৰ তাঁহার রাধাকে কৃষ্ণবনবররাজ্যে অভিষেক করিতেছেন। ( ১৩২ )



“সখি হে ! অষ্ট মহাসাত্ত্বিক ভাব-ভূষণে তুমি যেমন নিত্য বিলাস কর, তদ্বৎ অষ্ট প্রকৃতি [ স্বামী, অমাত্য, সূত্র, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল এবং পৌরবর্গ ] দ্বারা রমণীয় প্রিয়তমের বৃন্দাবনবররাজ্যে অষ্টমুখ্যাসখীর [ ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবীর ] প্রীতি-সমবেত এই অত্যুত্তম অষ্টম অভিষেক স্বীকার কর।” ( ১৩৩ ) এই মনোরম ও কল্যাণময়ী হিতাকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহারা রাধাকে অভিষিক্ত করিতেছেন এবং প্রতিপদেই এই নিত্যসখীদের বিস্ফারিত চিত্তরথে আরোহণপূর্বক ইনি জগৎ অতিক্রম করিয়া নিজরূপলাবণ্যে অন্তঃপুর বা পরব্যোমকেও তাহার ‘বৈকুণ্ঠ’ নামের পরিকুণ্ঠা অর্থাৎ সঙ্কোচ করিয়া দিলেন !! ( ১৩৪ ) যে [ নীলকুন্তরাজে ] রাধার রসাধিরাজতা [ শৃঙ্গাররস-সাম্রাজ্য বা জলনিধিত্ব ] সুব্যবস্থিত হইয়াছে— বাহাতে প্রচুরতর ধনের জন্মকর্তা রাধার অনুগত হইয়া বিরাজ করে— সপ্রকাশ বিবিধ সম্পৎসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বশীকরণে সুপটু সেই ‘নীল’ নিধি বিরচিত কুন্তরাজ দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন !! ( ১৩৫ ) নীলরত্নখচিত এই কুন্তটি নিজকে জ্ঞান করাইতে আগত প্রাণবন্ধুর দ্বিতীয় দেহ মনে ভাবনা করিয়া এবং কৃষ্ণকেই ঐ কুন্তের সাক্ষাৎ প্রতিবিশ্ব মনে নিশ্চয় করতঃ শ্রীরাধা বিপুল কম্প ধারণ করিলেন !! ( ১৩৬ ) সখি হে ! ঐ দেখ—এই সভায় শ্রীরাধার নয়ন লজ্জাবশতঃ নিজ সম্মুখ-দেশে উপস্থিত প্রিয়তমেরও সঙ্গ না পাইয়া নিরতিশয় চঞ্চল হইয়াছে এবং সেই বংশীবদনের মুখপদ্ম হইতে পরিস্রুত মধুদ্বারা পরিপূর্ণা নিজশ্রুতি ( কর্ণ ) রূপ পরম প্রিয় সখীকেই নিরন্তর আলিঙ্গন করিতেছে !! অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় নয়ন-যুগল বিস্ফারিত হইয়া কর্ণদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। ( ১৩৭ ) ঘনবস্ত্ররাজি দ্বারা শ্রীরাধার অঙ্গসমুদয় সম্যক আচ্ছাদিত হইলেও কিন্তু স্বীয় কিরণচ্ছটায় ব্যক্তপ্রায় হইল। তখন শ্রীহরি লজ্জাতেই যেন এই সব অভিষেক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, শ্রীরাধার অঙ্গের নিবিড় আচ্ছাদন ( উড়নী ) বস্ত্র বৎ নয়ন-সুখমা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে গোপন করতঃ এক অভিনব অভিষেকেরই বুঝি আবিষ্কার করিলেন। ( ১৩৮ ) সখীদের নয়নরূপ পদ্মকুসুমরাজি সেই অভিষেকের জলধারায় বিকশিত হইল এবং শ্রীহরির নয়নভূঙ্গ-যুগলও এই মহোৎসব-রূপ দিনবর বা সূর্য্য-দর্শনে সযত্নে সেই স্থলে যথেষ্ট বিহার করিতে



লাগিল। (১৩৯) “হে মিত্র! এই উৎসবে তুমি শ্রম-সলিলে (ঘর্ষজালে) বিপক্কে দেহটাকে আবার নয়নজলে স্তিমিত করিও না। অহহ! কেনই বা ইহাকে কষ্টকরূপ রোমাঞ্চ সমূহ দ্বারা পীড়া দিতেছ হে?”—**সুবল** কৃষ্ণ কর্তৃক গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেও এই রহঃ কথা বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিলেন। (১৪০) সেই অভিষেক-জলে রাধিকার নয়নরূপ মৎস্তদ্বয় যে নিরন্তর লক্ষ্য দিতে লাগিল, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে; যেহেতু ঐ যে বিদ্যুৎকান্তিযুক্ত অর্থাৎ পীতাম্বরধারী কৃষ্ণরূপ মেঘ সম্মুখেই উদিত হইয়াছে। [ বিদ্যুৎ বিজড়িত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিলে মৎস্ত ত সচরাচর উল্লক্ষণ করিয়াই থাকে !! ] (১৪১) সখি হে! ঐ দেখ—[ সখীগণকৃত ] বাম্যবিষয়ে শিক্ষাদানই যে কেবল শ্রীরাধাকে কুটিল-নয়না করিয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু ইনিই স্বতঃই বোধ হয় স্বার্থলাভের যোগ দেখিয়া এই মন্ত্র লাভ করিয়া থাকিবেন; কেননা, এই মন্ত্রের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই অর্থাৎ শ্রবণ-মাত্রই রাধা সম্মুখে কৃষ্ণকে দেখিয়াই যে নয়ন বন্ধ করিলেন !! (১৪২) (শ্রীরাধা) চন্দ্রমূর্তির ত্রায় অপর সখীমণ্ডলকে এবং নিজ মণ্ডলকেও সাতিশয় ভূষিত করিয়া কৃষ্ণসাগরকে নিত্য পোষণকরতঃ কান্তিবিস্তারে এই বৃন্দাবন-সুখমাকে আনন্দবর্ষণে অভিষেক করিবার জগ্ৰহী বুঝি সর্বত্র প্রকাশমান হইয়াছে !!

### নবম অভিষেক

(১৪৩) হে সুমুখি! মহামহিম গুণমণ্ডিত জনগণ-কর্তৃক ত্রুস্ত একস্থলে মঙ্গলকার্য্য শীঘ্রই সর্বত্র মঙ্গল প্রসব করিয়া থাকে, [ পক্ষান্তরে —একা শ্রীরাধায় অর্পিত অভিষেক-মঙ্গল সর্বত্র কল্যাণ-নিদান হইয়াছে। ] ঐ দেখ—এই ‘মধুরিকা’ আদি প্রিয়সখীগণও রাধাকে স্নান করাইতেছেন ও নিজ নিজ নয়নজলে নিজে ও সমগ্র বিশ্ব স্নান করিতেছে। (১৪৪) আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ললিতাদি সখীগণ প্রেমভরে স্তব্ধ বা শীতল হইলেও কিন্তু এই অভিষেকে স্ব স্ব পূর্বকৃত্যসমুদয় যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছেন! অথবা, হে সখি! [ নিজ জড়তা-সত্ত্বেও স্বকার্য্য-সাধন ] ব্যাপারটি বিস্ময়জনক নহে; দেখনা কেন—শীতলকান্তি চন্দ্রের জ্যোৎস্নারশি কুমুদ সমূহের বিকাশ-বিষয়ে সুদক্ষই



পরিদৃষ্ট হয় !! (১৪৫) “হে সখি! শ্রীহরির এই কাননে নব নব বনভাগে অর্থাৎ নিত্য নবনবায়মান বা প্রশংসনীয় নয়টি বন-প্রদেশে— [ (১) বর্ষাহর্ষ, (২) শরদামোদ, (৩) হেমন্ত-সন্তোষ, (৪) শিশির-সুখাকর, (৫) বসন্তকান্ত, (৬) নিদাঘ-সুভগ, (৭) শরদহেমন্ত-সন্তোষ, (৮) শিশির-বসন্তকান্ত, (৯) নিদাঘ-বর্ষাহর্ষ ] গোপিকাদের মধুর রতিরূপ ধনের নবনিধিস্বরূপ নবনিধি-খচিত এই কলসীরাজ দ্বারা সর্ব লক্ষ্মী (সুখমা) ধারণ কর এবং হে দেবি (পরমসুন্দরি!) এই নবম দিব্যাভিষেকও গ্রহণ কর ॥” (১৪৬) অহহ! ঐ দেখ দেখ!—ইনি নিজগুণরূপ সূক্ত (মধুরবাক্য বা বেদমন্ত্র) পাঠের সহিত অনুষ্ঠিত অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া মাধুর্য্যরাশির বর্ষণে সকলের আত্মীয় (দেহদৈহিক) ধর্ম্য বিস্মরণ করাইয়া দিলেন এবং মাধবকে (শ্রামসুন্দরকে বা বৈশাখ-মাসকে)ও গুচি গুণ (শৃঙ্গাররস বা আষাঢ়মাসের গুণ) প্রাপ্তি করাইলেন, অথচ কৃষ্ণাদি সর্ববিশ্বকেও সারঙ্গত্ব দান করিলেন [ কৃষ্ণপক্ষে—পরমোৎকর্ষশীলত্ব, ক্রীড়াকুরঙ্গত্ব, চাতকত্ব, মতঙ্গজত্ব, ভৃঙ্গত্ব, রাজহংসত্ব, পুংক্ষোকিলত্ব, অথবা তদ্রূপে রূপায়িত করিলেন এবং অগ্ন্য-পক্ষে—কৌতুকময়ত্ব দান করিলেন। ] ‘সানঙ্গতা’ পাঠে—কৃষ্ণাদি সর্ব-জগৎকেই কামময় করিয়া তুলিলেন !!! (১৪৭) সিদ্ধি নামক মানসবিভূতি দ্বারা বা তদ্বৈতুক যাহার সন্নিধি (সন্নির্কর্ষ বা উপস্থিতি) হয়, যাহা ‘খর্ব্ব’ নামক প্রসিদ্ধ মান (প্রাশস্ত্য বা সংখ্যা) দ্বারা সর্বোত্তম নিধিরূপে কল্পিত হয়—সেই ঘটের খর্ব্ব সংখ্যা দ্বারা অভিষেককালে শ্রীরাধা শোভাষিতা হইলেন। এবং সম্মিত কটাক্ষাদি অনুভাব দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট চক্ষুতারা ঘূর্ণনে সর্বতোমুখ শ্রীকৃষ্ণকে বশীকৃত করিয়া ঐরূপে বিগুস্ত জলধারা প্রাপ্ত হইলেন অথবা ঐ শ্রীকৃষ্ণকৃত অভিষেক প্রাপ্তি করিলেন। (১৪৮) হে দেবি! ঐ দেখ—এই অভিষেকোপলক্ষে বৃক্ষসমূহের মকরন্দধারায় পৃথিবী অতিস্নিগ্ধা হইয়াছে; তাহাতে মনে হয় যে গোমেদরত্ন কলসীরূপ ধারণপূর্ব্বক (গোমেদরত্ন বিরচিত কলসী দ্বারা) পৃথিবীতে নিজে ‘গোমেদ’ নামের যথার্থতা উদ্ঘোষণা করিয়াই যেন রাধাকে উত্তমরূপে অভিষেক করিতেছে। [ গো = পৃথিবীকে মেদন অর্থাৎ স্নিগ্ধ করে যে এই অর্থে গোমেদ। ] (১৪৯) অগ্ন এই হরিবন-সমূহে অধীশ্বরীপদে অভিষেকে রাধা প্রিয়তমের রুচি অর্থাৎ অভিলাষ বা কান্তি



দ্বারা বিচিত্রিতা এবং স্বয়ংও অনুরাগে রঞ্জিতা হইলেন। পুনশ্চ নিজ-  
 দেহস্থিত জলে স্তব্ধ হইতেছেন, কেশ ও বসনের যথাযুক্ত বিজ্ঞাসে স্তমধুরা  
 হইয়া নিজাক্ষভূষা সম্পাদন করিতেছেন। ( ১৫০ ) [ তখন ঐ গন্ধর্বকন্যা  
 স্বগত অথবা নিজ সখীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন— ] সকলের তৃপ্তি  
 বিধান জন্ত নিজকান্তি-বিস্তারকারী এবং উদয়পর্বতের বনরাজ্যে  
 গমনকারী চন্দ্রমা যেমন পূর্বদিক্ প্রাপ্ত হইলে চন্দ্রকান্তমণি নিজজলে  
 নিজেই নিমজ্জিত হয়—তদ্রূপ নিখিল দর্শকমণ্ডলীর সন্তোষ-উদ্দেশ্যে  
 নিজবাসনাপূরণকারিণী বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষিক্তা শ্রীরাধার বদনচন্দ্রমা  
 এই স্থানেই হরি-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইলে আমার আত্মা নিজরসে নিজেই  
 নিমজ্জিত হইল !! ( ১৫১ ) হে স্তম্ভগনেত্রে ! ঐ দেখ—চন্দ্রমাদেব  
 উদয়পর্বতে আরোহণ করিয়া যেমন অতুল্যত দেশেও স্বকিরণমালা বিস্তার  
 করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ গৌরবর্ণা রাধিকা রাজসিংহাসনে আসীনা হইয়া  
 কুঙ্কুমাদির প্রচুর গন্ধযুক্ত জলধারা উপরিভাগেও বিকীরণ করিতেছেন।  
 ( ১৫২ ) “হে প্রিয়তম ! ঐ দেখ—যে রাধার প্রতি তুমি প্রতিমুহূর্তে  
 তোমার কটাক্ষে হাস্তমিশ্র সৌন্দর্য্য গ্রস্ত ( অর্পিত ) করিয়াছ ; তাহাতেই  
 শ্রীরাধার সাতিশয় শোভাসমৃদ্ধি হইয়াছে !! জ্যোৎস্না ব্যতিরেকে  
 কুমুদিনী কি কখনও বিকশিত হইতে পারে ?” ( ১৫৩ ) প্রিয়সখা  
 ‘অর্জুন’ কৃষ্ণের কর্ণকুহরতলে সংলগ্ন হইয়া এই কথাটি বলিলেও কিন্তু  
 ইনি কিছুই জানিলেন না ! তাঁহার নেত্রদ্বয়ও নিজরতির অর্থাৎ শ্রীরাধা  
 বিষয়ে নিজানুরাগের উপশম-ভয়ে চঞ্চল হইল এবং শ্রীরাধার প্রতি-  
 নয়নকটাক্ষই বরণ করিবার জন্ত যেন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।  
 ( ১৫৪ ) সখি হে ! ঐ দেখ—এই মহোৎসবে সখীদের আনন্দ-সিন্ধু  
 একই সময়ে উচ্ছলিত বা উদিত হইয়া শ্রীরাধাকে অভিষেক করিতেছে।  
 অতএব ঐ আনন্দ-সিন্ধু পান করিয়া এই নয়নরূপ মেঘাবলি বিদ্যুদ্যুক্ত  
 বিনাসাবলি-মণ্ডিত হইয়া বর্ষণশীল হইয়াছে !! ( ১৫৫ ) “হে সখি !  
 কোনও সখী শ্রীহরির প্রতি তোমাকে যে বাম্য শিক্ষা দিয়াছে, এবং  
 অগ্ন কেহ বা দাক্ষিণ্যই প্রকাশ করিতে বলিতেছে—এই উভয়ই  
 আমাদের তত সম্মত নহে ; কিন্তু সেই সেই বিধান দ্বারা তোমার  
 অভিষেক-পূরণের জন্তই তিনি তিনি আগ্রহমাত্রই করিয়াছেন।” ( ১৫৬ )  
 কোনও সখী-মুখোচ্চারিত এই কথাটি শ্রীরাধার গুপ্ত মনোভাবটিকে



অনুগত করিলেও কিন্তু গুপ্তভাবই ইহাকে অনুগত করিল ! দেখাও যায় যে—গঙ্গাস্রোতে সন্তরণকারী তাড়াতাড়ি করিবার জন্য নিজ হস্তেও সন্তরণ করিয়া থাকে । ( ১৫৭ ) ঐ দেখ—প্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞ-রমণীগণকে সম্মুখে করিয়া ললিতা ও বিশাখা নিজ করযুগলদ্বারা ঐ মহাসুন্দর স্বর্ণ-কলসটিকে ধারণ করিয়াছেন—উহা অত্যাশ্চর্য্য ঘটের জলধারায় পূর্ণ করা হইয়াছে ; তাহার মধ্যে সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বৌষধি ও উপরে ফলাদি দেওয়া হইয়াছে ; এবং তাহার মধ্যদেশটিও রক্তবীজ ( সিন্দূর ও বীজ অথবা রক্তোৎপলবর্ণ ও শোণরত্ন পদ্মরাগমণি বা মাণিক্য, অথবা শোণোৎপলবীজ বা রক্তবর্ণ দাড়িমবীজ ) দ্বারা শোভিত ছিল । ( ১৫৮ ) শ্বেতবস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, শুভ্রমুত্রে কণ্ঠদেশ শোভিত, ধূতপবিত্রবেশ ও অগ্রভাগে বটাদি বৃক্ষপল্লব বিরাজিত—এবম্বিধ পূর্ণ কলসটিকে তাঁহারা গ্রহণ করিয়া জগৎসমূহকে পূর্ণ করিয়াই যেন শ্রীরাধাভিষেক করিতে লাগিলেন । ( ১৫৯ ) শুভ্র মেঘপংক্তি ভেদ করিয়া যে প্রকার চন্দ্রকান্তি যমুনার জলপ্রবাহস্থিত পদ্মসমূহে প্রতিফলিত হইয়া শোভা-বিশেষ সম্পাদন করে—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অক্ষিহ্রয় নিরতিশয় চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত ব্যূহতুল্য ( বহুমূর্ত্তিবৎ ) প্রতীয়মান হইলে [ অভিষেককালে ] কলসী হইতে নিপতিত জলধারায়ুক্ত শ্রীরাধার মুখশোভা ঐ ব্যূহতুল্য অক্ষিতে প্রতিফলিত হইয়া অত্যুত্তম বিলাসাবলির সমর্পণ করিল । ( ১৬০ ) হে সখি ! উহার বাহিরের অভিষেকটি প্রিয়তম কর্তৃক সুন্দররূপে আবিষ্কৃত ( অনুষ্ঠিত ) হইয়াছে—ঐ রাধার হৃদয়ও নয়নদ্বারা ঐ জলধারা ত্যাগ করিতেছে । অহো ! অন্তরঙ্গ নিগূঢ় প্রেমবস্ত্র বিচিত্র বা অদ্ভুত বস্তুরাজির ছলে বাহিরেও প্রকটিত হইয়া থাকে । [ তাহাতে প্রেমের লাঘব না হইয়া বরং গুরুত্বই স্বীকৃত হয় । ] ( ১৬১ ) এই অভিষেকে শ্রীরাধার কেশ-বন্ধন আলুলায়িত, পত্রভঙ্গীরচনাди বিলুপ্ত, শ্রমজলে দেহ পরিব্যাপ্ত এবং মালাগুলিও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে !! এই অবস্থায় তখন নিজেকে দেখিয়া যে রাধা অবনতমস্তকে অবস্থান করিতেছেন—তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণের কোনও চপলতাই উদিত হইয়া থাকিবে !! ( ১৬২ ) হে শশিমুখি ! অনবরত অভিষেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্বীয় কান্তিরাশিবিস্তারে ইনি কৃষ্ণবনে এবং লোকগণের অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান হইতেছেন । মনে হয় যেন বর্ষাঋতুর বৃষ্টিতে দিব্য ওষধি



সমূহের বিশ্ব-জীবন-সুখমাণিষ্ট কোনও এক জাতিবিশেষই শোভা পাইতেছে !!

### ললিতা বিশাখার আশ্বাদন-বৈচিত্রী ও জনগণের অবস্থাদি

( ১৬৩ ) শ্রীবৃন্দাবনে রাজ্য-লাভহেতু সজ্জাত শ্রীরাধার সেই আত্মৈকবেত্ত পরম সৌন্দর্য্যামৃত আশ্বাদন করিয়া ললিতা ও বিশাখা অনির্বচনীয় কোনও ভাবোথ রসচর্চন-হেতু অনুভাববশতঃ যে বস্তু উদ্গার করিলেন—তাহাতেই জনসংঘ ভ্রমিভরে ঘূর্ণায়মান হইল ; অহো ! তাঁহাদের অন্তরে যে কি বস্তু সম্যক্ দেদীপ্যমান হইতেছে, তাহা কেই বা জানে ? ( ১৬৪ ) রাধাভিষেক পূর্ণ হইলে লজ্জাক্রূপ সৈকতভূমি অতিক্রম করিয়া যে কান্তিশীল রত্নাকর উচ্ছলিত হইতেছিল—তাহাতে রাধাকৃষ্ণের ভাবাখ্য অদ্ভুত মৎস্যযুগল আনন্দে লক্ষ্য দিতে দিতে এই প্রকারে অমৃত ( জল বা সুধা ) ও আত্মানুভাব ( প্রভাব বা অশ্রু পুলকাদি ) বিস্তার করিতে লাগিল, যাহাতে কেবল তাহাদের আনুগত্যেই চিত্ত-বৃত্তি সংলগ্ন করিয়া লোকমণ্ডলী দিগ্‌বিদিকে ঘুরিতে লাগিল । ( ১৬৫ ) জিহ্বা ও অধর সহ হে কর্ণদ্বয় ! শ্রীরাধার বৃন্দাবনে মহাধীশ্বরী পদে অভিষেকের অঙ্গত্ব অর্থাৎ উপায় বা সাধনত্ব প্রাপ্ত এই কাব্য এবং সেই নিবিড় সুখমার মঙ্গল গান বাণীই তোমাদিগকে জন্মজন্মে নিষ্কপটে রক্ষা করুক, বা প্রীতিদান করুক । হে নাসিকাদ্বয় ! ঐ সুখমার সুগন্ধ তোমাদিগকে রক্ষা করুক, হে চক্ষুদ্বয় ! ঐ সুখমারাজি তোমাদিগকে এবং হে হস্তদ্বয় ! ঐ অভিষেকের সেবাসুখ তোমাদিগের পালন করুক ।

### প্রার্থনা ও অধ্যায়-সমাপ্তি

( ১৬৬ ) এইভাবে সখীমণ্ডলী প্রভৃতি শ্রীরাধাকে বনরাজ্যে অভিষেক করিলেন ; সেই গন্ধর্বকণ্ঠাগণও ইঁহাদিগকে কবিত্বরূপ মধুধারা-বর্ষণে নিরন্তর অভিষেকন করিতেছিলেন । অহো ! এই প্রকার সেবা-সম্পত্তি হৃদয়ে জাগিলেও তৎক্ষণাৎ সর্ব প্রয়াসের অবিকল ফলই দান করিয়া থাকে !! ( ১৬৭ ) স্বর্গের দেবীগণও তাঁহাকে ভিন্নজাতীয়লোক-



শূন্য এই মহোৎসবে বৃন্দাবন-রাজ্যাসনেই অভিষেক করিলেন ! অহো !  
 যাহার কিরণমালা চতুর্দশ ভুবনের যুবতীসমূহের শিরোদেশে গর্ভভরে  
 বিজয়লাভ করিতেছেন—সেই সার্বভৌমী [ মহারাজরাজেশ্বরী ] শ্রীরাধা  
 স্বজনগণের অর্থাৎ সখীভাবাপ্রাপ্ত সকলের ভজন-কুশল সর্বথা রক্ষা  
 করুন—এই প্রার্থনা । ( ১৬৮ ) আমি মহাতপ্ত, অথচ যিনি কৃপাপূরিত  
 চন্দ্রমা ( সূরীতল ) ; আমি মহাশীতল বা অলস, আর যিনি পাপ-সমূহের  
 বা আলম্বরাশির অগ্নিতুল্য অর্থাৎ জড়তাবিনাশী ; আমি মহা অজ্ঞান  
 আর যিনি সাক্ষাৎ ( মূর্তিমান্ ) বেদ—সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে  
 অথবা কৃষ্ণসেবী শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি প্রভুবরকে নিত্য সেবা করি ॥

ইতি সপ্তম উল্লাস ॥

## অষ্টম উল্লাস ।

শ্রীরাধার বেশবিন্যাসাদি বর্ণনা

( ১ ) অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দঃসমূহের মধ্যে যেমন [ মুখ্যভাবে ]  
 গায়ত্রী বিরাজ করে, তদ্রূপ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধাও পূজিত হইয়া স্বর্গের  
 মধ্যে শোভা বিস্তার করিলেন । ( ২ ) তখন তাঁহাদের নেত্র-ভ্রমরগণ  
 মদভরে ঘূর্ণায়মান হইলেও কিন্তু তাঁহার বিভূতিরূপ-মধুরাশি পান করিতে  
 পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা করিতেছিল । ( ৩ ) শ্রীরাধার অঙ্গ-লাবণ্যে আর্দ্র  
 সূক্ষ্মবস্ত্রও লীন হইয়া রহিল—ঐ লাবণ্য নয়নের সাক্ষাৎ দুর্লভ্য হইলেও  
 শাটীর পটুতা প্রাপ্ত হইল ; অর্থাৎ অঙ্গকান্তিই তাঁহাকে বস্ত্রবৎ  
 আবৃত করিয়াছিল । ( ৪ ) তখন শ্রীঅঙ্গমার্জনা-প্রমুখ প্রসাধনকার্য্যে  
 সখীগণ যোগীশ্বরী হইতে রাঙ্কিত আদেশ-প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় রহিলেন ।



( ৫ ) তৎপরে তাঁহারা রাধার চতুর্দিকে অন্তঃপট দিয়া আবরণ করিলেন —মনে হইল যেন চন্দ্রমাকে বেষ্টন করিয়া পরিধি ( মণ্ডল ) বিরাজ করিতেছে । ( ৬ ) যাহাদের পরস্পর দর্শনে নয়নের একটি নিমেষও ‘কল্প’ বলিয়া গণিত হয়, সেই যুগল-কিশোরের অন্তর্বর্তী যবনিকাটি তখন লোকালোক পর্কতের গ্রাসই আচরণ করিল না কি ? ( ৭ ) প্রেমই যবনিকার অন্তরায় করাইয়া সেই প্রিয়তমযুগলের পরস্পর বিয়োগ অনুভব করাইলেন ; আবার সেই প্রেমই পরস্পরের চক্ষুর সম্মুখে উভয়কে ক্ষুরণ করাইতে লাগিলেন !! ( ৮ ) নয়ন চকোরীগণের তৃপ্তি সাধন করিতেই যেন সখীগণ সেই যবনিকার মধ্যে সর্বত্র প্রসূত কিরণমালা দ্বারা সেই চন্দ্রবদনা রাধাকে আবৃত করিলেন । ( ৯ ) তখন গুরুজনগণের ব্যবধানকারী এই যবনিকা মধ্যে থাকায় শ্রীরাধা যথেষ্ট হান্তশোভি নয়নপাতে সখীগণকে অবলোকন করিয়া আনন্দ দান করিলেন । ( ১০ ) তখন সখীগণ তাঁহাকে রমণীয় ধৌত বস্ত্রযুগল সমর্পণ করিলেন, প্রস্ফুটোন্মুখ দলযুক্ত নীলপদ্মবৎ নয়নের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া শ্রীরাধা তাহা গ্রহণ করিলেন । ( ১১ ) দেবী রাধা দেহ উদ্বাপন ( উন্মুক্তীকরণ ) কালে যে বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়াছিলেন —তাহা ক্ষণকালপরে শ্রীরাধা ত্যাগ করিবেন জানিয়াই যেন ভীত হইয়া স্নানজল-চ্ছলে স্বেদবিন্দু মোচন করিতে লাগিল । ( ১২ ) অতঃপর কেশ-কলাপ শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা পরিশুদ্ধ করা হইলে সখীগণ তাহাতে মল্লীমালা দ্বারা **কবরীবন্ধন** করিয়া দিলেন । ( ১৩ ) অভিষেকের পরে রাধা নিজের কান্তিসাম্রাজ্য দেখিবার জন্তই যেন সখীগণদ্বারা ভূষণ-সমূহ অঙ্গ হইতে উত্তারিত করিলেন । ( ১৪ ) তখন তিনি হংস-চিহ্নে বিচিত্রিত শুভ্র **বসন পরিধান** করিলেন—বোধ হয় তিনি এস্থানে কাঞ্চীলতা দ্বারা শব্দ করিয়াই ঐ হংসগণের জীবন্তাসও করিয়াছেন । ( ১৫ ) তিনি মৃগমদ-লেপনে রঞ্জিত, বিচিত্র স্নগন্ধে সুবাসিত এবং অঙ্গরাগ হইতে অভিন্ন সূক্ষ্ম **চোলিকাধারণ** করিলেন । ( ১৬ ) শ্রামবর্ণ সেই কঞ্চুলিকার বাহিরে রক্তবর্ণ দেখা যাইতেছিল—মনে হয় যেন কৃষ্ণই তাঁহার অনুরাগময় হৃদয়ে অভিসার করিয়াছেন । ( ১৭ ) দেহ যাহাতে শূন্য ( নিরাভরণ ) না থাকে, তজ্জন্ত ইনি পুষ্প-ভূষণে ভূষিতা ছিলেন, মনে হয় বুঝি কৃষ্ণের কামবাসনা চরিতার্থ করিয়াই



ইনি বৃন্দাবনের পুষ্পসম্পদে কৃষ্ণের কান্তিদানকারিণী বনলক্ষ্মীবৎ শোভা বিস্তার করিতেছেন। (১৮) যবনিকার অন্তঃস্থলে থাকিয়াও তিনি কান্তিদ্বারা তদ্বহিঃস্থিত লোকগণকে আনন্দ দান করিতেছিলেন—অন্তঃপট অপসারিত করিলেও তখন তিনি উৎকৃষ্টা নটীবৎ উত্তমরূপে দীপ্তি বিস্তার করিতে লাগিলেন। (১৯) শ্রীরাধাকৃষ্ণ তখন মুহূর্মুহু পরস্পরের রূপদর্শন করিয়া করিয়া যে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন—তাহা ঐ প্রকার (অদৃষ্টচর) রূপে একটা আশ্চর্যের বিষয় নহে। (২০) তৎপর সুর-সুন্দরী প্রভৃতি নারীগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন, মনে হয় বুঝি সূর্য্য উদিত হইলে প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনাকারিগণই ঐ সূর্য্যকে স্তব করিতেছেন !! (২১) শ্রীরাধার নির্মজ্জন-কার্য্যে চন্দ্র ভাগ্যহীন (ধর্ম্ম বা তপস্যা বিহীন) বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার তাহাকে আনয়ন না করিয়া নিজ নিজ চিত্তারত্ন দ্বারাই তাঁহার নির্মজ্জন করিলেন। (২২) দেবীগণ পরাক্ষসংখ্য মণি ও নিজ নিজ চক্ষুরাজির ভ্রমণ দ্বারা প্রেমভরে তাঁহার নির্মজ্জন-কার্য্য পরিস্ফুটরূপে সমাধা করিলেন। (২৩) বৃন্দাবনেশ্বরী তৎপরে স্নান-সিংহাসন হইতে অগ্ৰ এক সিংহাসনে বিজয় করিয়া তাহাকে নিজ চরণের নখরত্ন-সমূহ দ্বারা উদ্ভাসিত করিলেন। (২৪) অতঃপর তিনি সন্তোষে আনন্দভরে মুখাবলোকন করিলেন, মনে হয় বুঝি ঐ মুখখানি নিজজনগণের চাক্ষুষ (চক্ষুজাত) স্নেহ রাশিতে নিমগ্ন হইয়াছে !!

### দান-বিলাসাদি

(২৫) [ চন্দ্র গগনমার্গে উদয়লাভ করিয়া নিজ সুধা বিতরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া ইতস্ততঃ কিরণ বিকীর্ণ করতঃ চন্দ্রকান্ত নামক মণিকে গলাইয়া থাকে, তদ্রূপ ] রাজরাজেশ্বরী পদে অধিষ্ঠিতা রাধা সর্বত্র দেব ব্রাহ্মণাদিকে অতীষ্ট বর দিতে ইচ্ছা করিয়া প্রসন্নতা বিতরণে ইতস্ততঃ লোকমণ্ডলীর হৃদয় গ্রহণ করিলেন। (২৬) দানারন্তেই তিনি বৃন্দাবনের পল্লব-নির্মিত একটি পুষ্প-পূর্ণ সম্পূট নিজ নামাঙ্কিত করিয়া মুনীশা পৌর্ণমাসীকে দান করিলেন। (২৭) তিনি ব্রাহ্মণ-বালকগণকে স্নেহ-রত্নদানে সর্বদা সন্তুষ্ট করিলেও পুনরায় অভিষেকোৎসবের দরুণ বহু দক্ষিণা স্বরূপে অগ্ৰাণ্য ধনরত্নাদিও বিতরণ করিলেন। (২৮) ঐ



অধীশ্বরী স্নাতকগণকে প্রত্যেক রত্নের একটা করিয়া দিলেও যদিও পরম-  
গুরুদক্ষিণাই হয়, তথাপি যতগুলি তাঁহারা বহন করিতে পারেন,  
ততগুলি করিয়াই দান করিলেন। ( ২৯ ) সৌহার্দ্য-ভরে রত্নরাজি দান  
করিতে করিতে তাঁহার যে এক অপূর্ব সৌন্দর্য্য উদ্গত হইল,  
[ অথবা হস্তচ্ছটা প্রসৃত হইয়াছিল ] তাহাতে মনে হয় যেন ঐ কান্তিই  
সেই স্নাতকদের অনুগমন করিতেছিল। ( ৩০ ) শ্রীরাধার বিনয়-সম্পত্তি  
দর্শনে ব্রাহ্মগণ যেরূপ তৃপ্ত হইয়াছিলেন—বদান্তলোকদের মহাদান-  
সমূহেও তাঁহারা তত তৃপ্তি লাভ করেন নাই। ( ৩১ ) ব্রহ্মপূজা-কালে  
শ্রীরাধা-কর্তৃক দত্ত অপাঙ্গমণি যখন ‘গোপালকে’ প্রাপ্ত হইল, তখন  
ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্মত্বই সিদ্ধ হইল অর্থাৎ সম্প্রদানকালে শ্রীরাধা  
গোপালের দিকে নিরীক্ষণ করিলে, সেই ব্রহ্মচারিগণে গোপালের সমর্পণই  
সূচিত হইল, অতএব তাহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালকেই প্রাপ্ত হইলেন।  
( ৩২ ) অনন্তর **মধুমঙ্গল** নামক কৃষ্ণ-বন্ধু বিদূষক মণিময় ( গেঁড়ু ) পাইয়া  
ভোজ্য মোদক-ভ্রমে তাহার লেহন করিতে লাগিলেন। ( ৩৩ ) কোনও  
গোপী তাঁহার নামের আত্মাংশ অর্থাৎ ‘মধু’ বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান  
করিয়া তাঁহার জিহ্বার ( বা রসনাপ্রিয় ) দধি ছুন্ধাদির অগ্রভাগ ( সর ),  
মধু ইত্যাদির বিন্দুমাত্র দিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাধিকা যখন সখীগণ  
দ্বারা বলাইলেন ‘হে বিপ্রগণ ! তোমরা অভীষ্টবর প্রার্থনা কর।’ তখন  
মধুমঙ্গল অঞ্জলি বন্ধন করিয়া বলিলেন—‘তোমার অভীষ্টকেই দান কর।’  
( ৩৫ ) সখীগণ এই কথায় হাসিতে থাকিলে তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধা রাধা  
একপ ভাবে ভ্রভঙ্গী করিলেন—যাহাতে মাধব মোহিত হইয়া মধুমঙ্গলকেই  
অবলম্বন করিলেন। ( ৩৬ ) অনন্তর তিনি মালাদানচ্ছলে যেন এই কথাই  
বলিলেন—‘হে মধুমঙ্গল ! এই আমার ইষ্ট বস্তু গ্রহণ কর।’ তখন  
মধুমঙ্গলও ‘স্বস্তি’ বলিয়া মাধবকে গ্রহণ করিলেন। ( ৩৭ ) ঐ বিদূষক  
তখন কৃষ্ণকে নিজকণ্ঠে আলিঙ্গন পূর্বক একপ ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন  
যাহাতে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণই সভাস্থলে নাচিতেছেন। ( ৩৮ ) তৎপর  
সখীগণ চূর্ণকুস্তল হইতে বস্ত্রাবরণ ( অবগুণ্ঠন ) আকর্ষণ পূর্বক গোবিন্দের  
সখীগণকে নরনকোণে দেখিয়া দেখিয়া পরস্পর হাসিতে লাগিলেন।  
( ৩৯ ) সখা উজ্জ্বল হস্ত সন্মরণ করতঃ প্রকৃতিস্থ কৃষ্ণকে বলিলেন—  
‘হে মিত্র ! তুমি বহুক্ষণ বাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্ষীণ হইয়াছ, এক্ষণেও



কি নিজের শ্রান্তি বোধ হইতেছে না ?' [ অতএব এক্ষণে উপবেশন কর। ] ( ৪০ ) এইভাবে সমভাবাপন্ন বিদগ্ধচিত্ত এই সখাদের নশ্বকশ্ব ( পরিহাস ) প্রসঙ্গেও প্রেমের গোপন বা চুরি বিরাজ করিতেছিল।

### শ্রীরাধাকে আশীর্বাদ-দান, বন্ধ-বিমুক্তি

( ৪১ ) 'হে রাধে ! সখীদের নয়নরূপ পদ্ম-সৌন্দর্য্যবিকাশিনী তুমি পূর্ণিমা কর্তৃক সেবিতা হইয়া এই বৃন্দারণ্য-সাম্রাজ্য ভোগ কর।' ( ৪২ ) এই বাক্যে পৌর্ণমাসী কর্তৃক নিয়োজিতা মুখ্যা মুখ্যা গুরুজীগণ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন ; অহো ! শ্রীরাধাতে আশীর্বাদের ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ফলবতী হওয়ায় তাঁহারাই বুদ্ধি শীল-শ্রী-যুক্ত হইলেন অর্থাৎ আশীর্বাদ-দানের সময়েই তাঁহার শ্রীবুদ্ধি দেখিয়া তাঁহারাও নিরতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। ( ৪৩ ) শ্রীরাধা অভিষেকান্তে আদেশ করিলেন—'যত বন্ধ প্রাণী আছে, সকলের মুক্তি হউক।' এই আদেশের ফলে এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইল ; কেন না, শ্রীকৃষ্ণের মনই পুনঃ বন্ধন-দশায় পড়িল। ( ৪৪ ) তাঁহার মুক্তিদান-পর্যোপলক্ষে এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারই প্রেমে বন্ধ সখীগণ নিজেদের মুক্তি হইবে ভয়েই যেন কাঁপিতে লাগিলেন ! ( ৪৫ ) অগ্র বন্দী ( কয়েদী ) না থাকাতে লীলা বিলাসাদির জন্ত রক্ষিত পশু-পক্ষীগণ বাহিরে মুক্ত হইয়াও কিন্তু অন্তরে স্ব-প্রেমবন্ধন হইতে আর মুক্ত হইতে পারিল না !! ( ৪৬ ) তাঁহার বৃন্দাবনে অভিষেক হইলে যখন জগতেও হিংসাবৃত্তি লোপ পাইল, এবং সর্বদার জন্ত শান্ত হইল, তিনি আর বধাযোগ্য ( মারণানর্হ ) বলিয়া কাহাকেও শাসন করিতেন না। ( ৪৭ ) তিনি পেটুক, সাধু, সাধুজ্ঞী ও যুবতিগণের যথেষ্ট পরিতৃপ্তি বিধানের চিন্তা করিতেই নদীগণ তখন মুহুমুহু নানাবিধ রস এবং পর্বত-রাজি বহু রত্ন দান করিলেন ! ( ৪৮ ) বৃন্দাবনেশ্বরী ভারবাহিগণের ভার-বিমোচনের আদেশ দিলে কিন্তু বিপরীত ভাবই দৃষ্ট হইল ; স্বভাবতঃই স্তব্ধ ( জড় ) বৃক্ষরাজি মধু ও পুষ্পভারই বহন করিতে থাকিল !! ( ৪৯ ) ইহার রাজত্বে অদোহা ধেনুদিগেরও দুগ্ধ-ক্ষরণে আশ্রয়িত ভূমিসমূহ এবং স্বয়ং উৎপন্ন শস্যরাশি বৃষ্টির যশই লাভ করিল। ( ৫০ ) প্রাচীনকালে গোবিন্দের অভিষেকেও যতপি বৃন্দাবন এতাদৃশ সৌষ্ঠব-



সম্পন্নই ছিল, তথাপি ইহার অভিষেকই অদ্ভুত (বিস্ময়কর) শোভা বিস্তার করিল !!

### বাসন্তী গ্রহে বেষভূষাদি-প্রারণ জন্য গমন-প্রকার

( ৫১ ) তৎপর রাধা বেষভূষাদি পরিগ্রহ করিবার জন্ত পৌর্ণমাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । মনে হয় যেন তারাগণকে ভূষিত করিবার ইচ্ছাতেই চন্দ্রমা পূর্বাচলে বিজয় করিতেছেন । ( ৫২ ) তখন বিশ্ব-বন্দিতা দেবী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণকে ও দেবীগণকে অগ্রবর্তী করিয়া দিব্য অলিগণ কর্তৃক মুখরিত বা রমণীয় সখীগণ কর্তৃক প্রশংসিত পুষ্পরাশি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সেইস্থানে যাত্রা করিলেন । ( ৫৩ ) যাহারা কান্তিতে কুঙ্কুমরাশিকেও পরাজয় করিয়াছেন—সেই গৌরীগণ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে থাকিলে মনে হয় যেন তাঁহারা নিজ বক্ষোজ-দ্বয়ের সহিত উপমিত হইবেন । ( ৫৪ ) নক্ষত্রাবলির মধ্যে যদি চন্দ্রলেখা থাকে এবং তদগ্রে যদি মেঘও বিরাজ করে, তবে যে শোভা হয়, তাহারই সহিত আলিগণ-বেষ্টিত কৃষ্ণপশ্চাদ্ভর্তিনী রাধার উপমা হইতে পারে । ( ৫৫ ) তখন সখীগণ শ্রীরাধাকে পরিবেষ্টন করিয়া বৃন্দা-নির্দিষ্ট পথে মাধবী-গৃহের মধ্যকক্ষে আনয়ন করিলেন । ( ৫৬ ) বৃন্দাবনেশ্বরী মূর্তিমতী বাসন্তী-লক্ষ্মীর ন্যায় সেই বাসন্তী ( মাধবী ) গৃহের মধ্যকক্ষকে উদ্ভাসিত করিলেন । ( ৫৭ ) রাধা যখন ঐ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে বিধিমত বিষ্ণুপূজা করিতেছিলেন, তখন দেবীগণ হাসিতেছিলেন এবং শ্রীহরি লজ্জাভরে মূঢ় হাশ্ব করিলেন । ( ৫৮ ) তুলিকা ( তোষকাদি ) প্রভৃতির সৌন্দর্য্য-পুষ্ট হস্তিদন্ত-বিরচিত আসনে অভিষিক্তা দেবীকে বসাইয়া চতুর্দিকে প্রিয় সখীগণ যথাযথ ভাবে বসিলেন ।

### তত্রত্য পূজা-বৈশিষ্ট্য

( ৫৯ ) অনন্তর পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার সম্মুখে মধুপর্ক অর্পণ করিলেন ; কেন না জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে স্বতযুক্ত পায়স দ্বারাই চন্দ্রমার তৃপ্তি করা হয় [ অর্থাৎ গ্রহযোগে বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন তৃপ্তিকর বস্তু প্রদান করিতে হয় ; সূর্য্যযোগে গুড়োদন, চন্দ্রযোগে স্বতপায়স ইত্যাদি ;



তদ্রূপ শ্রীচন্দ্রমুখীরও তৃপ্তিকর-বোধে তৎসম্মুখে মধুপর্ক স্থাপিত হইল । ]  
 ( ৬০ ) তৎপরে তিনি নিজ গুরু মুনীশ্বরীকে পূজা করিলেন এবং সর্ব  
 গ্রহবিদ গণের গুরুদ্বয় সংজ্ঞা ও ছায়াকে অর্চনা করিলেন ।

### শ্রীরাধার বিবিধ মাধুরী-বর্ণনা

( ৬১ ) যাহার কান্তি-কীর্তি হইতে ত্রাস পাইয়া অকীর্তি ইতস্ততঃ  
 পলায়ন করিতে করিতেই বুঝি ইহার সহিত স্পর্শাশীল চন্দ্রেতেই সংবদ্ধ  
 হইয়া তাহার কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছে !! ( ৬২ ) সর্বদা অনবরত প্রশংসিত  
 মাধুর্য্যের শ্রবণ-লালসায় কিম্বা যাহার সূচাকৃতার সঙ্গীত সর্বদা অবিরত  
 শুনিবার ইচ্ছা করিয়াই বুঝি কামদেব মহাদেব কর্তৃক দগ্ধ হইলেও রতি  
 তাঁহার সহমরণ করিলেন না !! ( ৬৩ ) তাঁহার নিরন্তর সেবা-সৌভাগ্য  
 লাভ করিবার জন্ত পুরুষ দেহ উপযুক্ত নহে—এই বিবেচনা করিয়াই  
 কি মদন শিব হইতে ক্রোধাগ্নি উৎপাদন করিয়া দগ্ধ হইলেন, এবং  
 অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? ( ৬৪ ) যাহার দেহ প্রকাশিত হইয়া  
 শ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ্ব্যতি-সমুদ্রের পুনঃ পুনঃ স্ফীততা বিধান-পূর্বক চন্দ্রসাদৃশ্য  
 লাভ করিতেছেন অর্থাৎ যেমন সমুদ্রের বৃদ্ধি করিয়া চন্দ্রের প্রকাশ হয়,  
 তদ্রূপ শ্রীরাধাঙ্গ-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের দেহলাবণ্য বৃদ্ধি হয় । ( ৬৫ ) যাহার  
 অঙ্গলাবণ্য রূপ সম্পত্তিতে দুর্বর্ণ অর্থাৎ রজত অথবা নিকৃষ্ট বর্ণও স্বর্ণত্ব  
 বা সুন্দরবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং পুলিন্দ-কন্যাগণ যাহার অঙ্গবিশেষের কুঙ্কুম  
 চন্দ্রনাди বিলেপন রূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া রজত অর্থাৎ হার স্বরূপে  
 পরিধান করে । ( ৬৬ ) যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিশ্বচ্ছলে যেন এই  
 কথারই অভিব্যক্তি করিতেছে—‘আমাদের অলঙ্কারের কি প্রয়োজন?  
 আমরাই ত স্বয়ং অলঙ্কার !!’ ( ৬৭ ) যাহার সুবলিত অঙ্গ-সমূহ দর্শন  
 করিয়া শ্রীহরির অবয়বসমূহ প্রস্বেদযুক্ত হয়, যেহেতু গুণিগণের নিকট  
 গুণবান্ জনই স্নেহপরায়ণ হইয়া থাকেন । ( ৬৮ ) যাহার সর্বোঙ্গ-  
 সূষ্ঠতার সৌন্দর্য্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে ধৈর্য্যসমূহ অপহরণ করে বলিয়া মুনিগণ  
 নিত্য প্রশংসা করেন । [ অধিক শ্লোকে—যাহার গুণাতীত রূপ-  
 সৌন্দর্য্যাদি গোবিন্দকে পর্য্যন্ত মোহিত করে এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রধান  
 ( মুখ্য ) হইয়া খেলা করে । ] ( ৬৯ ) যাহার বিলাস-মাধুর্য্য অতৃপ্ত  
 হইয়া মাধবী [ অর্থাৎ লক্ষ্মী বা বাসন্তীলতা ] এবং মাধব [ অর্থাৎ কৃষ্ণ,



নারায়ণ বা বসন্ত ঋতু ] পুষ্পচ্ছলে লক্ষ লক্ষ চক্ষুরই যেন আবিষ্কার করিতেছে !! ( ৭০ ) তিনি যে কুঞ্জে সমাসীনা হইয়াছেন, হঠাৎ সেই কুঞ্জ হইতে মৌরভ সহ স্বর্ণজাতী-সমান কান্তিরানি নির্গত হইয়া ভ্রমর গণের বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে !! ( ৭১ ) যমুনা ও মানসগঙ্গা কর্তৃক স্রচারু চামর-বীজনের ফলে ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়াই বুঝি তাঁহার প্রসারণ-শীলা কান্তিরানি উদ্ভাসিত হইতেছে ! ( ৭২ ) অধঃস্থিত হইয়াও যাহা ( স্বকান্তি-বলে ) পূর্ণিমার চন্দ্রকে তিরস্কৃত করিয়া থাকে,—সেই ছত্র উল্লসিত ( উপরিধৃত ) হইলে শ্রীরাধার সমুন্নতিই করিতেছে !! ( ৭৩ ) যাহার দর্শনাকাজ্জল্য সুরসুন্দরীগণও যে সখীগণকে বন্দনা করিয়াছেন—তাঁহারাই এক্ষণে নির্নিমেষত্ব-প্রাপ্তির জন্ত পরম তৃষ্ণা ( লালসা ) প্রকট করিতেছেন । ( ৭৪ ) যাহার বামদিকের সম্মুখে কৃষ্ণাদি গোপালগণ, সম্মুখে পৌর্ণমাসী প্রভৃতি গুরুগণ এবং দক্ষিণদিকের সম্মুখে দেবীগণ স্ব স্ব চক্ষুকে পূর্ণামৃত-সমুদ্রে মজ্জন করাইতেছেন—( ৭৫ ) সেই বৃন্দাবনেশ্বরীর বেষভূষাদি করিবার জন্ত সমাগতা সখীমণ্ডলী শ্রীরাধার রূপ-বৈভবে স্বয়ংই বিভূষিত হইলেন ।

### দেবীকৃত আকল্প-রচনাদি

( ৭৬ ) সেই বেশরচনা আরম্ভ হইলে শ্রীরাধানাথের কোনও অনির্বচনীয় মুখ-সৌন্দর্য্য তাঁহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখা গেল ; তাহাই উপযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু সেই সুষমাই শ্রীরাধার অঙ্গের সুন্দর বেশ । ( ৭৭ ) শ্রীরাধার শৃঙ্গার-রচনা করিবার জন্ত দেবীগণকে সমুৎসুক দেখিয়া সখীগণ বলিলেন—‘পূর্বে আপনারা রাধাকে স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ দান করুন ।’ ( ৭৮ ) বিশ্বকর্ম্মার কথ্য সংজ্ঞা তাঁহার বেশপ্রসাধন-কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন ; এইজন্তই ইহাতে তাঁহার বিশ্বকর্ম্মার কথ্যরূপে জন্মগুণ দ্বিগুণিত হইল । ( ৭৯ ) সখীগণ পুনরায় যবনিকা প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্জনস্থানে লইয়া গেলেন ; তিনি তখন শ্রীহরির নয়নবাণে অভেদ্য অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর হইলেও কিন্তু তাঁহার ধ্যানভেদ্য অর্থাৎ স্মৃতিলভ্য হইয়াছিলেন !! ( ৮০ ) ইহার সমগ্র নিতম্ববিষ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তখন মুক্ত কেশপাশের সীমান্তদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল । ( ৮১ ) স্তম্ভল বেশরচনার সামগ্রীসমূহের



সংগ্রহে স্থানটি মনোহরই বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। মুক্ত কেশকলাপ রূপ মেঘমালা তখন পুষ্প-বর্ষা করিতে লাগিল। (৮২) এই কেশদাম কান্তিতে নীলমেঘসমূহকে জয় করিলেও কিন্তু যমুনার তরঙ্গ-সঙ্কুল জলপ্রবাহবৎ পরস্পরকে সংমর্দন করিয়াই যেন কুটিলতা বিস্তার করিতেছিল!! (৮৩) যখন তাহার কেশরূপমেঘ-রাজি সৌরভামৃত বর্ষা করিতেছিল, তখন কৃষ্ণের স্বাসপ্রশ্বাসরূপ চাতকগণ বিহার করিতে লাগিল। (৮৪) ঐ কেশ-কলাপ তখন রুক্ষিত (তৈলাদি অভাবে অচিকণ) হইলেও স্নিগ্ধই (মসৃণই) ছিল এবং বিযুত (পৃথগ্ভূত) হইয়াও যুতই (দীপ্তিযুক্তই) ছিল; কাজেই বস্ত্র ও কঙ্কতিকা দ্বারা তাহার শোধন বা সংস্কার ব্যর্থই হইল! (৮৫) সংজ্ঞা শ্রীরাধার সূচাক কেশপাশকে সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা মার্জন করিলেন এবং মণিময় কঙ্কতিকার (চিরুণীর) অগ্রভাগদ্বারা প্রতি কেশই পৃথক্ পৃথক্ করিলেন। (৮৬) মেঘের ক্রোড়ে যদি চিরসুন্দর বিদ্যুৎ বহুক্ষণ যাবৎ ভ্রমণ করে, তবেই তাহা রাধাকেশে রত্ন-কঙ্কতিকার সাদৃশ্য বিধান করিতে পারে। (৮৭) তখন তিনি দুই হস্তে কেশকলাপকে সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া সীমান্ত (সীতি) রচনা করিলেন—মনে হয় যেন তাহাতে সৌন্দর্য্যের সীমান্ত অর্থাৎ পরাকাষ্ঠাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। (৮৮) অনন্তর তিনি বৃন্দাবনেশ্বরীর **বেণীবন্ধন** করিতে লাগিলে মুকুন্দেরও মন শীঘ্রই অতিমাত্রায় শৃঙ্খলিত হইতে লাগিল। (৮৯) পুষ্পও মণি প্রভৃতি দ্বারা প্রবর্দ্ধিত-সৌন্দর্য্য বেণীরূপে একটি লতাই যেন বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার উপরিভাগে সখীগণের নয়নাবলি চঞ্চল ভ্রমরপংক্তির নীলাই বরণ করিল অর্থাৎ ঐ বেণী-গ্রন্থন সখীগণের নয়নরসায়নই হইয়াছিল!! (৯০) ঐ বেণীর অগ্রভাগে ময়ূর-চন্দ্রক (পুচ্ছের চাঁদ) অর্পিত হইলে তাহাতেই বদ্ধ কৃষ্ণচিতে উহা কামমুদ্রাবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। (৯১) সেই পুষ্পিত বেণীতে শ্রীরাধা কামদেবের তুণীরবৎ শোভা ধারণ করিলেন এবং তাহার সাহায্যে অজিতকেও নিজের করিবার জন্ত তিনি শস্ত্রাজীবিত্ত (শস্ত্রধারিত্ত) প্রাপ্ত হইলেন। (৯২) সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা নিজেকে সংজ্ঞা (নাম) রূপে যেমন আনন্দ দিলেন অর্থাৎ স্বয়ং আনন্দলাভ করিলেন, তদ্রূপ নিজ সপত্নী ছায়াকেও আনন্দ দান করিলেন; তাহার কারণ ছায়াত্ব (কান্তি বা প্রতিবিম্ব অর্থাৎ



সংজ্ঞার প্রতিকৃতি 'ছায়া' বলিয়া ) অথবা সখীত্ব ( সমান প্রাণ ) কিম্বা উভয়ই হইবে। ( ৯৩ ) রাধার শিরোদেশে আভ্রাণ করিয়া 'সংজ্ঞা' অপমৃত্যু হইলেন ( সরিয়া আসিলেন ) আর তাঁহার প্রসাধনেচ্ছায় 'ছায়া' প্রবৃত্ত হইলেন। ( ৯৪ ) অনন্তর দেবী ছায়া কঙ্কতিকা দ্বারা মার্জিত এবং নলিকা নামক সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ দ্বারা আর্দ্র অথচ পরস্পর অসংলগ্ন কেশের রত্ন ও পুষ্পমালাদি দ্বারা যে বিচিত্র রচনা করিলেন—তাহা যেন আকাশে তারকা-সমূহবৎ বিরাজ করিতে লাগিল। ( ৯৫ ) তখন তিনি শিরোদেশের মধ্যভাগে যে সিন্দূর-রেখা দান করিলেন—তাহা বকারি ( বীরশিরোমণি ) কৃষ্ণেরও হৃদয়ে রক্তরেখাবৎ প্রতীয়মান হইল অর্থাৎ কামদেব অঙ্গদ্বারা তাঁহার হৃদয় দ্বিধা করিয়াছে বলিয়া বাহিরে ঐ রক্তবিন্দুসমূহ দেখা যাইতেছে !! ( ৯৬ ) শ্রীরাধা তখন ছায়া কর্তৃক অর্পিত মহারত্নে উদ্ভাস্বর সীমন্তপট্টা ধারণ করিলেন। ইহার কান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া কৃষ্ণের নেত্রপদ্মদ্বয় প্রকাশ পাইতেছিল। ( ৯৭ ) তদনন্তর তাঁহার শিরোদেশে স্বচ্ছ রত্নরাজি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই কবরী-সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হয় যেন কোনও অনির্বাচ্য লক্ষ্মীই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ( ৯৮ )—[রক্তবর্ণ আকাশে প্রথমতঃ গ্রহ-নক্ষত্রাদির উদয় হয়, তৎপর লোকচক্ষুর অন্তরালে বিद्यমান চন্দ্রমাও সমুদিত হইলেন, তদ্রূপ] শ্রীরাধার রক্তবর্ণ বস্ত্রতলে শিরোভূষণ রূপ গ্রহগণের সমাবেশ হইয়া দীপ্তি বিস্তার করিল এবং তাঁহারই মধ্যে আবার গোপনে ( অবগুণ্ঠনাবৃত ) বদন রূপ চন্দ্রমাও সমুদিত হইয়াছেন !! ( ৯৯ ) তখন ছায়া দেবী বলিলেন—'পরে আমি তিলক রচনা করিব।' অতঃপর সখীগণ সখীত্ব-পরিচায়ক বেশভূষাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

### সখীগণ কৃত বেশ-রচনা

( ১০০ ) কম্পস্তম্ভাদি ভাব-বিভূষিত সখীগণ তখন তাঁহার বেশ-রচনার জন্ত সেই সখীগণকেই সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, যাহারা গদগদবাণী, বৈবর্ণ্য ও পুলকাবলি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব রাজিতেই কেবল বিরাজিতা ছিলেন। ( ১০১ ) অতঃপর কুঞ্চিত কেশদামের সখীভাব প্রাপ্ত হইয়া তৎপার্শ্বে গোরোচনাকৃত পল্লবযুক্ত ও কস্তুরী-বিরচিতা



লতা (পত্রভঙ্গী) বিশেষভাবে দীপ্ত হইতেছিল। (১০২) ক্রয়ুগল ও পত্রাবলির মধ্যে ইহার ললাটদেশ ভ্রমর-শ্রেণীদ্বয়-চুম্বিত স্বর্ণপদ্মদলের সম্পত্তিতেই যেন বিশেষ শোভিত হইয়াছিল। (১০৩) কৃষ্ণকান্তিদ্বারা আলিঙ্গিত অথবা লীলাবিশেষে কৃষ্ণাঙ্গবিশেষ অর্থাৎ মুখদ্বারা চুম্বিত এবং সদা কৃষ্ণের প্রতি তৃষ্ণাপরায়ণ হইয়াই বুঝি তাঁহার চক্ষুদ্বয় উত্তম অঞ্জে অনুরঞ্জিত হইয়াছিল !! (১০৪) কজ্জলরেখা দ্বারা তাঁহার নেত্রকমলের শোভাধিক্য হইল, মনে হয় যেন কামদেব প্রস্তুরে সংস্কৃত (শাণিত) করিয়া দুইটি নূতন শস্ত্র পরিস্কৃত করিয়াছেন !! (১০৫) বিধাতা রাধার চক্ষুদ্বয় চঞ্চল দেখিয়াই বোধ হয় তাহাদিগকে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাহারা ঐ প্রকার চঞ্চলই রহিয়াছে !! (১০৬) তাঁহার অক্ষিলোমপংক্তিদ্বয় নয়নরূপ কুমুদের ভ্রমরই হইবে কি? কেননা, শ্রামচন্দ্রের উদয়দর্শনে উহারা নেত্রকৈরবের মধু সংগ্রহ করে অর্থাৎ চন্দ্রকিরণে কৈরব বিকশিত হয় এবং ভ্রমর তাহার মধু গ্রহণ করিতে থাকে, তদ্রূপ শ্রাম দর্শনে রাধার নেত্র বিস্ফারিত হয়, তৎপরে অশ্রুপাত হওয়াতে নেত্ররোমাবলি সিক্ত হইয়া থাকে !! (১০৭) তাঁহার ভ্রূরূপ-ধনুর সহিত দীপ্ত (উজ্জল) নাসারূপ তিলপুষ্পবাণ [পক্ষান্তরে—বজ্রবৎ সুদৃঢ় বাণ] যুক্ত হইয়াছে; তাহাতে আবার মুক্তারূপ ফল বা বাণাগ্রভাগ দেখিয়া কৃষ্ণের বল স্থিরত্বাদি, [পক্ষান্তরে—কৃষ্ণসার মৃগ] অবিক্ত হইলেও বিক্লেব হইতেছে। অর্থাৎ বক্র ভ্রু, আবার সুন্দর নাসিকা, তাহাতে আবার মুক্তাধারে শ্রীকৃষ্ণের কামপীড়া জন্মিয়াছে !! (১০৮) ঘূর্ণাপরায়ণ ভ্রমরদ্বয়বৎ নেত্রপ্রান্তযুগল কর্তৃক সূচুম্বিত তাঁহার কর্ণলতাদ্বয় তাটকাদি ভূষণে উৎকুল্ল হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। (১০৯) পাণ্ডুর-বর্ণ কপোল-(গণ্ড) দ্বয়ে লোপ্ররেণু-ধারণ ব্যর্থ হইল; তাহাতে আবার [কর্ণদ্বয়ে] বিগ্নস্ত স্বর্ণালঙ্কারের আভাষ সাক্ষ্যচন্দ্রের সৌন্দর্য্যই ধারণ করিল। (১১০) গণ্ডস্থলে যে কস্তুরিকা-বিনির্মিত চিত্রকাদি বিরাজ করিতেছিল—তাহা কি (বদন) চন্দ্রের কলঙ্ক-স্বরূপেই বিরাজ করিতেছে? (১১১) যাহাদের (দন্তপংক্তিদ্বয়ের) সম্পত্তিতে (সৌন্দর্য্যে) তাঁহার ওষ্ঠরূপ রক্তপদ্ম দুইটি সর্বদা প্রফুল্ল দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে ঐ দন্তপংক্তিদ্বয়ই চন্দ্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে !! (১১২) স্বভাবতঃই রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় মৃদুমধুর হাস্তে আপাটল (শ্বেতরক্ত) ধারণ



করিয়াছে, অতএব উহাতে তাম্বুলরাগ নিরর্থক হইয়াই বুঝি লজ্জার  
 বিলীন হইয়াছে !! ( ১১৩ ) কৃষ্ণাঙ্কুর চন্দনাদি-রচিত সুগন্ধ শ্রাম-  
 বিন্দুটি তাঁহার চিবুককে শোভান্বিত করিল; মনে হয় বুঝি একটি  
 ভৃঙ্গ শায়িত হইয়া পক্ষ আশ্রয়নের তলদেশই আশ্রয় করিতেছে !!  
 ( ১১৪ ) ইহার কপোল, দন্তরাজি ও ললাটরূপ চন্দ্রগণ যেমন মুখে  
 অধীশ্বর মনে করিয়া সেবা করিতেছে, তদ্রূপ সেই বিন্দুটিও ঐ মুখেরই  
 সেবক হইয়া বিরাজ করিতেছে !! ( ১১৫ ) সময়-বিশেষে কংসারি  
 কৃষ্ণের হস্তস্পৃষ্ট হইয়া তাঁহার যে গ্রীবা সুরসুন্দরীদের পাঞ্চজন্তু-শঙ্খের  
 ভ্রম জন্মায়, সেই গ্রীবা পরমশোভা পাইতেছে। ( ১১৬ ) শ্রীরাধা,  
 শ্রীহরি বা উভয়ের প্রেম—এই তিনটাই পরম বস্তু। ইহার স্মৃতি  
 করিয়াই বুঝি তাঁহার গ্রীবা রেখাত্রয়ে ভূষিত হইয়াছে !! ( ১১৭ )  
 কৃষ্ণনামাক্ষিত গৈবেয়ক ( কণ্ঠভূষা ) দেবী রাধার কণ্ঠে দীপ্তিশীল  
 হইয়াছে; মনে হয় যেন সদাকালের জন্ত অন্তরে বিরাজমান কৃষ্ণনামরূপ  
 মন্ত্রই বাহ্যদেশেও প্রভাব বা তেজোবিস্তার করিতেছে !! ( ১১৮ )  
 তাঁহার স্কন্ধদেশে অবনমিত হইলেও শোভিতই দেখা যাইতেছে—বোধ হয়  
 শ্রীহরির বাহুরূপ ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত যুগ্মযুগলের পুনঃ পুনঃ বহন করিয়াই  
 অথবা মাল্যভার বহন করিয়াই উহা এত অবনত হইয়া থাকিবে।  
 ( ১১৯ ) তিনি যে শ্রীহরির বিহার-সরসী ( সরোবর ) একথা সত্যই;  
 যেহেতু নিতম্ব অবলম্বন করিয়া আপাদমস্তকে মৃণালযুক্ত পদ্মরাজি সংস্কৃত  
 রহিয়াছে !! ( ১২০ ) তাঁহার বাহুর উপর বাহু দিয়া শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন  
 করিতে করিতে যখন দন্তুরূপ নিজচিহ্নের মণ্ডন ( অলঙ্কার ) অর্পণ  
 করিলেন—তাহাতেই শ্রীরাধা সর্বিশেষ অলঙ্কৃত হইলেন। [ পক্ষান্তরে  
 —তাঁহার বাহুতে মঙ্গলপ্রদ [ ‘স্বস্তিক’ নামক ] মণিমালারচিত অলঙ্কার  
 রচনা করিলে যখন তাহা উহা কৃষ্ণবর্ণের সহিত জড়িত হইল—তখন  
 শ্রীরাধাও মহাশোভিতাই হইলেন। ] ( ১২১ ) তাঁহার প্রগণ্ডদ্বয়ে ( কনুইর  
 উপরিভাগে বাহুদ্বয়ে ) অলঙ্কার-স্বরূপে যে মণি-খচিত অঙ্গদ-দ্বয় বিরাজিত  
 হইল, তাহাতে কৃষ্ণের সর্বিশেষ অনঙ্গ ( কাম ) বুদ্ধি হইল। ( ১২২ )  
 কনুইয়ের নীচের অংশে মহারত্ন ও সুবর্ণাদির কান্তিতে বিচিত্র-বর্ণ কটক  
 ( বলয়াবলি ) বিরাজ করিতেছিল; মনে হয় যেন কলনাদ করিতে  
 করিতে চটকপক্ষিগণই উপস্থিত হইয়াছে। ( ১২৩ ) তাঁহার বলয়ের



কৃষ্ণবর্ণ মুক্তাময় মুখবিশিষ্ট স্তবক ( নীলবর্ণের থোবা ) দুইটি দেখিয়া মনে হয় যে হস্তপদ্ম হইতে গলিত মধুপায়ী ভ্রমরই হইবে। ( ১২৪ ) তাঁহার দুইহস্ততলে অলঙ্করসম বিরাজমান থাকাতে বোধ হয় যেন উদীরমান সূর্য্যের কিরণে রঞ্জিত পদ্মযুগলের প্রভাই হইবে। ( ১২৫ ) শ্রীরাধা অঙ্গুলিসকলে যে অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়াছেন—তাহারাই এই কৃষ্ণের হৃদয়ে সর্ব্বথা তরঙ্গ ( পীড়া ) দান করিতেছে ! ( ১২৬ ) তাঁহাকে বেষ্ঠন করিয়া যেরূপ ললিতাদি সখীগণ বিরাজ করে, তদ্বৎ তাঁহার নখর-মাণিক্যের সুষমার সহিত ঐ অঙ্গুরীয়কগুলির মনোহর মণিসমূহ প্রকাশ পাইতেছে। ( ১২৭ ) ভুজযুগলের মধ্যে তাঁহার নিরবকাশ স্তনস্তবক ( পরিসর ) বিরাজ করিতেছে, ঐ ভুজদ্বয়ই ত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কল্পলতার লীলা বিস্তার করিতেছে। ( ১২৮ ) তাঁহার কুচযুগল ও মণিখচিত নীলকঙ্কালিকার পরস্পর মেলনে যে শোভা উদ্গত হইল, তাহা মুক্তাহাররূপ বলাকার ( বক-পংক্তির ) সহিত ইন্দ্রধনুবৎ বিরাজ করিতেছিল। ( ১২৯ ) তাঁহার গুঞ্জাদিহারে ভূষিত বক্ষঃস্থল যে কেবল রুচিরই হইয়াছিল, তাহা নহে ; কিন্তু হরিরও চিত্তহরণ করিয়াছে বলিয়া উহার ‘মনোহর’ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ( ১৩০ ) শ্রীহরির সাক্ষাতেও তাঁহাকে অনাদর পূর্ব্বক চিত্ত চুরি করিয়াছে বলিয়াই যে উহারা ‘হার’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু নিজের মধ্যমণিতেও শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিটিকেও সংক্রমিত করিয়া হরণ করাতেও ‘হার’ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে !! ( ১৩১ ) স্কন্ধরোমরাজিরূপ ভ্রমরগণ তাঁহার স্তনরূপ নব্য পদ্মযুগলের রসসমুদ্র পান করিয়া বুঝি নাভি-সরোবরকেই মধুগৃহ (মোঁচাক) করিয়াছে !! ( ১৩২ ) [ বলি মহারাজ বামনদেবের অভিলাষ-পূর্ত্তি করায় যেরূপ বামনদেব কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার দ্বারপাল হইয়া রহিয়াছেন, তদ্রূপ ] সেই কৃশোদরীর বলিসমূহ [ দর্শন স্পর্শনাদিদ্বারা ] তাঁহার কাম-তর্পণ করায় বলিতা ( মহাবলশালিত্ব ) প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহাতেই কৃষ্ণ তাঁহার দ্বারে দ্বারী হইয়া নিত্য গতাগতি করিতেছেন !! ( ১৩৩ ) তাঁহার কণ্ঠে রঙ্গমালাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী তুলসীমালাটি শোভা বিস্তার করিতেছে ; ইহাতেও যেন ভৃঙ্গগণের মালা ( শ্রেণী ) গ্রথিত রহিয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে ! ( ১৩৪ ) পঞ্চবাণের ( কামদেবের ) বাণসমূহের ব্যূহবৎ ( শ্রেণী-স্বরূপ ) পঞ্চবর্ণ-পুষ্প ( অরবিন্দ,



অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলপদ্ম ) দ্বারা গ্রথিত মালা দ্বারা শোভিতা শ্রীরাধাকে শ্রীহরি দর্শন করিলেন । ( ১৩৫ ) নিতম্ব ও বক্ষোজদ্বয়ের মধ্যবর্তী তাঁহার মধ্যদেশটি ত আর বর্ণনাই করা চলে না ; যেহেতু স্থূলদেহ লোকগণের সভায় যদি একজন কুশলোক থাকে, তবে তাহাকে কেই বা গণনা করে ? ( ১৩৬ ) তাঁহার শ্রোণিফলক বস্ত্রাবৃত ছিল, ঐ বস্ত্রও আবার মেখলা-সংযুক্ত ছিল ; মেখলাটি অব্যক্ত মধুর ধ্বনিকে অঙ্গীকার করিল ; এই সমস্তই শ্রীহরির মনকে যুগপৎ আকৃষ্ট করিল । ( ১৩৭ ) সকলের নেত্রের প্রতিবিশ্ব-স্বরূপ পদ্মের বনে স্নশোভিত ও মনোহর ধ্বনিযুক্ত ইঁহার হংসযুগল ( পাদকটক ) কমনীয়তা বিস্তার করিতেছে !! ( ১৩৮ ) শ্রীরাধার চরণ-পদ্মে ঐ মঞ্জীরদ্বয় নিশ্চিতই খঞ্জনপক্ষী হইবে, যেহেতু উহাদের শব্দ কর্ণগোচর হইলেই শ্রীহরির কামনা ফলবতী হয় । ( ১৩৯ ) ইঁহার চরণাঙ্গুলি-সমূহে মণি-নির্মিত অঙ্গুরীয়করাজি বিরাজ করিতেছে ; মনে হয় যেন নখচন্দ্রসমূহকে বেষ্ঠন করিয়া সূচাক তারকা-রাজির সুষমাংশিই প্রকাশমান হইয়াছে !! ( ১৪০ ) বিধাতা [ অপূর্ব বিধানে ] তাঁহাকে অপূর্বা ( অসৃষ্টপূর্বা বা বিস্ময়করী ) রচনা করিয়া ইঁহার পাদকমলে বিচিত্র বহুবিধ স্বশিল্প-ব্যঞ্জক সৌভাগ্য মুদ্রাদিও [ শঙ্খ, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, অক্লুশ প্রভৃতি ] সমর্পণ করিয়াছেন !! ( ১৪১ ) অহো ! সখীর করপদ্ম স্পর্শ করিয়াই শ্রীরাধার পাদপল্লবদ্বয় সাতিশয় রক্তবর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অলক্তক মিথ্যাই বশোলাভ করিয়াছে !! ( ১৪২ ) শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিরূপ সাম্রাজ্যে হেমময় ভূষণাবলি যেন স্বর্ণভূমিতে ( সূমেরু পর্বতে ) ইন্দ্রগোপ ( রক্তবর্ণ কীট বিশেষ ) সমূহের বর্ণই ধারণ করিল । ( ১৩৩ ) ভূষণ-সমুদয়ও তাঁহার লাবণ্যে ভূষণত্ব ( শোভা ) প্রাপ্ত হইল, কেননা, সাগরের নিকটবর্তী হইলে নদীগণও পরিষ্কাররূপে মহত্বই প্রাপ্ত হয় ।

### সাবিত্রী-প্রেরিত সৌগন্ধিক মাল্যব্রতান্ত ও যমুনা এবং একানংসার বাক্যোবাক্য

( ১৪৪ ) যখন যবনিকা অপসারিত হইল, তখন সরস্বতী নিজমাতা সাবিত্রী কর্তৃক প্রেরিত সৌগন্ধিক ( নীলপদ্মের ) মালাটি দান করিতে ইচ্ছা করিলেন । ( ১৪৫ ) শিবা ( একানংসা ) সেই মালিকাটি তাঁহার



হাত হইতে নইয়া পরিহাসপূর্বক আবেশচ্ছলে ভ্রমবশতঃই যেন শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। (১৪৬) তখন যমুনা হাশ্রু সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আচ্ছা, বল দেখি তুমি আমার সখীর এই মালাটি নিজ ভ্রাতার কণ্ঠে অর্পণ করিলে কেন? অথবা তোমাদের উভয়ের প্রেম কিই বা না করিতে পারে?’ (১৪৭-৮) দেবী বিদ্যাবাসিনী নিজে নন্দ্যাতুরীর অপলাপ করিয়াই যেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—‘আমি ত সদাই ভ্রান্তিশীলা (কুটিলপথে গমনকারিণী) আছিই!’ তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠ হইতে হারের সহিত ঐ সৌগন্ধিক মালাটি আনয়ন-পূর্বক শ্রীরাধার বক্ষে দিয়া বলিলেন—‘ওহে দেবি! তোমার নিজ মালাটি গ্রহণ কর!!’ (১৪৯) স্বর্গীয় পদ্মমালার উপরিভাগে তাঁহার মুখপদ্ম বিরাজ করিতেছে! মনে হয় বুঝি স্বসম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দুই পার্শ্বে অবস্থিত নিজলোকগণের মধ্যে রাজাই বিরাজ করিতেছেন। (১৫০) হার-সমূহ-ধারণে শ্রীরাধা বিরাজমানা বলিয়া তিনি ভূষণাবলির উপজীব্য (জীবাতু) রূপাই হইয়াছেন। মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সব হার অবতারিত হইলেও কিন্তু শ্রীহরি তাঁহাতে অতিমাত্র প্রসন্নই থাকেন অর্থাৎ নিরাভরণা রাধাও শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুতে পরমা সুন্দরী বলিয়া প্রতিভাত হইয়েন। (১৫১) ‘পরপুরুষের দেহ-স্পৃষ্ট এই মুক্তাবলীতে আমার সখীর কি প্রয়োজন?’ এই বলিয়া ছলপ্রকাশে যমুনা রাধার হারখানা হরির কণ্ঠেই সমর্পণ করিলেন। (১৫২) ‘দেখ ত—এই লোলুপ যমুনা প্রত্যাখ্যান করিয়াই যেন এই সভায় নিজ গর্ভ দেখাইয়া রাধার মালার সহিত হরির হারের বিনিময় করিল!’ (১৫৩-৪) এই বলিয়া পার্শ্বতী শ্রীহরির মনোরম বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া তাঁহার বক্ষে বিলেপন কস্তুরিকারসধারাদি উত্তোলিত করিয়া মৃদুহাশ্রু সহকারে ভানুকুললক্ষ্মীর ললাটে তিলক রচনা করিলেন—ঐ তিলক নিজজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠই হইয়াছিল অর্থাৎ পরম রমণীয়ই হইয়াছিল! (১৫৫) বিদগ্ধ এই দুইজনের এই পরিহাসরসে সকল সভাসদই হাশ্রু করিতে লাগিলেন। অহো! সকলের অলক্ষিতে এই হাশ্রে কুসুমবর্ষণই হইতেছিল!



## বেশ-সমাপ্তান ও যুগলের বিশ্বাবিশ্বি মিলনানন্দ

( ১৫৬ ) তৎপর তাঁহাকে সর্বাস্থ অবগুষ্ঠিত করিয়া ধূমদ্বারা প্রবোধন ( চন্দনাদি দ্বারা সুবাসিত ) করা হইল ; তাহাতে কৃষ্ণেরও চিত্তে কামের প্রবোধন ( জাগরণ ) হইয়াছিল !! ( ১৫৭ ) শ্রীরাধার মুখমণ্ডলে কৃষ্ণ-দর্শন-জনিত যে আনন্দময়ী কান্তি বিরাজ করিতেছিল, তাহার প্রতিবিশ্ব বহির্দেশে উদগত হইয়া ক্রমে কৃষ্ণকেও ব্যাপ্ত করিল অর্থাৎ রাধার আনন্দ-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মুখেও আনন্দ-প্রাচুর্য্য দেখা দিল । ( ১৫৮ ) অনন্তর তাঁহার হস্তে মণিদর্পণ অর্পিত হইলে তন্মধ্যে শ্রীরাধার মূর্তি প্রতিফলিত হইল এবং তাহাতে সখীগণ ঐ কৃষ্ণকেও প্রতিবিশ্বিত করিয়া এই মঙ্গলোৎসবে উপহার দিলেন । ( ১৫৯ ) তখন পরস্পর প্রতিবিশ্ব-মিলনেই প্রিয়তমের সঙ্গ পাইয়া মদালসা রাধা দর্পণ-সমর্পণ-কারিণী সখীকে নিজভুজলতা দান করিলেন । ( ১৬০ ) [ কামগায়ত্রী ধ্যানের উদ্দিষ্ট-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যামণ্ডলেও অবস্থান করেন—শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের এই বচন । ] সখীগণ কর্তৃক চতুর্দিকে অভিব্যক্ত কৃষ্ণ-রাধাদির সঙ্গম দ্বারা উপলক্ষিত কামগায়ত্রীর ধ্যানোদ্দিষ্ট স্বরূপই তখন সকলে দর্পণরূপ সূর্য্যামণ্ডলে নিরীক্ষণ করিলেন ।

## বন্দীগণ কৃত স্তুতিপাঠ, পারিতোষিক- দানাদি

( ১৬১ ) অনন্তর শ্রীরাধার স্বজনগণ মুহুমূহু বিবিধ ভূষণ দান করিলেন—এবং তাঁহার চতুর্দিক বেষ্ঠন করিয়া আরও কতকগুলি অলঙ্কার ধারণ করিয়া কোনও কোনও সখী বিরাজ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে রাধা নিজহস্তে বিবিধ অলঙ্কারাদি পুরস্কার দিলেন । তৎপরে শ্লোকে নিবদ্ধ এই গীতটি তিনি বন্দীগণের মুখে শ্রবণ করিলেন—( ১৬২ ) “অয়ি শ্রীগোবিন্দপ্রিয়বনরাজ্যের অধীশ্বর ! তোমার এই সুসমাই ভুবনস্থ রত্নসমুদয়কে ও বিধুকে ( চন্দ্রকে বা শ্রামচন্দ্রকেও ) অলঙ্কৃত করিয়া থাকে !! অথবা ভুবনরূপ গৃহের রত্নভূত ( পরম শ্রেষ্ঠতম ) বিধুকে শোভিত করে ; সেই তুমি যে কারুণ্যবশতঃ অত্যাণ্ড



রত্নসমূহজটিত অলঙ্কারাদি ধারণ কর—তাহা কেবল দীনচিত্ত আমাদের বিষয়ে তোমার সুষমাশির স্তুতিকরণ রূপ ভজন-রুচি পরিস্ফুটী করিবার জন্তই বলিতে হইবে!! (১৬৩) তোমার কেশকলাপের মধ্যবর্তী স্থানটি সিন্দূররাগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, নয়নযুগল অঞ্জন-কান্তি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে, বক্ষঃস্থলটি মুক্তাহারে বিচিত্র বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে!! তোমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা নিখিল ভুবন প্রচুরতর যশে শ্বেতবর্ণ হইল; তোমার ঐ অসমোদ্ধরূপমাধুর্য্য সহ অসাধারণ গুণরাজি এই স্থান হইতে উদ্ধতন ধামসমূহেও গমন জন্ত আহ্বান পাইয়াছে কি? অর্থাৎ তোমার যশ চতুর্দশভুবনে ব্যাপ্ত হইয়াছে! উমাদি রমণীগণ তোমার গুণাদি বাঞ্ছা করেন এবং তোমার নখপ্রভার ছটাটিকেও গৌরী লক্ষ্মী প্রভৃতি বন্দনা করেন। (১৬৪) হে শশিমুখি! তোমার শিরোদেশে ঐ কিরীট, দুই কর্ণে কুণ্ডলদ্বয়, নাসিকার মহামুক্তা, বক্ষোদেশে বিবিধ মালাসমূহ, কটিদেশে মেখলা এবং কর-পদযুগলে কঙ্কণপ্রভৃতি পরিহিত হইয়া কি বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে অথবা আমাদের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছে হে? অর্থাৎ তোমার রাজ্যাভিষেকে সর্বজন্তুর মুক্তিদান-প্রসঙ্গ আমরা নয়নে দেখিলাম, কিন্তু স্বাঙ্গস্থিত ঐ ভূষণাবলির কেন মোচন হইল না? এই মাত্র আমাদের প্রশ্ন। (১৬৫) অহো! ইহার হস্তে ও অধরে কিশলয় বিরাজ করিতেছে! ভূষণের মণিগণই ইহার কুসুম—ইনি কান্তিরাশিরূপ পরাগসমূহ দিগ্‌বিদিকে বিস্তার করিতেছেন। ইহার হাশ্বে সুধাবর্ষণ হয়! আবার চঞ্চল নেত্রদ্বয়ে মধুকরও বাস করিতেছে!! অতএব তোমাদের সকল কামনা পূরণ-কারিণী ইনি বৃন্দাবনের কল্ললতারূপেই কি বিরাজ করিতেছেন না? (১৬৬) হে প্রিয়সখি! অত দাতা হৃষ্টচিত্তে স্তুতিপাঠক কবিদিগকে মুকুট কটক (বলয় মেখলা) প্রভৃতি দানে বিশেষভাবে দীপ্তিশালী করিয়া থাকেন—তুমি কিন্তু নিজেই ভূষণাদি ধারণ করিয়া স্মরিতদেহে নিজ কান্তি রাশির বিস্তারে আমাদের রত্নখচিত পুরাতন অলঙ্কার-সমূহকেও দমন করিতেছ!! (১৬৭) হে রাধে! চন্দ্র তোমার ছত্র, জ্যোৎস্না তোমার উভয় পার্শ্বে চামরদ্বয়, গ্রহ-সমূহ তোমার ভূষা, এবং জনগণের লোচনই তোমার চকোর হইয়াছে; তবে তুমি ভঙ্গযুক্ত মাল্যরূপ



ঐ প্রতিপক্ষকে রজ্জুদ্বারা ধারণ করিয়া বৃদ্ধি লজ্জাবশতঃ এক্ষণে স্তুতিপাঠকের নিকট গোপন করিতেছ? ( ১৬৮ ) তোমার এই রূপ-লাবণ্য সমৃদ্ধি, এই বেশরচনা,—এই বয়ঃসুখমা, ঐ হরিরূপ প্রাণপ্রিয় দয়িতের নিকট এই গুণরাজির প্রকটন, এই নীলারাজ্য, এবং উত্তম-দয়িতের এই ভাগ্যনিধি ( বা ভাগ্যরত্ন )—বিধাতা যে এই সকল বস্তুর পরস্পর একত্র মিলন করিয়াছেন—তাহাতে আমাদের চিত্তে মহাপ্রমত্তি উপস্থিত হইয়াছে !!” ( ১৬৯ ) তখন প্রচুরতর পুলকমণ্ডিত সভ্যগণ সহ স্বয়ং রাজ্ঞীই স্তুতিপাঠকগণকে শত শত ভূষণাদি পারিতোষিক দান করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৌস্তভমণিটী পর্যন্ত দান করিলে সেই কবিগণ প্রেমভরে স্বয়ং মণিটী গ্রহণ না করিলেও কিন্তু নিজ মনস্থ বস্তুই কামনা করিলেন।

### অধ্যায়-সমাপন ও স্বদৈন্য-বিজ্ঞপ্তি

( ১৭০ ) এই রাধা রসরাজি বা জলরাশি দ্বারা দিব্য রাজরাজেশ্বরী পদে অভিষিক্তা হইয়া শ্রীহরিরূপ উত্তম যেষকে নিরন্তর আনন্দ দান করিলেন, নিজগণের নয়নরূপ চাতক-সমূহের পুষ্টিবিধান করতঃ সকললোকের নয়নজলরূপ নদীসমূহকেও উত্তমরূপে প্রসারিত করিলেন !! ( ১৭১ ) ব্রজবন-গগরাজ্যে রাজসিংহাসনে অভিষেক হইলে যাহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—যিনি মনোজ্ঞ কুঞ্জাসনে বিরাজ করিতেছেন—যিনি হরিমুখচন্দ্রের সুখমায়, অত্রত্য নিবিড় ভাব-কদম্ব এবং মণিগণ দ্বারাও সাতিশর ‘উজ্জ্বলা’ হইয়াছেন—সেই শ্রীরাধা সকলকে পালন করুন। ( ১৭২ ) যিনি নিজ গুণগগনরূপ রজ্জুদ্বারা প্রাপ্তমোক্ষ-জীবদিগকে নিরোধ করেন, এবং তাঁহাদের প্রণয়গর্ভবিনয়-জালে স্বয়ংই আবদ্ধ হয়েন; অথচ বিপথে সঞ্চরণশীল আমার ত্রায় জীবকেও যিনি ত্রাণ করেন, সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে বা কৃষ্ণভজনকারী পূজ্য পাদ শ্রীরূপগোষ্ঠামিকে নিত্য সেবা করি ॥

ইতি অষ্টম উল্লাস ॥



## নবম উল্লাস ।

### সিংহাসন-বিজয়োৎসবাদি

( ১ ) শ্রীরাধার সেই সিংহাসনযাত্রা উপলক্ষে যোগীন্দ্রা পৌর্ণমাসী প্রভৃতির [ সকল বিরুদ্ধ মত খণ্ডন পূর্বক নিজমত ব্যবস্থা রূপ ] বাক্য ও মাধুর্য্যময়ী বাসনাই অনুকূল বায়ু হইয়াছিল—এই দুইটিই জনমগুলীর তুষ্টিদান করিয়াছে বলিয়া তাহারা এই দুইয়েরই স্তব করিতেছিল । ( ২ ) চন্দ্রের অখণ্ডমণ্ডলী যেরূপ ইন্দ্রের অধিষ্ঠিত ( পূর্ব ) দিকে উর্দ্ধপ্রস্থত হইয়া উদয়াচলকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীরাধাও শ্রীহরির আশানুরূপ রাজাসনে গমনের ইচ্ছা করিয়া নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিলেন । ( ৩ ) প্রফুল্ল-নয়ন সকল সভাসদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয়তমের বংশী ও কলাবিগ্ধাদি দ্বারা প্রশংসু সেই প্রশস্ত চত্বরে বহুবিধ মঙ্গল-বিধানক্রমে রাজ্ঞী শ্রীরাধা ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন । ( ৪ ) ছত্র প্রভৃতি রাজচিহ্ন সমূহ হস্তে ধারণ করিয়া ললিতা বিশাখাদি নিজগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছেন—তখন তাঁহাদের দেহ স্তব্ধপ্রায় হইলেও কিন্তু শ্রীরাধার গুণেই আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল । ( ৫ ) দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিলে মধুলোভে যে যে দিব্য ভ্রমর যে যে পুষ্পে বসিয়াছিল—উহারা সকলেই ঐ ঐ রস আশ্বাদন করিতেই যেন শ্রীরাধার ( চরণ-কমলের ) সন্নিধানে আসিল । ( ৬ ) এই স্থলে পঞ্চবর্ণ গন্ধচূর্ণরাশির সহিত সংমিশ্রিত পুষ্পধূলি ( পরাগ ) সমূহ এবং লাজ-( থই ) বৃন্দ-মিশ্রিত পুষ্পসমূহ বৃষ্টির ত্রায় পতিত হইয়া দৃষ্টির ( নয়নের ) মোহবিধান করিল । ( ৭ ) শ্রীরাধাকে সমানভাবে অনিমেষলোচনে দর্শন করায় ভুলোকে নারীবন্দিনীগণ ও আকাশে দেব-বন্দিনীগণ যুগপৎ বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গের কান্তিচ্ছটাকেই বন্দনা করিতেছিলেন । ( ৮ ) উপরিভাগে বনপ্রদেশ যে স্থানে দূরসন্নিবিষ্ট ছিল, সেস্থলে তখন ভানুসুতাকে দর্শন করিতে আগমনকারিণী সুরসুন্দরীদের রথ-সমূহের পরস্পর সংঘট উপস্থিত হইল । ( ৯ ) অনন্তর তিনি নিজ সখীগণের সহিত তিনটি অন্তর-প্রকোষ্ঠ ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পটুগৃহে



( সার্বভৌম গৃহে ) আগমন করিলেন । মনে হয় যেন চন্দ্রমণ্ডলী নিজ অনুবর্তী গ্রহগণ সহ উদয় পর্বতের স্থল ( সূর্য্যাদির গমন-পথ ) অতিক্রম করিয়া আকাশে উদিত হইতেছে !!

### তত্ত্বাত্ম্য গ্রহাদির শোভা-বৈচিত্রী

( ১০ ) সেইস্থানে জাতিলতা কর্তৃক সমাশ্রিত প্রস্ফুটিত চম্পকবৃক্ষ-রাজি শ্রীরাধাকে বরণ করিল ; অহো ! চন্দ্র সহিত নক্ষত্রাবলি সেই জাতিজালের সম্বন্ধে তোরণদ্বারের বিলাস-প্রাচুর্য্যই বহন করিতেছিল । ( ১১ ) তথায় বহুবিধ কান্তিবিশিষ্ট পুষ্প-শোভিত লতা-নিকুঞ্জসমূহ হইতে সমুখিত অভ্রসমূহে স্বজ্জাতিবোধে মাৎস্য-পরায়ণ মধুকরগণ মণিময় সান্ন-ভ্রমেই যেন নিরন্তর পতিত হইতেছে । ( ১২ ) যে স্থানে বহুবিধ বর্ণের পরাগযুক্ত এবং মলয় বায়ুর বিলাস ( সঞ্চালন ) দ্বারা উপসেবিত মণিখচিত অঙ্গনটি শোভা পাইতেছে, মনে হয় যেন উহা নিজরজঃকণা-সমূহেই আবৃত রহিয়াছে । ( ১৩ ) সেই কুসুমরাজি-বিরাজিত স্থানে একটি মণিময় কুটুম ( চত্বর ) আছে—তাহাতে পুষ্পে ফলে স্নশোভিত একটি বৃক্ষরাজ আছেন । দেখিলে মনে হয় যেন হরিদাসবর্ষ্য গোবর্দ্ধনগিরির শিরোদেশে শৃঙ্গ-ব্যাপ্ত স্থলে মণিময় আভরণ-মণ্ডিত কৃষ্ণই হইবেন । ( ১৪ ) এই বিচিত্র বৃক্ষটি কৃষ্ণবনের যাবতীয় বৃক্ষরাজির রাজা—যেহেতু ইহাই সর্ববিধ শোভাসম্পত্তিশীল হইয়া ঐ বৃক্ষশ্রেণী হইতে রাজস্বই যেন গ্রহণ করিতেছে ! ( ১৫ ) অতি সুন্দর ফল পুষ্প-সম্পদে এবং বৃন্দাবনের অখিল গুণগণদ্বারা বৃত্ত হইয়া ইনি কল্প-বৃক্ষকেও জয় করিয়াছেন—ইহা কিছু বেশী ( অত্যাশ্চর্য্যকর ) নহে ; যেহেতু এই বৃন্দাবনে হরির ও ব্যসনিতা হইয়াছে অর্থাৎ হরিও এই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে অসমর্থ !! ( ১৬ ) যে স্থানে সেই বৃক্ষরাজ মলয়পর্বত-প্রভবা চন্দন-লতাকে বিবাহ করিয়া সর্বদাই প্রফুল্লাঙ্গ হইয়াছেন । তাহাতে বিহগ-কাকলিরূপ স্খচাকর রতিকূজন হইতেছে ; এইভাবে যে উনি নিরবধি শোভা বিস্তার করিতেছেন—তাহাও আদৌ অতিবিচিত্র ব্যাপার নহে । ( ১৭ ) যে স্থানে নিখিল ঋতুগণের সুষমা-সম্পত্তি প্রভৃতি পরস্পরের বিরোধী ধর্ম্মবান্ হইলেও কিন্তু সেই কল্পবৃক্ষরাজ উহাদের সকলকেই মিলন করিয়া সর্বদা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন । ( ১৮ ) যিনি



সিংহাসন-রূপে কাঞ্চনবর্ণ বৃক্ষশাখাকে আশ্রয় করিয়াছেন অথবা লীলা বিশেষে যিনি কোবিদার, চম্পক, নাগকেশর প্রভৃতির স্বক্ৰদেশ সমাশ্রয় করিয়াছেন অথবা অধিষ্ঠিত সিংহাসনের স্বর্ণকান্তি দ্বারা যিনি পরমশোভিত হইয়াছেন—পীতবসন-ধারণে যাহার নিম্নদেশ পরমসুন্দর হইয়াছে, যিনি পদ্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন—সেই অচ্যুত কক্ষের ত্রায় ঐ বৃক্ষরাজও সিংহবৎ আসনে অবস্থান করিতেছে, তাহার প্রকাণ্ড দেশটি (মূল হইতে শাখা পর্যন্ত অংশটি) কাঞ্চন বর্ণ, এবং নিম্নদেশটি স্বর্ণবর্ণে বা পলাশ, নাগকেশর ও চম্পকাদি বৃক্ষের কিরণে শোভিত হইতেছে, এবং অচঞ্চল পদ্মবৎ সর্বদিকে প্রসারিত শাখা-প্রশাখাযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে !! (১৯) আবার ঘনরস (জল) পূর্ণ সেই মণিময় কলসীশ্রেণী যে স্থানের আশ্রয় করিয়া চঞ্চল পল্লব রূপ ওষ্ঠদ্বয় কম্পন পূর্বক ভ্রমর-গুঞ্জনচ্ছলে যেন স্বয়ংই সঙ্গীত করিতেছে! (২০) যেখানে কজ্জলদায়ক শিখাযুক্ত অগ্রভাগ-বিশিষ্ট অত্যুচ্চ দীপমালা বিরাজ করে; দেখিলে মনে হয় যেন শ্রেণিবদ্ধ অলি-সমূহব্যাপ্ত স্বর্ণপদ্ম-মুকুলই বিজয় করিতেছে! (২১) যে স্থানে মণিচত্বর, রাজাসন, বৃক্ষ ও রত্নগৃহাদি এবং সাধুগণ সর্বত্র পরস্পরের উৎকৃষ্ট ভাগই (গুণোৎকর্ষই) গ্রহণ করিয়া থাকে! (২২) [যে স্থানে] শ্রীরাধার পাদপীঠদ্বারা যাহার সীমান্তদেশ শোভিত হইতেছে—এবম্বিধ সিংহাসন বিরাজ করে, মনে হয় যেন রাধিকার পাদপদ্ম সেবা করিবার জন্ত সমাগত শিষ্য বালক দ্বারাই এই সিংহাসন সেবিত হইতেছে! (২৩) যেখানে এই রাজাসনটি, অত্র বিবিধ আসন দ্বারা সেবিত (শোভিত) হইতেছে, বোধ হয় ইনি সমাসবিধানে রাজদত্তাদিত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ‘দত্তসমূহের রাজা’ এই পদদ্বয়ের সমাস করিলে যে রূপ ‘রাজদত্ত’ পদ নিষ্পন্ন হয় এবং উপরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী দত্তদ্বয়কেই বুঝায়, তদ্রূপ ‘আসন সমূহের রাজা’ এই পদদ্বয়ের সমাস করিয়াই কি ‘রাজাসন’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে? (২৪) ঐ রাজ-সিংহাসনোপরি ব্যাঘ্রচর্ম-প্রমুখ ও তরুপরি তুলিকা (তোষক) বিদ্যমান আছে। দেখিলে মনে হয় বুঝি স্নমেক পর্বতস্থ ধাতুচিত্রোপরি চন্দ্র-কিরণ প্রতিফলিত হইয়াছে!! (২৫) গুবাকাদিযুক্ত সম্পূট (অথবা পিকদানী সহিত), তুল্য পুষ্পযুক্ত পুট (পত্রাদি-রচিত পুষ্পাধার), স্বচ্ছ কন্দুক (গেঁদ) এবং লীলাপদ্ম প্রভৃতি নানা দ্রব্য—যাহা দ্বারা এই রাজ্ঞী রাধা সুখরাশি প্রাপ্ত হইবেন,



তৎসমস্তই ঐ তোষকের চতুর্দিকে বিরাজমান আছে । ( ২৬ ) যে স্থলে এই রাজাসনটি নিজের অবস্থান দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সহ সেই শ্রীরাধাকেও প্রফুল্লদর্শন হইয়া চমৎকার করিয়া থাকে । এই রাজ্যে এই সম্পৎ ( বিভবোৎকর্ষ বা গুণোৎকর্ষ ) বিরাজমান আছে এবং তাহাতে এই যুগলকিশোরের পরম উৎফুল্লতা বা আনন্দাতিরেক নিরন্তরই প্রকাশ পাইতে ছিল । ( ২৭ ) অনন্তর সিংহাসন-সুখমা-মণ্ডিত, গোবিন্দ-স্মরণশীল সেই সভাগৃহ দর্শন করিয়া শ্রীরাধা বিশাখাকে অবলম্বন পূর্বক ক্রণকাল বিচিত্রভাব প্রকাশ করিলেন—এবং সকলেই তাঁহার এই ভাবের আনুগত্য করিল ।

### রাজ্যাসনে শ্রীরাধার নীরাজনাদি

( ২৮ ) কল্পবৃক্ষ-সমূহের নিকট অবস্থানকারিণী দেবীগণের নয়নরাজি রাধাকৃষ্ণের সমগ্র কান্তিরাশিই পান করিতে ইচ্ছা করিলেও কিন্তু ঐ কান্তি-সমুদ্রের অপর প্রান্ত প্রাপ্ত হইলেন না ! অতএব ঐ যুগলকিশোর তাঁহাদের নয়ন-সমূহকে নিজ কান্তিধারা পান করাইবার অভিপ্রায়ে তখন সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন । ( ২৯ ) তখন মঙ্গলময়ী রাধা রাজ্যাসনে অবস্থান করিলেন—জনমগুলীর নয়ন-রত্নরাজিদ্বারা শত শতবার নীরাজিতা হইলেও কিন্তু বৃন্দাদেবী উত্তমোত্তম মণিসমূহ দ্বারা তাঁহার নীরাজন ( আরাত্রিক ) করিতেছেন—পুনরুক্তবৎ মনে হইলেও উহা কিন্তু প্রেমভরে অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া পুনরুক্ত ( ব্যর্থ ) দোষে দৃষ্ট নহে । ( ৩০ ) তখন সর্বত্র অনবদ্য ( নির্দোষ ) বাত বাজিতে লাগিল, সেই বাত-ধ্বনিও আবার ‘জয় জয়’ শব্দে দ্বিগুণিত হইল—লোক-সমূহ এবং স্থাবর জঙ্গমাди পরস্পর পরস্পরকে অশ্রু ও মধুধারায় সিঞ্চন করিতে লাগিল—পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল—বকারি শ্রামচন্দ্রের লক্ষ লক্ষ মনোবৃত্তি বিস্ময়রসে নিমজ্জিত হইল ; আর গান্ধর্ব্বাও নিখিল-জনমগুলীর নয়ন-রাজি কর্তৃক অর্চ্চিত হইতে হইতে সেই সিংহাসনে আরোহণ করিতেছেন । ( ৩১ ) শ্রীরাধা ললিতার হস্ত-কমল ধারণ করিয়া পাদপীঠে নিজ চরণ-যুগল অর্পণ করিলেন ; সখীগণ তাঁহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে বহন করিতে ইচ্ছা করিলেও কিন্তু তিনি প্রচুরতর আনন্দবিধান-সহকারে সেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । ( ৩২ ) গগনচন্দ্র যদি হেমবর্ণ ধারণ



করে, বিদ্বান্নতা যদি অচল হয় এবং উহা যদিও পূর্বদিকে মণিময় পর্বতের শিখরদেশে প্রফুল্লতা সহকারে আরোহণ করে, তথাপি সেই রাজাসনে অধিরোহণ-কলা ( মাধুরী ) প্রকাশনশীলা রাধার দিব্য বিলাসাবলিযুক্ত তনু-সুখমার অণুমাাত্রও প্রাপ্ত হয় না !! ( ৩৩ ) ব্রহ্মচারিগণ তখন 'ধ্রুবা ছৌ' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিলে মুনীশ্বরী তাঁহাকে নীরাজন করিয়া সেই আসনে বসাইলেন । ( ৩৪ ) উপরিভাগে শ্বেতচ্ছত্র—তদুপরি প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির চন্দ্রাতপ ছলিতেছে—উভয় দিকে পদ্মকান্তি ( শ্বেত-বর্ণ ) চামরদ্বয়ের কিরণ প্রকাশ পাইতেছে ! এবম্বিধ স্বর্ণাসনে শ্রীরাধা অবস্থান করিতেছেন !! মনে হয় যেন চন্দ্রোদয়ে শোভমান ( শুভ্র ) তারকারাজিতে মনোহর, দুই পথে বিভক্ত সুরধুনীর বিন্দু-সম্পৃক্ত-সুমেরুর শিখরদেশটি নিজকান্তি রূপ দেবতা দ্বারাই দীপ্তিশীল হইয়াছে !! ( ৩৫ ) সেই নীরাজন-কালে মণিপ্রদীপাবলিতে শ্রীরাধার তেজোরাশি সংক্রমিত হওয়ায় ঐ প্রদীপগুলি দুই তিন গুণ কান্তি বিকীর্ণ করিতে লাগিল ! অহো !! মহদাশ্রয় করিলে কোন্ স্বচ্ছ বস্তুই না সম্পৎসমূহ প্রাপ্ত হয় ? ( ৩৬ ) বৃন্দাপ্রমুখ বনদেবীগণ প্রফুল্লমুখে নিজ দেবী শ্রীরাধাকে যুগপৎ এইস্থানে নমস্কার করিলেন । শ্রীরাধা মহাভক্তি করিলেও কিন্তু ইঁহারা বিবুধত্ব ( দেবী ) জাতি বরণ করিলেন না !! ( ৩৭ ) তৎকালে পর্বত, বৃক্ষ, লতা, ওষধি সমূহের এবং হ্রদ, নদী, তীর্থদেশ ও দেবগণের দিব্য দিব্য তনু স্ব-স্বভাব সহ এই সভায় উপস্থিত হইলেন ।

### রাজ্যাসন-সমীপে শ্রীকৃষ্ণের আসন স্থাপন বিষয়ে পৌর্ণমাসীর জল্পনা

( ৩৮ ) তৎপরে নবরাজী রাধা পূজনীয়গণকে আসন দান করিতে অনুমতি করিলেন । শ্রীরাধার সম্মুখে শ্রীহরিকে আসনদান-বিষয়ে পৌর্ণমাসী আনন্দিত মনে নিগূঢ় বিচার করতঃ ত্রিবিধ কল্পনা করিলেন । ( ৩৯ ) নিজের নৃপাসনে প্রিয়তমাকে সম্মুখে না রাখিয়া অগ্ৰত অবস্থান করা হরির পক্ষে উচিত কি ? উদয়পর্বতে চন্দ্রমা পূর্বদিককে উত্তমরূপে অনুরঞ্জন করিয়া বিন্দুমাাত্রও ওঁদাসীত্ব অবলম্বন করিতে পারে কি ? ( ৪০ ) আবার এইরাজ্য যখন ভান্নকুমারীর হস্তগতই হইয়াছে, তখন তাঁহার সহিত একই আসনে অবস্থান করাও



ত যুক্তিযুক্ত নহে! ভানুকুমারীর অঙ্গ হইতে প্রসৃত সুষমাধারাতেই সেই গোকুল-চন্দ্রমা স্তমনোহর বা মুগ্ধ হইয়া সেই কিরণমালাই বিস্তার করে। [ বেদেও জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে জলময় স্বচ্ছ চন্দ্রবিশ্বে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হয়, চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই, কেবল সূর্য্য-কিরণসঙ্গেই ইনি স্বয়ং আলোকিত হন এবং বিশ্বকেও আলোকিত করেন; তদ্রূপ ভানুকুমারী সুষমাই গোকুল-বিধুর একান্ত জীবাণু এবং তাঁহার আনন্দেই ইহারও আনন্দ ] ( ৪১ ) মিত্রের ( সূর্য্যের ) দর্শনে লজ্জায়ুক্ত হইয়াই যেন চন্দ্র স্বীয় কলা ( অংশ ) উপস্থাপিত না করিয়াই দিবসান্তে দর্শন দান করে, তখন নব কুমুদিনী যেন মানিনী হইয়াই মুখাগ্রভাগ হইতে মুদ্রণ ( নিমীলন ) ত্যাগ করে না; কিন্তু চন্দ্র যখন ঐ কুমুদিনীর নিকটে গমন করে, তখন উভয়েরই অঙ্গসমূহ অলিগণের দৃশ্য হয়। [ পক্ষান্তরে—বন্ধুজন সকাশে লজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাগরোচিত বৈদগ্ধ্য কলা প্রভৃতির প্রকাশ না করার নবপদ্মিনী শ্রীরাধা মানিনী হইয়াই যেন এখনও মুখমণ্ডল হইতে মানচিহ্ন ত্যাগ করিতেছেন না; শ্রীকৃষ্ণ যখন আনন্দভরে তাঁহার নিকটবর্তী হইবেন, তখনই উভয়ের মিলনে উভয়ের অঙ্গসুষমা সখীগণের নয়ন গোচর হইবে !! ]

### তাৎকালীন সুষমা

( ৪২ ) এই ভাবে যথার্থ নির্দ্ধারণ করিয়া পৌর্ণমাসী শ্রীহরির নিকটে গিয়া তাঁহাকে রত্নাসন দান করিলেন—ঐ আসনটি সুরিপুল কিরণমালা দ্বারা স্বয়ং সেই রাজাসনের সহিত যেন একাই প্রাপ্ত হইল! ( ৪৩ ) তখন যুগলকিশোর বিভিন্ন আসনে অবস্থান করিলেও কিন্তু পরস্পরের নিকটে এবং জগজ্জনেরও মনোমধ্যে স্ফুরিত হইতেছেন। নিজেরা এবং সমাগত সকলেই বিনিশ্চয় করিলেন যে তাঁহারা বহুক্ষণ পরে একই সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ( ৪৪ ) অনন্তর তাঁহারা আসনে বিরাজমান হইয়া মৃদুমধুর হাস্য বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া জনমণ্ডলী এই বিতর্কই করিলেন—‘তুইটী উদয়-পর্ব্বত পরস্পরের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে এবং কি প্রকারেই বা তুইটী চন্দ্রমা অসংখ্য চন্দ্রের ( শ্রীকৃষ্ণের ২৪৫০ ও শ্রীরাধার ২৩৫০ ; মোট ৪৮ ) উৎপাদন করিতেছে হে?’ ( ৪৫ ) অপরাপর লোক এইরূপ আশঙ্কাও করিলেন



—এই মণিবেদীতে ইনি তমালকল্পবৃক্ষ, আর উনি হইতেছেন এক অদ্ভুত দিব্য স্বর্ণলতা। ইঁহারা উভয়েই সঙ্গমাভিপ্রায়ে পরস্পরের কান্তিরূপ পল্লব-সমূহকে যেন ক্রমশঃই বিস্তার করিতেছেন !!

### শ্রীরাধার রাজচিহ্নাদি-ধারণ

( ৪৬ ) অনন্তর শ্রীরাধার চতুর্দিকে সেই মাতা বঙ্কিমনয়না স্ত্রী জন-  
মণ্ডলী আনন্দে উপবেশন করিলে মনে হইল যেন সিন্ধু-মথনকালে  
অধাপূর্ণ কলসীর চতুষ্পার্শ্বে দেবগণ বসিয়া রহিয়াছেন !! ( ৪৭ ) তখন  
ঘন ঘন দিব্য কুসুমসমূহের বর্ষা হইতে থাকিল, শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমধুর  
হাস্তরাশি প্রকাশিত হইল, আড়ম্বর ( পটহ বা মহানন্দ ) রূপা উত্তমা  
লক্ষ্মীর নর্তন হইতে থাকিল এবং জগদ্বাসী তাহারই আনুগত্য করিতে  
লাগিল—( ৪৮ ) স্তুতি-পাঠকদের বন্দনা-বাক্যে, জনগণের আনন্দাশ্রু  
সমূহরূপ উত্তম মুক্তারাজির সৌন্দর্য্যের প্রকাশে এবং যুবতীসমূহ কর্তৃক  
গন্ধর্বকন্যাদিগের বিলাসাবলির অনুকরণে [ পাঠান্তরে—নটীসমূহ কর্তৃক  
শ্রীরাধার বিলাসাবলির অনুকরণে অর্থাৎ লীলাদির প্রাকটো ] ( ৪৯ )  
সখীগণ নিজেদের স্বাসোল্লাসে চঞ্চলায়মান বক্ষোজরূপ মস্থানশৈল-  
শোভিত নিজ মুখসৌন্দর্য্যরাশি রূপ অমৃত-সমুদ্র হইতে আবিভূত  
অপূর্ণ লক্ষ্মীবৎ শ্রীরাধাকে শুভ্রাসনে সমাসীনা করতঃ সকল সল্লক্ষণে  
চিহ্নিত করিলেন। ( ৫০ ) অহো ! ঐ দেখ—যে বুধভানুজার প্রতি  
বৃন্দাবনীর স্বর্ণদণ্ডাদি বিভূষণ সমূহ কান্তি বিস্তার করিতেছিল—এক্ষণে  
তাহারাই আবার নিত্য শ্রীরাধারই কান্তির আশ্রয় করিতেছে ! [ শ্রীরাধার  
অঙ্গকে ভূষিত না করিয়া নিজেরাই তৎকর্তৃক ভূষিত হইতেছে !! ]  
এই বিবেচনায় লোকসমূহ উৎফুল্লনেত্রে উহাই দর্শন করিতেছে। ( ৫১ )  
তখন ভগবতী পৌর্ণমাসী আনন্দভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ‘ব্রজবাসি-  
গণের হৃদয়পতি কৃষ্ণ ! এইস্থলে রাধা গুরুজন সমক্ষে লজ্জা করিতেছেন !  
অতএব সখীগণকে যথাযোগ্য অধিকার দান করিয়া রাধাকে আনন্দ  
দান করুন !!’



## সখীগণের অধিকার-সূচনা

( ৫২ ) শ্রীহরিও তখন শ্রীরাধার কটাক্ষলীলাসমূহ নিভূতে আজ্ঞা-  
মালার দ্বারা নতনয়নে গ্রহণ করিয়া সখীগণের প্রত্যেককে উত্তম  
ভূষণাদি সমর্পণ পূর্বক যথাযুক্ত অধিকার দান করিলেন। তৎপরে  
পৌর্ণমাসী কৃষ্ণের অপূর্ণ অংশটি নন্দবাক্যে পূরণ করিলেন। ( ৫৩ )  
অনন্তর শ্রীরাধার বদনের জ্যোৎস্নাদ্বারা আবৃত—শ্রীহরির বদনমণ্ডল  
হইতে উদ্গত চাতুরীপূর্ণ স্মিতরূপ সূচরুচন্দনে লিপ্ত—পৌর্ণমাসীর  
বাক্যরূপ কপূর-বাসিত সেই বাক্য অত্রত্য কোন্ ব্যক্তির না অন্তর  
বাহির স্মৃতিতল করিয়াছিল? ( ৫৪ ) ‘হে ললিতে! তুমি বৃন্দাবনেশ্বরী  
রাধার যুবরাজ্ঞী হও, তোমার নামও ত অনুরাধাই বটে! তোমরা  
দুইজনে প্রেমের সহিত ত একসঙ্গেই অবস্থান কর [ রাধা = বিশাখা নক্ষত্র,  
ইহারই পরে অনুরাধা নক্ষত্রের নাম উল্লেখ আছে, ] তুমি এই  
বনরাজ্যের আধিপত্যে স্বকীয় জৈবাত্মকে ( চন্দ্রকে, পক্ষে আয়ুজ্ঞাত  
কৃষ্ণচন্দ্রকে ) অগ্রে করিয়া তাঁহাকে সংপ্রদান কর অর্থাৎ তুমি স্বয়ং  
আম্বাদন না করিয়া পূর্বেই নিজভোগ্যতম বস্তুটিকেও স্বযুথেশ্বরীকেই  
উপহার দিয়া থাক, [ অতএব তুমিই যুবরাজ্ঞী হওয়ার উপযুক্ত পাত্র। ]  
( ৫৫ ) “হে বিশাখে! তুমি শ্রীরাধার মতি ( বুদ্ধি )-দাতা মন্ত্রীপদকে  
অলঙ্কৃত কর। তোমাদের উভয়ের মতিও ত নামের তুল্য [ রাধা = বিশাখা  
নক্ষত্র ] এক প্রকারই। তুমি তাঁহার বুদ্ধিসচিব হইলে তোমা কর্তৃক  
প্রদত্ত অতিমধুর মন্ত্রণা বলে এই বৃন্দাবন-লক্ষ্মী অঙ্গলাবণ্যের উত্তরোত্তর  
বুদ্ধির সহিত তোমাকেও দিবানিশি আশ্রয় করিয়া থাকিবেন !!” ( ৫৬ )  
এইভাবে ললিতা প্রভৃতি সখীগণকে যথাযথ বিনিয়োগ করিয়া কৃষ্ণ-  
ইহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপে কোনও সখীকে নিয়োগ করিলেন। সগণ  
বৃন্দাকে শ্রেষ্ঠ আভরণ প্রভৃতি দানে সম্মান করিয়া বনভূমি-পালন  
কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ( ৫৭ ) তৎপর শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় বৃন্দাবনবাসী  
জীবমাত্রকেই যথোপযুক্ত প্রসাদ করিলেন। অনন্তর পৌর্ণমাসী নিজ  
মুখের অদ্ভুত বর্ণ প্রাপ্তি করাইয়া অর্থাৎ বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত হইয়া  
গদগদভাবে বৃন্দাবনস্থ স্থাবর জঙ্গমকে বলিতে লাগিলেন—



## পৌর্ণমাসীকৃত আশ্বাস, শ্রীরাধার গুরু-পূজাদি

( ৫৮ ) “হে বৃক্ষসভাগণ ! তোমরা প্রফুল্ল হইয়া লতা-বধুগণের সহিত অভিলষিত বস্তু দান কর ; হে বিহঙ্গশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা মধুকর-যুথের সহিত সঙ্গীতালাপ করিতে থাক ; হে পশুগণ ! তোমরা গর্ভভরে রমণ-সুখভোগ করিতে থাকে । যেহেতু নিজসেনাপতি-স্বরূপা এই সখীগণ কর্তৃক সেবিতা রাধা রাজত্ব বুঝিয়া লইয়াছেন ! এবং কৃষ্ণকে ও বৃন্দাকে তিনি বশীভূত করিয়াছেন !! এক্ষণে এই বনভূমি বিশুদ্ধ অথবা শৃঙ্গাররসোপযুক্ত ও রাজমতী হইয়াছে অর্থাৎ অত্যন্তম রাজা এই বন-প্রদেশকে উত্তমরূপে শাসন করিতেছেন !” ( ৫৯ ) তখন অধীশ্বরী রাধা আচার্য্য পৌর্ণমাসীকে পূজা করিয়া সূর্য্যভার্য্যা-দ্বয়কে ও ব্রহ্মচারিত্রয়কে অর্চনা করিলেন । ( ৬০ ) নট, পুরাণবক্তা, মগধ ( বন্দী ) গণের কুলবালারা তখন নিজ নিজ কলাবিদ্যা সেই সভায় প্রকট করিলেন । যদিও সকল সভ্য-সমাজই তখন ইতস্ততঃ মনোযোগ দিয়াছিলেন, তথাপি ঐ স্ত্রীগণ প্রত্যেকেই মনে করিল যে ইহারা আমারই সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রসাস্বাদন করিতেছেন !!

## অভিনয়, স্তোত্রপাঠাদি

( ৬১ ) তখন ঐ আনন্দে সাতিশয় উদ্যুক্ত রাধা-চরিত্রাভিনয়-কারিণী নটীগণের নৃত্যই নাট্য বা অভিনীত হইল এবং কখনও বা ঐ নৃত্য ‘তণ্ডু’ নামক শিবানুচরপ্রণীত অনুষ্ঠান বিশেষের আকারই ধারণ করিল অর্থাৎ তাণ্ডবনৃত্যে পরিণত হইল । ( ৬২ ) শ্রীরাধা তখন স্তোত্রকোলাহলই শ্রবণ করিতেছেন—কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য যাহারা গুণগৌরবে গর্ভিতা ছিলেন, তাঁহাদের নিকট ঐ কোলাহল তাড়নদণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইল । ( ৬৩ ) “হে বৃন্দাবন দেবি ! তোমার চন্দ্রসদৃশ বিমল কীর্ত্তির সৌন্দর্য্যে এক্ষণে পদ্মাস্ত ( পদ্মগর্ভ, শ্লেষে—‘পদ্মা সখীর অঙ্গবিশেষ ) চিরতরে মধুসুদন- ( ভ্রমর, পক্ষে কৃষ্ণ ) রহিত করিয়াছ । হায় ! হায় !! মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ কীর্ত্তি মহামহিম-মণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকোটি-ব্যাপ্ত করতঃ ঐ চন্দ্রাবলিকেও ( চন্দ্রশ্রেণীকে, পক্ষে



‘চন্দ্রাবলী’ গোপীকে ) কৃষ্ণচিহ্ন-রহিত (কলঙ্করহিত, পক্ষ্ণে কৃষ্ণের ভোগাক্ষরহিত ) করিয়াছে !! ( ৬৪ ) “সূর্য্য কখনও বা রশ্মিজাল দ্বারা ভূভাগকে বিফলে দগ্ধ করে, আবার কখনও বা জল-বর্ষণে মরুভূমিকেও প্লাবিত করে। কিন্তু হে রাধে ! তোমার প্রতাপ একই সময়ে অমৃত দ্বারা প্রিয়জনকে নিত্য সিঞ্চিত ত করেই, অথচ তাপদ্বারা বিমুখী জনের গ্লানিও আনয়ন করে !! ( ৬৫ ) “হে বৃন্দাবনদেবদেবি ! অহো ! তোমার যশোরশির শুভ্রতা হইতেই সমুদ্রগগন সহসা তুষ্ণসমুদ্রের ভাব প্রাপ্তি করিয়াছে, তামসী ( নিশা ) ও জ্যোৎস্নাময় গুণলাভ করিয়াছে এবং অন্ধকার ভূমিও হঠাৎ বিচিত্র শ্বেতদ্বীপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে !! বিশ্বয়ের বিষয় তাহাতেও এই যে শ্রীহরিতে কিন্তু নিত্যই শ্রামা রুচি ( শ্রামকান্তি, শ্রামানায়িকাতে আসক্তি অথবা শ্রামাসখীর প্রতি অনুরাগ ) বর্দ্ধিত হইতেছে কেন হে ? ( ৬৬ ) “হে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধে ! তোমার তেজ জিগীষু হইয়াই পূর্বে চন্দ্রাবলীকে উত্তমরূপে বিজয় করিয়া অতৃদিকে সাধারণভাবে অন্বেষণ করিতে করিতে ইন্দ্রপত্নীর প্রতি অক্ষি-কোণও অর্পণ করিল না, ব্রহ্মাণীকে সৌষ্ঠব দ্বারা অসম্মতা ( সৌষ্ঠব-বিহীনা ) জানিয়া এই গর্বিতা, পার্কর্তী উমাকে নিজ নামের প্রতাপেই আশ্র দশা ( গর্ভবাস ) প্রাপ্তি করাইলেন এবং নিজ সৌভাগ্য-প্রাপ্তি ও লীলাদির উদ্দেশে বিনীতা লক্ষ্মীকেও স্বাংশত্ব প্রাপ্তি করাইয়া ত্যাগ করিয়াছে !!! ( ৬৭ ) “হে বৃষভানু-নন্দিনি ! তোমার রাজ্য কৃষ্ণ-বিলাসভূমি, কৃষ্ণের অতিপ্রিয়া সেই ললিতাদি তোমার সখী—সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন তোমার প্রিয়তম নাগর ; আর তুমিও সেই তুমিই বিগ্ধমানা !! তাহাতেই আমাদের মন তোমার এই বিভূতিসমূহ দর্শন করিয়া বিশ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে স্তুতি-কথাই বা কি প্রকারে গান করিব হে ?” ( ৬৮ ) এইভাবে সেই স্তবরাজি দ্বারা বিশ্বয়দান-কারিণী নারীগণ যুগলকিশোরের স্নিত-শোভিত নয়ন-কটাক্ষ লাভ করিয়া তখন ঐ যুগল-কর্তৃক প্রদত্ত ( উপহৃত ) ঐ ঐ চিত্তারত্নসমূহ পাইয়াও আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না !!



## শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লালসা ও তৎপ্রাপ্তি

( ৬৯ ) তৎপরে রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উদ্গত মাধুরীর পরিমলে সুবাসিত সেই সভাগৃহে এবং তদঙ্গ-মাধুরীর গৌরবে অন্তর্ঘূর্ণা-প্রাপ্ত হইয়া নেত্রদ্বয় অবনত করতঃ বিশেষ চিন্তা করিতে লাগিলেন !!

( ৭০ ) ‘হে ছরন্ত মনোরথ ! গুরুগণ-মধ্যেও যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছ—ইহাকে সুদৈব ( সৌভাগ্য ) বলিয়া স্বরণ কর । উহার সহিত পুনরায় প্রণয়কেলিসমূহের জন্ত আর লালসা করিও না ।’ ( ৭১ ) অতঃ এই মহোৎসব উপলক্ষে অতিবিনোদপ্রদ বিলাস-মন্দিরে আগি কোনও প্রকারে ( ভাগ্যে ) মহালালসাতরে হরিকে লাভ করিলাম ! যদি এই দুর্লভ-হরি গুরুগণ-সহই চলিয়া যাতেন, তবে হে হৃদয় ! সখীগণের ( বাক্য-বাণরূপ ) অগ্নিশিখা আমাকে কিরূপে সহ্য করাইবে হে ? ( ৭২ ) ‘হে বিধাতঃ ! তুমি আমাকে মানানল হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীশ্যামচন্দ্র কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছ বটে, কিন্তু তাঁহার আলিঙ্গন-প্রাপ্তির ইচ্ছারূপ দাবাগ্নিতে যে সন্তপ্ত হইতেছি—এ অবস্থায় তুমি আমাকে রক্ষা করিতেছ না কেন হে ?’ ( ৭৩ ) তৎপরে শ্রীরাধার ভাবাভিজ্ঞা অনুপমা মন্ত্রীদ্বয় ললিতা ও বিশাখা পৃথকৃভাবে শ্রীরাধা ও মাধবের প্রতি যত্নশীল হইয়া ভাবিলেন—‘এখানে নির্জন সহবাস হইলে মধুর হয় ।’ অনন্তর তাঁহারা স্থানটিকে নির্জন করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন—এমন সময়ে তাঁহাদের অনুভাব-বিজ্ঞা ভগবতী পৌর্ণমাসী আনন্দসহকারে দেবীগণকে বলিলেন—

( ৭৪ ) “তোমরা এই সভাতে শ্রীরাধাকে উত্তমরূপে রাজপদে অভিষেক করিয়াছ, ইহার লক্ষ্মী ( সুখমা ) ও অমৃতধারা দ্বারা তোমাদিগকে বহুক্ষণ যাবৎ নিরন্তর সিঞ্চন করিয়াছে ; অতএব এক্ষণে এই লজ্জিতা বা বিনীতা রাধা নিত্যই আমোদরাশি লাভ করুক আর তোমরা দেবীগণও এক্ষণে মহা উপকার সাধন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গরাজ্যে আনন্দ-বিজয় কর ।” ( ৭৫ ) তখন দেবীগণ নিজ কম্পিত ও দীপ্তিশীল হস্তে আতপ-তণ্ডুল গ্রহণ পূর্বক তৃষ্ণাশীল লোচন হইতে অনবরত অমৃত ( জল ) পাত করিতে করিতে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধাকে প্রকৃষ্টতর আনন্দভরে গদগদবাক্যে আশীর্বাদ করিলেন । ( ৭৬ ) ‘হে রাধে ! এই কৃষ্ণবনে সদা উন্মত্তা হইয়া প্রাণকান্তসমীপে নিজ সৌভাগ্যলাভ কর । এই



লতাগৃহটি অশ্রুর দুর্লভ—এইজন্ত ইহার নামও ‘উন্মদ-রাধিক’ (উমরাই) হইল।’ (৭৭) তখন যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসীর সম্মুখে যথাবিহিত বিনয়পূর্বক বিধিমতে দেবীগণকে সম্মানিত করিলে তাঁহারা নিজ নিজগণসহ পৃথক্ পৃথক্ যাত্রা করিতেই বে মুহুমুহু শ্রীহরির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুক্ষণ যাবৎ আলিঙ্গন করিতেছেন—তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে পথ-পরিচয় করাও সুদুষ্কর হইরাছিল। (৭৮) সন্দেশচ্ছলে অত্যাশ্রয় লোকগণকে মুনীশ্বরী ব্রজরাজ-গৃহিণীর নিকট পাঠাইয়া বলিলেন—‘শ্রীরাধার অভিষেক-মঙ্গল সুসম্পন্ন হইয়াছে! আমার তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী এখানে রাত্রিযাপন করিবেন।’ (৭৯) ‘হে হরে! আমি কিঞ্চিৎকালের জন্ত নিজ্যকার্য্য সমাধা করিতে যাইতেছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি পুনরায় ইহার নিকট না আসি, ততক্ষণ তুমি ইহাকে পালন কর। তৎপরে পুনরায় জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া এস্থলে আসিবে, যেন বিধিমতে আমাদের তত্ত্বাবধানে ইনি এই রাত্রিবাস করিতে পারেন।’—এই বাক্য বলিয়াই মুনীশ্বরীও অন্তর্হিতা হইলেন। (৮০) ‘আমি ত ধেনুদর্শনে যাইব’—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন, কিন্তু পৌর্ণমাসীর তিরোধান দেখিয়া একবার চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং (বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন কাহাকেও না দেখিয়া) শ্রীরাধার রাজসিংহাসনেই সত্বর উপনীত হইলেন—তাহাতে এক বিচিত্র বিষয়কর ব্যাপার ঘটিল—মেঘ ও বিদ্যুতের বিজড়িত অঙ্গকান্তিমালা চতুর্দিকে প্রসৃত হইতেছিল !!

### যুগল-মিলন, বিলাস প্রভৃতি

(৮১) এই ব্যাপার দর্শন করিয়া দিগীশগণের রমণীবৃন্দের হাশ্র-বিলাসরাশির ঞ্চায় সুরসুন্দরীদের জয়জয়ধ্বনির সহিত কুসুমবর্ষণ হইতে লাগিল। (৮২) তখন নৃপাসনে সেই যুগলকিশোর কান্তিরাশির বিস্তার করিয়া উদয়-পর্বতস্থ মরকতমণিসমূহ ও চন্দ্রদেবের কান্তিরাশিকে বলপূর্বক হরণ করিলেন, যাহাতে কামদেব সহসা স্বস্থিতি (ধৈর্য্য) ত্যাগ-করতঃ মুহুমুহু অবোধে মর্যাদাতিরেক প্রাপ্তি করিল অর্থাৎ নিজ বীৰ্য্যাতিশয় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল !! (৮৩) [ রাজসুয়যজ্ঞ সমাধা করিয়া রাজদম্পতী যে প্রকার শোভাসম্পন্ন হন, তদ্রূপ ] যুগল-



কিশোরও তখন পরস্পরের কান্তিময় অমৃত-নদীতে মজ্জন করিয়া এবং উভয়ের বদন-চন্দ্রমার গন্ধ আশ্বাদন করতঃ রসনৃপসভায় অর্থাৎ রসরাজ শৃঙ্গার-গৃহে অথবা অভিষেকে সমবেত রাজসভায় দীক্ষিত হইয়া স্বকামনা-পূর্তি করিতে করিতে ব্রজবনের মহারাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সান্ধাৎ রাজস্বয়-স্বষমাধারণে বিরাজ করিতেছেন !! (৮৪) এই বৃন্দাবনে নিজ রাজত্বরক্ষকবৎ শ্রীকৃষ্ণও সম্ভ্রান্তচিত্তে শ্রীরাধাকে আকর্ষণ-বিস্তারি চঞ্চল নয়নকটাক্ষবাণে বিদ্ধ করিলেন; আর বিদ্ধা হইলেও কিন্তু শ্রীরাধা সম্প্রতি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই নিজের ভ্রমু আকর্ষণ করিলেন। অহো! অতিবলবান্ জন কখনও নিজের ছিদ্র বা দোষ বিস্তার করেন না !! (৮৫) সখীগণ বলিলেন—‘হে শঠ! তুমি আমাদের প্রিয়সখীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে কেন?’ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘হে মুগ্ধা (মূর্খা) ব্রজবালাগণ! ব্রজবনের রাজা আমারই ত পটুদেবীরূপে উনি অভিষিক্ত হইয়াছেন !!’ এইভাবে পরস্পরের যথেষ্ট বিবাদও যে প্রেমে সম্ভাদের অর্থাৎ সম্মিলনের প্রসিদ্ধিই লাভ করিল এবং ঐ সম্মিলনও যে কামময় উৎসব আনয়ন করিল—ইহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর !! (৮৬) অনন্তর মিথ্যা ক্রোধাবশে সখীগণ ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট যাইতে থাকিলে ‘অতঃ এই উৎসবে কলহ করা যুক্তিযুক্ত নহে; আগামী কল্য তিনি সব মীমাংসা করিবেন।’—এই বলিয়া বৃন্দা হাসিতে হাসিতে বিনয়যুক্ত ভঙ্গীদ্বারা পুষ্ট কুটিল পটুতাজাল বিস্তার পূর্বক তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া আকর্ষণপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। (৮৭) যুগলকিশোরের লীলায় তৃষিতমতি গোপীদের অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহাদের মিথ্যা কলহ-ব্যঞ্জক প্রলাপাদি শুনিয়া তখন বৃন্দা তাঁহাদিগকে হাসাইতে প্রকাশ্যভাবে বলিলেন—“তোমাদের আর ছল্লারের প্রয়োজন নাই। আমাদের এই সম্রাজ্ঞী স্বীয় অনুভাব দ্বারা এক্ষণেই আমাদের ‘বনপতি’ উহাকে বশীভূত করিবেন; আমরাও কখনই উহার হাত হইতে এড়াইতে পারিব না হে !!” (৮৮) এই কথায় পতিপদের ধব (স্বামী) অর্থ গ্রহণ করিয়া সখীগণ হাসিতে লাগিলেন এবং বাম্যভাবও অবলম্বন করিলেন দেখিয়া শ্রীরাধা প্রফুল্ল নয়ন-প্রান্তে বৃন্দাকেই দেখিতে দেখিতে সেই প্রিয়তমের প্রতি সুন্দর নয়ন-কলাবিজ্ঞা প্রকাশ করতঃ পুনরায় কমনীয় বিলাসশীল অথচ নম্রবদনে অবস্থান



করিতে লাগিলেন ! ( ৮৯ ) মুকুন্দ তখন রাধার অনির্বচনীয় মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—‘হে কান্তে ! কেন তুমি এই সুন্দর উৎসবময় স্নান ( মুহূর্ত ) ব্যথা ক্ষেপণ করিতেছ ?’ শ্রামসুন্দর এই কথা বলিয়াই তাঁহার করপদ্ম নিজ-বক্ষে বলপূর্বক স্থাপন করিলেন । তখন শ্রীরাধা হস্তসম্বলিত রোদন করিতে থাকিলে তিনিও তাঁহাকে বাহুযুগল দ্বারা বেষ্টন ( আলিঙ্গন ) করিলেন । ( ৯০ ) বামহস্তদ্বারা রাধাকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ হস্তদ্বারা রাধার অশ্রুধারা মার্জন করিতেছেন, যেহেতু তিনি প্রতিমুহূর্তেই প্রিয়ার দেহ অশ্রুসিক্ত হইবে এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন । অহো ! তখন নিজ নয়ন-ধারায় সংপ্লাবিতা হইয়া শ্রীরাধা যে সেই রাজ্যাভিষেকের সাধারণ ( সমান ) সৌন্দর্য্যাতিরেকও ধারণ করিয়াছেন—একথা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আদৌ জানিতে পারেন নাই !!! ( ৯১ ) বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষরাজির বনে রত্নবেদিকার উপরে মহামহিম সিংহাসনে শ্রীরাধা রাজচিহ্নাদি সুষমাধারণে পূজিতা ও কৃষ্ণক্ৰোড়-বিলাসিনী হইয়াও যে উপমিতা হয়েন নাই—ইহাতে কবিগণের কোনই দোষ নাই ; কিন্তু উহার বিচিত্র সৌন্দর্য্যরাশির সমস্তা ( সংগ্রহ ) কারী বিধাতারই দোষ বলিতে হইবে । ( ৯২ ) তখন পরস্পর শ্রামকান্তি বা শৃঙ্গারসোচিত কান্তি প্রাপ্ত হইলেন, আবার সম্যক্ প্রকারে অনুরাগে রক্তবর্ণ ও বিলিপ্তমূর্তি হইতেছেন । অপরিমিত অলঙ্কার-সুষমায় বা ভাবভূষায় পরস্পরের অঙ্গ বিচিত্র বর্ণ বা শ্রাম-গৌর মিশ্রিত বর্ণ রচনা করিলেন ; পরস্পরের নয়ন-দ্বারা প্রতিদিকে অমৃতবর্ষণশীল গুণময় করিলেন—এই ভাবে রসাকর রূপাগার ঐ মিথুন নৃপাসনে বিরাজমান রহিয়াছেন !! ( ৯৩ ) বিপুল পুলকভরে সর্বথা উন্মুখী কৃষ্ণের ক্রোড়দেশে অবস্থান করিয়া রাধা রোমাঞ্চিত-কলেবরে তাঁহার নয়ন-যুগলের প্রকৃষ্ট আমোদ দান করিতেছেন । হায় ! এই অবস্থায় শ্রীমতীর অঙ্গরাজিও কদম্বভাবই প্রাপ্ত হইল আর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সমূহও সর্বতোভাবে ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার আশ্বাদন করিতে লাগিল !! ( ৯৪ ) ঐ নবযুবযুগল স্বেদ ও অশ্রুজলে আপ্লাবিত হইতেছেন—পুলকচ্ছলে যেন অঙ্গুরই ধারণ করিতেছেন—দেহে যুগপৎ স্তম্ভ ও কম্প ধারণ করিতেছেন—মূর্ছাগত হইয়া বৈবর্ণ্যদশাও প্রাপ্ত হইলেন !! এই ভাবে যুগলকিশোর পুনঃ পুনঃ প্রফুল্লদেহ হইয়া মেঘ-বিদ্যুতের কান্তিমালা বহন করিয়া নিখিল লোককে



অমৃতধারার সংসিক্ত করিতেছেন !! (৯৫) অহো ! ঐ শ্রীরাধামাধব নামক কোনও অনির্বচনীয় যুগল-কিশোর—সৌন্দর্যের শরীর, নব-তারুণ্যের মন্দির, সদৃশগরাজির সাম্রাজ্য—অখিল সম্মদের ধন, চতুষ্টিকলাবিচার সভার আদিশাস্ত্র অর্থাৎ সঙ্গীতরসময়, [ অথবা পরিষদগণের আদিশাস্ত্র বেদ, অথবা দ্যুতক্রীড়ার আদিশাস্ত্র মহাদ্যুত-শাস্ত্রজ্ঞ, কিম্বা নিকুঞ্জগৃহের আদি (কাম) শাস্ত্র । ] কামদেবের স্বামোদময় বা কামময় স্বকীয় পরিমলসেবী জনগণের পক্ষে পারিজাতাদি দেবকুসুম, স্বাশ্রিতগণের নিধানস্বরূপ এই বৃন্দাবনে সূচারু রাজত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন !! (৯৬) সখীগণ উভয়ের অনির্বচনীয় মনোরম রূপলীলার প্রকাশ দর্শনকরতঃ ঐ সভামধ্যে যষ্টিবৎ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ; পুনরায় আনন্দরাশি কর্তৃক সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন যে সেই রাধামাধব পরস্পরের সঙ্গলাভে মহানন্দে মহামোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন !! তখন তাঁহারা নানাবিধ পরিহাসভঙ্গী ও কলাবিদ্যা-প্রকাশনে শীঘ্রই তাঁহাদের চেতনা সম্পাদন করিলেন । (৯৭) শ্রীরাধাকে উৎপুলকান্বিত-কলেবরে উরুদেশে (কোড়ে) স্থাপন বা ধারণ করিয়া কংসনাশন কৃষ্ণ অতি মধুর ব্যবহারে সম্যক প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন ; তাঁহার মুখচন্দ্রে স্বয়ং তাম্বুল অর্পণ করিয়া কতভাবে লালন করিতেছেন । দেবীগণ পুষ্পবিকিরণ করিতেছেন আর পৃথিবী আনন্দে ভরপুর হইল—সিংহাসন-পার্শ্বে অবস্থান করিয়া সেই সখীগণ আনন্দভরে তাঁহাদিগকে রাজবৈভবে সেবা করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন—(৯৮) ‘এই সখী রাধা স্বীয় সমগ্র দুঃখসমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়াছে ! পুনরায় ব্রজ-কুলজাতিনিধি কৃষ্ণের এই বনপ্রদেশে সমুপস্থিত হইয়াছে !! নিজ শোভাসমৃদ্ধিদ্বারা শীঘ্রই ঐ উভয়কে [ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবনকে ] বলপূর্বক বশীভূতও করিয়াছে !! অতএব হে সখে হৃদয় ! এক্ষণে বল দেখি তোমার অগ্র কি মনোরাজ্য পূজা করিতে অবশিষ্ট আছে ?’

### গ্রন্থ-সমাপনে স্বীয় বিজ্ঞপ্তি

(৯৯) শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ কর্তৃক উপদিষ্ট ও শ্রীদানকেলি-কৌমুদী নামক গ্রন্থে আংশিক বর্ণিত কাব্যখণ্ড সম্পূর্ণ হইল । ইহা আমার বুদ্ধি ও মেধা অনুসারে কিঞ্চিৎ গুপ্তভাবেও বলিতে



সমর্থ হইলাম না ; অর্থাৎ সবিস্তারে বর্ণনা ত দূরের কথা, সামান্যতঃও বলিতে পারিলাম না !! অহো ! চন্দ্রে জাতবৃদ্ধই পরম রাজবৃদ্ধ (সংপূর্ণ গর্ভবৃদ্ধ) বলিয়া পরিষ্ফুরিত হয় । [ দুর্ভাগ্য আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা সম্যক্ প্রকারে পালন করিতে পারিলাম না । ] ( ১০০ ) এই ত মৎকর্তৃক এই কাব্যখণ্ড রচিত হইল । রসজ্ঞগণ যদি কোনও প্রকারে ইহার সামান্য অংশও আশ্বাদন করেন—তবে আমার সমগ্র প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে পারে । অহো ! একবারও অঘনাশন কৃষ্ণের লোক ( ভক্ত ) দর্শনকারি-জনগণের সমগ্র আয়ু সফল হইয়াই ত থাকে !! ( ১০১ ) ব্রজবিপিনে নৃপাসনে প্রিয়তম কৃষ্ণের ক্রোড়দেশে সাক্ষাৎভাবে প্রিয়তম কর্তৃক সমুপস্থাপিত নানাবিধ ভাব-মাধুর্য্য আশ্বাদন করিতে করিতে যিনি মুহুমুহু পুলকাদি দ্বারা ব্যাপ্তদেহা হইয়া মুগ্ধ হইতেছেন—সেই ‘উন্মদশ্রী’ রাধিকা সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ ( ভক্তি ) লক্ষ্মী বিতরণ করুন । ( ১০২ ) যিনি আমার ইহপর-কালের মঙ্গল নিত্য বিধান করিতেছেন—যাঁহার পাদপদ্ম নিধিবৎ আমার পরম সেব্য—যিনি মহাদাতা স্বরূপে কৃপাবিতরণে সর্বদা নিজ প্রেমভক্তি দান করিতেছেন—সেই মহারূপবান্ কৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য সেবা করি ; [ সেই কৃষ্ণসেবী পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদকে নিত্য ভজন করি । ]

ইতি নবম উল্লাস ॥ ৯ ॥

গ্রন্থ-রচনা কাল

১৪৭৭ শাকে বৃন্দাবনবাসী এক ‘জীব’ নিজমনোরথযুক্ত এই নব্য কাব্য পূরণ করিয়াছে ।

সমাপ্ত ।

—০—

( শ্রীশ্রী ) গিরিধারী-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।

‘মহোৎসব’-ভাষা কৈল দাস হরিদাস ॥

শ্রীশ্রীমদ্-গুরুদেব সমর্পিতমস্তু !

—







## পরিশিষ্ট ( ক )

ধ্যান-ত্রয়ম্ । \*

শ্রী শ্রী সনাতন গোস্বামি-ধ্যানম্ ।

তেজঃপুঞ্জোজ্জলদ্বর্কিপ্রকাশং স্নিগ্ধমদ্বুতং ।  
ধূলি-ধূসরিতাঙ্গঞ্চ গল্দবাষ্প-সমন্বিতং ॥  
গোপীচন্দন-লিপ্তাঙ্গং রাধাকৃষ্ণাঙ্ক-শোভিতং ।  
তথা সতিলকং শুভ্রবস্ত্রযুগ্ম-সমন্বিতং ॥  
আজানুবাহুদৌর্দণ্ডমণ্ডিতং স্থূলতুন্দিলং ।  
দিব্যশ্রীতুলসীমালা-প্রোল্লসৎকণ্ঠবক্ষসং ॥  
পুলকাক্ষুরিতাঙ্গঞ্চ চঞ্চলোষ্ঠাধরোষ্ঠকং ।  
শীর্ষাতিক্ষীর্ণশিখিনং সুন্দরং শ্রীসনাতনং ॥  
শ্রীগৌরাঙ্গপদদ্বন্দ্ব-ন্যস্ত-চিত্ত-কলেবরং ।  
চিত্তয়েদেবমনিশং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্তকং ॥ ১ ॥

শ্রী শ্রী রূপগোস্বামি-ধ্যানম্ ।

স্নিগ্ধং চন্দ্র-প্রকাশাঙ্গং গৌরাঙ্গপ্রিয়মদ্বুতং ।  
ক্ষীর্ণমাজানুদৌর্দণ্ডং কেশরিক্ষীর্ণমধ্যকং ॥  
সুনাঙ্গং চন্দ্রবদনমীষদ্ব্যস্ত-সমন্বিতং ।  
কৃতোদ্ধিপুণ্ড্ররজসা ব্যাপ্তদেহং সুকোমলং ॥  
কৌপীনং দধতং দিব্যশুভ্রবস্ত্রাবৃতং শুভং ।  
কণ্ঠস্থ-তুলসী-মালাং ললামশ্রগ্-বিভূষিতং ॥  
শ্রীগোবিন্দ-প্রসাদাপুমালা-পঞ্চ-সমন্বিতং ।  
বরদং শুদ্ধহৃদয়ং স্বাতন্ত্র্যব্রজসুন্দরং ॥

---

\* শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-গ্রন্থাগারস্থ প্রাচীন-লেখাৎ উদ্ধৃতং ।



কৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদ-মত্তচিত্ত-মধুব্রতং ।

ধ্যায়েদেবং মহদ্রূপং শ্রীরূপং সুন্দরং সদা ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রাণম্ ।

গৌরাঙ্গং চন্দ্রবদভাসং শীতলং শুভ্রবাসসং ।

গভীরং সর্বশাস্ত্রজ্ঞং সারাসার-বিবেকিনং ॥

লসৎক্ষীণশিখং শুদ্ধং হরিমন্দির-শোভিতং ।

হরিনামাক্ষিতাঙ্গঞ্চ হরিনাম-পরায়ণম্ ॥

হরিনামভ্রজং পাণ্ডো দধতং দীর্ঘবাহুকং ।

তুলসীমালিকা-ব্যাপ্তকণ্ঠং প্রেম-প্রপূরিতং ॥

শ্রীগৌরহৃদয়ং শুদ্ধকৃষ্ণভক্তিপ্রকাশকং ।

শ্রীজীবং চিত্তয়েদেবং গোস্বামিনমনারতং ॥ ৩ ॥



## শরিশিষ্ট (খ) পদাবলী

## পদকম্পাতরু (খ)

একদিন সুন্দরী	রাই সুনাগরী	সব সহচরীগণ সঙ্গ ।
শ্রীবৃন্দাবনে	কুঞ্জ নিকেতনে	বৈঠল কোতুক রঙ্গ ॥
তঁহি পুন ভগবতী	পোর্ণমাসী দেবী	ব্রজবনদেবীকি সাথ ।
রাইক শুভ অভি-	ষেক করণ লাগি	আওল উলসিত গাত ॥
কত শত ঘট ভরি	বারি সুবাসিত	তঁহি করল উপনীত ।
দধি ঘৃত গোরস	কুঙ্কুম চন্দন	কুসুমহার সুললিত ॥
বাসভূষণ উপ-	হার রসায়ন	আনল কত পরকার ॥
রতনবেদী পর	বৈঠল শশিমুখী	সখীগণ দেই জয়কার ।
শ্রীবৃন্দাবন	ভূমীধরী করি	ভগবতী করু অভিষেক ।
চৌদিগে জয় জয়	মঙ্গল কলরব	আনন্দে মোহন দেখ ॥ ১

বীণা উপাঙ্গ	ডম্ফ কত বাজত	মধুর মৃদঙ্গ সঙ্গে করতাল ।
চৌদিগে সহচরী	জয় জয় রব করি	নাচত গাওত পরম রসাল ॥
	দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক ।	
কনক মুকুর তনু	বদন চাঁদ জন্ম	নিরমল নীরে ঝলকে পরতেক ।
ভগবতী কতহুঁ	যতন করি রাইক	শিরপরি ঢালই বাসিত বারি ॥
সুমেরু শিখরে জন্ম	শতমুখী সুরধুনী	বেগে গিরয়ে মহী ঐছে নেহারি ।
কুঞ্চিত কুন্তল	বাহি পড়য়ে জল	চামরে মোতিম ঢরকে জন্ম ।
হেরইতে অখিল	নয়ন মন ভুলয়ে	আনন্দে মোহন অবশ তনু ॥ ২

সিনান সমাধান মুছল অঙ্গ ।	পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ ॥
মণিময় আভরণ ভগবতী দেল ।	যাহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥
মণি-মন্দির মাহা আওল রাই ।	রতন সিংহাসনে বৈঠল যাই ॥
বনফুল মালা দেওল বনদেবী ।	ঐছন চন্দনে বহুমত সেবি ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম ।	ডাহিনে ললিতা বিশাখা বেসে বাম



মধুমতী ছত্র ধরিল ধনী মাথ । চিত্রা বিচিত্রা দণ্ড ধরু হাত ॥  
চম্পকলতিকা চামর করু গায় । শশিকলা শশী সম বীজন বায় ॥  
ভগবতী পঞ্চদীপ করে নেল । আরতি করি নিরমঞ্জন কেল ।  
আর সব সহচরী মঙ্গল গায় । মোহন দুঁরহি নেহারই তায় ॥ ৩ ॥

### পরিশিষ্ট ( গ )

#### রাইরাজ্য বা রাধাভিষেক ।

বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া রাই চারি পানে চায় ।  
হেনকালে বৃন্দাদেবী আইলা তথায় ॥  
বিনোদিনী পুছে বৃন্দে কহ সমাচার ।  
বৃন্দা কহে আজ বনে আনন্দ অপার ॥ ১ ॥

( তখন ) বৃন্দা হাসিয়া	সন্মুখে বসিয়া	কহয়ে মধুর করি ।
শুন বিনোদিনী !	সুখের কাহিনী	শুন সব সহচরী ॥
আজু বনমাবো	অপরূপ সাজে	রাজা হইলা শ্রামরায় ।
যত শুক সারী	ময়ূরা ময়ূরী	সবে জয় জয় গায় ॥
রাখালে রাখালে	মিলিয়া সকলে	সাজাইল রাজবেশ ।
কেহ পাত্র মিত্র	কেহ ধরে ছত্র	কেহ বা কোটালবেশ ॥
রাখাল রাজার	হৈল দরবার	সভ্য হৈল কতজনে ।
কেহ দণ্ড ধরি	কারে চোর করি	স্ববেলে ধরিয়া আনে ॥
পতাকা ধরিয়া	কেহ বা ডাকিয়া	কাননে কাননে ধায় ।
( মোদের ) রাখাল রাজার	সব অধিকার	দেহ সবে জয় জয় ॥
( মোদের ) কানু বনে রাজা	সবে তার প্রজা	পশু পাখী নরনারী ।
শুনি চমকিতা	বৃষভানুসূতা	আর সব সহচরী ॥২

ললিতা কহিছে বৃন্দা শুনহ বচন ।  
কহিবার কথা নয় অযোগ্য কখন ॥  
এই বৃন্দাবনে রাইকে রাজরাজেশ্বরী ।  
করিলেন যোগমায়া অভিষেক করি ॥



ষোলকোশ বৃন্দাবনে মোদের অধিকার ।  
 পশু পাখী আদি যশ ঘোষয়ে রাধার ॥  
 সকলেই জানে বৃন্দাবনে রাই রাজা ।  
 বৃন্দাবন বাসী সকলেই তাঁর প্রজা ॥  
 হেন রাজরাজেশ্বরী অপমান করি ।  
 কাননে হৈল রাজা শ্রাম বংশীধারী ?  
 তোমরা সকলে মিলি করহ বিচার ।  
 রাজ্যাপহরণ দোষের কি হয় প্রতিকার ॥  
 বৃন্দাদেবী বলে শুন সব সখীগণ ।  
 যদি কেহ করে কার' রাজ্যাপহরণ ॥  
 উভয় রাজার যুদ্ধ এই সুবিচার ।  
 জয় পরাজয় মানি হবে প্রতীকার ॥  
 পরাজিত রাজারে লইয়া বন্দিশালে ।  
 যে হয় উচিত শাস্তি বুঝিব সকলে ॥  
 বৃন্দার বচন শুনি কহে ধনী রাই ।  
 এই বৃন্দাবনে রাজা আর কেহ নাই ॥  
 ষোলকোশ বৃন্দাবন মোর অধিকার ।  
 পশু পাখী আদি পূজা করয়ে আমার ॥  
 পৌর্ণমাসী দেবী কৈল বৃন্দাবনেশ্বরী ।  
 তাহা না মানিয়া রাজা হৈল বংশীধারী ?  
 যাও দূতী ত্বরা করি দেহ সমাচার ।  
 সমরে সজ্জিত হঞা হবে আগুসার ॥  
 কটাক্ষেতে জরজর করি তনুখানি ।  
 এককালে পঞ্চবাণ হৃদয়েতে হানি ॥  
 বন্দী করি রাজারে রাখিব কারাগারে ।  
 জানিব কেমন রাজা যুবক আমারে ॥  
 ললিতা কহিছে শীঘ্র রাইকে সাজাও ।  
 শ্রীরাধার জয় দিয়া মদনে জাগাও ॥  
 ষড় ঋতু বসন্তাদি সেনাপতিগণে ।  
 আজ্ঞা দেহ রত্নযুদ্ধে হবে আগুয়ানে ॥



আসুক মদন করে ল'য়ে পঞ্চবাণ ।  
কোকিলার 'কুহ' রবে মাতুক পরাণ ॥  
নূপুর কিঙ্কিনী রণবাণ কলরবে ।  
কাঁপুক নিকুঞ্জবন জয় জয় রবে ॥ ৩ ॥

রাই'র আদেশে	ধরি নিজ শিরে	কাননদেবতী চলে ।
কুঞ্জবনান্তরে	পাইয়া শ্রামেরে	কহে চিত কুতুহলে ॥
শুন রসরাজ	বৃন্দাবনমাঝ	একেলা কিশোরী রাজা ।
তাহারে লজিয়া	উনমত হঞা	সাজিলে রাখাল রাজা ॥
(তাই) হইয়া কুপিতা	সমরে সজ্জিতা	রাজরাজেশ্বরী প্যারী ।
পাঠাল আমারে	কহিতে তোমারে	এবে বুঝি বিচারি ॥ ৪ ॥

যাকর মাঝ হেরি মৃগরাজ ।	ভয়ে পৈঠল গিরিকন্দর মাঝ ॥
শুনইতে সচকিত সবহুঁ মাতঙ্গ ।	চরণহি সোঁপল নিজগতি ভঙ্গ ॥
আনি দেই নিজ লোচন ভঙ্গী ।	বন পরবেশল সবহুঁ কুরঙ্গী ॥
মঙ্গল কলস পয়োধর যোড় ।	তঁহি নব পল্লব অধর উজোর ॥
চৌদিশে মধুকর মন্ত্র উচার ।	ঋতুপতি যোধে ভেল আগুসার ॥
একলি চড়লি মনোরথ মাহ ।	দৃঢ় করি কঙ্কক করল সন্যাহ ॥
অব কি করব হরি করহ বিচারি !	তুয়া পর সুন্দরী সাজল ধারি ॥
লোচন বাণ করল শরজাল ।	দশদিশ সবহুঁ ভেল আঁধিয়ার ॥
যব্ করে পরশল কুসুমক চাপ ।	তব্ ধরি মঝু হিয়া থরহরি কাঁপ ॥
কুসুম বিশিখ যব্ লেয়ব হাত ।	পড়ব কুসুম শর বজর-বিদ্যাত ॥
বিধুমুখী নিধুবন-সমরে সুধীর ।	যতনে পাওল ঋতুপতি বীর ॥
সোই করব তঁহি বীরক দাপ ।	তাকর কোন সহব পরতাপ ॥
সো যব আগুব রঙ্গক ঠাম ।	না জানি কি হোয়ব তছু পরিণাম ॥ ৫ ॥

\*—

শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর ।	ভেটব সমরে ধীর সখী তোর ॥
সঙ্গর-রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছ ।	আগে তুহঁ সরবি হাম পাছ ॥
এ সখি এ সখি ! তুহঁ নাহি ডরবি ।	হামারি বীরপণ দেখি কিয়ে মরবি ॥



সিংহ মাতঙ্গ কুরঙ্গ নহ কোই ।  
 ঋতুপতি কোটি ছোট করি জান ।  
 কি করব মধুকর-মন্ত্র-উচ্চার ।  
 অবলা কি করব রণ-বলক্ষীণা ।  
 কিয়ে ছিয়ে ফুলধনু কুসুমক বাণ ।  
 ভাঙ চাপ মঝা বিশিখ কটাখ ।  
 ভুজযুগ-বল্লী-পাশে করি বন্ধ ।  
 সো ধনী কয়ল যো কঙ্ক-সন্না ।  
 নিরদয় হৃদয়-কপাটক চাপে ।  
 রণরথ জঘন করব অবলম্ব ।  
 নব পল্লব জিনি অধর সুরাতে ।  
 তব্ যদি দৈবে করয়ে বিপরীতে ।  
 সরবস দেই লেওব তছু শরণে ।

ত্রিভুবন শোহন মোহন হোই ॥  
 মনমথ-কোটি-মথন হাম কান ॥  
 গ্রাম-ভ্রমর যাঁহা কমল-বিহার ॥  
 সহচরীগণ রণ-যুকতি-বিহীনা ॥  
 হিয়ে মণি-কিরণহি করব মৈলান ॥  
 বরিষণে জর জর করবহিঁ তাক ॥  
 গিরব গিরায়ব কতহঁ করি ছন্দ ॥  
 নথর-কৃপাণে হাম করব বিভিন্ন ॥  
 লজ্জিব কুচ-গিরি আপন-প্রতাপে ॥  
 যুঝাব যুঝায়ব করি কত দস্ত ॥  
 করব বিখণ্ডন রদন-বিঘাতে ॥  
 ঐছন যুকতি করব হাম চিতে ॥  
 প্রাণ-পারিজাত সোঁপব চরণে ॥৬॥

সাজল শ্রাম সুরতরণ-পণ্ডিত, করে করি কুসুম-কামান ।  
 সৌরভে ভ্রময়ে কতহঁ কত মধুকর, জিতল মনমথ বাণ ॥  
 ধনি ধনি ! অপরূপ ছান্দে ।

বেশবিলাস	রসময় মাধুরী,	কামিনী-লোচন-ফাঁদে ।
চুরাচন্দন	অগোর বিলেপন,	সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে ॥
সমর-শমিত কেশ	বেশ কর বন্ধন,	বরিহা চারু চরিত্রে ॥
কঙ্কণ কিকিণী	বানবান রণরণি,	রতিরণ-বাজন বাজে ॥
অপরূপ ছান্দে	রসিক শিরোমণি,	সাজল রমণী-সমাজে ॥৭॥

—:—

হুঁ হুঁ নয়ানে নয়ানে ভেল মেলি ।  
 লখই না পারি কলহ কিয়ে কেলি ॥  
 গদগদ বচন কহই নাহি পারি ।  
 যৈছন রোখে অবশ রহু থারি ॥ ৮ ॥

—



রাধা মাধব কুঞ্জহিঁ পৈঠল, রতিরণরঙ্গ রসাল।

রণ বাজন ঘন কোকিল কলরব, বাকরু মধুকর মালা ॥

সজনি ! হেরি হেরি দুহুঁ দিঠি কাঁপ ।

মনমথ সমরে কুসুমশর কোঁ কহ, সঙরি সঙরি জীউ কাঁপ ॥

পহিলহি রাই নয়ন-শরে হানল, আকুল কুঞ্জর-রাজ ।

ভুজযুগ বরণ-পাশে ধরি বাকল, নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ ॥

রোখলি রাই তঁহি পুন হরি-উরে, কুচ কাঞ্চন গিরি হান ।

সো গিরিবরধর নথরে বিদারল, বিচলিত মানিনী-মান ॥

শ্রমভরে দুহুঁ দুহুঁ অধর মধু পিবই, দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস ।

দুহুঁ দুহুঁ গগু-মুকুরে নিজ ছাহ হেরি, ভরমহি দুহুঁ করু-দংশ ॥

সিন্দূর-দহন-বাণ হেরি মাধব, মৃগমদ-জলদে নিঝাউ ।

পিঞ্জমুকুটভয়ে বেণী ভুজঙ্গিনী, বিলুঠই মহী গড়ি ষাউ ॥

মাতল মদন-রাজ মদ-কুঞ্জর, অলক-অকুশ নাহি মান ।

তোড়ল নীবি-বন্ধ গীমকর বন্ধন, নিজ পর কহুঁ নাহি জান ॥

রতিরণ তুমুল পুলক কুল সঙ্কুল, ঘন ঘন মঞ্জীরবোল ।

নিজমদে মদন, পরাভব পাওল, কুণ্ডল গগুহি লোল ॥

অনুখন কঙ্কণ কিঙ্কিনী বাকরু রতিজয় মঙ্গল তুর ।

মনমথ-কেতু মকরগতি যাওত, দুহুঁ রতি-সায়রে বুর ॥ ৯

রতিরণে পরাভব      মানিয়া মাধব,      করযোড়ে পরিহার মাগে ।

তুঁহু রাজরাজেশ্বরী      তুয়া প্রজা বংশীধারী,      জয়পত্র লিখি লেহ আগে ॥

এত বলি শ্রামরায়      বন্দারে ডাকিয়া কর,      আজি হৈল বড় শুভক্ষণ ।

মোরে পরাভব করি, রাজা হৈল রাই কিশোরী,      ( এখন ) অভিষেকের কর

আয়োজন ॥ ১০

রাজ আভরণ,      ল'য়ে সখীগণ,      কহে সুমধুর বাণী ।

এস গো কিশোরি !      অভিষেক করি,      সিংহাসনে বৈস ধনি !!

যমুনার নীর      অতি মনোহর,      হেমঘট পূরি আনে ।

কদলী সুন্দর      বৃক্ষ মনোহর,      রোপয়ে স্থানে স্থানে ॥



বাজয়ে ভেঙুরী	মৃদঙ্গ বাঁঝারী,	রবাব থমক বীণা ।
জগবান্স বাজে	পাখোয়াজ সাজে,	ব'লে গায় তানানানা ॥
পঞ্চগব্য ল'য়ে	নীর মিশাইয়ে,	সুগন্ধি চন্দন তায় ।
জয় জয় ধ্বনি	করয়ে গোপিনী,	সঘনে মঙ্গল গায় ॥
সব গোপনারী	রহে সারি সারি,	রাধার বদন চেয়ে ।
বৃন্দা পরতেকে	করে অভিষেকে,	মাঙ্গলিক দ্রব্য ল'য়ে ॥ ১১ ॥

অভিষেক হেরি, লুবধ মুরারি, অলখিতে বৃন্দা পাশ ।  
আসি কহে দেবি ! নিজ হাতে সেবি, হেন মনে অভিলাষ ॥  
বৃন্দা কহে কান ! করহ সেবন, যেমন যেমন মন ।  
(শুনি) পাতল চীরে, মাজয়ে শরীরে, অতি হরষিত-মন ॥  
করি পরিপাটী, কণ্ঠ পৃষ্ঠ কটি, মাজয়ে নিতম্ব-দেশ ।  
(রাই) সখী হেন জ্ঞানে, অসঙ্কোচ মনে, দেখাওত উরুদেশ ॥  
(রাই) নয়ন মুদিয়া, রসেতে ডুবিয়া, ভাবয়ে রসিকরাজে ।  
(হেথা) রসে গরগর, রসিক নাগর, সাধয়ে আপন কাজে ॥  
মুচকি হাসিয়া, সমুখে আসিয়া, বক্ষঃস্থলে দেই হাত ।  
করিতে মার্জন, উলসিত মন, পুলকে পূরিত গাত ॥  
ধরিতে চরণ, মেলিয়া নয়ন, বঁধুরে হেরিয়া রাই ।  
(বলে) কি কর কি কর, রঙ্গিয়া নাগর, তোমার বালাই যাই ॥  
আর কত সাধ, আছে প্রাণনাথ ! বলিয়া কয়ল কোর ।  
ওরূপ নেহারি, প্রিয় সহচরী, আনন্দরসেতে ভোর ॥ ১২ ॥

সিনান সমাধল মুছল অঙ্গ । পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ ॥  
মণিময় আভরণ সহচরী দেল । যাহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥  
মণি-মন্দির মাহা আওল রাই । রতন-সিংহাসনে বৈঠল যাই ॥  
বনফুলমালা দেয়ল বনদেবী । ঐছন চন্দনে বহুমত সেবি ॥  
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম । ডাহিনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম ॥  
ধরিল কুসুমছত্র চিত্রাদেবী মাথে । শ্রীচম্পকলতা সে তাম্বুল দেই হাতে ॥  
তুঙ্গবিছা ইন্দুরেখা চামর ঢুলায় । রঙ্গদেবী সূদেবী রাধার বশ গায় ॥



জয় জয় শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনেশ্বরী । জয় জয় জগতমোহন-মনোহারী ॥  
জয় সখীচাতকী-আনন্দ কাদম্বিনী । কৃষ্ণকান্তা সকল রমণীশিরোমণি ॥১৩॥

তবে অতিশয় আনন্দিতা । শ্রীকৃষ্ণেরে কহেন ললিতা ॥  
বনমালি ! শুন মোর বাণী । কি সেবা লইবে বল তুমি ॥  
সখীসব সেবা বাঁটি নিল । যার যে বাসনা মনে ছিল ॥  
হেন সেবা আর নাহি দেখি । যাহাতে তোমার নাম লেখি ॥  
শুনিয়া কহেন বনোয়ারী । মোর সেবা আছে বড় ভারি ॥  
আমি রাজ্যের কোতায়াল হইব । রাজ-জয় ঘুঘিয়া বেড়াব ॥ ১৪ ॥

ললিতা কহয়ে শুন শুন বনমালি ! বড়ই কঠিন সেবা রাজার কোটালি ॥  
আবেদন লিপি আগে আন দেখি লিখি । হয় কি চাকুরী কোথা  
মন্ত্রীকে উপেখি ॥  
যথাবিধি রচনার করিয়া বিচার । তবে ত লইব মাগি আদেশ রাজার ॥১৫॥

ললিতার কথা শুনি, মরম ইঙ্গিতে জানি, পুলকিত ভেল শ্রাম অঙ্গ ।  
অতিশয় মানস, আশ সোই পূর্ব, সেবা সুখ-পরসঙ্গ ॥  
সো অনুভব যব, উর মাহা জাগল, উঠলহি অন্তর কাঁপ ।  
বরলোচনযুগ, বরষব অনুমানি, দেওয়ল পলকপট কাঁপ ॥  
ক্ষণমাহা ধৈর্য, ধরি পুন নাগর, নিখিল নিজ আবেদন ।  
ভাব-তরঙ্গ ঘন, বারত কর জন্ম, থির নাহি মানত পরাণ ॥  
বিগলিত কজ্জল, উজ্জল মসী করি, পুহপুক বৃন্ত-লেখনী ।  
বিস্তৃত চিত্রিত, সরোরুহ-পল্লবে, ইহ রচল গুণমণি ॥  
লিখিত পত্র লেই, কম্পিত করে ধরি, দেওয়ল মস্ত্রিক হাত ।  
মন্ত্রী হরষে তব, উচ্চ করি পড়তহি, শ্রাম রহ অবনত মাথ ॥ ১৬ ॥

শ্রীশ্রীলশ্রীশত, শ্রীযুত পদনথ, ( মহা ) মহিমার্ণব চরণেবু ।  
চতুরিণী শিরোমণি, বিশ্ববিমোহিনী, যুথপতিগণ সেবিতেষু ॥  
শ্রীবৃন্দাটবী, রাজরাজেশ্বরী, প্রবলপ্রতাপ-শালিনীষু ।  
কোট মদনমদ, পরাভব-কারিণী, নিজজনগণ-জীবিতেষু ॥



জয় গুণ-মণ্ডিতে, প্রেম-সুপণ্ডিতে, গুনহ আকিঞ্চন মোর ।  
 তুয়া রাজ-সুবশ, নিতনব ঘোষই, প্রজাকুল প্রেম-বিভোর ॥  
 তুয়া রাজভিতর, বাস যো পাওত, তাকো পালক দেই সেবা ।  
 মো হেন দীনজন, রহব কি বঞ্চিত, ইথে না হোওব তব শোভা ॥  
 এহি বিনতি মোর, মানবি ন টারবি, করঘোড়ি মাগোঁ তুয়া পাশ ।  
 তব এই রাজকর, কোতোয়ালপদ দেই, করবহি মোহে চিরদাস ॥  
 হাম তুয়া নাম যশ, কুঞ্জ কুঞ্জ প্রতি, ঘোষব প্রতি দিনযাম ।  
 তুয়া পুরভিতর, চোর যদি আওব, বিফল হোওব তছু কাম ॥  
 এহি বিধি সেবা, নিত প্রতি লহবি, পালবি নিজ ঠাকুরাল ।  
 জয় জয় রাধা, বৃন্দাবিপিনাধীশ, গাওব হাম চিরকাল ॥  
 পালইতে রাজাদেশ, যদি হাম চুকব, সমুচিত দেওবি দণ্ড ।  
 ভুজগ-পাশে বাঁধি, ডারি মহা সরোবরে, রদাঘাতে করবি বিখণ্ড ॥  
 রস্তাখন্তযুগ, মাঝা মঝু দেহ ধরি, করবি ভীষণ তাড়ন ।  
 স্মেরু শিখর পরি' মোহে বাঁধি রাখবি, মন মত করবি পীড়ন ॥১৭॥

রাই রাজা কোটালের আবেদন শুনি ।  
 ললিতারে বলে 'গুন মন্ত্রি গো সেয়ানী ॥  
 চতুর বটে গো জন ভাল ত রচনা ।  
 বিশ্বাসী বুঝহ যদি করহ থাপনা ॥  
 দরবারে হাজির যদি রহে অনুখন ।  
 রীতিমত দেয় কর পালয়ে নিয়ম ॥  
 তবে ত আমার ইথে আছরে সন্মতি ।  
 বুঝিয়া ইহারে রাজকার্য্যে কর ব্রতী ॥  
 পাত্র মিত্র লেই মন্ত্রী করিয়া বিচার ।  
 বলে ইথে সন্মতি আছরে সবাকার ॥ ১৮ ॥

বৃন্দাবন পাটেশ্বরী	তামূল দেওল	গুন গুন কোতোয়াল রাজ ।
রাজ উচিত কর	আনিবে সত্বর	কহে সবে এই তুয়া কাজ ॥
কোটাল কোটাল বলি	ঘন ঘন ঢুলি ঢুলি	মন্ত্রী ফুকারই বাত ।
গুনি গুনি পীতাম্বর	মানিয়া স্মগোরব	শিরোপর লেওল হাত ॥১৯॥



তবে কোতোয়াল হইয়া বংশীধারী । রাধিকার জয় ঘোষে কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরি ॥  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবাকার অদর্শনে । রাখিলা আপন বাঁশী ললিতা-বসনে ॥  
 তবে রাধিকার আগে করষোড় করি । নিবেদন করিতে লাগিলা বংশীধারী ॥  
 বৃন্দাবনেশ্বরী ! শুন মোর নিবেদন । মোর বাঁশী চুরি করি নিল কোন জন ॥  
 শুনিয়া বিশাখা কহে মৃদু মৃদু হাসি । ভাল হৈল চুরি গেল কুলনাশা বাঁশী ॥  
 এবে কুলবতীর কুল মান রক্ষা হবে । গৃহে থাকি নারীগণ স্মৃথে ঘুমাইবে ॥  
 কিশোরী কহেন 'সখি ! ভাল না कहিলে । রাজার অখ্যাতি হবে এমন  
 कहিলে ॥ ২০

ললিতা চতুরমতি কহে কোতোয়াল প্রতি তুমি নিজে কোতোয়াল হ'য়ে ।  
 নিজে নার রাখিবারে রাজ অগ্রে প্রচার ক'রে এ কথা कहিছ লাজ থেয়ে ॥  
 ( মাগো মা ) মোরা মরি যাব এই লাজে ।

রাজার অখ্যাতি হবে, সঙ্গী সব দোষ পাবে হেন জনে রাখিলে এ কাজে ॥  
 कहিছেন বনয়ারী রাজপ্রিয় জনে চুরি যদি করে রাজ-বিঘ্নমানে ।  
 কোটাল হইতে তার কি হইতে আর রাজ অগ্রে নিবেদন বিনে ॥  
 শুন রাণী রাধা কন, শুন শুন সখীগণ করিলেক কেবা এই কাজ ।  
 শুধু বাঁশ এক পাব হরিলে কি হবে লাভ সকলেরে দিল মহালাজ ॥  
 কিশোরীর কথা শুন সখীগণ কহে বাণী মোর কিছু বাঁশীর না জানি ।  
 যাহারে সন্দেহ করে কোটাল ধরিয়া তারে দেখুক আপন রত্নখানি ॥ ২১

বনয়ারী কন	মোর দুষ্ট মন	সন্দেহ করয়ে সবে ।
তাহার প্রত্যয়	যে করিলে হয়	তাহাই করিতে হবে ॥
মনে শঙ্কা করে	কাঁচুলি ভিতরে	বাঁশী রাখিয়াছে কেহ ।
অতএব তাহা	প্রকাশ করিয়া	আমারে প্রত্যয় দেহ ॥
ললিতা কহয়ে	তাহাই হইবে	রাজারে জিজ্ঞাসি আসি ।
এতেক कहিতে	পড়িল উঠিতে	বসন হইতে বাঁশী ॥
তবে কহে শ্রাম	দেখ দেখ কাম	বৃন্দাবন-পাটেশ্বরী ।
কর আজ্ঞাপন	ইহার যেমন	শাস্তি হয় স্মবিচারি ॥
কিঞ্চিৎ কুপিতা	কহেন ললিতা	শুন শুন মহারাণি ।
কোটাল কপটে	বাঁশী মোর পটে	রেখেছিল অনুমানি ॥



যদি না মানহ তবে আজ্ঞা দেহ উহারে শাসন করি ॥  
কোটাল সম্প্রতি করুক শপতি তোমার চরণ ধরি ॥ ২২ ॥

তাহা শুনি ভাল ভাল বলি ।

হৃদয়ে সাহস করি চলিলেন বংশীধারী দিব্য করিবারে কুতুহলী ॥  
তাহারে নিকটে দেখি সশঙ্কিতা শশিমুখী নিজপদ ঢাকেন যতনে ।  
তথাপি বলেতে হরি রাধার চরণোপরি নিজকর দিল স্মৃতি-মনে ॥  
সে পদ পরশ স্মৃতে বচন না ক্ষুরে মুখে কম্পিত হইল থরহরি ।  
তাহা দেখি সখীগণ অতি আনন্দিত মন হাশ্রু করে দিয়া করতালী ॥  
ললিতা কহেন বাণী দেখ দেখ মহারাণি ! ধর্ম-বল আপন গোচরে ।  
মুখে বাক্য নাহি ক্ষুরে কম্প হয় কলেবরে অধার্মিক দিব্য কোথা তরে ॥  
তুঙ্গবিষ্ঠা কহে ভাল হইয়াছে কোতোয়াল মিথ্যা পর অপবাদকারী ।  
মোরা রীতি অনুসারে করি এবে প্রতীকারে কিশোরীর আজ্ঞা

অনুসারি ॥ ২৩ ॥

নাগরে কম্পিত দেখি রসবতী রাই । হাসি বঁধু করে ধরিলেন যাই ॥  
গদগদ কণ্ঠ কহয়ে ধনী বাণী । মরম কহিয়ে এবে শুন বনমালী ॥  
নিজ বাজ্ঞা পুরাইলে মোরে রাজা করি । মোর সাধ পুরাইতে হইবে মুরারি ॥  
ও বেশ ফেলিয়া নিজ বেশ পর তুমি । সিংহাসনে বৈসহ কিঙ্করী হই আমি ॥  
(তখন) বৃন্দাদেবী নাগরের বেশ ঘুচাইয়া । রাজবেশ করি দিল যতন করিয়া ॥  
রসময় রসিকশেখর বনোয়ারী । বসিলেন সিংহাসনে বামেতে কিশোরী ॥  
আহা মরি কিবা শোভা হেরগো নয়নে । তুলনা নাহিক যার এ তিন ভুবনে ॥  
হেরি সব সখীগণ দেই জয় জয় । বৃন্দা কহয়ে আজু কি আনন্দ হয় ॥ ২৪ ॥

রাই রাজরাজেশ্বরী শ্রাম রসরাজ । তনু তনু মিলল অপরূপ সাজ ॥  
অঙ্গে অঙ্গ হেলাহেলি বয়ানে বয়ান । কত সূধা বরিথয়ে নয়ানে নয়ান ॥  
তাই এক রঙ্গিণী পরম রসাল । ছুঁ গলে দেয়ল এক ফুল মাল ।  
টুটব ভয়ে ছুঁ পড় এক বন্দ । দৈবে ঘটাত প্রেম আনন্দ ॥  
চামর বীজই কোই ছুঁ অঙ্গে । নাচত গাওত প্রেমতরঙ্গে ॥  
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ । ছুঁ গুণ গাওত আনন্দে মগন ॥ ২৫ ॥



আহা মরি ! কিবা দুটি রূপ অনুপাম ।

রূপ অনুপাম গো দুটি রসময় ধাম ॥

আধ কনক কাঁতি নব বিজুরী ভাতি

আধরসে চরচর নবঘনশ্রাম ।

বয়ানে বয়ান, দৌহার নয়ানে নয়ান ।

( জন্ম ) চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক ঠাম ॥

অতি পরম রসাল ছুঁছ গলে এক ফুলমাল

অঙ্গে অঙ্গ হেলাহেলি অপরূপ ঠাম ॥

কিয়ে কমলে ভ্রমর, কিয়ে চাঁদেতে চকোর

(নব) চাতকিনী সুবদনী জলধর শ্রাম ॥

নাচে ময়ূর ময়ূরী গায় শুক আর সারী

ফুলে ফুলে ভ্রমরা ভ্রমরী ধরু তান ।

নব জলদ-কোলে থির বিজুরী খেলে

কত রস বরিখয়ে ছুঁছ রসধাম ॥

যত সখী মঞ্জরী দৌহার মাধুরী হেরি

বোলত ঘেরি ঘোঁষায় রাধেশ্রাম' ।

যত সহচরীগণ করে পুষ্প বরিষণ

‘রাধা রাধারমণ’ বলি গায় অবিরাম ॥ ২৬ ॥



# শ্রীধাম নবদ্বীপ

‘হরিবোল কুটীর’ হইতে

## প্রকাশিত দুর্লভ গোড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাবলি

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ-সরস্বতী কৃত

১। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতং ( ১৭শ শতক পর্য্যন্ত ) ১/০

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি প্রণীত

২। শ্রীবিরুদাবলী-লক্ষণং ও } ... ... ১৬/০

শ্রীমদ্ জীবগোস্বামি কৃত

৩। শ্রীভক্তিরস বিরুদাবলী } ... ... ১০

৪। শ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ ... ... ১০

৫। শ্রীমাধবমহোৎসবং মহাকাব্যম্ ... ... ২৫/০

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি কৃত

৬। শ্রীকৃষ্ণাঙ্কুর-কামদী ... ... ২১

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি কৃত

৭। দানকৌল-দিস্তামণি ... ... ১০

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি কৃত

৮। শ্রীসুরত-কামমৃতং ... ... ১০

৯। শ্রীনিকুঞ্জবেল বিরুদাবলী ... ... ১০

১০। শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা ... ... ১০

\* অপ্রকাশিত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী—(১) শ্রীজীবগোস্বামি কৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, (২) শ্রীনৃসিংহগোস্বামি কৃত শ্রীচৈতন্য-মহাভাগবত, (৩) শ্রীকবিকর্ণপুর কৃত আখ্যানশতকং (৪) শ্রীল বিশ্বনাথঠাকুর কৃত ঐশ্বর্য-কাদম্বিনী, (৫) শ্রীরঘুনন্দনগোস্বামি কৃত শ্রীশ্রীগৌরাজ চম্পু।